# দি ওয়ার্ল্ড ইন মাই পকেট

জেমস হেডলি চেজ

# সূচিপত্র

তাস খেলার গোল টেবিল ....................2
আলোচনা সভা....................72
যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলে....................145
ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ঘেঁষে ....................206
ঘণ্টা কয়েক বিশ্রামের পর....................269

# তাস খেলার গোল টেবিল

০১.

ওরা চারজন–তাস খেলার গোল টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে।

পোকার খেলার প্লাস্টিকের চাকতি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। দুটো অ্যাসট্রে, পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ঠাসা। এক বোতল হুইস্কি আর তার পাশে চারটে শূন্য কাঁচের গেলাস।

আধো–আধারিতে ঘরটা ঢাকা। শুধু মাথার ওপরে ঝোলানো একটা শেড দেওয়া আলো টেবিলের একটা বৃত্তাকার অংশকে সবুজ আলোয় আলোকিত করে তুলেছে। সিগারেটের সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী সেই সবুজাভ আলোর বৃত্ত ছাড়িয়ে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছে।

চারজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দশাসই চেহারার লোকটা তার হাতের চারটে তাস টেবিলে চিত করে নামিয়ে রাখলো। তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে ভাবলেশহীন মুখে অন্য তিনজনের দিকে তাকালো। তার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা টেবিলের ওপর চঞ্চল হয়ে উঠলো। আঙুলের টোকায় এক বিচিত্র ছন্দময় শব্দের সৃষ্টি হলো।

কিছুক্ষণ অন্য তিনজন স্থিরভাবে বসে রইলো। তিন জোড়া চোখই টেবিলের উপর পড়ে থাকা চারটে সাহেবের দিকে নিবদ্ধ। অবশেষে বিরক্তিভরে তারা নিজেদের তাসগুলো ছুঁড়ে ফেললো।

ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যানের চঞ্চল, শীতল চোখের তারা আরো চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিজয়ীর হাসি পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠলো! সে হাসি বুঝি ধূর্ত নেকড়ের হাসির মতোই তুলনীয়।

জিপো, আরো একবার তাহলে আমার কাছে তোমাদের হারতে হলো? –তার বিপরীত দিকে বসে থাকা জিশেপ ম্যানডিনির দিকে তাকিয়ে মরগ্যান কৌতুকভরে প্রশ্ন করলো।

জিশেপ ম্যানডিনির কালো কোঁকড়ানো চুলে রগের কাছে সামান্য পাক ধরেছে। ছোট তীক্ষ্ণ নাক। গায়ের রঙ বাদামী। সে মরগ্যানের কথায় ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বের করে বিষণ্ণভাবে হাসলো। তারপর অস্বাভাবিক স্থূলকায় শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে তার প্লাস্টিকের চাকতিগুলো ঠেলে দিলো মরগ্যানের দিকে, আমি আর নেই। ফ্র্যাঙ্ক! আমার ভাগ্য–টাগ্য সব খরচের খাতায় জমা পড়ে গেছে। শালা সন্ধ্যে থেকে একটা নওলার বেশী কোনো তাস পেলাম না।

এডওয়ার্ড ব্লেক মরগ্যানের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চাকতিগুলোর দিকে তাকালো। আলতো করে আঙুল চালালো সাজানো চাকতির ওপর। তারপর চারটে চাকতি টোকা মেরে এগিয়ে দিলো মরগ্যানের দিকে। তার মুখ নির্বিকার।

সুদর্শন এডওয়ার্ড ব্লেক লম্বা, সূর্যস্নাত দেহের রং ঈষৎ বাদামী। তার সৌন্দর্যের আতিশয্য মহিলাদের কাছে আকর্ষণীয় হলেও পুরুষের মনে জাগিয়ে তোলে সতর্কতার

সংকেত। ব্লেকের পরনে ধূসর-রঙা স্যুট, গায়ে সবুজ টাইয়ের ওপর হলুদ রঙে আঁকা সোয়ালো পাখির ছবি।

চারজনের মধ্যে তার বেশবাসই একমাত্র চোখে পড়ার মতো।

আলেক্স কিটসন, চারজনের চতুর্থ জন। বয়েস তেইশ হবে। বলিষ্ঠ চেহারা, কঠিন চোয়াল, নাকটা মুষ্টিযোদ্ধাদের মতোই চ্যাপ্টা, কালো চোখে সতর্ক ভাব। তেইশ বছরের সরলতা তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে।

বুক-খোলা শার্ট কিটসনের গায়ে আর পরনে সস্তা মোটা সুতীর-প্যান্ট। সে তার চাকতিগুলো ঠেলে দিয়ে মুখভঙ্গী করলো, আমিও আর নেই। ভেবেছিলাম দানটা জিতে যাবো। শালা চারটে বিবি পড়েছিলো, কিন্তু...কথা শেষ না করেই থেমে গেলো কিটসন। তার নজরে পড়লো ব্লেক এবং জিপো তাকিয়ে মরগ্যানকে লক্ষ্য করছে। কিটসনের কথা ওদের কানেও ঢুকছে না।

জিপো, ব্লেক এবং কিটসনের এগিয়ে দেওয়া চাকতিগুলোকে মরগ্যান তিনটে ভাগে সাজিয়ে ফেলেছে। তার পাতলা ঠোঁটে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

খুশিমতো চাকতিগুলোকে সাজানো হয়ে গেলে মরগ্যান তাকালো, শীতল চোখজোড়া তাদের মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সইতে পারলো না ব্লেক। অধৈর্যভাবে বলল-ফ্র্যাঙ্ক, তোমার মতলবটা কি, খুলে বলো তো? সেই থেকে দেখছি কিছু বলার জন্য চেষ্টা করছো!

তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করলো, দু-লাখ ডলার করে পেলে তোমরা নিতে রাজী আছ?

তিনজনেই চমকে উঠলো। কারণ মরগ্যানকে ওরা চেনে। ওরা জানে মরগ্যান ঠাট্টা করে না করেওনি।

জিপো আগ্রহে ঝুঁকে এলো। প্রশ্ন করলো, কি বললে?

প্রত্যেকে দুলাখ করে। মরগ্যান জোর দিলো, টাকাটা বলতে গেলে আমাদের নাকের ডগায়, কিন্তু কাজে ঝুঁকি আছে।

পকেট থেকে ব্লেক এক প্যাকেট সিগারেট বের করল। একটা সিগারেট বের করে তাকালো মরগ্যানের দিকে। প্রশ্ন করলো, মোট টাকার পরিমাণ আট লক্ষ ডলার?

না, দশ লাখ, এবং টাকাটা ভাগ হবে পাঁচ ভাগে-অর্থাৎ তোমরা যদি আমার সঙ্গী হও।

পাঁচ-ভাগ! পঞ্চম ব্যক্তিটি কে? জানতে চাইলো ব্লেক।

পরে আসছি সে কথায়, কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো মরগ্যান। তার ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল সুপ্ত উত্তেজনায় টলমল।

দশ লাখ ডলার! জিপো তখনও অবাক বিস্ময়ে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে

ক্ষুধার্ত হায়নার মতো মরগ্যান হাসলো।

ফ্র্যাঙ্ক, তুমি কি রকেট রিসার্চ স্টেশনের সাপ্তাহিক মাইনের কথা বলছো? –ব্লেক আচমকা প্রশ্ন করলো। .

মরগ্যান মুখে বিজ্ঞের হাসি হেসে ব্লেকের কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, তোমার বুদ্ধি আছে, এড। হ্যাঁ আমি ঐ টাকার কথাই বলছি।

মরগ্যান কিটসনের দিকে তাকালো, কিটসনের দু–চোখের তারায় হতচকিত শূন্য দৃষ্টি।

কি হলো, আলেক্স, একেবারে বোবা হয়ে গেলে তো!

আলেক্স বললো, তুমি কি পাগল হয়েছে, ফ্র্যাঙ্ক!

মরগ্যান প্রশ্ন করলো ব্লেককেই, তুমি কি বল এড, কাজটা আমাদের পক্ষে অনুচিত হবে?

ব্লেক সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোয়া ছেড়ে তাকালোমরগ্যানের দিকে, টাকার ওজন যতোই হোক না কেন, এ ধরনের কাজে অন্ততঃ আমি হাত দিতাম না ফ্র্যাঙ্ক।

এই হচ্ছে এডওয়ার্ড ব্লেক, সমস্ত ঘটনা না জেনে কোনরকম মতামত প্রকাশে সে রাজী নয়।

জিপো তার স্থূলকায় শরীরটাকে টান টান করে সোজা হয়ে বসলো। কিটসনের থেকে চোখ সরিয়ে মরগ্যানের দিকে তাকালো। অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলো, কাজটার গণ্ডগোলটা কোথায়?

সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে হাত তুলে কিটসনের দিকে, তুমিই বলল, আলেক্স। তোমারই তো জানার কথা। তুমি কিছুদিন চাকরিও তো করেছিলে সেখানে।

কিটসন নিস্পৃহস্বরে বললো, হ্যাঁ করেছিলাম সুতরাং আমি জানি–এবং ভাল ভাবেই জানি। মাসের পর মাস প্রত্যেকেই এই রকেট রিসার্চ স্টেশনের টাকাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে। কেন জানো? কারণ তারা সকলেই সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন বুদ্ধিমান লোক। আমাদের মতো নির্বোধ এবং উন্মাদ নয়।

না, আমি ঠাট্টা করছিনা। ফ্র্যাঙ্ক জানে। ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সীর প্রতিটি ভাজে লুকিয়ে রয়েছে বিপদের অশুভ সংকেত।

গালে হাত ঘষে জিপো ভুরু কুঁচকে বললো, তুমি নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবে ফ্র্যাঙ্ক?

মরগ্যান জিপোর কথা কানে তুললো না। কিটসনের দিকে তাকিয়ে, থামলে কেন, আলেক্স? বলে যাও–ওদের জানিয়ে দাও এ কাজে কতোটা ঝুঁকি!

আমি ঐ এজেন্সীর চাকরি যখন ছেড়ে দিই, সেই সময়ে ওরা একটা নতুন ধরনের ট্রাক আমদানি করে। হঠাৎ কিটসন মুখ খুললো। তার আগে ওরা যে ট্রাকটা ব্যবহার করতো, নতুন ট্রাকটার তুলনায় সেটাকে একটা রদ্দি টিনের বাক্স বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং তাতে থাকতে সশস্ত্র চারজন রক্ষী। তারা তীক্ষ্ণ নজরে টাকার বাক্স পাহারা দিত। কিন্তু, এই নতুন ট্রাকের মজাটা কি জানো? কিটসন মুচকি হাসলো। সে হাসিতে বুঝি সামান্য ইঙ্গিত যে, কোনো সশস্ত্র রক্ষীর প্রয়োজন এ ট্রাকে নেই। তার ওপর, কোম্পানী এই

ট্রাকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে এতোই নিশ্চিন্ত যে ট্রাকে আগের মতো ইনসিওর করার কথাও ওরা আর ভাবে না!

মরগ্যান বললো, তাহলে ট্রাকটার কিছু বিশেষত্ব আছে, কি বলো?

কিটসন কিছুটা অস্বস্তি হলেও সে মরগ্যানের কাছে প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কাজটা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু তবুও এ কাজে সে মন থেকে সাড়া দিতে পারছে না।

মরগ্যান, ব্লেক, জিপো, কিটসন–ওরা চারজন গত ছমাস আগে জোট বেঁধেছে; এবং এর মধ্যেই ছোটখাটো বেশ কয়েকটা কাজ নির্বিঘ্নে গুছিয়ে নিয়েছে।

কিটসন বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, দশ লাখ ডলার তো দূরের কথা, তুমি ঐ ট্রাকের, ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবেনা। ফ্র্যাঙ্ক, কিটসনের স্বরের দৃঢ়তায় কেঁপে উঠলো, একটা নতুন ধরনের সঙ্কর ধাতুর চাদর দিয়ে ঐ ট্রাকটা তৈরী। বাইরে থেকে সেই ধাতব দেওয়াল কেটে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। হয়তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করলে সে দেওয়ালকে গলানো যেতে পারে। কিন্তু তাতেও সময় লাগবে এক সপ্তাহ। দ্বিতীয়তঃ ট্রাকটার দরজায় লাগানো আছে একটা সময়–নির্ভর তালা। ট্রাকে টাকা বোঝাই করার পর ওরা দরজায় তালা দিয়ে দেয়। তুমি তো জানো, এজেন্সী থেকে রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। সুতরাং সেই সময় নির্ভর তালাকে এমন যান্ত্রিক উপায়ে বন্ধ করা হয়, যাতে চার ঘণ্টার জন্য সেই তালা সম্পূর্ণ অকেজো

হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র চার ঘণ্টা পরেই সেই অদ্ভুত তালাকে ভোলা যাবে। বুঝতেই পারছো, ড্রাইভারের সুবিধের জন্যই একঘণ্টা বেশী দেওয়া হয়।

তাছাড়া বোতাম টিপলে ঐ সময় নির্ভর তালা চিরতরে বন্ধ হয়েই থাকবে। চার ঘণ্টা কেন চার বছর অপেক্ষা করলেও সে তালা খুলবে না। হ্যাঁ, উপায় একটা আছে–তবে সে কাজ যে সে লোকের নয়। একজন রীতিমতো দক্ষ কারিগরের পক্ষেই সে তালা খোলা সম্ভব। শুধু এই নয়, আরো আছে। এতোসব বন্দোবস্ত সত্ত্বেও সবসময় ওদের সঙ্গে থাকে একটা শর্টওয়েভ ট্রান্স মিটার। এজেন্সী থেকে ট্রাক বেরোনো মাত্র ট্রাক ড্রাইভার ও এজেন্সীর সঙ্গে চলে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে কথোপকথন এবং সেই যোগাযোগ বন্ধ হয় একেবারে রিসার্চ ষ্টেশনে ট্রাক পৌঁছানোর পর।

আচ্ছা, ড্রাইভার আর রক্ষীটাকে কোনরকমে কায়দা করা যায় না? মরগ্যান কিটসনকে বললো।

কিটসন জোরালো ভাবে হাত নাড়লো, কায়দা? ওদের সঙ্গে? তুমি কি পাগল হয়েছ, ফ্র্যাঙ্ক? কে তোমাকে বলেছে যে ওদের কায়দা করা এতোই সহজ?

কুৎসিত ক্রোধে মরগ্যানের চোখ ঝলসে উঠলো, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি। আলেকজ্ঞান দিতে বলিনি। আমি পাগল হয়েছি কিনা সেটা আমি বুঝবো। বেশী মুখ না ছুটিয়ে কথার জবাব দাও!

ব্লেক মরগ্যানকে চটতে দেখে তড়িঘড়ি করে বলে উঠলো, রাগ করো না, ফ্র্যাঙ্ক। ছোকরার কোন দোষ নেই। ও যতটুকু জানে ততটুকু বলছে। তাই বলে ওর চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের মিল থাকতে হবে, তার কি মনে আছে?

মাথা নেড়ে মরগ্যান বললো, ঠিক আছে এড, আগে আলেক্সের কথাই তাহলে শেষ হোক। বলো হে ছোকরা ঐ ড্রাইভার আর প্রহরীকে কাবু করতে অসুবিধেটা কোথায়?

ততক্ষণে আলেক্স কিটসন ঘামতে শুরু করেছে। মরগ্যানের দিকে কঠিন চোখে চেয়ে কিটসন বলতে লাগল, আমি একসময় ওদের সঙ্গে কাজ করেছি। ওদের আমি ভালমতই চিনি। ড্রাইভারের নাম ডেভ টমাস, আর বন্দুকবাজ প্রহরীর নাম মাইক ডার্কসন। ওরা দুজনেই রিভলবার চালাতে ওস্তাদ, এবং বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ ওদের চোখের নজর। এ ছাড়া ঐ ট্রাক লুটের যে কোন পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারলেই ওরা প্রত্যেকে পাবে দু-হাজার ডলার করে, পুরস্কার। ওরা জানে, কারো পক্ষেই ট্রাকের তালা ভেঙে ঐ দশ লাখ ডলার হাতানো সম্ভব নয়। সুতরাং ওরা যে টাকার লোভে আমাদের দলে যোগ দেবে সেরকম সম্ভাবনাও কম। অর্থাৎ ডেভ টমাস ও মাইক ডার্কসন আমাদের পথে এক শক্ত বাধা।

হঠাৎ কিটসনকে বাধা দিয়ে জিপো বলে উঠলো, ওরে বাবা! এতো ঝামেলা থাকলে ও টাকায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

মরগ্যান জিপোর কথায় হাসলো। তালা খোলার ব্যাপারে জিপো পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। তার পেশাদার অভিজ্ঞ আঙুলের কাছে পরাজিত না হয়েছে এমন তালা পৃথিবীতে নেই।

তবে এ পর্যন্ত যত তালা জিপো খুলেছে, সবই নিজের খুশিমতো, ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায়। কখনো তাকে তাড়াতাড়ি খোলার জন্যে চাপ দেওয়া হয়নি। সে যেমন ভালো বুঝেছে সে ভাবেই খুলেছে। কিন্তু মরগ্যান জানে, এবারের কাজটায় জিপোকে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হবে। তাই মরগ্যান চিন্তিত। জিপো কি পারবে সফল হতে! অবশ্য ওকে বলে কয়ে রাজী করানো যাবে। কারণ জিপো কখনোই তার কথা ঠেলতে পারে না। কিন্তু তাতে লাভ হবে কতোটুকু? যখন সময় আসবে জিপোর আসল অগ্নি পরীক্ষার, তখন সমস্ত কিছুই নির্ভর করবে শুধুমাত্র জিপোর দক্ষতার ওপর। মরগ্যানের কথায় কিছুই যাবে আসবে না। তখন যদি জিপো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তাহলে তাদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে মিলিয়ে যাবে করুণ হতাশায়।

মরগ্যান জিপোর কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিলো, চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই জিপো। যেদিন থেকে আমরা চারজন এক হয়েছি, তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি, তোমাদের যুৎসই কাজের সন্ধান দিয়েছি, তোমাদের পরিচালনা করেছি–তাই তো?

ঘাড় নেড়ে কিটসন সম্মতি জানালো। কিটসন ও ব্লেক অপলকে তাকিয়ে মরগ্যানের দিকে।

কাজগুলো খুব বড় ছিল না বটে, কিন্তু মোটামুটি তোমরা প্রত্যেকেই বেশ কিছু করে টাকা পেয়েছ। কিন্তু আজ হোক কাল হোক, আমাদের ওপরে পুলিশের নজর পড়বেই। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা এইসব ছোটখাটো লুটপাট চালিয়ে যেতে পারি না। তাতে

টাকাও আসবে কম, এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বেশী। তাই বেশ কিছু আয় করতে হবে তাড়াতাড়ি।

যা বলছিলাম আলেক্স এ কথা একবারও বলেনি যে, ট্রাকটা গত পাঁচ মাস ধরে প্রতি সপ্তাহেই টাকা আনা নেওয়া করছে। এবং প্রত্যেকেই ট্রাকটাকে দুর্ভেদ্য বলে মেনে নিয়েছে। যথা–আমাদের আলেক্স কিটসন। ওর মতো আরো অনেকেরই ধারণা, ওই ট্রাকটাকে লুঠকরার চিন্তা পাগল হওয়ার পূর্বলক্ষণ। এ ধরনের কোনো বদ্ধমূল ধারণাকে নাছোড়বান্দার মতো আঁকড়ে বসে থাকা মানেই প্রতিদ্বন্দীর কাছে নিজেকে অরক্ষিত করা। তারপর প্রয়োজন শুধু একটা ক্ষিপ্র রাইট হুকব্যস! চতুর সুযোগ সন্ধানী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধার শোচনীয় পরাজয়।

ইচ্ছে করেই মরগ্যান কিটসনকে ঠেস দিয়ে উদাহরণ দিল মুষ্টিযোদ্ধার, কারণ জিপোর মতো কিটসনকেও তার নিজের দলে টানা দরকার। এখন সে ভাবটা আগের চেয়ে অনেকটা কমে এসেছে। করানোর এই সুবর্ণসুযোগ। সুতরাং সে বলে চললো, আলেক্স তোমাদের যা যা বলেছে সবই আমি খবরের কাগজে মাস কয়েক আগে পড়েছি। ওয়েলিং কোম্পানী এই বিশেষ ট্রাকটা নিয়ে প্রচারের লোভটুকু পর্যন্ত সামলাতে পারেনি। যাকগে, যা বলছিলাম–যেদিন থেকে ঐ ট্রাকটার কথা আমি কাগজে পড়েছি, সেদিন থেকেই ওটাকে লুঠ করার চিন্তা আমার মাথায় ঢুকেছে। আমাদের পক্ষে কাজটা মোটেও অসম্ভব নয়।

সিগারেটের টুকরোটাকে ব্লেক টেবিলে ঘষে নিভিয়ে ফেললো এবং পরক্ষণেই অভ্যস্ত হাতে ধরিয়ে ফেললো আর–একটা। তার চোখজোড়া মরগ্যানের মুখে স্থির।

অর্থাৎ এই বক্তব্যের স্বপক্ষে তোমার কোনো জোরালো পরিকল্পনা আছে?

হ্যাঁ, আছে। মরগ্যান সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে ধোঁয়া ছাড়লো। আবছা সবুজাভ ধোঁয়া ভেসে চললো। বিপরীত দিকে বসে থাকা জিপোর দিকে। –মোটামুটি একটা পরিকল্পনা আমি ছকে রেখেছি। কিন্তু সেটাকে বার বার যাচাই করে নিখুঁত করতে হবে। তাছাড়া আমরা পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাববার সময়ও পাবো যথেষ্ট। কারণ এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে ট্রাকটা রকেট রিসার্চ স্টেশনের মাইনের টাকা নিয়ে যাবে। আর এইভাবে যতই দিন যাবে, ওরা ততই নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অসাবধানী হয়ে পড়বে। তারপর ঝোঁপ বুঝে কোপ মারলেই কাজ হাসিল।

কিটসন আর সহ্য করতে পারলো না। সামনে ঝুঁকে কর্কশ স্বরে বললো, থামো, ফ্র্যাঙ্ক। গাঁজায় দম দিয়ে আর উল্টো–পাল্টা বকো না। একটা বোতাম টিপতে কত সময় লাগে জানো? কোন  লোক যদি ঘুমিয়েও থাকে, তাহলে জেগে উঠে বোতাম টিপতে তার দু সেকেন্ডের বেশী সময় লাগতে পারে না। অর্থাৎ তিনটে বোতাম টিপতে মাত্র ছ সেকেন্ডব্যস। তারপরই ট্রাকটা হয়ে দাঁড়াবে একটা ইস্পাতের চৌকো বাক্স আমাদের কফিনের শেষ পেরেক। তোমার কি ধারণা মাত্র ছ–সেকেন্ডের মধ্যেই ট্রাক থামিয়ে দরজা খুলে টমাস আর ডার্কসনকে তুমি কাবু করতে পারবে? হু–উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া ও ধরণের দিবাস্বপ্ন দেখা অসম্ভব।

মরগ্যান ঠাট্টার সুরে বললো, তোমার তাই মনে হয় বুঝি?

মনে হয় না। আমি নিশ্চিতভাবে জানি বলেই বলছি। ট্রাক থামিয়ে তার দিকে এক পা এগোনোর আগেই পুরো ট্রাকটা ঢাকা পড়ে যাবে ইস্পাতের চাদরে, সময়-নির্ভর তালা হয়ে যাবে ওলট-পালট। ট্রান্সমিটারে শুরু হবে সাহায্য প্রার্থীর অবিরাম বিপদ-সংকেত।

মরগ্যান কপট বিস্ময়ে ভুরু উঁচিয়ে বললো, সত্যি বলছো, আলেক্স?

কিটসনের ইচ্ছে হলো সপাটে একখানা ঘুষি মরগ্যানের নাকে বসিয়ে দেয়।

হা-সত্যি। তুমি যতই বলল না কেন, এই অসম্ভব ব্যাপারটাকে আমি কোনরকমেই বিশ্বাস করতে রাজী নই।

অনেক হয়েছে আলেক্স। জ্ঞানদানের কাজটা তুমি ভালই পারো দেখছি। তা, এখানে না এসে পাদ্রীগিরি করলেই পারতে।

কিটসনের মুখ লাল হয়ে উঠলো অপমানে। রাগতভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। গম্ভীরভাবে একবার ব্লেককে আর একবার মরগ্যানকে দেখতে লাগলো। অবশেষে সংক্ষিপ্তভাবে সে বললো, ঠিক আছে। কিন্তু, আমি আবারও বলছি, কাজটা অসম্ভব।

ব্লেক সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেললো মরগ্যানের দিকে, এবারে ঝেড়ে কাশে, ফ্র্যাঙ্ক।

মরগ্যান বললো, গতকাল আমি এজেন্সী থেকে রিসার্চ স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলাম। গাড়ির মাইলমিটার অনুসারে দুটো জায়গার দূরত্ব ঠিক তিরানব্বই মাইল। তিরানব্বইয়ের মধ্যে

সত্তর মাইল বড় রাস্তা, দশ মাইল সাধারণ রাষ্য, দশ মাইল একটা নির্জন কাঁচা সড়ক এবং শেষ তিন মাইল রিসার্চ ষ্টেশনের নিজস্ব রাস্তা যে রাস্তা ধরে সোজাসুজি রিসার্চ ষ্টেশনে পৌঁছানো যায়। আমি ট্রাকটাকে থামাবার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলাম। সুতরাং প্রথমেই বড় রাস্তা এবং দশ মাইল সাধারণ রাস্তাকে একেবারে বাদ দিতে হয়। কারণ ঐ দুটো রাস্তায় লোজন এবং যানবাহনের ভিড় বড্ড বেশী। রকেট রিসার্চ স্টেশনের নিজস্ব রাস্তাটায় দিনরাত সশস্ত্র প্রহরা থাকে। সুতরাং হাতে রইলো দশ মাইল লম্বা কাঁচা সড়কটুকু।

মরগ্যান সিগারেটের ছাই ঝাড়লো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তিনজনকে দেখলো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, সাধারণ রাস্তা থেকে কাঁচা সড়ক ধরে চার মাইল গেলে দশ নম্বর জাতীয় সড়কে যাবার সর্টকাট রাস্তা। এই রাস্তাটাই রিসার্চ স্টেশন হয়ে দশ নম্বর রাস্তায় মিশেছে। এই কারণে অনেক গাড়িই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। এই রাস্তাটা কাঁচা সড়কের মতো খারাপ নয়। কিন্তু রিসার্চ স্টেশনের মাইল দুয়েক আগে একটা বিপজ্জনক বাঁক আছে; দুটো বিশাল পাথর দু-পাশ থেকে এগিয়ে এসে রাস্তাটার প্রস্থকে প্রায় অর্ধেক করে দিয়েছে। পাথর ছাড়াও জায়গাটা ছোট-বড় ঝোপে ছেয়ে আছে। অর্থাৎ আত্মগোপন অথবা মোটর দুর্ঘটনার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

মরগ্যানের কথায় ব্লেক সমর্থন জানালো, ঠিক বলেছো, ফ্র্যাঙ্ক। একবার ঐ রাস্তায় আমিও শালা আরেকটু হলেই গিয়ে ছিলাম আর কি! একটু অসতর্ক হলেই খেল খতম! -এমনি অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে এখন ওখানে পথ-নির্দেশ লাগানো হয়েছে।

হ্যাঁ, দেখেছি জানালো মরগ্যান, আচ্ছা, এবার ট্রাকে বসে থাকা টমাস, ডার্কসনের অবস্থাটা ভেবে দেখা যাক। এখানকার যা আবহাওয়া তাতে ঐ বদ্ধ ট্রাকে গরম হবে অসহ্য। তা ছাড়া যাতায়াত করার ফলে ওদের রাস্তার সমস্ত খুঁটিনাটি মুখস্থ হয়েছে। এককথায় বিরক্তি, ক্লান্তি এবং একঘেয়ামী ট্রাকভ্রমণের যন্ত্রণা হবে নিত্যসঙ্গী। মনে কর ওরা পৌঁছলে বিপজ্জনক বাঁকের মুখে। মোড় ঘুরেই ওরা দেখতে পাবে অভাবনীয় দৃশ্য। একটি গাড়ি পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে আছে, গাড়ির অবস্থা শোচনীয়। আর রাস্তার ঠিক মাঝখানে ভেসে যাওয়া রক্তের সমুদ্রে পড়ে আছে সুন্দরী যুবতী। তার সর্বাঙ্গ রক্তে ভেজা। জামাকাপড়ের অবস্থাও তথৈবচ। আচমকা ব্লেকের মুখের সামনে ঝুঁকে এলো মরগ্যান। আস্তে হিসহিস করে উঠলো, এখন, একটা কথা আমি জানতে চাই এড, টমাস ও ডার্কসন এ অবস্থায় কি করবে? মেয়েটাকে চাপা দিয়ে যাবে, না নেমে দেখবে মেয়েটা বেঁচে আছে কিনা, না আহত হয়েছে?

দাঁত বের করে শয়তানের হাসি হাসলো ব্লেক। তাকালো কিটসনের দিকে, কি হে স্বামী জ্ঞানানন্দ, শুনছো তো? উর্বর–মস্তিষ্কের দিবাস্বপ্ন কি বলো?

ওরা কি করবে? বলল, মরগ্যানের প্রশ্নে কিটসন নড়েচড়ে বসলো। তার মুখে পরাজয়ের ইঙ্গিত।

ব্লেকই উত্তর দিলো, ওরা থামতে বাধ্য। সম্ভবতঃ একজন নেমে মেয়েটাকে দেখতে যাবে, আর অন্যজন ট্রাকে বসেই ট্রান্সমিটারে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে–অর্থাৎ কিটসনের কথা অনুযায়ী সত্যিই যদি ওরা অহোটা সাবধানী চরিত্রের লোক হয়।

কিটসনের দিকে ফিরলো মরগ্যান, তোমার কি মনে হয়? কি করবে টমাস আর ডার্কসন?

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলো কিটসন। অবশেষে কাঁধ ঝকালো, এড ঠিকই বলেছে। টমাস বসে থাকবে, আর ডার্কসন দেখতে যাবে পড়ে–থাকা মেয়েটাকে। রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে ওরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠাবে। তারপর ট্রাকে উঠে আবার চলতে শুরু করবে রিসার্চ স্টেশনের দিকে।

আমারও তাই ধারণা বললো মরগ্যান। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই, টমাস রইলো গাড়ির ভেতরে, ডাকসন রইলো রাস্তায়। এবার আরেকটা উত্তর দাও, আলেক্স। মরগ্যানের চোখ সরাসরি কিটসনের দিকে, টমাস এক্ষেত্রে ড্যাশবোর্ডের বোম টিপে তালাকে অকেজো করে দেবে? নাকি ইস্পাতের আড়ালে ট্রাকটাকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করবে?

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো কিটসন।

সম্ভবতঃ নয়। ধীরস্বরে জবাব দিলো সে।

মরগ্যান তাকালো ব্লেকের দিকে, তোমার কি মনে হয়, এড?

টিপবে না কখনো! বলে উঠলো ব্লেক, কিটসনের কথা অনুযায়ী একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কারিগরের প্রয়োজন। সুতরাং যতক্ষণনা টমাস বুঝতে পারছে, যে ওরা বিপদে পড়েছে, ততোক্ষণ সে কিছুই করবে না। বরং জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করবে ডার্কসন কি করছে, বা মেয়েটা বেঁচে আছে কি না।

সম্মতি জানালো মরগ্যান, যাক, সবশেষে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কারণ ট্রাকটাও থামানো গেছে এবং টমাস বোতামও টেপেনি। তাহলে দেখছি, আলেক্সের কথামতো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপারটাকে আমরা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি। কিটসনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরলো মরগ্যান, তুমি বলেছিলে, সবটাই উদ্ভট দিবাস্বপ্ন! এখন কি মনে হচ্ছে তোমার?

এতে হাসাহাসির কি আছে বুঝতে পারছি না! বলে উঠলো কিটসন, মানলাম তুমি জিতেছে; কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

তার মানে আমার বক্তব্য তুমি মেনে নিচ্ছো? হাসলো মরগ্যান, যাক ট্রাকটাকেও থামিয়েছি, আর ডার্কসনকেও গাড়ির বাইরে বের করেছি। আচ্ছা, এবার ভাবো বাঁকটার কথা। ট্রাকটাকে ঠিক ঐ জায়গাতেই আমি থামাতে চাই। তার কারণ একটা আছে। তা হলো রাস্তার দুপাশে অসংখ্য বুনো ঝোঁপ। তাতে দু-তিনজন লুকিয়ে থাকতে পারে। এবার ডাকসন নেমে যাবে পড়ে-থাকা মেয়েটার দিকে। এখন কথা হচ্ছে, টমাস জানালা বন্ধ করে দেবে? তোমার কি মনে হয়?

কিটসনকে লক্ষ্য করেই বললো। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে কিটসন মাথা নাড়লো। এই গরমে জানলা বন্ধ করে তিরানব্বই মাইল ওরা পাড়ি দেবে মনে হয় না।

শুধু মনে হয় নানয়। ওরা জানলা খোলা রাখতে বাধ্য। কারণ বাইরের চেয়ে ইস্পাতের তৈরী ট্রাকের ভেতরে গরম আরও বেশী হবে। অতএব ট্রাকটা থামছে রাস্তার ধারের

ঝোঁপগুলোর কাছে। যার আড়ালে দুজন লোক সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে। ড্রাইভার উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে তার সঙ্গীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে এবং ডার্কসন এগিয়ে চলেছে। পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে ওরা দুজনের কেউই বিপদের আশঙ্কা করছে না। কারণ ওই বিপজ্জনক বাঁকের কথা ওরা ভালভাবেই জানে। জানে যে গত ছ মাসে এখানে পাঁচ পাঁচটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। অতএব এই দুর্ঘটনাটাও ওদের কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ট্রাক থেকে ফুট দশেক দূরে একটা ঝোঁপের আড়ালে আমি লুকিয়ে থাকবো। ডার্কসন যেই পড়ে থাকা মেয়েটার ওপর ঝুঁকে পড়বে। আমি ঝোঁপের আড়াল থেকে ট্রাকের জানলার কাছে গিয়ে ড্রাইভারের রগে একটা রিভলবার চেপে ধরবো। এবং ঠিক একই সময়ে পড়ে থাকা মেয়েটা লাফিয়ে উঠে, ডার্কসনের পেটে রিভলবার ঠেসে ধরবে। মরগ্যান অ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছোট টুকরোটা খুঁজে দিয়ে, এবার বলো, ডার্কসন এবং টমাস কি করবে? আত্মসমর্পন করবে, না গুলিভরা রিভলবারের সামনে ওরা বীরত্ব দেখাবে?

কিটসন শান্তস্বরে বললো, দেখাতেও পারে। ওদের বিশ্বাস নেই। টমাস এবং ডার্কসন বড় সাংঘাতিক লোক।

হতে পারে সাংঘাতিক কিন্তু পাগল তো আর নয়। খোলা রিভলবারের সামনে অহেতুক বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এবং সেটা ওরা ভালভাবেই জানে।

নিস্তব্ধতায় কিছুক্ষণ কেটে গেলো। অবশেষে জিপো কাঁপাস্বরে বললো, কিন্তু ফ্রাঙ্ক। এতে সহজে কি ওরা হার মানবে?

মরগ্যানের চোখ শয়তানি জিঘাংসায় পলকের জন্য চকচক করে উঠলো, তাহলে ওদের দুঃখজনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমবেদনা জানানো ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

যেখানে আমরা প্রত্যেকে দু-লক্ষ ডলার করে টোপে গাঁথছি। সেখানে সামান্য একটু-আধটু রক্তপাত কিছু নয়।

আরো কিছুক্ষণ নিশ্চল নিস্তব্ধতা। জিপোই আবার মুখ খুললো, ফ্রাঙ্ক, এসব আমার ঠিক ভালো লাগছে না। আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত আমরা এ কাজটা পেরে উঠবো না।

অধৈর্যভাবে মরগ্যান বললো, ঘাবড়ে যেও না, জিপো, তোমাকে অকুস্থলে থাকতে হবে না। তোমার জন্য আমি একটা বিশেষ কাজ ঠিক করে রেখেছি। এবং তোমার সাহায্যের বাইরে নয়। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

ব্লেকের দিকে ফিরে মরগ্যান বললো, তোমার বক্তব্য কি, এড? দু-দুজন বীরপুরুষের কথা তো শুনলাম। এবার তোমারটা শুনি।

ব্লেক সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটাকে নিভিয়ে অন্ধকারে ছুঁড়ে বললো, দুধচোষা খোকাদের কথা ছেড়ে দাও, ফ্র্যাঙ্ক। তবে আমার মনে হচ্ছে টমাস আর ডার্কসন কোনো ঝামেলা করবে না। আর একান্তই যদি সাহস দেখাতে চায়। তাহলে একটা বিয়োগান্তনাটকের শেষ দৃশ্যের জন্যে ওদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মরগ্যান ব্লেকের কথায় খুশী হয়ে বললো, বাস্তবকে অস্বীকার করার মতো নির্বোধ আমি নই, এড। টমাস এবং ডাকসনের নিয়তি স্বয়ং ভগবানের হাতে। আমরা নিমিত্ত মাত্র। তাহলে তুমি, আমি এবং মেয়েটি–এই তিনজনেই ট্রাক থামানোর ব্যাপারটা সামলাবো। জিপো আর কিটসনের জন্য কোনো হালকা কাজ ঠিক করা যাবে–তবে একটা কথা। সেই সঙ্গে ওদের পাওনা টাকার পরিমাণও কিন্তু কমে যাবে। কারণ আমরাই যখন সমস্ত ঝুঁকি নিচ্ছি। তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পাওনা বেশী হওয়া উচিত, তাই না?

সংশয়ে কিটসনের ভুরু কুঞ্চিত হলো। দু–লক্ষ ডলারের ভাবনা তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে লেগেছে।

তাহলে আমাদের ভাগে কত পড়ছে জানতে পারি কি?

সঙ্গে সঙ্গে মরগ্যান বললো, নিশ্চয়ই। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার তুমি পাবে। আর জিপোর কাজ যেহেতু কলকজা সংক্রান্ত–সেহেতু সে পাবে একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার। তোমাদের দুজনের থেকে যে এক লক্ষ ডলার বাঁচবে, সেটা আমার আর এডের মধ্যে ভাগ হবে।

কিটসন ও জিপোর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। সবাই নীরব। শেষে কিটসন উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো, কিন্তু ওরা যদি কোনো ঝামেলা বাধায়। তাহলে আমাদের কেউ মারা যেতে পারে। মারা যেতে পারে টমাস আর ডার্কসন। নাঃ, কাজটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এতদিন আমরা যে সব কাজ করেছি, সেগুলোতে কোনো ঝঞ্ঝাটের ভয় ছিলো না। ধরা পড়লে বড়জোর বছর দুয়েক জেল খাটতাম। কিন্তু এবারে

ধরা পড়লে আমাদের আর নিস্তার নেই। সোজা ইলেকট্রিক চেয়ার! না, এসব খুনোখুনির মধ্যে আমি নেই।

ভয়ার্তস্বরে জিপো বললো, আলেক্স ঠিকই বলেছে, ফ্র্যাঙ্ক। খুনের দায়, বড় দায়। আমি তাতে .. জড়াতে চাই না।

হিংস্রভাবে মরগ্যান হাসলো, ঠিক আছে, তাহলে ভোট হোক। কোনো কাজ নিয়ে দ্বিমত দেখা দিলে আমরা বরাবরই ভোটের মাধ্যমে তার মীমাংসা করেছি। এক্ষেত্রেও তাই হোক।

কিটসন তীক্ষ্নস্বরে বললো, তার কোনো প্রয়োজন নেই। এড যদি তোমার পক্ষেও যায় তবুও তুমি জিততে পারবেনা ফ্র্যাঙ্ক। কারণ তাহলে ভোটের ফলাফল দাঁড়াবে দুইদুই। এবং তোমরই তৈরী নিয়ম অনুযায়ী কোনো কাজে ভোটের ফলাফল সমান–সমান হলে সে কাজটা আমরা করি না। আশা করি তুমি নিয়মটা ভুলে যাওনি?

মরগান অর্ধস্ফুট স্বরে হেসে উঠলো, না, ভুলিনি। কিন্তু তাতে ভোটাভুটি করার বাধাটা কোথায়? নিয়ম মাফিক সব কাজ করাই আমি পছন্দ করি। তারপর, নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে, গৃহীত হবে আমাদের সিদ্ধান্ত, রাজী?

কিটসন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে বলেই বলছিলাম

চেয়ার টেনে মরগ্যান উঠে দাঁড়ালো। তার সুগঠিত পেশীবহুল দেহের বিশাল ছায়া টেবিলে পড়লো।

ভোটের কাগজগুলো তৈরী করো জিপো।

জিপোর মুখে পরিষ্কার হতবুদ্ধি ভাব। একটা নোটবই বার করে একটা পাতা ছিড়লো। তারপর ছুরি দিয়ে সেটাকে সমান চার টুকরো করলো। টুকরো কাগজগুলো টেবিলের ওপর দিয়ে, এই নাও

হালকাস্বরে মরগ্যান বললো, মাত্র চারটে কাগজ কেন, জিপো?

মরগ্যানের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কেন, আমাদের তো বরাবর চারটেই কাগজ লাগে?

মরগ্যান নরম করে হেসে, দশ লক্ষ ডলার হবে পাঁচ ভাগ–মনে আছে? সুতরাং মেয়েটারও ভাগ আছে একটা।

মরগ্যান দরজার দিকে এগিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে উচ্চস্বরে কাউকে আহ্বান জানালো, ভেতরে এসো, জিনি। ওরা এই কাজটার ব্যাপারে ভোটাভুটি করতে চায়। সুতরাং বুঝতেই পারছো। তোমার ভোটটা আমার একান্ত প্রয়োজন।

অন্ধকারের ছায়া আবর্ত থেকে যেন হাওয়ায় ভর করে জিনি সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ ঝলসানো সবুজ আলোর বৃত্তে মরগ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে হতবাক জিনিকে দেখতে লাগলো। তারা অপলকে জিনির দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাইশ, তেইশ বছরের মেয়ে জিনি। সাধারণের তুলনায় একটু বেশী লম্বা। মাথায় একরাশ তামাটে চুল যত্নসহকারে ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওর আয়ত ধূসর সবুজ চোখ সমুদ্রের মতোই গভীর অথচ অভিব্যক্তিহীন, স্ফুরিত ওষ্ঠাধারে এক অদ্ভুত নেশা। উদ্ধত চিবুকে দৃঢ়তার ভাষা সোচ্চার। সব মিলিয়ে এক জীবন্ত চাবুক।

একটা রক্তরঙা রেশমী শার্ট, আর কালো স্কার্ট জিনির পরণে। স্ফীত বক্ষসৌন্দর্যের তুলনায় কটি দেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। সুঠাম নিতম্বের ঢাল গিয়ে মিশেছে আকর্ষণীয় সুগঠিত দু–পায়ের প্রান্তে। রুই মাছের টোপ গেলার মতো বিস্ফারিত চোখে ব্লেক, জিপো এবং কিটসন তখনো জিনির দিকে তাকিয়ে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোনো ইতালীয় অভিনেত্রীর দেহসৌন্দর্য দেখছে।

হতভম্ব তিনজনের মুখে মরগ্যানের শীতল কালো চোখজোড়া খেলে বেড়ালো। সে হেসে উঠলো, মরগ্যান জানতো জিনির আকস্মিক উপস্থিতি ওদের স্বাভাবিক চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে দেবে। সেই আকস্মিক মানসিক সংঘর্ষের পরিণতি দেখার জন্য মরগ্যান যথেষ্ট কৌতূহলী ছিল।

জিপোর ডান হাত যান্ত্রিক ভাবে তার লাল টাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। টাইয়ের নটটাকে নেড়েচেড়ে ঠিক করলো। আর একই সঙ্গে পুরু ঠোঁটের আবরণ সরিয়ে তার

ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বার করলো। বাঁকা চোখে জিনির দিকে চেয়ে জিপো হেসে উঠলো।

এরকম অবস্থার জন্য ব্লেক মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। সে ভুরু উঁচিয়ে ঠোঁট কুঁচকে শিস দেবার। ভঙ্গী করলো। তার বিবর্ণ চোখের তারায় শূন্য দৃষ্টি।

কিটসনের অবস্থা পুরোপুরি আচ্ছন্ন। যেন একটা বিশমণী হাতুড়ী কেউ সপাটে তার ব্রহ্মতালুতে বসিয়ে দিয়েছে। সে যেন নীরবে আসন্ন মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছে।

ওদের চমক ভাঙলো মরগ্যানের স্বরে, এই হলো জিনি গর্ডন।

এক মুহূর্তের দ্বিধা। পরক্ষণেই চেয়ার ছেড়ে ব্লেক উঠে দাঁড়ালো, তার দেখাদেখি জিপোও। কিন্তু কিটসন বসেই রইলো। তার বলিষ্ঠ হাতের আঙুল উৎকণ্ঠায় মুষ্ঠিবদ্ধ। চোখের তারা স্বচ্ছ কাঁচের মতো। মুখের ভাব তখনো হতচকিত।

মরগ্যান বললো, ডানদিক থেকে শুরু করছি। এ হলো এডওয়ার্ড ব্লেক। আমার অনুপস্থিতিতে দলের ভার থাকে এরই হাতে। জিপো ম্যানডিনি, আমাদের কলকজা বিশারদ, প্রতিভা ধর–মরগ্যান হাসলো, আর সবশেষে আলেক্স কিটসন–গাড়ি চালাতে ওর জুড়ি নেই।

কিটসন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হঠাৎই যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার ধাক্কায় আরেকটু হলেই টেবিলটা উল্টে পড়ছিলো। কিন্তু কিটসন সেদিকে

না তাকিয়ে, সম্মোহিতের দৃষ্টি নিয়ে সে তখনও জিনির দিকে তাকিয়ে, হাতের তালু মুষ্ঠিবদ্ধ।

জিনির চঞ্চল চোখ পলকের জন্য তিনজনের চোখে থামলো। তারপর ও একটা চেয়ার টেনে মরগ্যানের পাশে বসলো।

জিনির পাশে দাঁড়িয়ে মরগ্যান বলতে লাগলো, ওদের দুজনের ধারণা কাজটা নাকি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের নিয়ম হলো কোনো কাজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হলে আমরা ভোটের সাহায্যে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করি। সুতরাং এক্ষেত্রেও ভোট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জিনি সংশয়ের সঙ্গে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল, তার মানে? তুমি বলতে চাও, দু-লাখ ডলার নিতে রাজী নয় এমন গর্দভও পৃথিবীতে আছে?

মরগ্যান হাসলো, না ঠিক তা নয়। ওদের ধারণা, এ কাজটায় রক্তপাতের আশঙ্কা রয়েছে। তাই

অবাক চোখে জিনি গর্ডন জিপোর দিকে তাকালো, তারপর ওর ধূসর সবুজ চোখের তারা ব্লেকের চোখে স্থির হলো, সবশেষে গিয়ে থামলো কিটসনের মুখমণ্ডলে। যেন প্রত্যেককে ও জরীপ করে দেখলো। –ও, তোমার দলের যে এই অবস্থা তা কে জানতো! মরগ্যানকে লক্ষ্য করেই বললো। কিন্তু খোঁচা লাগলো কিটসনের পৌরুষে। সে অস্বস্তি ভরে মুখ ফিরিয়ে নিলো। অপমানে তার কান দিয়ে আগুন ছুটলো।

মরগ্যানের হাসি আরো বিস্তৃত হলো, সেটা তো আমিও ভাবছি। আমাদের হাতে এই প্রথম এসেছে একটা বড় কাজের সুযোগ। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে জিপো আর কিটসনের কাজটা মোটেই পছন্দ নয়।

জিনি এবার উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বললো, হ্যাঁ, শুধু সুযোগ না–সুবর্ণ সুযোগ। দশ লক্ষ ডলার ছেলেখেলার কথা নয়। তুমি বলেছিলে একাজে তোমার দল সবরকম সাহায্য আমায় করবে। এবং তাও বিনা স্বার্থে না। কিন্তু এখন দেখছি, আমার এখানে আসাই ভুল হয়েছে। এখন তুমি আবার ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছ। হুঃ, যত্তো সব ন্যাকামো।

ওরা চমকে উঠলো। মেয়েটার মুখে এমন রুক্ষ, অপমানজনক কথা শুনে মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

মেয়েদের পক্ষে পশুসুলভ আচরণের ব্যাপারে ব্লেকের যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। সে আর থাকতে না পেরে বললো বক্তৃতার পরিমাণটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না সুন্দরী। এবার দয়া করে একটু চুপ করো দেখি!

জিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ওর সুন্দর মুখে বরফের কাঠিন্য।

মরগ্যানকে লক্ষ্য করে বললো, মনে হয় এখানে এসে আমি ভুল করেছি। আচ্ছা–তাহলে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক। এই পরিকল্পনা নিয়ে আমি সাহায্য চাইবো এমন লোকের কাছে, যাদের শরীরের প্রতি শিরায় রক্ত বইছে। তোমাদের মতো অপদার্থ কাপুরুষদের সঙ্গে কথা বলে

অনর্থক সময় নষ্ট করতে চাই না।

জিনি বলেই দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোলো।

মরগ্যান হাত বাড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরে ওকে থামালো। হেসে বললো, উত্তেজিত হয়ে না, জিনি। এতে ওদের কোন দোষ নেই। এ ধরনের কাজ একদম প্রথম বলে একটু অস্বস্তিবোধ করছে। কিন্তু সময় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই জিপো ম্যানডিনি তালা খোলায় শহরের সবচেয়ে সেরা কারিগর। মরগ্যান জিপোর পিঠে হাত রাখলো। –এড বুদ্ধি বিবেচনায় আমার চেয়ে কিছু কম যায় না। আর আলেক্সের মতো গাড়ি চালাতে পৃথিবীতে কম লোকই জানে। তবে রক্তপাতের ব্যাপারটা ওরা ঠিক পছন্দ করছে না।

জিনি তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে, তাই নাকি? তাহলে দশ লাখ ডলারের বেলায় ওদের পছন্দ অপছন্দ যাচ্ছে কোথায়? বুক পকেটে? –ই, এইসব হরিদাস পালের গোয়াল নিয়ে তুমি দল তৈরী করছো? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, ফ্র্যাঙ্ক! জিনির কর্কশ কণ্ঠস্বর প্রত্যেকের কানে ঢেলে দিলো গরম সীসে, এ দুশ ডলারের ব্যাপার নয়, পুরো দশ লাখ ডলার। সেক্ষেত্রে কার কি হলোনা হলো, অতো দেখতে গেলে চলে না। সেটা ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

জিনি মরগ্যানের হাত ছাড়িয়ে সরাসরি চোখ রাখলো কিটসনের চোখে, দু–লক্ষ ডলারের চেয়ে আহত হবার ভয়টাই কি তোমার কাছে বেশী হলো? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

জিনির আগুনঝরা অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কিটসন কুঁকড়ে মৃদুস্বরে বললো, কাজটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ওয়েলিং কোম্পানীতে আমি কিছুদিন চাকরী করেছিলাম। সুতরাং টমাস এবং ডার্কসনকে আমি ভালভাবেই চিনি। এতো সহজে ওরা হার মানবেনা। যেখানে খুনোখুনির সম্ভাবনা আছে সেখানে আমি নেই।

জিনি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকেও আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব তোমার এই হারকিউলিস মার্কা চেহারা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে কেটে পড়তে পারো। আমরা কেউ বাধা দেব না।

অপমানের কালো ছায়া নেমে এলো কিটসনের মুখে। সে উত্তেজিত ভাবে বললো, মুখ সামলে কথা বলল। আমি বলছি এ কাজটা অসম্ভব। তোমরা মিথ্যে স্বপ্ন দেখছো!

হাওয়ায় তর্জনীনাচিয়ে দরজার দিকে ইশারা করলো জিনি, দেখছিই তো! নইলে তুমি এখনো বসে রয়েছ কেমন করে? যাও বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে ডু ডু খাও। তোমাকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

ধীরে ধীরে কিটসন উঠে দাঁড়ালো। তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে আস্তে আস্তে জিনির কাছে এগিয়ে গেলো। ও তখনও একইভাবে সোজা হয়ে দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। চোখের দৃষ্টি কিটসনের চোখে নিবদ্ধ।

অবশিষ্ট তিনজন রুদ্ধশ্বাসে ওদের দেখতে লাগলো। ব্লেকের চোখে চিন্তার ছায়া। কারণ সে জানে, উত্তেজিত হলে কিটসনের মাথার ঠিক থাকে না। জিপো ভুরু কুঁচকে অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে ওদের লক্ষ্য করছিলো। কিন্তু মরগ্যানের মুখের হাসি তখনও রয়েছে।

কোনো শালা আজ পর্যন্ত এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় নি! জিনির মুখোমুখি এসে কিটসন থামলো। দু হাতের আঙুল অস্থির উত্তেজনায় হাওয়া আঁকড়ে ধরছে।

জিনি যেন একটি ছোট্ট পুতুল কিটসনের বিশাল চেহারার কাছে। কিন্তু ওর দৃপ্ত চাবুকের মতো ভঙ্গী মনে করিয়ে দেয় কেউটের শীতল চাউনিকে। আর আলেক্স কিটসনের অপমানিত পৌরুষ বুঝি আহত বাঘের মতোই ক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

জিনি ঘৃণাভরা চোখে কিটসনকে দেখলো। শান্তস্বরে বললো, তুমি যদি আমার কথা বুঝতে না পেরে থাক, তাহলে আবার বলছি, যাও বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে ডু ডুখাও। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই।

একটা চাপা গর্জনের সঙ্গে কিটসনের ডান হাত ক্ষিপ্রবেগে জিনির দিকে এগিয়ে এলো কিন্তু মাঝপথেই সে নিজেকে সামলে নিলো, নামিয়ে নিলো তার উদ্যত হাত।

জিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, কি হলো, থামলে কেন, মারো! তোমার মতো অতো প্রাণের ভয় আমার নেই।

হো হো করে হেসে উঠলো মরগ্যান।

মাথা নীচু করে কিটসন আপন মনেই কি যেন বিড় বিড় করে দরজার দিকে শ্লথপায়ে এগিয়ে গেল।

মরগ্যানের কর্কশ স্বরে সকলে চমকে উঠলো, কিটসন, এখানে এসে বসো। ভোট তোমাকে দিতেই হবে। তুমি যদি দল ছেড়ে চলে যাও এই মুহূর্তে, তবে এর পরিণতির জন্য আমি কিন্তু দায়ী থাকবো না।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃকরে তারপর ধীরে ধীরে কিটসন ফিরে এসে চেয়ারে বসলো। মুখভাব গম্ভীর দ্বিধাগ্রস্ত।

জিপোর দিকে মরগ্যান ঘুরে, আর একটা ভোটের কাগজ, জিপো।

জিপো নোটবইয়ের পাতা কেটে আর এক টুকরো কাগজ দিলো।

কিছুক্ষণ ধরে ব্লেক উসখুস করছিলো, এবারে বললো, ভোট দেবার কাজটা সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা আমি জানতে চাই, ফ্র্যাঙ্ক। এই মেয়েটা এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো কেমন করে? জিনির দিকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে বললো ব্লেক! ,

মরগ্যান বললো, গত পাঁচ মাস ধরে আমি শুধু এই ট্রাকটাকে সাফ করার মতলব ভেজেছি। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনো উপায় খুঁজে পাইনি। হঠাৎ মাস তিনেক আগে জিনি আমার কাছে ট্রাক লুঠের একটা সাজানো গুছানো পরিকল্পনা ফেলে দিলো। সত্যি বলতে কি এর পুরো কৃতিত্বই জিনির। যে কারণে দশ লাখ ডলারকে ভাগ করা হচ্ছে পাঁচ ভাগে। ও সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটাকে ভেবেছে এবং সেই অনুযায়ী তৈরী করেছে ওর নিখুঁত প্ল্যান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর প্ল্যানে কোনো ফাঁক নেই।

জিনির দিকে তাকিয়ে ব্লেক বললো, তোমার বাড়ি কোথায়, খুকী? –আর এই ট্রাক লুঠের দুবুদ্ধিই বা তোমার মাথায় এলো কি করে?

মেয়েটি ওর সস্তা ভ্যানিটিব্যাগ খুলে সিগারেট বার করে, অভিব্যক্তিহীন শীতলদৃষ্টিতে ব্লেকের দিকে তাকিয়ে, সিগারেট ধরালো, আমার বাড়ির খবর জেনে তোমার কি লাভ? আর ট্রাক লুঠের পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস করছো? ...টাকার প্রয়োজনটা হঠাৎ খুব বেড়ে ওঠায় হঠাৎ প্ল্যানটা মাথায় গজিয়ে উঠেছে। এবং আমাদের যখন পরস্পরের নামটা অজানা নয়, তখন নাম ধরে ডাকাটাই উচিত। ঐ ন্যাকা–ন্যাকা স্বরে, খুকু বলাটা ছাড়া দেখি!

দাঁত বের করে ব্লেক হাসলো। মেয়ে মানুষের তেজ বরাবরই তাকে আকর্ষণ করেছে।

নিশ্চয়ই, তুমি যখন পছন্দ করো না সেটা কি আমার করা সাজে? কিন্তু একটা কথা আমাদের দলের খবর তোমাকে কে দিলো? আর আমরাই যে এই কাজের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক, সেটাই বা জানলে কেমন করে?

জিপোর দিকে জিনি দেখালো, তার কারণ আমি খোঁজখবর করে জেনেছিলাম, তালা খোলার ব্যাপারে ওর চেয়ে ওস্তাদ কারিগর আর এ শহরে নেই। এবং এ কাজে আমাদের প্রধান প্রয়োজন সেইটাই। আরো শুনলাম তোমার কথা। তোমার মতো ঠাণ্ডা রক্তের দুঃসাহসী পুরুষ নাকি খুব কমই আছে। মরগ্যানের আছে বুদ্ধি। সেই সঙ্গে দল পরিচালনার অদ্ভুত ক্ষমতা। তাছাড়া গাড়ি চালানোতে কিটসনের নামটাই সর্বাগ্রে। সুতরাং তোমাদের এখানে না এসে পারি কি করে?

অস্বস্তি কেটে জিপোর মুখে ফুটলো হাসির রেখা। সে প্রশংসা শুনতে বরাবরই ভালবাসে। বিশেষতঃ, একজন সুন্দরী তরুণীর মুখে। না, জিনি মিথ্যে বলেনি–ভাবলো জিপো। তারসঙ্গে অন্য কারিগরের কোনো তুলনাই হয় না। কারণ জিপো ম্যানডিনি, তালার লাইনে একমেব দ্বিতীয়ম।

কিটসনের ক্রোধ মিলিয়ে গেল। অপ্রতিভভাবে সে টেবিলের দিকে চোখ নামিয়ে নিল। চেয়ে রইলো–হুইস্কি গ্লাসের বৃত্তাকার ভিজে ছাপের দিকে।

ব্লেক সন্দেহাকুল কণ্ঠে বললো, ওরা, মানে কারা?

জিনি একটু বিরক্তভাবে বলল, বহু জায়গায় আমি উপযুক্ত লোকের খোঁজ করেছি। তারপর জেনেছি তোমাদের নাম। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারো নাম করা মুশকিল। আমরা শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছি। আমি ভেবেছিলাম ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার হয়তো ভুল হতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে আমাকে অন্য কোথাও দেখতে হবে।

ব্লেক সিগারেট ধরিয়ে জিনির দিকে তাকিয়ে, আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। ঐ ট্রাকটা থামাতে তোমাকেই যদি শুয়ে থাকতে হয় রাস্তায়, তাহলে মানতে দ্বিধা নেই, সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজটাই তুমি নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে। এটাও কি তোমারই পরিকল্পনা নাকি?

নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, এবার দেখা যাক তোমাকে কি কি করতে হবে। তুমি রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে থাকবে। তোমার কাছে লুকানো থাকবে একটা রিভলবার। ডার্কসন যেই তোমার কাছে এগিয়ে যাবে; অমনি তুমি রিভলবার চেপে ধরবে তার তলপেটে–তাই তো?

সম্মতি জানালো জিনি মাথা হেলিয়ে।

এতে কিন্তু যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে; এবং ব্যাপারটা যতটা সহজ ভাবছো ততটা সহজ নাও হতে পারে। ব্লেক বললো, এক্ষেত্রে দুটো জিনিষ ঘটতে পারে। হয় ডার্কসন সরাসরি হাত তুলে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে নয়তো তোমাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে রিভলবারটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। ডার্কসন সম্বন্ধে আমি যতটুকু শুনেছি, অতো সহজে হাল ছাড়ার লোক সে নয়। ও হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার রিভলবারটা কেড়ে নিতে চাইবে। তখন?

জিনি শান্তভাবে ধোয়া ছাড়লো।

নেহাত অল্প নয় দশ লক্ষ ডলার। শীতল নির্বিকারস্বরে জবাব দিলো জিনি গর্ডন, অতএব ডার্কসন যদি ভালোয় ভালোয় পোষনা মানে, তবে ওকে গুলি করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে জিপো মুখ মুছলো। জিভটাকে একবার বুলিয়ে নিলো শুকনো ঠোঁটের ওপর; অস্বস্তিভরে একবার দেখলো মরগ্যানের দিকে, তারপর তাকালো কিটসনের দিকে।

ঠিকই বলেছে জিনি। মরগ্যান ওদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো, দশ লক্ষ ডলারের জন্য ওসব সামান্য ব্যাপারে নজর দিলে চলে না। তাছাড়া বাস্তবকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।

জিনিকে লক্ষ্য করছিলো ব্লেক গভীর দৃষ্টিতে।

না, মেয়েটা মিথ্যে বলছে না। বাপ রে! এ যে দেখছি কেউটের বাচ্চা।

না, তা নয়–আমি শুধু খোলাখুলি ব্যাপারটা জানতে চাইছি। একটা সিগারেট নিয়ে টেবিলে বারকয়েক টুকলো ব্লেক, এবার তোমার মতলবের বাকীটা শোনা যাক, ফ্র্যাঙ্ক।

মাথা নাড়ালো মরগ্যান, উহু; ভোট দেবার আগে সে বিষয়ে আর একটা কথাও জানার উপায় নেই। জিনির সঙ্গে আমার সেইরকমই শর্ত হয়েছে। তবে ও বলছে, ট্রাক লুঠের প্লান নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। সবটাই ও দাবার ছকের মতো পরিষ্কার করে সাজিয়ে রেখেছে। আমি যা বললাম সেটা মোটামুটি পরিকল্পনার মূল ব্যাপারটা। যদি আমরা জিনিকে সাহায্য করতে রাজী থাকি, তবেই ও বাকী অংশটা আমাদের শোনাবে। তার আগে নয়। আর রাজী না হলে তো মিটেই গেল। ও তখন অন্য কোনো দলের কাছে যাবে–এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু দেখছি না। তোমরা কি বলল?

কিন্তু সত্যিই কি ও প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? ব্লেক প্রশ্ন করলো, আমার তো মনে হয় সেটা সম্ভব না। এখন পর্যন্ত আমরা শুধু ট্রাকটা থামাতে পেরেছি, আর টমাস ও ডাকসনকে কজা করেছি। তার বেশী কিছু নয়। অবশ্য খানিকক্ষণ আগে

আমরা এটাকে অসম্ভব মনে করেছিলাম। কিন্তু ফ্রাঙ্ক, তোমার কথা যদি সত্যি হয় মানে ট্রাকটা যদি ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে তো ব্যাপারটা ভীষণ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে। যে মুহূর্তে ট্রাকের সঙ্গে ট্রান্সমিটারের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে এজেন্সীর লোকেরা পুলিশে খবর দেবে। আর ওরা তো জানেই ট্রাকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুধু পুলিশ নয়, সৈন্যবাহিনীর লোকেরা পর্যন্ত আমাদের পেছনে লাগবে। অর্থাৎ শয়ে শয়ে তোক হেলিকপ্টার ও গাড়ি নিয়ে আমাদের খুঁজবে। আর এই সামান্য তিরানব্বই মাইল চক্কর দিয়ে আমাদের খুঁজে বের করতে একটা হেলিকপ্টারের মিনিট কয়েকের বেশী লাগবে না। তুমি তো ভালোভাবেই জানো, ঐ রাস্তায় ট্রাক নিয়ে লুকোবার কোনো জায়গাই নেই। যাও আছে, তাও পঁচিশ মাইল দূরে। আমি তো বুঝতে পারছি না। কেমন করে আমরা ট্রাক লুট করে টাকা নিয়ে সরে পড়বো! নাঃ, ওদের চোখে ধূলো দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

মরগ্যান কাধ ঝাঁকিয়ে, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু জিনি বলছে, এ নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্ত কিছু ও ছকে রেখেছে।

জিনির দিকে ব্লেক তাকিয়ে, তাই নাকি? এই জটিল সমস্যার উত্তরও তুমি জানো?

জিনি শীতলস্বরে বললো, হ্যাঁ, এইটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই জিতেছি। আমি জানি ট্রাকটাকে নিয়ে কিভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে।

জিনির আশ্বাসভরা দৃঢ়স্বরে কিটসন পর্যন্ত বিচলিত হলো। এতক্ষণ সে নির্বিকার ভাবে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হলো, নাঃ, কাজটা জিনির পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকাল, ঠিক আছে। তোমার কথাই আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান কেমন করে করবে তাই ভাবছি। অবশ্য এখনও দুটো জিনিস আমরা ভেবে দেখিনি। এক নম্বর হলো, আমরা যখন ট্রাক থামিয়ে টমাস আর ডার্কসনকে কায়দা করবো, তখন যদি অন্য কোনো গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পড়ে, তাহলে? মানছি, ঐ রাস্তা দিয়ে খুব একটা গাড়ি–টাড়ি যায় না। কিন্তু হঠাৎ এসে পড়তে কতক্ষণ? ব্যস তাহলেই চিত্তির।

বিরক্তি নেমে এলো জিনির মুখে। ও ভাবলেশহীন মুখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। আঁটোসাঁটো লাল শার্টের নীচে ওর উদ্ধত বুক প্রকট হয়ে উঠলো।

সে নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তুমি তো জানো। দুটো রাস্তা পাশাপাশি গিয়ে দশ নম্বর সড়কে মিশেছে। এখন ট্রাকটা যেই ওর রোজকার রাস্তায় ঢুকবে, অমনি আমরা একটা পথনির্দেশ বসিয়ে দেবো জোড়া রাস্তার মুখে। তাতে তীরচিহ্ন দিয়ে অন্যান্য গাড়িদের নির্দেশ করা হবে পাশের রাস্তা ব্যবহার করার জন্য তাহলেই অন্য আর কোনো গাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে আসবে না। অর্থাৎ ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন নয়, তাই না?

ব্লেক একগাল হাসলো। খুশী যেন ওর চোখেমুখে উপছে পড়লো।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, একেবারে জলের মতো সহজ। কিন্তু মেহেবুবা, এই সমস্যাটার সমাধান করো দেখি। ধরে নিলাম ট্রাকটা দখল করে আমরা বেশ একটা জুতসই জায়গায় গা ঢাকা দিলাম। কিন্তু তারপর ট্রাকের তালাটা খুলবো কি করে? ফুসমন্তরে? কিটসন বলছে, ওটার তালা খোলার চেয়ে যুদ্ধ করে জয় করা অনেক সহজ। তাছাড়া আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। উঁহু, ব্যাপারটা নেহাত সোজা নয়।

জিনি মাথা ঝাঁকালো। জিপোর দিকে ইশারা করে বললো, সেটা ওর মাথাব্যথা, ও বুঝবে। তালার ব্যাপারে ও একজন ওস্তাদ। সুতরাং সে দায়িত্বটা ওরই, আমাদের নয়। আমরা শুধু ট্রাকটা ওর কাছে এনে দেব, তারপর যতসময় লাগে লাগুক। ইচ্ছে হলে এক মাস, চাই কি দু-মাস সময়ও জিপোকে দেওয়া হবে। জিনির সাগর সবুজ চোখ জিপোর দিকে ঘুরলো, কি হে, পারবে না এক মাসে ঐ ট্রাকের তালাটা খুলতে?

জিপোর অবস্থা তখন দেখে কে? প্রশংসায়-প্রশংসায় সে যেন রঙীন শূন্যে ভাসছে। জিনির প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নাড়লল, পারবো না মানে? আমি এক মাস সময় পেলে নক্র দুর্গের সমস্ত দরজা খুলে ফেলতে পারবো।

জিনি বললো, তোমাকে একমাস সময়ই দেওয়া হবে। এবং তাতেও যদি না হয় তবে আরো এক মাস সময় আমাদের ভাবনার কারণ হবে না।

মরগ্যান বললো, ব্যস, ও নিয়ে আর কথা নয়, আগেই তো বলেছি। জিনি সব সমস্যারই সমাধান করে রেখেছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর পরিকল্পনা সফল হবে। এসো, এবার ভোট দেওয়া যাক। তবে আবার বলছি, কিঞ্চিৎ রক্তপাতের জন্য প্রত্যেককেই



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থাৎ দু পক্ষেরই কেউ না কেউ আহত হতে পারে। এমনকি মারাও যেতে পারে। যদি টমাস বা ডার্কসনের কেউ মারা যায় তবে আমরা খুনের জালে জড়িয়ে পড়বে। অথবা যদি সামান্য কোনো ভুলের জন্য আমরা ধরা পড়ি, তবে নির্ঘাত দশ থেকে বিশ বছরের জেল–সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর অন্যদিকে রয়েছে সনালী দুনিয়ার হাতছানি;নগদ দু–লাখ ডলার! আমাদের অবস্থাটা মোটামুটি এই।

–তোমাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে, তাহলে এবার ভোট নেবার কাজ শুরু করা যাক, মরগ্যান থামলো। তিনজনের দিকে একবার দেখলো, তবে একটা কথা মনে রেখো। ভোটের মাধ্যমে আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই কিন্তু হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমাদের দলের নিয়ম কানুন তো তোমরা ভালভাবেই জানো, ভোটে যে পরাজিত হবে তাকে হয় আমাদেরই সঙ্গে কাজ করতে হবে, নয়তো চিরদিনের জন্য দল ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমাদের তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। বেশ ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তেই তোমরা সিদ্ধান্তনাও। মনে রেখো, জমার খাতায় দুলাখ ডলার। আর খরচের খাতায় দশ বিশ বছরের জেল হয়তো বা ইলেকট্রিক চেয়ার। অতএব ইচ্ছে করলে তোমরা আরো কিছু সময় নিতে পারো। পুরো ব্যাপারটা ভালো করে খতিয়ে দেখো।

এসো তাহলে ভোট দেওয়া যাক–ব্লেক আহ্বান জানালো এবং একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে কাগজ তুলে নিলো।

তুলে নিলো জিনি এক টুকরো কাগজ। বাকী তিন টুকরো কাগজ তুলে নিলো মরগ্যান। একটা এগিয়ে দিলো কিটসনের দিকে, আর একটা জিপোর দিকে। তারপর পকেট

থেকে কলম বের করে অবশিষ্ট কাগজে কি লিখতে লাগলো। লেখা হলে কাগজটা ভাঁজ করে রাখলো টেবিলের ঠিক মাঝখানে।

ফ্র্যাঙ্কের কলমটা চেয়ে নিলো জিনি। লেখা শেষ করে কাগজটা এগিয়ে দিলো মরগ্যানের রাখা কাগজের পাশে।

ব্লেক ইতিমধ্যে লেখার কাজ সেরে ফেলেছে। কাগজটা হাওয়ায় নাচিয়ে ভাঁজ করলো ব্লেক, রাখলো অন্য দুটো কাগজের পাশে।

জিপো কাগজটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। অবশেষে দ্রুতহাতে লিখে লেখা কাগজটাকে ভাঁজ করে টোকা মেরে এগিয়ে দিলো অন্য কাগজগুলোর কাছে।

বাকী রইলো শুধু কিটসন। দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে। জিনি এবং অন্য তিনজন তাকে লক্ষ্য করছে।

তার দিকে কিটসন চোখ তুলে তাকালো। তারপর জিনির মুখে। ওরা চেয়ে রইলো পরস্পরের দিকে, তারপর মরগ্যানের কলমটা তুলে নিলো কিটসন। হিজিবিজি কি সব লিখে ভাজ করে, রাখলো অন্য কাগজের ওপর।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। একসময় মরগ্যানই হাত বাড়িয়ে দিলো কাগজগুলোর দিকে। খুলে দেখলো একটা, রাজী।

আরেকটা খুললো মরগ্যান।

রাজী, চমৎকার! এবার দেখা যাক অন্যগুলো কি বলে।

কাগজগুলো ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেললো মরগ্যান। দেখলো সবাই রাজী।

সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো মরগ্যান। ফুটে উঠলো নেকড়ের হিংস্র হাসি, তাহলে আপত্তি নেই এই কাজটার ব্যাপারে দেখছি। আমি সেই রকমই ভাবছিলাম। দুলক্ষ ডলার পায়ে ঠেলার– মতো লোক এই পৃথিবীতে নেই–নেহাত।

জিনির চোখে কিটসন চোখ রাখলো।

তার দিকে জিনিও তাকালো, কিটসনের দিকে চেয়ে হাসলো জিনি। নীরব অথচ কোমল হাসি।

.

০২.

পরদিন সকাল। প্রায় আটটা বাজে। ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সীর প্রবেশপথের কাছে এসে থামলো একটা কালো ধূলিধূসর বুইক সেঞ্চুরী।

রাস্তার দু–পাশে অসংখ্য গাড়ির ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে কালো গাড়িটার একটুও সময় লাগলো না।

গাড়ির চালক ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান। মাথার তেলচিটে ময়লা টুপিটা চোখের ওপর নামানো। পাতলা ঠোঁটে একটা সিগারেট। তার পাশে বসে এডব্লেক।

এজেন্সীর দরজার দিকে দেখলো তারা। দরজার ওপরে কাটা তারের বেড়া। ডানদিকের পাল্লায় ঘন্টি বাজাবার বোতাম। এবং পাশেই সাদা ফলক আঁটা তাতে লাল রঙের বড় বড় হরফে পরিষ্কার করে লেখা;

–দি ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সী

আপনার নিরাপত্তা আমাদের নিতে দিন। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা এবং নিরাপদ ট্রাক পরিবহন ব্যবস্থা।

নিজেদের সম্বন্ধে ওরা একটা বিরাট ধারণা করে বসে আছে দেখছি–ফলকের লেখা পড়ে বললো ব্লেক, ঠিক আছে, আর কটা দিন; তারপরেই ওরা দেখবে ওস্তাদের কেরামতি।

বলা যায় না, এর উলটোটাও তো ঘটতে পারেব্যঙ্গের হাসি হাসলো মরগ্যান।

তা পারে, তবে আমার মনে হচ্ছে, একাজটায় আমরা সাফল্য লাভ করবোই। ব্লেক বললো, মেয়েটা এমন সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করছে যে ভাবলে অবাক হতে হয়, তাই না?

হা। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা তুলে নিলো মরগ্যান, ওর পরিকল্পনায় কোন খুঁত নেই, কিন্তু সেই অনুযায়ী সবকিছু করতে পারলে হয়। কারণ কতকগুলো জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষ করে জিপোকে নিয়েই ভাবনা।

জিপোর যাতে সে অবস্থা না হয়, তার দায়িত্ব আমাদের। জবাব দিলো ব্লেক, জিপোর জন্য আমি বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নই।

কিন্তু জিনির তো সে ভয় নেই ব্লেকের ঠোঁটের কোণে হাসির ছোঁয়া।

তা ঠিক।

মেয়েটা কে, ফ্র্যাঙ্ক?

মরগ্যান ঠোঁট উল্টে কাঁধ ঝাঁকালো, কি করে বলবো? যদুর জানি এ শহরে থাকে না। তবে একটা কথা বাজি রেখে বলতে পারি, ও এর আগেও অন্য কোনো দলের হয়ে কাজ করেছে।

আমারও তাই মনে হয়, ব্লেক চোখ নামিয়ে হাতঘড়িতে সময় দেখলো, তবে একটা ব্যাপার কি জানো? এই ট্রাক লুটের পরিকল্পনাটা যে জিনির একার মাথা থেকে বেরিয়েছে, তা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। ওই কচি মেয়ের মাথায় এ মতলব আসতেই পারে না। আর যে ভাবে সমস্ত জটিল সমস্যাগুলো ও সমাধান করেছে তা অবিশ্বাস্য। যদি এই ট্রাকটার ব্যাপারে অন্য কোনো দলও মাথা ঘামায় তাহলে একটুও অবাক হবো না। কারণ আমার ধারণা, অন্য কোনো দলের কাছ থেকে জিনি এই ট্রাক

লুঠের পরিকল্পনাটা চুরি করেছে। হয়তো বেশী বখরার লোভেই ও সেই দল ছেড়ে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। অতএব, জিনি সম্বন্ধে সতর্ক থেকো, ফ্র্যাঙ্ক। পরে হয়তো দেখা যাবে, আমাদের মতো আরেকটা দলও একই দিনে একই সময়ে ট্রাকটাকে খালি করার মতলব ভাঁজছে–সেটা আমাদের পক্ষে খুব একটা উপাদেয় হবে না; বিশেষ করে ওরা যদি সে ব্যাপারে আমাদের টেক্কা দেয়।

মরগ্যান অস্বস্তিভরে টুপিটাকে মাথার পেছনে ঠেলে ভুরু কুঁচকে ব্লেকের দিকে তাকালো, হুঁ! সবই আমি ভেবেছি। কিন্তু তবু আমাদের একটা সুযোগ নিতে হবে। আগামী শুক্রবারের আগে কিছুতেই এ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রচুর প্রস্তুতি দরকার এর পেছনে। –আচ্ছা, কটা বাজলো?

ঠিক সাড়ে–আটটা।

তাহলে তো বাস আসার সময় হয়ে গেল!

হা।

ওরা সামনের বাসস্টপে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকালো। ব্লেক সেদিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলো। অস্ফুটস্বরে বললো, যাই বলো ফ্র্যাঙ্ক, জিনির চেহারায় চটক আছে। উফ, একখানা জিনিষ বটে। ব্লেক অন্যমনস্কভাবে ঠোঁট কামড়ালো।

বরফের কাঠিন্য নেমে এলো মরগ্যানের মুখে। তার কালো সাপের মতো চোখ জোড়া ব্লেকের চোখে স্থির হলো! সে কর্কশস্বরে বলে উঠলো প্রসঙ্গ যখন উঠলোই তখন একটা

কথা ভাল করে জানিয়ে দিই এড, জিনির কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা তোমরা করোনা। কারণ, ওকে নিয়ে কোনোবাঁদরামি আমি সহ্য করবো না। সপ্তা দুয়েক, কি তারও বেশী ও আমাদের সঙ্গে থাকবে। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই হয়তো ওকে আমাদের পাশে বসে কাটাতে হবে কিন্তু তাই বলে ওর সম্বন্ধে ভুল ধারণা গড়ে উঠুক, তা আমি চাই না। সুতরাং প্রথম থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। কোনোরকম লক্কাবাজি আমি সহ্য করবো না।

মুখমণ্ডল ঘৃণায় বিকৃত করে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে ব্লেক বললো, তাহলে কি ধরে নেবো, জিনিকে তুমি নিজের জন্যই রেখেছো?

মাথা নাড়লো মরগ্যান, না। আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, এড–জিনির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু লেনদেনের; তার বেশী কিছু নয়।

মরগ্যানের শীতল, নিপ্রাণ কালো চোখের তারা যেন ঝিলিক মেরে উঠলো। ব্লেক সেদিকে চেয়ে অস্বস্তিভরে হাসতে চেষ্টা করলো–আমাকে এসব না বলে কিটসনকে গিয়ে বলো। যদি কিছু করার হয় ও–ই করবে, আমি নয়। কাল রাতে কিরকম করে জিনিকে দেখছিলো মনে আছে?

মরগ্যান বললো, তোমাদের তিনজনের ওপরেই নজর রাখা দরকার। তুমি কিংবা জিপো–কিটসনের চেয়ে এমন কিছু কম নও।

ব্লেকের চোখে ক্রোধের ঝিলিক ফুটে উঠলো, তোমার মাথা থেকে দেখছি যীশুখ্রীষ্টের মতো জ্যোতি বেরোচ্ছে।

ক্রুদ্ধভাবে মরগ্যান কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু বাসটাকে আসতে দেখে বললো, ঐ যে বাস আসছে। চুপচাপ নজর রাখো।

উইন্ডস্ক্রিনের ওপর দুজনেই ঝুঁকে পড়লো। সামনের রাস্তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো। বাসটা এজেন্সীর সামনে এসে থামলো। দুজন লোক নামলো। একজনের চেহারা খাটো, রোগা, কিন্তু অন্যজন প্রায় ছ ফুট লম্বা–বৃষস্কন্ধ, শক্তসমর্থ চেহারা। চলাফেরার ভঙ্গী সাপের মতো ক্ষিপ্ত ও নিশ্চিত। তার পরনে ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সীর ইউনিফর্ম। মাথায় লম্বা টুপি–তাতে। বসানো চকচকে ইস্পাতের ব্যাজ। কোমরে পিস্তল ঝোলানো। অভ্যাসবশতঃই বাঁ হাতটা পিস্তলের খাপের ওপর রাখা।

একবার ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটা চারপাশে দেখলো। তারপর ক্ষিপ্র পায়ে এজেন্সীর দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। ঘন্টির বোতামে আঙুল চেপে ধরলো।

ব্লেক প্রশ্ন করলো, এই নাকি?

মরগ্যান তখন লোকটির আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত, অস্বস্তিভার বললো, হ্যাঁ, এই মাইক ডার্কসন। টমাস হয়তো এর পরের বাসে আসবে।

শালাকে দেখে তো মনে হচ্ছে এক নম্বরের হারামজাদা–ব্লেক ঠিক খুশী হতে পারলো না ডার্কসনকে দেখে। এক অজানা আশঙ্কায় সে বললোনাঃ, ব্যাটা যে সাহসী, তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

ডার্কসন ঘুরে দাঁড়িয়ে কালো বুইকটাকে অন্যমনস্ক ভাবেই দেখছিলো। ওর বয়েস পঁচিশের বেশী হবে না। দেখতে সুশ্রী না হলেও ডার্কসনের মুখে সাহস ও দৃঢ়তার আভাস রয়েছে। এবং সেটা মরগ্যানের চোখ এড়ালো না।

ডার্কসনকে খুন করা ছাড়া জিনির আর কোনো উপায় নেই ব্লেক ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো। সে হঠাৎই যেন ঘামাতে শুরু করেছে আচ্ছা, জিনি কি ডার্কসনকে একবারও দেখেছে?

হা গতকাল দেখেছে। কিন্তু একবারও মেয়েটা ভয় পায়নি। বারবারই বলেছে, ডার্কসনকে ও ঠিক কব্জা করতে পারবে? তারপর জানি না, কি করবে।

এমন সময় এজেন্সীর দরজা খুলে গেলো, ডার্কসন ভেতরে ঢুকলে আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

কিটসন দেখছি ঠিকই বলেছে। এ তো সহজে হার মানবার পাত্র নয়। ব্লেক শান্তস্বরে বললো, প্রথমেই একে শায়েস্তা করতে হবে, ফ্র্যাঙ্ক, তা নইলে পরে বিপদ হতে পারে।

মরগ্যান বললো, হ্যাঁ, এবং সেই শায়েস্তা করার দায়িত্বটা তোমার! জিনির ওপর এ দায়িত্ব দেওয়া চলবে না, কারণ ও হয়তো ডার্কসনের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠিক পেরে উঠবে না। ড্রাইভারকে আমিই টিট করবো। তোমার কাজ হবে একটা রাইফেল নিয়ে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা। ডার্কসন যেই ট্রাক ছেড়ে বেরোবেতখনি তুমি তার দিকে রাইফেল তাক করবে। একমুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হবে না। জিনির রিভলবারের

সামনে ওর চালচলনের এতোটুকু এদিক ওদিক দেখলেই গুলি করবে। কোনোরকম ইতঃস্তত করবে না, বুঝেছো?

ব্লেকের গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ, একটা তিক্তস্বাদ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে শুকনো জিভটাকে মুখের চারপাশে বুলিয়ে নিলো, ঘাড় নাড়লো, নিশ্চয়ই, সেজন্য তুমি ভেবো না। ডার্কসনকে আমি চোখে-চোখে রাখবো।

মরগ্যান দাঁতে দাঁত চেপে বললো, ঐ যে দ্বিতীয় বাসটা আসছে। সেই সঙ্গে আমার শিকার আসছে–ডেভ টমাস।

ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাক ড্রাইভার টমাস বেশ লম্বা–চওড়া লোক। চলাফেরায় ডার্কসনের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। সেই একই রকম উদ্ধত চিবুক, শীতল অচঞ্চল চোখ, পাতলা টানা ঠোঁট। কিন্তু টমাসের বয়স কিছু বেশীই হবে–তিরিশ–বত্রিশের কাছাকাছি। বাস থেকে নেমে সেও এজেন্সীর দরজার দিকে এগিয়ে চললো।

একদৃষ্টে, সরীসৃপশীতল চোখেমরগ্যানটমাসের দৃঢ়বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখতে লাগলো। চিন্তার ভাজ পড়লো কপালে।

মরগ্যান বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো, এই হলো দুনম্বর হারামজাদা। নাঃ; লোক বাছাই করার ব্যাপারে ওয়েলিং এজেন্সীর তুলনা নেই। কোত্থেকে যে এই লোক দুটোকে যোগাড় করলো কে জানে। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ এড টমাসকে আমার খুনই করতে হবে। তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ব্লেক মাথা থেকে টুপি নামিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। হঠাৎ তার বুকের স্পন্দন যেন বেড়ে উঠলো। আমাদের এই পরিকল্পনার একটু এদিক-ওদিক হলেই আমরা কিন্তু জালে আটকা পড়বো ফ্র্যাঙ্ক। সুতরাং আমাদের ভীষণভাবে সাবধান হতে হবে।

মরগ্যান স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বললো, এ কাজে সাফল্যের পুরস্কার দশ লক্ষ ডলার। এবং সেই কারণে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু আলাদা। এড, আমার বয়স বর্তমানে বিয়াল্লিশ বছর তার মধ্যে পনেরোটা বছরই জেলে কেটেছে। যে কবছর বাইরে ছিলাম, সে কটা বছরও পুলিসের নজর বাঁচিয়ে, লুকিয়ে চলতে হয়েছে। এই করে জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে গেছে। এতদিনে জীবনের সার যা বুঝেছি, তা হলো টাকা। অতএব ঐ ট্রাকের টাকা হাতানোর ব্যাপারে কোন বাধাই আমাকে রুখতে পারবে না–টমাস, ডার্কসন তো দূরের কথা। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছো এড, আমরা এখন ঠিক কি অবস্থায় আছি। আমরা মরলাম কি বাঁচলাম তাতে কার কি এসে যায়? সূর্য যেমন উঠছিলো তেমনি উঠবে। শহরের কর্মব্যস্ত জীবনে এতটুকু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবেনা। আমরা একেবারে ফালতু।

ব্লেক শান্তস্বরে বললো, ভাবিনা যে নয়। তবে আমি কি ভাবছি জানো? আমি ভাবছি কিটসন আর জিপোর কথা। জিনির সামনে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে তো রাজী হলো–ভোটও দিলো আমাদের স্বপক্ষে। কিন্তু পরে কি হবে সেটা কি চিন্তা করে দেখেছো?

মরগ্যান দৃঢ়কণ্ঠে বললো, ও নিয়ে ভাববার কি আছে? ওরা যখন রাজী হয়েছে তখন কাজটা ওদের করতেই হবে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি ওদের মাথার ঠিক থাকে

থাকতেই হবে। না হলে

তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। তবে বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত হয়তো ওরা

অচঞ্চল চোখে মরগ্যান ব্লেকের দিকে তাকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপেকর্কশ স্বরে বললো। একবার যদি টাকাটা আমরা দখল করতে পারি, তবে ওটা আমরা খুলবোই–ওদের দুজনের সাহায্য নিয়েই হোক বা না নিয়েই হোক! এতোটা পথ এসে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান, কোনো মতেই হাল ছাড়তে রাজী নয়।

মাথা নেড়ে ব্লেক সম্মতি জানালো, কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, ফ্র্যাঙ্ক। এই কাজের প্রাথমিক খরচ হিসেবে অন্ততঃ দু হাজার ডলার আমাদের দরকার। কাল রাতে আলোচনার সময় আমরা কিন্তু এ কথাটা একবারও ভেবে দেখিনি। টাকাটা যোগাড় হবে কোত্থেকে বলল দেখি?

আমাদের একটা ছোট কাজে হাত দিতে হবে–যে কাজে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে আসল কাজ–দশ লক্ষ ডলার, তার আগেই যদি পুলিশ আমাদের পিছু নেয় তবে এতো পরিশ্রম, এত সাবধানতা সব পণ্ড হবে। সেই জন্যই আমরা যে ছোট কাজটায় হাত দেবো, সেটা সহজ, সরল, নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া দরকার। আমি কাল রাত থেকেই এ নিয়ে ভাবছি

সিগারেটে এক জোরালো টান দিলো ব্লেক, দশ নম্বর সড়কের পেট্রল পাম্পটা লুঠ করলে কেমন হয়? ঐ যে, ডুকাস যাবার পথে

হ্যাঁ, করা যায়। তবে আমি ভাবছিলাম আরও নির্জন কোনো জায়গার কথা–মানে ঠিক বড় রাস্তার ওপর কোনোরকম ঝামেলা করতে চাইছি না। আচ্ছা এড, ম্যাডক্স স্ট্রীটের ঐ কাফেটার কথা তোমার মনে পড়ছে। যেটা সারারাত খোলা থাকে?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

আমি ওটার কথাই মনে মনে ভাবছি। রাত্রিবেলা থিয়েটার সিনেমার শেষে বেশীরভাগ লোকই ঐ কাফেটায় যায়। আর পকেট তাদের ভারীই থাকে। কাজটায় কোনো উটকো ঝামেলার ভয় নেই।

আমতা আমতা স্বরে ব্লেক বললো, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, কাজটা কি সত্যিই খুব সহজ? আমার তো তা মনে হয় না? হঠাৎ যদি কোনো খদ্দের অতিমাত্রায় সাহসী হয়ে ওঠে, তাহলে?

মরগ্যান ধূর্ত হাসি হাসলো, তাহলে তো খুব ভালো হয়, আমরা আসল কাজের মহড়া দিয়ে নিতে পারবো। কারণ তুমি ভালোভাবেই জানো, টমাস এবং ডার্কসন–ওরা দুজনেই খোলা রিভলবারের সামনে দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া জিনিকেও একটু পরীক্ষা করা যাবে।

তার মানে মেয়েটা এ কাজেও আমাদের সঙ্গে থাকবে?

হা। আর থাকবে কিটসন। ওর ওপরে থাকবে গাড়ির দায়িত্ব। রিভলবার নিয়ে তুমি ও আমি কাফের লোকগুলোকে সামলাবো। জিনির কাজ হবে প্রত্যেকের কাছ থেকে টাকাগুলো আদায় করা–ব্যস!

ব্লেক ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করলো, ট্রাকের ব্যাপারটা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু জিপো কি এই কাজেও কোনো গতর খাটাবে না, ফ্র্যাঙ্ক?

শোনো এড, জিপোকে নিয়ে তোমার এই চুকলিপনা বন্ধ করো। এ কাজে জিপোকে আমাদের প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র এজেন্সীর ট্রাকের তালা খুলতে আমরা ওর সাহায্য নেবো। কারণ জিপোছাড়া আর কারো পক্ষে যে ওই তালা খোলা সম্ভবনয়, সেটা তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো। তুমি কি বল?

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকালো, নিশ্চয়ই। তবে ভাবছি, জিপোর মতো আমিও যদি তালা বিশারদ হতাম তাহলে বেশ পায়ের উপর পা তুলে আরামে দিন কাটাতে পারতাম। যাক গে এবার বলল, ক্যারাভানটা আমরা কোত্থেকে যোগাড় করছি?

শুনেছি মার্লোয় একটা দোকান আছে, যারা ক্যারাভান বিক্রি করে। টাকাটা হাতে আসামাত্রই আমি কিটসন আর জিনিকে সেখানে পাঠিয়ে দেবো। ওরা গিয়ে স্বামী স্ত্রী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেবে। বলবে, মধুচন্দ্রিমা কাটানোর জন্য একটা ক্যারাভান ওদের দরকার।

ব্লেক হাসলো, কিটসনের দিকে নজর রেখো ফ্র্যাঙ্ক। ও যেন এই মধুচন্দ্রিমার ব্যাপারটাকে আবার সত্যি বলে না ভাবে।

মরগ্যান খিঁচিয়ে উঠলো, এক কথা বার বার বলা আমি পছন্দ করিনা এড। এমনিতেই আমাদের হাতে সমস্যার অন্ত নেই। তা সত্ত্বেও যদি কেউ জিনির ব্যাপারে কৌতূহল দেখাতে চায় তবে ভুল করবে। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি; কোনোরকম লক্কাবাজি আমি বরদাস্ত করবো না। কিটসন আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট। সুতরাং সদ্য–বিবাহিত স্বামীর ভূমিকায় সে–ই অভিনয় করবে। তবে সেটা কেবলমাত্র অভিনয়, তার বেশী কিছু নয়। আর আলেক্সের মাথায় যদি এই ব্যাপারটা না ঢোকে তবে সবার আগে ওকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ব্লেক বললো, কিন্তু জিনি? তুমি কি এ সম্বন্ধে ওকে সাবধান করে দিয়েছো? বলেছো, ওকে কিভাবে সংযত হয়ে চলতে হবে?

চাপা হিংস্রস্বরে মরগ্যান উত্তর দিলো, আমি জানতাম একসময় কথাটা উঠবে। আমি যখনই জিনিকে দেখেছি, তখনই জানি, তোমরা তিন ভেড়ুয়া ওর পেছনে লাগবে। সেইজন্য প্রথম দিনই ওকে আমি বলেছি, কোনোরকম ছেনালিপনা দেখলেই সোজা তাড়িয়ে দেবো। আমার কথা শুনে ও কি বলেছিলো জানো? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। আমার শুধু টাকার দরকার। অতএব তোমার পেয়ারের কুত্তাদের তুমিই সামলাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, টাকা ছাড়া মেয়েটা কিছুই বোঝে না। কিটসন যদি মেয়েটাকে নিয়ে কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে চায়। তবে ও নিজেই বিপদে পড়বে। তোমার আর জিপোর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবেনা। সুতরাং মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দাও। এবারে আশা করি কথাগুলো তোমার মাথায় ঢুকেছে?

জোরালো গলায় ব্লেক হাসলো, নিশ্চয়ই। আমারও মনে হয় এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মরগ্যানের শীতল, সরু পাঁচটি আঙুল আঁকড়ে ধরলো ব্লেকের কব্জি। চমকে উঠে সে তাকালো মরগ্যানের কালো হায়না চোখে।

মরগ্যান নরমস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, আমি ঠাট্টা করছিনা, মিস্টার এডওয়ার্ড ব্লেক। আমার ছকে বাঁধা অন্ধকার জীবন থেকে বেরিয়ে আসার এই একমাত্র সুযোগ। তুমি যদি ভেবে থাকো একটা বিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে লেপটা-লেপটি করে আমার পরিকল্পনার ফাটল ধরাবে-তবে মনে রেখ, যদি আমি দেখি, তোমার রিপু সংক্রান্ত দুর্বলতার জন্য আমাদের এই সুবর্ণসুযোগ নষ্ট হতে যাচ্ছে, তখন তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো। মনে কোরো না, তোমার, জিপোর বা কিটসনের যৌন তাড়নার জন্য আমি আমার ভবিষ্যতের গোড়ায় কুড়ুল মারবো। আমার কথা বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধে হচ্ছে না?

ব্লেক শুকনোমুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, তোমার হলো কি, ফ্র্যাঙ্ক? আমি এমনি ইয়ার্কি করছিলাম।

ব্লেকের দিকে সামান্য ঝুঁকে মরগ্যান তামাকের গন্ধভরা নিশ্বাসের ঝাপটা মারলো, ইয়ার্কিই যেন হয়!

একদীর্ঘ উৎকণ্ঠাময় নিস্তব্ধতা। দুজনের স্থির কঠিন দৃষ্টি–পরস্পরের ওপর নিবদ্ধ। অবশেষে পরিস্থিতি হালকা করার উদ্দেশ্যে ব্লেক বলে উঠলো, তোমার কি মনে হয় এই গাড়িটা ক্যারাভানটাকে টানতে পারবে?

পারতেই হবে–অবশ্য ক্যারাভানটা যে ভারী হবে না তা আমি বলছি না। তবে রাস্তাও খুব একটা উঁচুনীচুনয় যে ক্যারাভানটাকে টেনে নিয়ে যেতে গাড়িটার অসুবিধে হবে। শুধু প্রথম তিরিশ চল্লিশ মিনিট আমাদের একটু কষ্ট করতে হবে। কারণ ওই সময়ের মধ্যেই অকুস্থল থেকে যতোটা দূরে যাওয়া যায় আমাদের সরে পড়তে হবে। তারপরে আর ভাবনার কিছু নেই।

আসল কাজের দিন দুয়েক আগে কোনো একটা পার্কিং করা গাড়ি লোপাট করলেই হবে। তুমি দুটো নকল নাম্বার–প্লেট আগে থাকতেই তৈরী করে রেখো, আর জিপোর কাজ হবে চোরাই গাড়িটার রঙ পাল্টে নতুন রঙ লাগানো। জিনি যখন গাড়িটা চালাবে, তখন যেন ওটা চোরাই গাড়ি বলে কোনো পুলিশের চোখে ধরা না পড়ে।

ব্লেক হঠাৎ কনুই দিয়ে মরগ্যানের পাঁজরে একটা খোঁচা মারলো। মরগ্যান চমকে তাকাতেই দেখে ট্রাকটা আসছে

আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সীর চওড়া কাঠের দরজা হাট করে খুলে গেলো।

মরগ্যান আর ব্লেক আগে ট্রাকটাকে কখনও স্বচক্ষে দেখেনি। ওরা ট্রাকের প্রতিটি অংশের ছবি নিখুঁত করে মনে এঁকে নিলো।

ব্লেক ভেবেছিলো এই অদ্ভুত যুগান্তকারী জিনিসটা বেশ বড় সড়ই হবে। কিন্তু ওটার, ক্ষুদ্র আকৃতি ওকে অবাক করলো। চারটে চাকার ওপর বসানো একটা ছোট্ট, ইস্পাতের বাক্স–আর তার সামনে ড্রাইভারের কেবিন–ব্যস। টমাসের হাতজোড়া স্টিয়ারিংয়ের ওপর সহজ অথচ পেশাদারী ভঙ্গীতে আলতো করে রাখা, চোখের সতর্ক দৃষ্টি সামনের রাস্তার ওপর। টমাসের পাশেই টান টান হয়ে মাইক ডার্কসন বসে।

আস্তে আস্তে ট্রাকটা রাস্তার ওপরে নেমে এলো। মরগ্যানও তার গাড়ীর ইঞ্জিন চালু করলো। এমনিতেই রাস্তাটায় হাজারো গাড়ির জটলা। অনেক চেষ্টায় মরগ্যান চলন্ত ট্রাকটার কাছাকাছি এগিয়ে গেলোমাঝখানে শুধু দুটো গাড়ির ব্যবধান।

ভেবেছিলাম ট্রাকটা অনেক বড় হবে, কথা বলতে বলতে ব্লেক উঁচু হয়ে সামনের লিংকন গাড়িটার বাধা কাটিয়ে ট্রাকটাকে দেখতে চেষ্টা করলো দেখে তো জিনিষটাকে খুব একটা শক্ত পোক্ত বলে মনে হচ্ছে না।

মরগ্যান হাসল, তাই নাকি? তোমার মতো অনেকেই ট্রাকটার এই ছোট আকার দেখে ভুল করে।

রাষ্য একটু ফাঁকা হতেই অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় মরগ্যান লিংকন গাড়িটার পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে এলো। এবারে ট্রাকের পেছনটা ওরা পরিষ্কার দেখতে পেলো, কারণ মরগ্যানের বুইক আর ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাকের মধ্যে এমন ব্যবধান শুধু একটা হুড খোলা স্পোর্টস কার।

ট্রাকের পেছনের দরজায় ছাপা হরফে লেখা–

দি ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক সার্ভিস

আবিষ্কারের জগতে এক নতুন আলোড়ন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে নিরাপদ ট্রাক আপনার সামনে উপস্থিত। মূল্যবান জিনিষপত্র পরিবহনের দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে এলো ব্লেকের।

মরগ্যান হঠাৎ বলে উঠলো, ডানদিকে দ্যাখো?

ব্লেকের বিবর্ণ চোখ ডানপাশে ফিরে তাকালো।

একজন দ্রুতগামী পুলিশ মোটর বাইক নিয়ে গাড়ির ভীড় কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে অপসৃয়মান ট্রাকের দিকে।

মরগ্যান বললো, এবার কেটে পড়াই ভালো। এই শালা এখন থেকে শহরের শেষ পর্যন্ত ট্রাকটার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকবে। আর আমরা যদি এখুনি ঐ ট্রাকের পিছু না ছাড়ি, তবে ঐ মোটর বাইকওলা সন্দেহ করবে।

মরগ্যান গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়লো।

ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাকটা শেষবারের মতো ব্লেকের চোখে পড়লো–তার পাশাপাশি সেই দ্রুতগামী পুলিশ অফিসার এগিয়ে চলেছে।

মরগ্যান সামনে একটা গাড়ি রাখার জায়গা দেখে বুইকটা থামালো, যাক, ট্রাকটা তাহলে তোমার দেখা রইলো

তা রইলো, কিন্তু তাতে সুবিধে হলোবলে তো মনে হয় না। শুধু একটা ইস্পাতের বাক্স–ব্যস। ওহহো, তুমি সময়টা লক্ষ্য করেছিলে তো। কখন ট্রাকটা এজেন্সী ছেড়ে বেরোলো?

মরগ্যান একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, হ্যাঁ। ঠিক আটটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে। এখন থেকে মোটামুটি তিনঘন্টা পরে ট্রাকটা সেই বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, জিপো আর কিটসন এই গরমে ঝোঁপের পিছনে বসে গলদঘর্ম হয়ে ট্রাকটার অপেক্ষা করছে।

তুমি ঠিকই বলেছো, ফ্র্যাঙ্ক। কাজটা যে বড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই–তবে একেবারে সোজা নয়। এর জন্য আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

যদি ভাগ্য সহায় থাকে। তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভালো কথা–এখন একবার সেই কাফেটায় গিয়ে চোখ বুলিয়ে আসতে হবে। কারণ ওটা লুঠ করার পর আমরা কোন রাস্তা দিয়ে পালাবো সেটা আগে থাকতেই দেখে রাখা দরকার। শোনো এড, এই ছোট কাজটায় আমাদের কোন রকম ভুল করলে চলবে না। এর ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

শুধু এটা কেন, আসল কাজেও আমাদের কোনো গলতি হবে না। এখন থেকে আর কোনো ভুল নয়।

মরগ্যান মাথা নাড়লল। তারপর গাড়ি সামনের রাস্তায় ছুটিয়ে দিলো।

.

এদিকে কিটসন আর জিপো সাড়ে এগারোটার কিছু পরে বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছলো। রিসার্চ স্টেশন থেকে বাঁকটার দূরত্ব মাইল দুয়েক হবে। কিটসন গাড়ি থামাতেই জিপো নেমে পড়লো। ঝরঝরে লিংকটা চালিয়ে কিটসন আশ্রয়ের খোঁজে চললো। তারপর ধীরে ধীরে আবার পা বাড়ালো বাঁকের দিকে–যেখানে জিপো অপেক্ষা করছে।

কিটসনের কাছে সূর্যের প্রখর রোদের তাপ অসহ্য বলে মনে হলো। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঘামতে শুরু করলো।

কিটসনের পরনে বুক ভোলা গাঢ় নীল রঙের শার্ট আর আঁটোসাঁটো কালো প্যান্ট। এতক্ষণ গাড়িতে বসে থাকার পর হাত পা ছড়ানোর সুযোগ পেয়ে তার ভালোই লাগলো। সে ধুলো ভরা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো।

কিটসন বাঁকটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে কৌতূহল ভরে জায়গাটা দেখতে লাগলো।

হঠাৎ রাস্তাটা সোজা এসে এই জায়গায় খানিকটা সরু হয়ে গেছে। রাস্তার দুধারে পড়ে রয়েছে দুটো বিশাল পাথর, সম্ভবতঃ দুপাশের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রাস্তায় গড়িয়ে

এসেছে। পাথরগুলো যেন ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা–অর্থাৎ গা ঢাকা দেওয়ার পক্ষে চমৎকার জায়গা।

কিটসনের হঠাৎ খেয়াল হলো, জিপোর যেখানে অপেক্ষা করার কথা সেখানে সে নেই। কিন্তু একটা হালকা অস্বস্তিকর অনুভূতি তাকে জানিয়ে দিলো, আশেপাশেই সে কোথাও লুকিয়ে আছে–কিটসনকে লক্ষ্য করছে।

কিটসন খুশীই হলো। জিপোর মতো কোনো স্থূলকায় লোকও যে এতো নিখুঁতভাবে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তার হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এলো।

কিটসনের প্রথম থেকেই এই কাজে আপত্তি ছিলো। কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক ওর সমস্ত সাহসকে শুষে নিচ্ছিলো। ওর বার বারই মনে হয়েছে, টমাস অথবা ডার্কসন কিছু একটা গণ্ডগোল না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।

গত ছমাস ধরে বক্সিং ছাড়বার পর থেকে কিটসন মরগ্যানের কাছেই রয়েছে। কিটসনের শেষ লড়াই ছিলো একজন বেঁটে খাটো অনামি মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু এমনই অদ্ভুত ব্যাপার সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই ক্ষিপ্র, খর্বকায় ব্যক্তিটি কিটসনের মতো নওজোয়ানকে রিংয়ের ভেতর একেবারে তুলোধোনা করলো।

টমাস ও ডার্কসন যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে হার স্বীকার করবেনা তা কিটসন জানে;বরং রিভলবার চালাবার চেষ্টা করবে–হয়তো কেউ মারাও পড়বে। আর তারপর যদি কিটসন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে বিশ বছর জেল নয়তো সোজা ইলেকট্রিক চেয়ার।

আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে জিনির মতো করে কিটসনের সঙ্গে কথা বলেনি, এমন অদ্ভুতভাবে কোনদিন কেউ তাকায়নি। মেয়েটার এই বিশেষত্বই মুগ্ধ করেছে কিটসনকে। এমন কি প্রথম সাক্ষাতের নেশাটুকুও সে কাটিয়ে উঠতে পারছেনা। তার চোখের সামনে ভাসছে জিনির একরাশ তামাটে চুলের জলছবি। ওর সাগর সবুজ চঞ্চল চোখ জোড়া

অর্থাৎ জিনির জন্য কেবলমাত্র জিনির জন্যই সে এই কাজে মরগ্যানকে সমর্থন করেছে। কিটসন জানে, এই দুঃসাহসের পরিণতি তেমন মধুর হবে না; হয়তো চরম পরিণতির মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে কিন্তু তবুও সে পিছিয়ে আসতে পারছেনা। পারছেনা জিনির উপহাসের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে।

কিটসন জিপোকে খুঁজলো চারদিকে চেয়ে আরো একবার, কিন্তু কোথাও ওকে দেখতে পেলো না।

জিপো, ঠিক আছে–এবারে বেরিয়ে এস। কিটসন উঁচু গলায় ডেকে উঠলো।

জিপো একটা ঘন ঝোঁপের আড়াল থেকে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। কিটসনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ালো, লুকিয়েছি কিরকম বলো? এক্কেবারে হাপিস! তুড়ি বাজিয়ে এক অদ্ভুত ইশারা করলো জিপো।

জিপোর কাছে কিটসন এগিয়ে গেলো।

একটা লুকোবার জায়গা বটে! উবু হয়ে জিপোর পাশে বসে জায়গাটা দেখতে লাগলো সে, তারপর একপলক হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা এসে পড়বে।

মাটির ওপর জিপো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ওপরের নীল আকাশের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগলো।

আলেক্স, নীল আকাশের দিকে তাকালেই আমার দেশের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, সেখানকার আকাশ যেন এর চেয়েও সুন্দর, এর চেয়েও নীল।

জিপোর দিকে কিটসন তাকালো। জিপোকে তার ভালো লাগে।

জিপো, কোথায় দেশ তোমার? কিটসন উপুড় হয়ে শুয়েছিলো। অতি সন্তর্পণে মাথা উঁচিয়ে সে সামনের রাস্তার দিকে দেখলো।

ফিসোলে, ইটালির ফ্লোরেন্সের কাছাকাছি। মুখে গভীর চিন্তার ভাব ফুটিয়ে জিপো বললো, তুমি কোনদিন ইটালিতে গেছে, আলেক্স?

উ হু–

যাওনি? গেলে বুঝতে পারতে পৃথিবীতে তার চেয়ে সুন্দর দেশ আর নেই।

কিটসন ভাবলো–যদিনা মারা যাও। যদিনা জাহাজে ওঠার আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়ো।

কিটসনের দিকে জিপো খুশীভরা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, তোমার টাকা নিয়ে কি করবে ভাবছো? কিভাবে খরচ করবে ঠিক করেছে?

জিপোর কথা শুনে কিটসনের মনে হলো সে যেন কোনো অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে।

আমার মনে হয় টাকাটা হাতে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা ভালো। সাত তাড়াতাড়ি এতো সব পরিকল্পনা করার মানে হয় না। বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত হয়তো আমরা হেরে গেলাম–তখন সমস্ত স্বপ্ন এক ঝাপটায় মিলিয়ে যাবে।

অস্বস্তিভরে জিপো বললো, একটা কথা কি জানো আলেক্স। জীবনে স্বপ্ন দেখাটাই সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। জানি, সে স্বপ্ন হয়তো কোনদিন বাস্তবে রূপ নেবে না। কিন্তু তবুও স্বপ্ন দেখায় এক অদ্ভুত আনন্দ আছে। আমি সব সময় আসন্ন ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ভাবতে ভালবাসি। এ আমার বহু বছরের স্বভাব। স্বীকার করছি, আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে, কিন্তু এবারের কথা আলাদা। দু লক্ষ ডলার........এতো টাকা কিভাবে খরচ করবো ভেবেই পাচ্ছি না।

কাঁধ ঝাঁকালো কিটসন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আসল কথাটা কি জানো? টাকাটাই আমরা এখনও হাতে পাইনি, বলে হাসলো।

জিপো শুকনো মাটি মুঠো করে তুলে হাত মেলে ধরলো। তার মোটা সোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ধুলো ঝরে পড়লো। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি প্রথমেই গাড়ি

কিনবে। বলল আলেক্স ঠিক বলেছি কিনা? আমি জানি। তুমি গাড়ি চালাতে ভালোবাসো। তোমার মতো গাড়ি চালাতে আমি আর কাউকে দেখিনি। সুতরাং প্রথমেই তোমার একটা স্পোর্টসকার কেনা উচিত। তারপর খুঁজেপেতে নিজের জন্য একটা সুন্দরী বউ যোগাড় করো বাকি জীবনটা সুখে কাটিয়ে দাও। আচ্ছা, জিনিকে তোমার কেমন লাগে বলো তো? দারুণ দেখতে, না? একটা কথা আলেক্স –ইটালীর মতো জায়গাতেও জিনির মত সুন্দরী কমই আছে। তবে মেয়েটা আমার তুলনায় বড্ড বাচ্চা, না হলে ওকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতাম। তোমার সঙ্গে জিনিকে কিন্তু দারুণ মানাবে। আলেক্স, ওর রুক্ষ ব্যবহারকে তেমন আমল দিও না। ও সবই উপর উপর। তুমি যদি ওর হৃদয়ে পৌঁছতে পার, তবে দেখবে ওর ভেতরটা আর সব মেয়ের মতোই সুন্দর নরম। আমার তো মনে হয়, তোমাকে ও কিছুতেই ফেরাতে পারবে না!

চুপচাপ কিটসন শুনলো। উন্মুক্ত ঘাড়ে উত্তপ্ত সূর্যের পরোক্ষ স্পর্শ অনুভব করলো। জিপো ছাড়া অন্য কেউ যদি তাকে এ ধরণের কথা বলতো, তাহলে মোটেই আমল দিত না। কিন্তু জিপো একেবারেই তার মনের কথা বলেছে। কথাগুলো হয়তো ঠিক।

আলেক্স, আমার কাছে একটা কথার খোলাখুলি জবাব দাও তো? তুমি সত্যি সত্যি কি ভাবছো? জিনির কথা? জানো, তোমার জন্যে মাঝে মাঝে আমার চিন্তা হয়। এই কথায় তোমার হয়তো হাসি পাবে। কিন্তু আমি ঠাট্টা করছিনা, আলেক্স। কাল রাতে ফ্র্যাঙ্কের কথায় যখন মনে মনে রাজি হলাম, তখনও আমি তোমার কথা ভেবেছি। আমি জানতাম, আমার মতো তোমারও এ কাজে অন্তরের সায় নেই। তুমি এ কাজটা করতে চাওনি, তাই না? আমিও চাইনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই তুমি হঠাৎ মনস্থির করে ফেললে, তুমি রাজী! কেন? আমাকে সোজাসুজি জবাব দাও!

কিটসন হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো, আগে বলল তোমার রাজী হওয়ার কারণ কি?

জিপো মৃদু স্বরে বললো, মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে! ও যখন ঘরে ঢুকলো, তখন ওকে দেখে অবাক হলাম। ওর কথা বলার দৃপ্ত ভঙ্গী, আত্মবিশ্বাস আমাকে অবাক করলো। আমি যেন নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেলাম। ফ্র্যাঙ্কের কাছে যখন কাজটা সম্পর্কে শুনেছি, তখন একেবারে রাজী হইনি। সমস্ত পরিকল্পনাটাকে কেমন খেলো, অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু জিনি এসেই সব ওলট-পালট করে দিলো। মনে হল মেয়েটার পরিকল্পনা নেহাত পলকা নয়। তার ওপর দু লক্ষ ডলারের হাতছানি আমাকে পাগল করে তুললো।

কিটসনের স্বরে অস্বস্তির সুর, হঁ, তুমি ঠিকই বলেছে। মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে। তাই তোমার মতো আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

সে যে জিনির ঘৃণার মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে মরগ্যানের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছে, সে কথা কিটসন মরে গেলেও স্বীকার করতে পারবে না।

আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে কিনা আমাদের রাজী করিয়ে ছাড়লো। এখন মনে হচ্ছে-আচমকা জিপো নেমে গেলো। চকিতে দেখলো চারপাশের ঝোঁপঝাড়ের দিকে।

কি ব্যাপার? কিটসন জানতে চাইলো।

জিপো কান খাড়া করে স্থিরভাবে বসে। কিসের যেন একটা শব্দ হলো না? যেন কিছু একটা চলে বেড়াচ্ছে? সাপ নয়তো, আলেক্স?

সাপ? তো কি হয়েছে? সাপ আমাদের ধারে কাছেও ঘেঁষবে না। কিটসন চাইছিলো জিনি সম্পর্কিত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে। জিনিই এখন তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জিপোর জলহস্তী চেহারা ভয়ে কাঠ। শুকনো গলায় বললো, বলা যায় না; এসব জায়গায় সাপের উপদ্রব থাকতে পারে, আলেক্স। আর এমনিতেই সাপকে আমি খুব ভয় পাই। যেন মনে হলো পাশ দিয়ে কি একটা চলে গেল।

জিপোর নির্দেশিত জায়গায় কিটসন কিছুই দেখতে পেলো না।

আলেক্স, আমার ছোট ভাই সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলো। আমি এইমাত্র যেভাবে শুয়েছিলাম সেও এই ভাবেই শুয়েছিল। আর কোত্থেকে হঠাৎ একটা সাপ এসে ওর মুখে ছোবল মারলো। কোনো ভাবে বাড়ি পৌঁছবার আগেই ও মারা গেলো। –ওর চোখে মুখে অমানুষিক যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছিলো। এই সাপটা

জিপো চুপ করে গেলো। কিটসনের রুক্ষ স্বরে ভগবানের দোহাই, জিপো, দয়া করে তোমার বকবকানি বন্ধ করো।

জিপো ঘৃণাভরে কিটসনের দিকে তাকালো।

তোমার ভাই যদি এইভাবে সাপের ছোবলে মারা যেতো, তাহলে তুমি আর এধরণের কথা বলতে না, আলেক্স। আমার ছোট ভাইয়ের সেই করুণ মৃত্যুর কথা কি আমি ভুলতে পারবো? কেন জানি না, তারপর থেকেই সাপ দেখলেই আমার ভীষণ ভয় করে।

কিটসন অধৈর্য সুরে বলল, কোথায় মেয়েটাকে নিয়ে দিব্যি কথা বলছিলাম, আর মাঝখান থেকে তুমি, এই সাপের ব্যাপারটা টেনে আনলে।

না, আমার মনে হলো যেন কিসের একটা শব্দ, তাই

ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে–মেনে নিচ্ছি তুমি একটা অদ্ভুত শব্দ শুনেছো। কিন্তু তাই বলে ধরে নিলে ওটা সাপ। তোমার কল্পনার বলিহারিই...।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো জিপো, কিন্তু বহুদূরে চলন্ত ধুলোর মেঘ চোখে পড়ায় চুপ করে গেলো। কিটসনের কাঁধে হাত রেখে আঙুল তুলে ধুলোর কুণ্ডলীর দিকে দেখালো।

ওরাই আসছে বলে মনে হচ্ছে না?

সুদূরপ্রসারী আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে কিটসন চেয়ে রইলো। একটা জমাট আতঙ্কের পিণ্ড তাকে শ্বাসরুদ্ধ করতে চাইলো।

সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে জিপোকে নীচু হতে বললো, জিপো তার চাপা উত্তেজিত ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। লুকিয়ে পড়ো! ওরাই আসছে!

ওরা নিশ্চলভাবে পড়ে থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা ট্রাকটাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

সামনের একটা বাঁকে ট্রাকটা মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওদের অপলক চোখের সামনে আবার হাজির হলো। ওরা লক্ষ্য করলো, এবারে ট্রাকটার গতি যেন বেশ কিছুটা কমে গেছে। সম্ভবত, বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছে ওরা কোনোরকম দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ট্রাকটা ওদের অতিক্রম করার সময় কিটসন হাতঘড়িতে সময় দেখলো।

হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ট্রাকটা বেরিয়ে যাবার সময় পলকের জন্য ওরা দেখতে পেলো টমাস এবং ডার্কসনকে।

জিপো চলন্ত ট্রাকের ছবিটা মনের পর্দায় খোদাই করে উঠে বসলো।

একটা বাঁকের আড়ালে ট্রাকটা অদৃশ্য হতেই ওরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ধুলোর মেঘ থেকে চোখ সরিয়ে অস্বস্তিভরে পরস্পরের দিকে তাকালো।

জিপো গাল চুলকিয়ে বললো, একটা ট্রাক বটে। কিন্তু তোক দুটোকে দেখেছো? যেন শয়তানের চ্যালা!

চলন্ত ট্রাকে বসে থাকা টমাস ও ডাকসনকে কিটসন বেশ ভালো ভাবেই দেখতে পেয়েছে। সে ওদের দুজনকেই চেনে। তাই মরগ্যানকে বার বার সে সাবধান করে দিয়েছে। এখন ওদের দেখার পর কিটসনের সেই পুরোনো ভয়টা আবার ফিরে এলো। উইন্ডস্ক্রিনের ও–পিঠে বেজির চোখ নিয়ে বসে থাকা টমাস ও ডাকসনের ছবি তার মনে টেনে দিলো আতঙ্কের পর্দা। কিটসনের মনে পড়লো, আর কিছুদিনের মধ্যেই ওদের

সামনে তাকে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জে দাঁড়াতে হবে। কেউ যেন একমুঠো বরফ কুঁচি ছড়িয়ে দিলো তার মস্তিষ্কে।

কিটসন সহজ হবার চেষ্টা করলো, তুমি কি জন্য ভয় পাচ্ছো, জিপো? তোমাকে তত আর ওদের সামনে আসতে হচ্ছে না। আর তাছাড়া, আমরাই কি কম নাকি? ওরা যদি শয়তানের চ্যালা হয়, তবে আমরাও অমানুষের অনুচর!

অস্বস্তিভরে জিপো মাথা নাড়লো। ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেনা ভেবে আমি সত্যিই হালকা বোধ করছি। ...ওরা নেহাত সহজ লোক নয়!

পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কিটসন তাতে ট্রাকের বিপজ্জনক বাঁক অতিক্রম করার সময়টা টুকে নিলো। — কিটসন বিরক্তিভরে জবাব দিলো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা। মরগ্যান আর ব্লেকই ওদের সামলাবে।

কিন্তু জিনি? ওর কথাটা ভেবে দেখেছো? ওইটুকু একটা মেয়ে সে বলে কিনা দরকার পড়লেই গুলি চালাবে। আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না। তোমার কি মনে হয় ও সত্যি সত্যিই তাই করবে?

এই কথাটাই কিটসনও ভাবছিলো। জিনি সত্যিই কি তা পারবে! সে যেন দেখতে পেলো জিনির অতলান্ত সবুজ চোখ। উৎকণ্ঠাময় অভিব্যক্তি।

কিটসন ঠোঁট উল্টে বললো, কি জানি? যাকগে, এবার চলো, সে উঠে বসে রাস্তার এদিক ওদিক দেখে নিলো। কিন্তু জিপো, ট্রাকটা তুমি খুলতে পারবে তো?

ফ্র্যাঙ্ক তো বলছে, ট্রাকটা খুলতে আমাকে তিন–চার সপ্তাহ সময় দেবে। তাহলে তো ভাবনার কোনো কারণই নেই। যন্ত্রপাতি আর সময় ঠিক মতো পেলে আমি খুলতে পারবো না এমন তালা তৈরী হয়নি।

ফ্রাঙ্ক সেই কথাই বলছিলো। কিন্তু মনে করো যদি কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায়? যদি তোমাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে ট্রাকের তালা ভাঙতে বলা হয় তাহলে কি তুমি পারবে, জিপো?

অস্বস্তির ছায়া পড়লো জিপোর মুখে, একথা কেন বলছো, আলেক্স? ফ্র্যাঙ্ক তো আমাকে কথাই দিয়েছে তিন চার সপ্তাহ সময় দেবে। তাহলে আর ভয় কি? এতদিন ধরে তো দেখছি আজ পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কের কথার কোনো নড়চড় হয়নি! তোমার তালা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলেও বেশ বুঝতে পারছো এই ট্রাকটা খোলা ছেলেখেলার কথা নয়।

কিটসন এগিয়ে চললো গাড়ির সন্ধানে, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।

কিটসনের দিকে জিপো চিন্তিতভাবে তাকিয়ে ভাবলো জিনির কথা, ওর প্রতিটি ভাবভঙ্গী। কিটসনের সঙ্গে ওর কথা বলার ধরন; শেষ পর্যন্ত জিপো, নিশ্চিন্ত বোধ করলো।

এই কাজটা নিয়ে এত আলোচনার কি আছে? –সে ভাবলো। সূর্যের অসহ্য উত্তাপ অনুভব করলো। ফ্র্যাঙ্ক যখন ওদের আশ্বাস দিয়েছে, তখন আর কোনো ভয় নেই। তার ওপর ঐ পুঁচকে মেয়েটা যেন ধরেই নিয়েছে, দু লক্ষ ডলার ওর হাতের মুঠোয়। তাছাড়া

এ কাজে জিপোর ভূমিকা খুব একটা বিপজ্জনক নয়। তাকে শুধু ট্রাকের তালাটা খুলতে হবে। আর ফ্র্যাঙ্ক যখন বলেইছে, ওকে তিন–চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে তখন আর চিন্তার কি আছে? তালা এবং বিভিন্ন ধাতু সম্বন্ধে যাদের একটু অভিজ্ঞতা আছে, তারা ঐ সময়ে যে কোনো তালাই খুলে ফেলতে পারবে–তা সে যতো শক্তই হোক!

নিঃশব্দে ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এগিয়ে চলেছে রিসার্চ স্টেশনের দিকে। তার চালক অথবা রক্ষী, কেউই জানতে পারলোনা চারজোড়া অনুসন্ধানী চোখ তাদের দৈনন্দিন কর্মপন্থাকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখছে। সাদা ধুলোর কুণ্ডলীকে পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে চললো.....।

# আলোচনা সভা

০৩.

মরগ্যান রাত আটটায় একটা আলোচনা সভা ডেকেছিলো লু স্ট্রাইগারের জুয়ার আড্ডায়। কিন্তু ব্লেক পৌঁছে গেলো নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই–সাতটা পঁয়তাল্লিশে। অবশ্য তেমন কিছু নয়। নেহাত তার ঘড়িটা বেয়াড়া সময় দিচ্ছিলো বলেই।

ব্লেক বার–এর লোকজনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো। ঘরের বদ্ধ আবহাওয়া সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে। অনেক পরিশ্রমের পর সে স্ট্রাইগারকে দেখতে পেলো। লালমুখো, মোটা লোকটা জুয়ার বোর্ডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে।

ব্লেক প্রশ্ন করলো, কেউ ভেতরে গেছে নাকি, লু?

উহু। দরজা খোলাই আছে। স্বচ্ছন্দে যেতে পারো।

আচ্ছা, আমাকে একটা স্কচ খাওয়াও দেখি।

ব্লেক স্ট্রাইগারের এগিয়ে দেওয়া গেলাসটাকে দু চুমুকে শেষ করে নামিয়ে রাখলো। কোণার একটা টেবিলের দিকে আনমনাভাবে এগিয়ে টুপিটাকে পেছন দিকে ঠেলে বসে পড়লো। টাইয়ের নটটাকে সামান্য আলগা করে গা এলিয়ে দিলো চেয়ারে।

একমুহূর্তের জন্যও অস্বাচ্ছন্দ্য আর ভাবপ্রবণতা ব্লেকের মন থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্কের ঐ রেস্তোরাঁ লুঠের ব্যাপারটাই তাকে ভাবিয়ে তুলেছে–জিনির চিন্তা তো আছেই।

ব্লেকের জীবনটা অন্য তিনজনের মতো অতোটা জটিল ছিলোনা, বরং প্রচুর সুখ–সুবিধে ছিলো। ব্লেকের বাবা ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। তার ইচ্ছে ছিলো একমাত্র ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করবেন। ডাক্তার করবেন। কিন্তু এতো সুখে থেকেও পড়াশোনার ব্যাপারটা ব্লেকের কাছে বড় একঘেয়ে মনে হলো। তাই মেডিকেল কলেজে বছর দুয়েক কাটানোর পরই সে পড়াশোনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলো। অনেক কষ্টে ব্লেক একটা চাকরী জোগাড় করলো কমিশনে গাড়ি কেনা–বেচার কাজ, এবং একই সঙ্গে সে আবিষ্কার করলো নারী সঙ্গ তার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং অনিবার্যভাবেই আয়ের চেয়ে বিভিন্ন পথে ব্যয়ের পরিমাণই বেশী হতে লাগলো। অবশেষে একদিন সে বুঝতে পারলো পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝায় তার শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে। তখনই কোম্পানির সিন্দুকে ব্লেক হাত লাগালো। সিন্দুক থেকে চার হাজার ডলার সরিয়ে সে চম্পট দিলো। সে ধরা পড়ল, তার জেল হল। ব্লেকের বয়স তখন মাত্র বাইশ। পরেও যে ব্লেক আর জেল খাটেনি, তা নয়। তাকে আরো দুবার যথাক্রমে তিন চার বছরের জন্যে জেলে যেতে হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ব্লেকের মনে জেল সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ঘৃণা এবং আতঙ্ক গড়ে উঠেছে।

শেষ বার যখন সে চার বছরের শাস্তি ভোগ করছে, তার দেখা হয় মরগ্যানের সঙ্গে–ঐ জেলেই। তখন মরগ্যান তার পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ডের শেষ বছরটি কোনরকমে কাটাচ্ছে। কিন্তু পনেরো বছর জেলের কথা শুনেই ব্লেক কেঁপে উঠেছে।

একই সঙ্গে ওরা জেল থেকে ছাড়া পেলো। ছাড়া পাওয়ার পর মিলে মিশে দল বাঁধার প্রস্তাবটা মরগ্যানই রাখলো ব্লেকের কাছে। ব্লেক রাজী হলো।

ব্লেকের রাজী হওয়ার অন্যতম কারণ গোলমেলে লাইনে মরগ্যানের খ্যাতি। জেলে থাকতে অনেকের মুখেই শুনেছে। আজ হোক কাল হোক মরগ্যান একটা মোটা দাও মারবেই। এবং তারপরই সে একজন কেউকেটা হয়ে বসবে। সুতরাং মরগ্যানের প্রস্তাবে রাজী হতে দ্বিধা কি?

পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনের দিকে পেছনে তাকিয়ে রেকের সামনে ধরা পড়েছে শুধু হতাশা আর। ব্যর্থতার ইতিহাস। ভবিষ্যতের বিবর্ণ রূপও তার অজানা ছিলো না। তাই জীবনের প্রথম এবং শেষ জুয়ায় সে বাজি ধরেছে। ভবিষ্যতের রং বদলের চরম চেষ্টা না করে সে হার মানতে রাজী নয়। তার মনে হয়েছিল মরগ্যানই তাকে নিয়ে যাবে ঐশ্বর্যের রাজপথে। যে পথে কানাগলির আকারহীন বীভৎস স্মৃতিদের প্রবেশের অধিকার নেই।

ব্লেক একা একা বসে স্বপ্নের জাল বুনে চললো। ভাবতে লাগলো দু–লক্ষ ডলারের কথা। অতো টাকা নিয়ে কি করবে সে? দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে? ব্লেকের মন স্বপ্নের পাখায় উড়ে চললো। ওর চোখের সামনে রঙীন পর্দায় ভেসে উঠলো দেশ–বিদেশের সুন্দরী তরুণীদের ছবি, যাদের সুখ সঙ্গের জন্য সে পাগল। বেশ কিছুদিন খোঁজ করার পর সে যাবে মন্টি কার্লোয়। সেখানে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে আরো কিছু টাকা হাতাতে হবে। তারপর...

এমন সময় সমস্ত স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে জিনি গর্ডন উপস্থিত হলো তার সামনে। ও এগিয়ে গেলো। উদ্ধত চিবুক, চোখের ভাষায় তাচ্ছিল্য, বারের অন্যান্য মধু–পিয়াসীর দল জিনিকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, চোখ টেপাটেপি করতে লাগলো। লু–স্ট্রাইগার তার জুয়ার আড্ডায় নারী সংক্রান্ত কোনোরকম আঠালো ব্যাপার পছন্দ করে না। নইলে বার–এ ঢোকার পর জিনির কি অবস্থা হতো বলা মুশকিল।

ব্লেক ভাবলো একটা জিনিষ বটে। জিনির শরীরে তার চোখ জোড়া আটকানো। গোপন আলোচনার জন্য লু–স্ট্রাইগারের কয়েকটা বিশেষ ঘর আছে। সেগুলো সে মোটাটাকায় খদ্দেরদের ভাড়া দেয়। বার থেকে বেরিয়ে দু–তিন ধাপ সিঁড়ি নামলেই ঘরগুলো পড়ে। ব্লেক লক্ষ্য করলো জিনি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

আঁটো সাঁটো কালো নাইলনের স্ল্যাক্স জিনির পরনে, আর শ্যাওলা সবুজ শার্ট–গলার কাছটা সামান্য ভোলা।

কিন্তু মেয়েটাকে বশ করা বড় কঠিন। ব্লেক আপন মনেই বললো। কোথায় থাকে, কি করে, কে জানে। তবে ওর সঙ্গলাভের পুরো ইচ্ছে। এখন একটু আধটু মিষ্টি কথা বলে ওকে হাত করে রাখা দরকার। পরে এই ট্রাক ঝামেলা মিটে গেলে জিনিকে নিয়ে একটু ফুর্তি করা যাবে। মেয়েটার মধ্যে প্রাণ আছে। আনন্দ আছে–আর চেহারা তো আছেই।

ব্লেক চেয়ার ছেড়ে উঠলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়ির দিকে গিয়ে ঘরগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে জিনিকে সে ধরে ফেলল।

এই যে জিনি–আমরা দুজনেই তাহলে প্রথমে পৌঁছলাম, কি বলল? –ব্লেকের চোখ খেলে বেড়ানো জিনির আঁটো সাঁটো স্ল্যাক্সের ওপর, ওফ; এটা পরে তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

ব্লেকের আপাদমস্তক নিস্পৃহ মনের সবুজ চোখ জিনি দেখে। তাই নাকি? বলে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো, আলোটা জ্বালিয়ে দিলো।

আলো জ্বেলে গোল টেবিলটার কাছে নিয়ে চেয়ারে বসে হাতব্যাগটা খুললো। চিরুনি আর আয়না বের করে অবাধ্য একমাথা তাম্রাভ চুলকে আয়ত্তে আনতে চাইলো।

ব্লেকও একটা চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি বসলো। প্রশংসাভরা চোখে সে জিনির তরঙ্গায়িত যৌবনের দিকে চেয়ে রইলো।

ব্লেক হেসে বলল; শুনেছো তো, আজ রাতেই আমরা ছোট কাজটা সারছি। ভয় পেলে নাকি?

জিনি আয়না চিরুনি ব্যাগে ঢুকিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো।

ও নিস্পৃহ স্বরে বললো ভয়, এতে ভয় পাওয়ার কি আছে?

ব্লেক বললো, তা অবশ্য ঠিক–অন্ততঃ তোমার বেলায়। তুমি ভয় পেয়েছে বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারবো না।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে ব্লেক লাইটার জ্বালিয়ে ধরলো জিনির ঠোঁটের সামনে।

নীরবতায় কয়েক মুহূর্ত কাটলো। জিনি তারপর মাথা নামিয়ে লাইটারের আগুনে সিগারেটের অগ্রভাগ স্পর্শ করে পলকের জন্য হাসলো।

ব্লেক তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, হঠাৎ হাসবার কি হলো?

জিনির চোখজোড়া জ্বলন্ত লাইটারের ওপর এসে থামলো। ব্লেকও তাকালো। এবং সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, তার হাত থরথর করে কাঁপছে। ব্লেক লাইটার নিভিয়ে কষ্টকৃত হাসি হেসে বলল ঠিকই ধরেছে, জিনি, আমি ভয় পাচ্ছি, কিন্তু কেন জানো? আজ রাতের ছোট কাজটায় কোনো গোলমাল বাঁধিয়ে আসল কাজটাকে আমরা না কাচিয়ে ফেলি। তার ওপর এই রেস্তোরাঁটা লুঠের মতলব আমার ঠিক পছন্দসইনয়। ফ্র্যাঙ্ককে আমি বহুবার বারণ করেছি। বলেছি, এর চেয়ে ডুকাসের ঐ পেট্রল–পাটা কায়দা করা আমাদের অনেক সহজ এবং নিরাপদ ছিলো–কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাছাড়া ভেবে দ্যাখো, এই রেস্তোরাঁর ব্যাপারটায় কোনো খদ্দের হঠাই হয়তো অতিমাত্রায় সাহসী হয়ে উঠতে পারে–তখন? বুঝতেই পারছো, সে ক্ষেত্রে আমাদের গুলি চালানো ছাড়া উপায় থাকবে না। আর সেই গুলিতে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে আসল কাজে হাত দেবার আগেই পুলিশ আমাদের পেছনে লাগবে।

জিনি ব্লেকের চোখে চোখ রেখে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। তাহলে কেউ যাতে না সাহস দেখাতে যায়, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।

কাজ করার চেয়ে মুখে বলা অনৈক সোজা।

জিনি ভুরু কুঁচকে বললো, তাই নাকি? ঠ্যাংগার বারিতে ক্ষ্যাপা কুকুরও পোষ মানে, তেমনি রিভলবারের সামনে বীরত্ব দেখালে তার ফল ভাল হয় না, সেটা বেশ ভালো করে প্রত্যেককে সমঝে দিতে হবে। তাহলে আর গোলমালের ভয় থাকবে না।

সংশয়ে ব্লেকের ভুরু কুঁচকে উঠলো, তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, জিনি। ...আচ্ছা, এর আগে কি তুমি কখনো কোনো দলের হয়ে কাজ করেছ?

জিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো, তাহলে আমাকে বোঝবার চেষ্টা কোরো না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্লেক বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি নিজেকে পর্দার আড়ালেই রাখতে চাও, রাখো–আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল, আজ রাতের সবচেয়ে কঠিন কাজটা পড়েছে তোমার ওপরেই। অর্থাৎ রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের মানিব্যাগগুলো তোমাকেই যোগাড় করতে হবে। সেই সময়ে কেউ হয়তো বাঁধা দিতে পারে। সুতরাং সাবধানে থেকো।

মনে মনে ব্লেক জিনিকে তার অস্বস্তির অংশীদার করতে চাইলো। কিন্তু জিনির জবাব শুনে অবাক হলো।

জিনি নির্বিকার অভিব্যক্তিহীন মুখে বললো, আমার রিভলবারের সামনে সে চেষ্টা কেউ করবে বলে মনে হয় না।

জিপো এবং কিটসন এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

কিটসন ভীষণ অবাক হলো জিনির সঙ্গে ব্লেককে দেখে, তার মনের চাপা ক্রোধ প্রতিফলিত হলো তার রক্তিম মুখমণ্ডলে।

ব্লেক ঠাট্টার সুরে বললো, এই যে, জামাইবাবু এসে গেছেন দেখছি। এ ব্যথা কিযে ব্যথা, বোঝে কি আন জনে....।

সশব্দে হেসে উঠলোজিপো। তার কালো চোখের তারা খুশিতে নেচে উঠলো। ব্লেকের রসালো টিপ্পনীতে সে দোষের কিছু দেখলো না। কিন্তু কিটসন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো, থামো তোমার ঐ ছাগল-মার্কা রসিকতা পকেটে পুরে রাখো।

চটছো কেন, আলেক্স? ফ্র্যাঙ্কই তো বললো তুমি আর জিনি.....নব বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সাজতে যাচ্ছো। ক্যারাভানে চড়ে মধু চন্দ্রিমা কাটাতে যাচ্ছে।

কিটসন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি তোমাকে থামতে বলছি, এড!

ব্লেক হালকাসুরে বললো, আরে, এতে আপত্তি কিসের? কেন, তুমি কি জিনির সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা কাটাতে রাজি নও? এমনিতে ট্রাক লুঠের ব্যাপারে তোমার ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণনা। তার ওপর জিনির মতো একটা চামর যন্তরকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানোর চেয়ে মজা আর কি হতে পারে? অবশ্য সে সময়টুকু তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। মানে....

কিটসন ব্লেকের মুখোমুখি এসে বিদ্যুৎ চমকের মতো তার ডান হাত ঝলসে উঠলো। আধমণ হাতুড়ীর মতো সপাটে ব্লেকের চোয়ালে এসে পড়লো।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গোটা ঘরটা যেন কেঁপে উঠলো। ব্লেক চেয়ার সুষ্ঠু মেঝেতে উলটে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকার পর সে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকালো।

কিটসনের বিশাল শরীর রাগে কাঁপছে। –ওঠশালা ভেড়ুয়ার বাচ্চা! তোর সবকটা দাঁতই আজ উপড়ে নেবো।

জিপো ভয় পেয়ে বলল, এই আলেক্স–শোনো! কিন্তু কিটসনের এক ঝটকায় সে ছিটকে হুমড়ি খেয়ে দেওয়ালে পড়লো। ঘৃণাভরে ব্লেক মাথা ঝাঁকাল বহুদিন ধরে শুধু এই রকম সুযোগের অপেক্ষাই করছিলাম। শালা, এবার তোর বক্সিং করার শখ চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেবো।

ব্লেক দাঁড়াতেই মরগ্যান ঘরে এসে ঢুকলো।

জিপো রুদ্ধশ্বাসে বললো, ওদের থামাও, ফ্র্যাঙ্ক, ওরা এক্ষুনি একটা মারপিট বাধাবে।

দ্রুতপায়ে মরগ্যান এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালো। ব্লেকের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

নম্রস্বরে তিরস্কার করলো মরগ্যান। তার সরীসৃপ কালো চোখ ধক ধক করে জ্বলছে।

ইতস্ততঃ করলো ব্লেক, তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। কোটটাকে টেনেটুনে ঠিক করলো, তারপর একটা চেয়ার হ্যাঁচকা টেনে নিয়ে তাতে বসলো। মাথা নীচু করে টেবিলের দিকে চোখ রেখে গালে হাত বোলাতে লাগলো সে।

এবার ফিরলো মরগ্যান কিটসনের দিকে, দলের মধ্যে গোলমাল করাবার চেষ্টা কোরো না, আলেক্স; তাহলে নিজেই গোলমালে পড়বে। এই শেষ, আর দ্বিতীয় দিন তোমাকে আমি সাবধান করবো না। নাও–বোসো।

জিনি এবং ব্লেকের থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো কিটসন।

অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি জিপো। জিনির পাশে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ আমতা আমতা করলো, তোমার পাশে বসলে কোনো আপত্তি আছে?

উঁহু, স্বচ্ছন্দে বসতে পারো জিনি মাথা নাড়লো।

জিপো বিব্রত হয়ে হাসলো। বসলো জিনির পাশে।

মরগ্যান ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। ঠোঁটের কোণায় জ্বলন্ত সিগারেট, মাথার টুপি চোখের ওপর টেনে নামানো।

তাহলে শোনো–মরগ্যান বলতে শুরু করলো, আজ রাত বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় আমরা সেই রেস্তোরাঁটা লুঠ করছি; অর্থাৎ যখন কাফে থাকবে ভিড়ে জমজমাট– এবং হঠাৎ এসে পড়ে আমাদের কাজ পণ্ড করে দেবে সে সম্ভাবনাও কম। গাড়ির দায়িত্ব

থাকবে কিটসনের ওপর। মরগ্যান থামলো, এক পলক দেখলো কিটসনকে, তুমি তো জানো রেস্তোরাঁটা কোথায়! সুতরাং পালাবার পথ খুঁজে নিতে তোমার কোনোরকম অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে আমাদের জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করবে। যদি শেষ পর্যন্ত কাজটা পণ্ড হয়ে যায় তাহলে তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি ছোটাতে হবে–আর কোনো গাড়ি যদি আমাদের অনুসরণ করে, তবে তাকে ঝেড়ে ফেলার ভার আমি তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম, কি বলল? ;

কিটসন গুম হয়ে বসেছিল। মরগ্যানের কথায় শুধু মাথা হেলালো।

মরগ্যান পায়চারি করতে করতে বললো, জিনি–তুমি, এড এবং আমি–এই তিনজন রেস্তোরাঁয় ঢুকবো। লু আমাকে একটা মেশিনগান ধার দেবেবলেছে। তাছাড়াও তোমার এবং এডের হাতে রিভলবার থাকবে। তুমি আমার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকবে। আমরা ঢুকলেই এড দরজার পর্দা ফেলে দেবে–খোলা রিভলবার হাতে দরজাটা পাহারা দেবে। আমি সোজা গিয়ে দাঁড়াবো বার–এর ওপর–যাতে মেশিনগান দিয়ে গোটা ঘরটাকেই কজা করতে পারি। আশা করি মেশিনগান দেখে কেউ আর চেঁচামেচি করবে না। যাক, এইভাবে লোকগুলোকে চুপ করানোর পর শুরু হবে তোমার কাজ। অর্থাৎ, প্রত্যেকের মানিব্যাগগুলো তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে। ক্যাশ টাকা ছাড়া আর কিছু আমরা চাই না। কিন্তু এড, সেই সময় যদি কেউ কাফেতে চোকার চেষ্টা করে, তবে তাকে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব তোমার। ঠিকমতো যদি আমরা সব কাজ করতে পারি। তাহলে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। মরগ্যান জিনির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, কাজটা করার সময় তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মানিব্যাগ তোলার সময় হয়তো কোনো মাতাল আচমকা তোমার রিভলবার কেড়ে

নেবার চেষ্টা করতে পারে। আর একান্ত প্রয়োজন না পড়লে আমরা বন্দুক ব্যবহার করবো না।

জিপো আশ্বত বোধ করলো এ কাজে তার কোনো ভূমিকা নেই ভেবে।

কিটসন মনে মনে ধন্যবাদ দিলে তাকে গাড়ির দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। ওঃ, কাফেতে সটান ঢুকে চল্লিশ–পঞ্চাশজন লোককে সামাল দেওয়া নেহাত চাট্টিখানি কথা নয়। তার নিজের অতোখানি সাহস আছে কিনা সে বিষয়ে কিটসনের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তখনো ব্লেক ভেতরে ভেতরে কিটসনের ওপর রাগে জ্বলেছে। কিন্তু মরগ্যানের কথায় তার মন থেকে কিটসনের চিন্তা একেবারে উবে গেলো। একটা অদ্ভুত শীতল অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার পাকস্থলিটা যেন কুঁকড়ে যেতে চাইলো।

ব্লেক বললো, ঠিক আছে, তুমি যদি এ ভাবেই কাজটা করবে বলে ঠিক করে থাকো তবে আর আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, ওর চেয়ে একটা সহজ কাজ নিলেই ভালো করতাম–এ কাজটা আমার মোটেই পছন্দসই নয়।

পায়চারি থামিয়ে মরগ্যান দাঁড়িয়ে বলল, আমি তা জানি এড। কিন্তু এ কাজটা পছন্দ করার পেছনে আমার কতগুলো কারণ আছে। প্রথমতঃ বড় কাজের আগে এটা আমাদের পরীক্ষা। এই কাজ থেকেই বুঝতে পারবো, আসল কাজের সময় তোমরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগোতে পারবে কিনা। সেই কারণেই এই কাফে লুঠের পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এসেছে–এটা তোমারও পরীক্ষা, জিনি। প্রথম থেকেই তুমি বড় বেশীকথা বলছে।

এখন আমি দেখতে চাই তোমার কথার মধ্যে সত্যের পরিমাণ কতটুকু। সেই জন্যেই এ কাজে সবচেয়ে কঠিন কাজটাই আমি তোমার জন্য রেখেছি।

জিনি স্থির চোখে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে, নিশ্চিন্ত থাকো, ফ্র্যাঙ্ক। কাজটাকে তুমি যতটা কঠিন ভাবছো ততোটা কঠিন নয়। আমি ঠিক পারবো।

মরগ্যান হেসে বলল, সময় এলেই বোঝা যাবে। ঠিক আছে, এবার বাকিটা শুনে নাও। কিটসন, তুমি জিপোর গাড়িটা নিয়ে ঠিক বারোটা দশ মিনিটে কাফের সামনে হাজির থাকবে। তোমার ঘড়িটা ঠিক আছে তো? কটা বাজে দেখো তো?

কিটসন হাতঘড়ি দেখে, আটটা কুড়ি।

মরগ্যান নিজের ঘড়ি দেখে, আর আমার ঘড়িতে আটটা বেজে তেইশ মিনিট। লু-র কাছ থেকে তুমি মেশিনগানটা নেবে। সেটা গাড়ির সীটে রাখবে। তারপর তুমি কাফেতে একাই যাবে। আমি আর এড হেঁটে যাবে। কাফেতে ঢোকার সময় আমি পেছনের সীট থেকে মেশিনগানটা তুলে নেবো। তারপর জিনির দিকে ফিরে, তুমি ম্যাডাম স্ট্রীট ধরে আসবে। কাফের কাছে ঠিক বারোটা দশেই পৌঁছবে–যেন দেরি না হয়। তোমার কাছে ঘড়ি আছে তো?

জিনি সম্মতি জানালো।

ঠিক আছে। ...তাহলে আলেক্স, যাবার সময় লু–র কাছে থেকে তুমি মেশিনগানটা নিয়ে যাও। জিপো, তুমি ওর সঙ্গে যাও। দেখো তোমার সাধের পক্ষীরাজ আবার বিগড়ে না যায়। বারোটা বেজে দশ মিনিটে আবার আমাদের দেখা হবে কেমন!

কিটসন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিভরে মরগ্যানের দিকে তাকালো, তারপর জিনিকে দেখলল। হঠাৎ দরজার দিকে এগিয়ে চললো। জিপো তাকে অনুসরণ করলো।

ওরা চলে যেতেই মরগ্যান জিনিকে প্রশ্ন করলো। তুমি ঠিক আছ তো?

জিনি ভুরু উচিয়ে, কেন, ঠিক না থাকার কোনো কারণ ঘটেছে না–কি?

মরগ্যান তীক্ষ্ণস্বরে বললো, দেখো, আমার সামনে বেশী বড় বড় কথা বোলো না। এ ধরনের কাজ আমি বহু করেছি কিন্তু তবুও আমি যে একেবারে ভয় পাইনা নয়। আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করোনা জিনি। আমি জানতে চেয়েছি–তুমি ঠিক আছে কিনা? এখনো ভেবে দেখো, কাজটা তুমি পারবে কি না?

মরগ্যানের দিকে জিনি হাত বাড়িয়ে ধরলো। ওর সরু আঙ্গুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। নিথর, নিষ্কম্প।

জিনি শান্তস্বরে বললো, আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, ভয় পেয়েছি? বলেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে মরগ্যানের দিকে চোখ রেখে বললো, বাবোটা দশে আমাদের দেখা হবে, তারপর দরজার দিকে চলল, বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে জিনি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো।

ব্লেক ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, মেয়েটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

মরগ্যান মৃদুস্বরে, কে জানে। অনেক সাহসী লোককেই বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমি ভেঙে পড়তে দেখেছি। আসল কাজের সময়েই আমরা জিনির সত্যিকারের পরিচয় পাবো। আচ্ছা তাহলে এবার ওঠা যাক।

মরগ্যান এবং ব্লেক রাত ঠিক বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ম্যাডাম স্ট্রীটের মোড়ে এসেউপস্থিত হলো! রাস্তা পার হয়ে একটা অন্ধকার দোকান ঘরের সামনে ওরা দাঁড়ালো। চোখের শ্বাপদ দৃষ্টি প্যালেস অফ নাইট কাফের দিকে।

জানলার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল আলোর রেখা ভেসে আসছে। কাঁচের দরজার ওপরে অবস্থিত বার-এর একাংশ ওদের নজরে পড়লো।

মরগ্যান সিগারেটের টুকরোটা রাস্তায় ছুঁড়ে দিলো, ঐ সেই কাফে!

ব্লেক সচেতন হয়ে বললো, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এ কাজের হাত থেকে রেহাই পেয়ে জিপো মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

মরগ্যান বললো, এবং জিপোকে এ কাজে বাদ দিতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কিন্তু বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে, ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে সে সহজ হতে চাইলো, কিটসন গাড়ি নিয়ে হাজির হওয়া মাত্রই আমরা রাস্তা পার হয়ে কাফেতে ঢুকছি।

হুঁ, বলতে বলতেই ব্লেক প্যান্টের পেছন পকেটে হাত দিয়ে ৩৮ রিভলবারের শীতল স্পর্শ অনুভব করলো। এমন সময় সে লক্ষ্য করলো, জিনি ধীরে ধীরে কাফের দিকে যাচ্ছে। ওর পরণে সেই কালো স্ল্যাক্স এবং শ্যাওলা সবুজ শার্ট। কিন্তু ওর তামাটে চুল একটা সবুজ স্কার্ফের আবরণে ঢাকা। রাস্তার স্বল্প আলোয় ওর সৌন্দর্যকে অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছে ওই সবুজ স্কার্ফ, ব্লেক লক্ষ্য করলো।

ব্লেক বললো, ঐ যে জিনি এসে গেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিপোর ঝরঝরে লিংকনটা কাফের দরজার সামনে এসে থামলো।

চলো এবার যাওয়া যাক। মরগ্যান ব্লেকের আস্তিন ধরে টান মারলো। তারপর দ্রুত লম্বা পা ফেলে রাস্তা পার হতে লাগলো।

একেবারে নির্জন কাফের সামনে রাস্তাটা। ওদের কানে এলো কাফের জুকবক্স থেকে ওয়া সঙ্গীতের হালকা সুর।

লিংকনের পাশে গিয়ে থামলোমরগ্যান। চারপাশ দেখে হাত বাড়িয়ে পেছনের সীট থেকে তুলে নিলো মেশিনগানটা।

আলেক্স, প্রস্তুত থাকো উপযুক্ত সময়ের জন্যে, গাড়ির চালকের আসনে বসে–থাকা কিটসনের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো ছুঁড়ে মারলো মরগ্যান, পালাবার সময় এক সেকেণ্ড সময়ও আমি নষ্ট করতে চাই না।

সম্মতি জানালো কিটসন, ওর হাত আঁকড়ে রইলো স্টিয়ারিং হুইলটা।

ইতিমধ্যে ব্লেক রুমাল দিয়ে মুখের নিম্নাংশ ঢেকে ফেলেছে।

তখন জিনি মুখ ঢাকার পর্যায় সেরে কাফের দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

মুখোশ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন অনুভব করলো না মরগ্যান। এ লাইনে থেকে তার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, কাফের কোনো খদ্দেরই পুলিশের কাছে চেহারার সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে না। কারণ আতঙ্কে চিন্তাক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাবে।

এসো, ভেতরে ঢোকা যাক–মরগ্যান বললো। তারপর এগিয়ে জিনির কাছে, তুমি দরজাটা খুলেই পাশে সরে দাঁড়াবে।

নিষ্পলক চোখে মেয়েটা তারই চোখে তাকিয়ে।

মরগ্যান বললো, মেয়েটার নার্ভের প্রশংসা করতে হয়। একটা কচি মেয়ের ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা কখনই সম্ভব নয়! অথচ;....

মরগ্যান মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

জিনি মরগ্যানকে অনুসরণ করতেই ব্লেক এগিয়ে গেলো দরজার কাছে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো সে। পর্দা টেনে দিলো কাঁচের ওপর।

দুজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে ছিলো বার কাউন্টারে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকতেই তারা ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে দেখলো। প্রথমে নজর পড়লো মরগ্যানের দিকে। তারপর

মেশিনগানটার দিকে। এই দৃশ্যে তাদের চোখজোড়া বেরিয়ে আসতে চাইলো। মুখের রং ফ্যাকাশে ভাব। তখনই দেখতে পেলো মুখ ঢাকা জিনিকে।

চিৎকার করে উঠলো মরগ্যান, সাবধান! পথ ছেড়ে দাঁড়ান আপনারা! তার হাতের মেশিনগান আদেশের ভঙ্গীতে আন্দোলিত হলো।

নিমেষে ঘরের কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেলো। মরগ্যানের তীক্ষ্ণস্বর রেশমী কাপড়ে ছুরির ঝলকের মতো কেটে বসলো সেই জমাট নিস্তব্ধতার ওপর।

বুড়ো লোকদুটো পেছোতে গিয়ে একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়লো।

মরগ্যান বার কাউন্টারে এক হাতের ভর নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই তাকে দেখা গেলো পা ফাঁক করে, দু হাতে মেশিনগান আঁকড়ে কাউন্টারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে।

মরগ্যান এলোপাথাড়ি লাথি চালিয়ে কাউন্টারের ওপর সাজানো বোতলগুলো চারিদিকে ছিটকে ফেললো। কাঁচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে ভেসে এলো কোনো তরুণীর ভয়ার্ত চিৎকার। কাফের চেয়ারে বসে থাকা প্রতিটি লোক চমকে উঠে দাঁড়ালো। পরস্পরের চাপা গুঞ্জন শুরু হলো।

মরগ্যান গর্জে উঠল। খবরদার; সেই সঙ্গে নেচে উঠলো তার হাতের মেশিনগান, কেউ নড়বেন না। চুপচাপ বসে পড়ুন। আপনারা চুপ থাকলে আমার মেশিনগানও চুপ থাকবে। সাবধান, কারো একটু বেচাল দেখলেই একেবারে সীসের বস্তা করে ছাড়বো।

ব্লেকের বুকে হৃদপিণ্ডের আকুল দাপাদাপি যেন দামামা বাজাতে লাগলো। ঘামের বন্যায় তার দৃষ্টি হলো অবরুদ্ধ। ব্লেক নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় এক হ্যাঁচকায় রুমালটা খুলে ফেললো। বুক ভরে শাস নিলো। চারদিকে তাকিয়ে রিভলবারটা আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো। ব্লেক মনে মনে প্রার্থনা করছে, যেন কোনো বিপদের মুখোমুখি ওদের পড়তে না হয়।

ভাঙা গলায় একটা বুড়ী চিৎকার করে উঠলো। দুজন লোক উঠবার চেষ্টা করতেই তাদের সঙ্গীসাথীরা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলো। ঘরের সকলে যেন নিথর পাথর মূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

মরগ্যান গলার স্বর উঁচু পর্দায় তুলে বললো, ভালো করে শুনুন, আমাদের ক্যাশ টাকা চাই। অতএব চটপট আপনাদের মানিব্যাগগুলো বের করে টেবিলে রাখুন। চটপট তাড়াতাড়ি করুন।

বেশীর ভাগ লোকই তাদের পেছন পকেট হাতড়াতে লাগলো। আর জিনিও প্রস্তুত হলো ওর দায়িত্ব পালনের জন্য। মরগ্যানের দেওয়া ক্যাম্বিসের থলেটা স্ল্যাক্সের পকেট থেকে বের করলো। তারপর বাঁ হাতে থলেটা ঝুলিয়ে ডান হাতে ৩৮ নাচিয়ে টেবিলের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে। চললো। প্রত্যেক টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে থাকা মানিব্যাগগুলো তুলে নিতে থাকলো। এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলোকে বাঁ হাতের থলেতে ঢুকিয়ে রাখতে লাগলো।

নিশ্চলভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ব্লেক ওকে লক্ষ্য করতে লাগলো। ধীরে অথচ অত্যন্ত সাবধানে জিনি এগিয়ে চললো। যেন ভঙ্গুর বরফের চাদরে পা রেখে ও হেঁটে চলেছে। কিন্তু ওর চলার মধ্যে দ্বিধার ছায়া নেই। জিনি যান্ত্রিকভাবে কাজ করে চললো।

আবার হিংস্রভাবে মরগ্যান চিৎকার করলো, চটপট করুন। মানিব্যাগ বের করতে ফালতু সময় নষ্ট করবেন না। বলা যায় না, আমার আঙুলের চাপে মেশিনগান থেকে হয়তো... কিন্তু তা আমি। চাই না। সুতরাং মানিব্যাগগুলো চটপট মেয়েটার হাতে তুলে দিন।

ব্লেক এতক্ষণে কিছুটা স্বস্তি পেলো। সে ভাবললামরগ্যান আর জিনিই বলতে গেলে কাজটা হাসিল করলো। ওঃ, ওদের সাহস আছে বটে।

মরগ্যানের স্বরের কাঠিন্য ও মৃত্যু শীতলতা সারা ঘরে ছড়িয়ে দিলো হিমের আতঙ্ক। তার দাঁড়াবার দৃপ্তভঙ্গী, সেই সঙ্গে শক্ত মুঠোয় ধরা কালো চকচকে মেশিনগানটা যেন শিয়রে দাঁড়ানো মৃত্যুদূতের প্রতিমূর্তি।

হঠাৎই ওর যান্ত্রিক পরিক্রমার মধ্যে জিনি একটা টেবিলের সামনে থমকে দাঁড়ালো। একজন সুন্দরী তরুণী টেবিলে বসেছিল। পরনে দামী লোমের কোট। তার পাশে বসে স্থূলকায় চেহারার একটি লোক। চোয়ালের রেখা কঠিন, চোখের দৃষ্টি জ্বর। টেবিলের ওপর কোনো মানিব্যাগের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

লোকটার সঙ্গে জিনির চোখাচোখি হলো। লোকটার ধূসর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো।

নরম সুরে জিনি বললো, ব্যাগটা চটপট বের করে দিন, স্যার, শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন না।

লোকটা নির্বিকারভাবে বললো, দুঃখিত। আমার কাছে কোনো ব্যাগ নেই। তাছাড়া তোমার মতো একটা বাজারে মাগীকে দেবার জন্যে আমি সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘুরি না।

ঘামতে শুরু করলো ব্রেক। সে যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। মরগ্যান একইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাতে মেশিনগান। মরগ্যান তখন তীক্ষ্নভাবে জিনিকে লক্ষ্য করছে। ঠোঁট সরে গিয়ে তার দাঁতের সারি আংশিক উম্মুক্ত–সারা মুখে নেকড়ের হিংস্রতার ছাপ।

জিনির স্বর উঁচু পর্দায়–ব্যাগটা বের করে দাও!

লোকটা জিনির দিকে চোখ রেখে বললো, শালা, কুত্তীর বাচ্চা! আমার কাছে কোনো ব্যাগ নেই।

ফ্যাকাশে হয়ে গেলোলোকটার সঙ্গিনীর মুখ। আতঙ্কে তার চোখজোড়া বুজে এলো। সে মোটা লোকটার গায়ে ধীরে ধীরে ঢলে পড়লো। কিন্তু লোকটা অধৈর্যভাবে মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

জিনি এবার রিভলবার উঁচিয়ে ধরলো। চটপট ব্যাগটা বের করে ফ্যাল, মোটা, নইলে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবো।

লোকটা জিনির কর্কশ ধমকানিতে এতটুকুও চমকালো না। কঠিন মুখে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো। আমার কাছে–কোনোব্যাগ–নেই! বেরো এখান থেকে।

মেশিনগানের নলটা মরগ্যান লোকটার দিকে ঘোরালো কিন্তু লোকটা এবং মরগ্যানের, মাঝখানে জিনি দাঁড়িয়ে আছে। মরগ্যান যে এ অবস্থায় গুলি চালাতে পারবে না তা লোকটা বেশ বুঝতে পারলো।

সুতরাং এই অবস্থা সামলানোর দায়িত্ব জিনির পুরোপুরি তাই মরগ্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের লক্ষ্য করলো। সে জানতো, এটাই চরম পরীক্ষা। এই স্নায়বিক চাপের মুহূর্তে ও কি ভেঙ্গে পরবে? কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনি লোকটার দিকে চেয়ে হাসলো; সে হাসির ঝলকানি রুমালের আড়ালে পলকের জন্য আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে গেলো। তার ক্ষণস্থায়ী রেশ পরমুহূর্তেই সাপের ছোবলের মত ওর পিস্তলসুদ্ধ হাত আছড়ে পড়লো লোকটার মুখে। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো যে লোকটা বাধা দেবার সুযোগই পেলো না। ৩৮ এর নলটা আড়াআড়িভাবে আঘাত করলে তার নাকে এবং গালে। গাল ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে লোকটা মুখে দু হাত চাপা দিয়ে পেছন দিকে হেলে পড়লো।

জিনি টেবিলে ঝুঁকে রিভলবার ঘুরিয়ে দ্বিতীয়বার আঘাত হানলো, এবার ৩৮ এর নলটা লোকটার ব্রহ্মতালুতে, লোকটা আচমকা হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়লো।

বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠলো পাশের মেয়েটি এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো।

সাবধান নিজের জায়গা থেকে কেউ নড়তে চেষ্টা করলে আমি কাউকেই রেহাই দেবো না। সকলে মরগ্যানের দিকে ফিরে তাকালো। সারা ঘরময় আতঙ্কের আবহাওয়া, এমন কি ব্লেক পর্যন্ত মরগ্যানের হাড় কাঁপানো চিৎকারে শিউরে উঠলো।

জিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা লোকটার কাছে গিয়ে কলার ধরে টেনে তুলে ভেতরের পকেট থেকে লোকটার মানিব্যাগটা বের করে আনলো। ব্যাগটা থলেতে ভরে তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেললো।

ওতেই যথেষ্ট কাজ হলো কোন যাদুমন্ত্রবলে একের পর এক মানিব্যাগ টেবিলে এসে গেলো। জিনি চটপট সেগুলো থলেতে ভরতে লাগলো।

ব্লেক সাফল্যের উল্লাসে দরজার দিকে আর নজর রাখেনি। তাই দরজা খুলে একজন দোহারা চেহারার বলিষ্ঠ লোক হঠাৎই তার সামনে উপস্থিত হলো।

সে নির্বোধের মত শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বিশাল চেহারার আগন্তুকের নজরে পড়লো ব্লেকের হাতে আলগা মুঠোয় ধরা রিভলবারটার দিকে। বিদ্যুৎগতিতে আগন্তুকের বলিষ্ঠ হাত কাটারির মতো ব্লেকের কব্জির ওপর নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল, গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামলো বার কাউন্টারের সামনে। হতভম্ব ব্লেক তখন একইভাবে দাঁড়িয়ে।

লোকটা ঘুষি তুলতেই মরগ্যান তার দিকে দাঁড়িয়ে বলল, খবরদার মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, নইলে..... ।

মরগ্যানের দিকে লোকটা তাকাতেই তার হাতে মেশিনগানটা দেখে সমস্ত সাহসকর্পূরের মতো উবে গেলো। সে মাথার ওপর হাত তুললো।

একজন বলিষ্ঠ বেঁটে–খাটো লোকের কাছ থেকে জিনি মানিব্যাগটা নিচ্ছিলো। লোকটা মরগ্যানকে মেশিনগানটা অন্য দিকে ফেরাতে দেখেই জিনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। জিনিব্যাগটা থলেতে ভরতে যাচ্ছিলো, এমন সময় বেটে লোকটার দুটো হাত মরিয়া হয়ে রিভলবারটা কেড়ে নিতে চাইলো। ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

৩৮ এর বাঁট জিনি শক্ত হাতে ধরে, লোকটার ভয়ার্ত চোখের দিকে দেখলো। তারপর ধস্তা ধস্তির মধ্যেই ট্রিগার টিপলো। বিকট শব্দে কাফের সমস্ত দরজা জানলা থর থর করে কেঁপে উঠলো। লোকটা তড়িৎগতিতে সরে গেলে গুলিটা তার জামার আস্তিন ছিঁড়ে, হাত ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। চামড়া কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। জিনি রিভলবার নাচিয়ে দু পা পিছিয়ে এলো। লোকটা তখন বাঁ হাতে তার আহত ডান হাতটা চেপে ধরেছে।

মরগ্যান কর্কশস্বরে, জলদি করো, জিনি, আমাদের আর সময় নেই।

জিনি শান্তভাবে নির্বিকার মুখে কাজ করে চললো। চলাফেরার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। কাফের প্রতিটি লোক ফ্যাকাসে, বিবর্ণ মুখে নিশ্চলভাবে যার যার জায়গায় বসে। নিঃশব্দে ওরা জিনির কার্যকলাপ দেখছে।

বাইরে অপেক্ষারত কিটসন গুলির আওয়াজে চমকে উঠলো। তবে কি...? অসাধারণ সংযম এবং প্রচেষ্টায় সে স্থির হয়ে বসে রইলো। দু হাতের থাবা আঁকড়ে ধরেছে স্টিয়ারিং হুইলটাকে। ঘামে মুখ চকচক করছে। উৎকণ্ঠায় উত্তাল হৃদপিণ্ড ধক ধক....।

হঠাৎ কিটসনের কানে এলো দৌড়ে আসা ভারী পায়ের শব্দ। একটু পরেই লিংকনের পেছনের। দরজা খুলে গেলো। দুদ্দাড় করে কারা যেন গাড়িতে ঢুকে পড়লো। একটা উত্তপ্ত ঘামে ভেজা দেহ কিটসনের শরীরে এসে আঘাত করতেই সে পাশ ফিরে দেখলো ব্লেক তার পাশে সামনের সীটে বসে। যান্ত্রিকভাবে কিটসনের হাত এগিয়ে গেলোগীয়ারের দিকে। গাড়িটা এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে সচল হলো।

পিছনের সীট থেকে মরগ্যান বলল, শীগগির আলেক্স! যতো জোরে পারো গাড়ি ছোটাও।

কিটসন দাঁতে দাঁত চেপে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো। কিটসন গাড়িটা বাঁ দিকে ঘোরালো। সরু একটা গলি পার হয়েই বড় রাস্তায় পড়লো।

সহজাত দক্ষতার সঙ্গে সেবড় রাস্তা নিমেষে পেরিয়ে আর একটা গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলো। গাড়ির গতি এবার সামান্য কমিয়ে হেডলাইটের সংকেত দিয়ে সে একের পর এক চৌরাস্তা পার হয়ে চললো।

পেছনের জানলা দিয়ে মরগ্যান দেখতে লাগলো কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। এই ভাবে আধ মাইলটাক যাওয়ার পর সে বললো। যাক বাঁচা গেছে। কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না। চলল। জিপোর ওখানেই যাওয়া যাক।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে ব্লেক বললো। মেশিনগানটা না থাকলে আজ ভীষণ বিপদে পড়তে হত। আর যখন ঐ হারামজাদাটা জিনির হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো, তখন...।

কিটসন কাঁপা গলায় বললো, কি হয়েছিলো? গুলির শব্দ পেলাম, কেউ কি আহত হয়েছে?

উহু। একটা লোক জিনির রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলো–এমন সময় ধস্তাধস্তিতে রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়ে আসে। অবশ্য তাতে তেমন একটা কেউ আহত হয়নি, তবে লোকটা ভীষণ ভয় পেয়েছিলো, আর একটা লোক আচমকা এসে আমার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে ফেলে দিলো। তারপর তাকে সামলাতে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে।

মরগ্যানের ঠিক পাশেই জিনি বসেছিলো। মরগ্যান অনুভব করলো ওর শরীর কাঁপছে। মরগ্যান রাস্তার আলোয় দেখলো জিনির মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

মরগ্যান ওর হাঁটুর ওপর হাত রাখলো, তোমার কাজে আমি খুশী হয়েছি, জিনি। সত্যিই তোমার সাহস আছে। বিশেষ করে ঐ মোটা লোকটাকে যেভাবেশায়েস্তা করলে...ও, আমি তো ভাবতেই পারিনি...

দয়া করে চুপকরো, ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যানকে অবাক করে মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। সামনের সীটে বসা ব্লেক বা কিটসন কিছুই টের পেলো না। মরগ্যান জিনিকে একা থাকতে দিয়ে সরে বসলো।

কিটসন জিপোর কারখানার কাছাকাছি এসে খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে লাগলো। মুখ না ফিরিয়েই বললো, মোট কত টাকা হালে?

মন্দ নয়। কম করে গোটা পঞ্চাশেক মানিব্যাগ তো হবেই। তাছাড়া কাফের ক্যাশ বাক্সও প্রায় ঠাসা ছিলো। মরগ্যান একটা সিগারেট ধরালো।

তখনো মরগ্যান, ব্লেকের হাঁপানোর শব্দ বেশ শুনতে পাচ্ছে। তার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জন্মেছে যে ব্লেক সংশয়ের মুহূর্তে আচমকা ভেঙ্গে পড়তে পারে। এতদিন ব্লেকের সাহস ও দৃঢ়তা সম্পর্কে গভীর আস্থা ছিলো। কিন্তু আজ যেভাবে নির্জীবের মতো সে ঐ লোকটার মোকাবিলা করলো তাতে ভরসা রাখা যায় না। এখন থেকে ব্লেকের ওপরেও তাকে কড়া নজর রাখতে হবে।

এমন কি কিটসনও আজ মুহূর্তের জন্য তার বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলো। কথা ছিলো গাড়িতে উঠলেই সে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। কানের কাছে চিৎকার না করলে কিটসন অতো জোরে গাড়ি চালাতে পারতো না। অর্থাৎ কাফে থেকে কেউ বেরিয়ে গাড়িটা দেখলে পুলিশের কাছে গাড়িটার বর্ণনা দিতো।

না, বড় কাজের আগে প্রত্যেককে ঠিক মতো প্রস্তুত করতে হবে। তবে জিনির আজকের কার্যকলাপ মরগ্যানকে ভীষণ খুশী করেছে। জিনির মূল্যই এখন তার কাছে সবচেয়ে বেশী।

মরগ্যান দেখলো জিনি এখন কান্না থামিয়ে সোজা হয়ে বসেছে। কাঠ-খোদাই অভিব্যক্তিহীন মুখ। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে।

মরগ্যান সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, ধরো।

নিঃশব্দে জিনি সিগারেটটা নিলো। মরগ্যান সিগারেট ধরাতেই গাড়িটা উঁচু নীচু কঁচা রাস্তায় পড়লো। আর বেশী দূরে নেই জিপোর কারখানা।

কারখানা বলতে একটা বড় টিনের একচালা। তার পাশে কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী একটা ছোট্ট ঘর–জিপোর বাসস্থান।

লিংকনের হেডলাইটের আলো কারখানার দরজায় পড়তেই জিপো বেরিয়ে এলো। তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলতে গিয়ে বার কয়েক হোঁচট খেলো জিপো। অবশেষে গাড়ি ঢোকাবার জন্য দরজার পাল্লা দুটো হাট করে খুললো। তাকে দেখে মনে হলো যে সে যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে।

কারখানার ভেতরে কিটসন গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিলো, ওরা নেমে পড়লো। জিপো দরজা বন্ধ করে ওদের কাছে এসে বললো, কি ব্যাপার? সব ঠিক আছে তো?

মরগ্যান বললো, হ্যাঁ, কিছু ভেবো না। এখন বোতল আর গ্লাস বের করা দেখি। আলেক্স, তুমি চটপট এই নাম্বার প্লেট দুটো পালটে ফেলল। আর রেডিয়েটরের জলটা পালটে ঠাণ্ডা জল ভরে দাও। বলা যায় না কখন পুলিশ এসে হানা দেয়। কি হলো জিপো দাঁড়িয়ে কেন?

ঝটপট গ্লাস নিয়ে এসো। ব্লেক অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরানোনার চেষ্টা করছিলো, মরগ্যান ডাকলো, এড, তুমি কিটসনকে একটু সাহায্য করো।

জিনির কাছে গিয়ে মরগ্যান হেসে, কেমন আছ, এখন?

জিনির মুখভাব কঠিন, গায়ের চামরা ঈষৎ নীলাভ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, বিরক্তিভরে বললো, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

এ কাজটার মতো আসল কাজটায় যদি উতরাতে পারো তবেই বুঝবো!

ওঃ, তখন থেকে খালি একই কথা, আমি কি কচি খুকি নাকি! বলে টেবিলের কাছে গিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করে চললো।

জিপো এক বোতল হুইস্কি আর পাঁচটা গ্লাস নিয়ে হাজির হলো। মরগ্যান গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে জিনির কাছে বাড়িয়ে ধরলো। নাও, খেয়ে নাও। ধকল তো কিছু কম গেলো না।

গ্লাসে একটা চুমুক দিতেই জিনির মুখের বিবর্ণ ভাবটা কেটে আগের সতেজ লাবণ্য ভাব ফিরে এলো।

কাজটা যতোটা সহজ ভেবেছিলাম, ততোটা নয়! আরেকটু হলেই আমার হয়েছিলো!

মরগ্যান বলে উঠলো, কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন আর ও নিয়ে ভাবছো কেন? তাছাড়া, সবার চেয়ে তোমার কাজই ভালো হয়েছে। যাক, এবার দেখা যাক, কি রকম আমদানি হলো।

থলেটা টেবিলের ওপর উপুড় করে দিলো মরগ্যান। জিনি তাকে সাহায্য করতে লাগলো। জিপো, কিটসন আর ব্লেক গাড়িটাকে নিয়ে পড়েছে।

জিনি একটা কালো রঙের ছক কাটা মানিব্যাগ নিয়ে বললো, এই ব্যাগটা সেই মোটা লোকটার যাকে রিভলবার দিয়ে মেরেছিলাম!

ব্যাগটা খুলে দেখো ব্যাটা কিসের মায়ায় অমন রুখে দাঁড়িয়েছিল। জিনি ব্যাগ থেকে দশ দশটা একশো ডলারের নোট বের করলো।

হু-লোকটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। হাজার ডলারের মায়ায় যে কোনো লোকই তোমাকে বাধা দিতো।

তিনজনে গাড়ির ব্যবস্থা করে এসে চুপচাপ মরগ্যান ও জিনির কার্যকলাপ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। সমস্ত টাকা পিকৃত হওয়ার পর মরগ্যান একটা বাক্সের ওপর আয়েস করে বসে লুঠের টাকা গুনতে শুরু করলো।

গোনা শেষ হলে মরগ্যান বললো, দু হাজার ন-শো পঁচাত্তর ডলার। যা তাহলে আমাদের মূলধন যোগাড় হয়ে গেলো। এবার আমরা স্বচ্ছন্দে এগোতে পারি।

জিপো গোল গোল চোখ করে, ফ্র্যাঙ্ক, সত্যিই কি জিনি একটা লোককে মেরেছে?

মরগ্যান নোটগুলো গুছাতে গুছাতে বললো, হ্যাঁ প্রয়োজন ছিলো তাই মেরেছে। লোকটাকে যেভাবে ও শায়েস্তা করেছে, দেখার মতো। তুমি আমিও বোধ হয় পারতাম না। গম্ভীর মুখে জিনি গাড়ির দিকে পা বাড়ালো। ওরা চারজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

মরগ্যান শান্তস্বরে বললো ওকে দিয়ে কাজ হবে। আর তোমরাও যদি ওর মতো কাজ দেখাতে পারো, তাহলে আর চিন্তা নেই। ধরে নাও, দশ লাখ ডলার আমরা পেয়ে গেছি।

মরগ্যান কথা শেষ করে সরাসরি ব্লেকের দিকে তাকালো। কিন্তু ব্লেক সেই চাউনির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলো। তারপর সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের খোঁজে হাতাড়াতে লাগলো। মরগ্যানের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সে অনুভব করলো।

আমার কথা শুনতে পেয়েছো, এড? কোনরকমে আগুন ধরিয়ে ব্লেক বলল, নিশ্চয়ই।

জিপোর চোখ এড়ালো না পরিস্থিতির ইঙ্গিত। সে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার, ফ্র্যাঙ্ক? কোনো, গোলমাল হয়েছে নাকি?

তেমন কিছু নয়। ...

একটা লোক হঠাৎই এডের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়েছিল। আমরা অল্পের জন্য সে যাত্রায় রেহাই পেয়েছি। নইলে কি যে হতো বলা যায় না।

থমথমে মুখে ব্লেক, লোকটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে তারও একই অবস্থা হতো।

হু–তবে লক্ষ্য রেখো, যেন ভবিষ্যতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে! মরগ্যান কিটসনের দিকে ফিরে, আর তুমি? তোমার গাড়ি চালানো আজ একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। আরো জোরে গাড়ি ছোটানো উচিত ছিলো।

কিটসন জানে, মরগ্যান খুব একটা মিথ্যে বলছে না। কাফের থেকে ভেসে আসা বন্দুকের শব্দটাই সবকিছু ওলট পালট করে দিয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, কাফের কোনো লোককে বুঝি ওরা খুন করেছে। আর এই খুনের দায়ে জড়াবার আশঙ্কাটাই তাকে স্থবির করে দিয়েছে।

জিনি...।

আস্তে আস্তে জিনি মরগ্যানের ডাকে ওদের কাছে ফিরে এলো।

মরগ্যান বললো, শোনো, এইবার আমরা বড় কাজের প্রস্তুতি নেবো। তুমি আর কিটসন কাল মার্লোয় যাবে ক্যারাভানটা কিনে আনতে। কি মাপের কিনতে হবে সেটা জিপোই তোমাদের বলে দেবে। এবার টেবিলে কালো সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে মরগ্যানের চোখ ঝাপসা দেখাচ্ছে।

ক্যারাভানের দামটা যত কম হয় ততই ভালো। কারণ এই তিনহাজার ডলারের প্রতিটি সেন্ট আমাদের কাছে এক-এক ফোঁটা রক্তের চেয়েও দামী। মরগ্যান এবার কিটসনের দিকে ক্যারাভান কিনতে গিয়ে তোমাকে কি বলতে হবে মনে আছে তো? বলবে যে তুমি আর জিনি সম্প্রতি বিয়ে করেছে; মধুচন্দ্রিমা কাটানোর জন্যে একটা ক্যারাভান তোমাদের দরকার। এতে সন্দেহের কিছুই থাকবে না; কারণ আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিয়ের পর ক্যারাভান কিনছে। তবে একটা বিষয়ে লক্ষ্য রেখো, যে লোকটা তোমাদের ক্যারাভান বেচবে, সে যেন তোমাদের সনাক্ত করতে না পারে।

সন্দেহের চোখে কিটসন তাকালো ব্লেকের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার মতো মেজাজ ব্লেকের ছিলো না। কারণ কাফে লুঠের ব্যাপারটায় সে কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। তাই বিরক্তি নিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ওঃ–এই ভাবটা মুখ থেকে তাড়াও দেখি, কিটসনকে ধমকে উঠলো মরগ্যান, তোমাকে মনেই হচ্ছে না, জিনিকে নিয়ে তুমি মধুচন্দ্রিমা কাটাতে যাচ্ছে। নাঃ, ক্যারাভান কিনতে গেলে দোকানদার তোমাদের সন্দেহ করে বসবে।

হাসলো জিপো, বললো, এক কাজ করলে কেমন হয়, ফ্র্যাঙ্ক? ধর–আলেক্সের জায়গায় আমিই না হয় গেলাম ক্যারাভান কিনতে প্রথমতঃ আমার সহজাত প্রতিভা; তাছাড়া জিনির সঙ্গে আমাকে মানাবে দারুন!

জিনি জিপোর কথায় হেসে ফেললো।

জিনির সঙ্গে তোমার বয়েসের পার্থক্যটা বড্ড বেশী, জিপো। হেসে জবাব দিলো মরগ্যান, সুতরাং কিটসন ছাড়া আমাদের গতি নেই।

মরগ্যান টেবিলের ওপরের টাকা থেকে দু হাজার ডলার কিটসনকে গুনে দিলো।

দরাদরি করে দামটা একটু কম সম করার চেষ্টা করো। কাল সকাল এগোরোটায় আমি বুইক আর ক্যারাভ্যান টানার শেকল তোমার ওখানে পৌঁছে দেবো। জিপো, তুমি লিংকনটাকে নিয়ে। আমাকে অনুসরণ করবে। কারণ বুইকটা কিটসনের ওখানে ছেড়ে দিয়ে তোমার গাড়িতেই ফিরবো।

ঠিক আছে।

আচ্ছা এবার তাহলে ওঠা যাক। লু-কে ওর মেশিনগানটা এখনই ফেরত দিতে হবে। এড, তুমি আমার সঙ্গে চলল। জিনি ও কিটসন, তোমরা বাসে করেই রওনা দিও। কারণ আমাদের চারজনকে একসঙ্গে যতো কম দেখা যায় ততোই ভালো।

পেছনের পকেটে বাকি টাকাটা ঢুকিয়ে মরগ্যান জিনিকে বললো, তোমরা কোথায় দেখা করবে সেটা নিজেরাই ঠিক করে নিও। তবে কাল বিকেলের মধ্যেই ক্যারাভান সমেত তোমাদের এখানে ফিরে আসতে হবে। চলে এসো, এড।

জিনি মাথা থেকে সবুজ স্কার্ফটা খুলে আড়ষ্ট চুলের গোছাকে আঙুলের আলতো আঁচড়ে ঠিক করলো।

কিটসন জিনির সৌন্দর্য সম্পর্কে আবার সচেতন হয়ে উঠলো। টেবিলে হেলান দিয়ে নখ খুঁটতে লাগলো।

জিপো বললো, আর এক গ্লাস হবে নাকি?

উহু–ধন্যবাদ। জিনিঝগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঠোঁটে রেখে কিটসনের দিকে তাকালো।

দেশলাই বের করে কিটসন জ্বলন্ত কাঠিটা কাঁপা হাতে জিনির মুখের কাছে এগিয়ে ধরলো। আগুনের শিখাকে স্থির করতে জিনি দুহাতে আঁকড়ে ধরলো কিটসনের চঞ্চল

হাত। মুখ নামিয়ে সিগারেটের অগ্রভাগ আগুনে ডুবিয়ে দিলো। কিটসনের শিরা উপশিরায় উষ্ণ রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়লো।

আচ্ছা তাহলে চলিবলেই জিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

জিপো বললো, পরে আবার দেখা হবে; কিটসন জিনিকে অনুসরণ করলো।

রাতের উত্তপ্ত হাওয়া এসে ওদের শরীরে লাগলো। ওরা পাশাপাশি পা ফেলে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ জিনি বাসস্টপে পৌঁছে বললো, তুমি কোথায় থাকো?

লেনক্র স্ট্রীট।

ঠিক আছে, তাহলে কাল এগারোটার সময় আমি লেন স্ট্রীটের মোড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

যদি বল, তাহলে গাড়ি নিয়ে আমিই যাবো তোমার ওখানে–

না তার প্রয়োজন নেই।

আড়চোখে পাশে দাঁড়ানো জিনিকে কিটসন দেখতে লাগলো। একসময় বললো, সেদিন রাতে–আমি কখনোই তোমার গায়ে হাত তুলতাম না। হঠাৎ কেন যে অমন রেগে উঠলাম কে জানে। ....আমি দুঃখিত।

জিনি হেসে বললো, আমি তো ভাবছিলাম, তুমি বোধ হয় আমাকে মেরেই বসলে, খুব ভয় করছিলো আমার।

কিটসন লজ্জা পেলল, না, না–শুধু শুধু তুমি ভয় পেয়েছিলে। এমনিতেই আমার চেয়ে ছোট কারোর গায়ে আমি হাত তুলি না....তার ওপর তুমি তো মেয়ে!

তা ঠিক, তবে পরে ভেবে দেখলাম, তোমার হাতের ঐ চড়টা খেলে আমার উপযুক্ত শিক্ষা হতো। বলতে গেলে আমিই তো সাধ করে গাল বাড়িয়েছিলাম।

কিন্তু ব্লেকের গায়ে হাত ভোলাটা কি তোমার উচিত হয়েছে?

ব্যাটা বড্ড বেশী বেড়ে উঠেছিলো, তাই একটু দাওয়াই দিলাম। তাছাড়া, ওই তো গায়ে পড়ে ঝগড়া, বাঁধালো। সেই প্রথম দিন থেকেই...

তা হোক, তবুও ওর গায়ে হাত তুলে তুমি ভালো করোনি। এখন থেকে ব্লেকের ওপর তোমাকে নজর রাখতে হবে। কারণ, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ও ভুলবে না।

ব্লেককে আমি ভয় করি না।

আমারও তাই ধারণা। বছর খানেক আগে তোমার একটা লড়াই আমি দেখেছিলাম। ঐ যে লড়াইয়ে জ্যাকি ল্যাজার্ডকে একেবারে ময়দার বস্তা করে ছাড়লে–মনে পড়েছে? ওঃ। দারুণ জমেছিলো লড়াইটা।

কিটসনের বলিষ্ঠ মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটলো–সত্যিই দারুণ জমেছিলো সেই লড়াইটা। জ্যাকি ল্যাজার্ডকে সে যে হারাতে পেরেছিলো, তা নেহাতই ভাগ্যের জোরে। নটা রক্তাক্ত, ক্লান্ত রাউণ্ডের পর দশম রাউন্ডে ল্যাজার্ডকে কিটসন কাত করেছিলো। ভাগ্য সহায় থাকলে সে লড়াইয়ে ল্যাজার্ডও জিততে পারত।

জ্যাকি খুব ভালো লড়েছিল! তুমিও নেহাত খারাপ ছিলেনা। তা হঠাৎ বক্সিংটক্সিং ছেড়ে দিলে যে?

কিটসন একটু বিব্রত হয়ে কোনরকমে বললো, সে লড়াইটার পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমার চোখের ক্ষমতা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে কাছের জিনিষ ভালো দেখতে পাচ্ছি না। ব্যাপার স্যাপার দেখে তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি বক্সিং ছেড়ে দিতে বললেন। আমার ইচ্ছে ছিলো চ্যাম্পিয়ান হওয়ার আর সম্ভাবনাও ছিলো....কিন্তু ডাক্তারের মতামতকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা...।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কিটসন জিনির দিকে তাকালো। বুঝতে চাইলো, বক্সিং ছাড়ার গল্পটা সন্দেহ জনক কিনা। কিন্তু জিনির ভাবলেশহীন মুখে কোন অভিব্যক্তিই নেই।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর কিটসন বললো, তুমি হঠাৎ ফ্র্যাঙ্কের দলে ভিড়লে কেন?

তাছাড়া কার কাছেই বা যেতাম–জিনি রাস্তার দিকে তাকিয়েই বললো, ঐ যে–বাস আসছে।

বাস থামলে ওরা উঠে পড়লো। দুজনে পাশাপাশি বসলো, কিটসন দুটো টিকিট কাটলো। বাসের আর কোনো আসনই খালি নেই। কিছু কিছু কৌতূহলী লোক মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে জিনিকে দেখছে। কিটসন কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলো।

শহরের দিকে বাস ছুটে চললো। রেল রোড স্টেশনের সামনে জিনি উঠে দাঁড়ালো। আমি এখানেই নামবো।

ওকে যাবার রাস্তা করে দিলো কিটসন। জিনির শরীরের আলতো স্পর্শে মুহূর্তের জন্য কিটসন। চঞ্চল হয়ে উঠলো। জিনি নেমে পড়লো।

বাস আবার চলতে লাগলো। কিটসন জিনিকে এক পলক দেখার আশায় জানলার কাঁচে মুখ। চেপে ধরলো–কিন্তু বৃথাই চেষ্টা।

.

০৪.

মার্লো অভিমুখে পরদিন সকাল এগারোটায় কিটসনকে বুইক নিয়ে ছুটতে দেখা গেলো। দশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে টানা ষাট মাইলের রাস্তা মার্লো। কিটসনের হাতে বুইক যেন উড়ে চললো।

জিনি গর্ডন কিটসনের পাশেই ছিল। কিন্তু এ জিনির সঙ্গে বুঝি আগের জিনির কোনো মিলই নেই। রঙিন আঁটোসাঁটো ফ্রকটা পরে জিনিকে মনে হচ্ছে কোনো উচ্ছলা

কিশোরী। ওর সুন্দর সতেজ মুখে অবাধ খুশীর রাজত্ব, যেন নববিবাহিতা কোনো বধু মধুচন্দ্রিমার আসন্ন সুখস্বপ্নে বিভোর। ওর চোখের ইশারায় উদ্দাম চঞ্চলতা, মুখের ভাব কোমল, আর সেই সঙ্গে তোতা পাখির মতো অনর্গল কথা বলছে।

কিটসন তো একবারে হতবাক ওর অভাবনীয় পরিবর্তনে। নিজেকে এক সদ্যবিবাহিত যুবকের ভূমিকায় খাপ খাওয়াতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তবে এখন কিটসনকে দেখলে মনে হবে, কোনো মধ্যবিত্ত, উচ্চাকাঙ্খী যুবক বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপনে যাচ্ছে। এবং ব্যাপারটা জানাজানি হবার ভয়ে সে বেশ বিব্রত।

মরগ্যান সকালবেলাই তার বুইক এবং ক্যারাভান টানার শেকল কিটসনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এবং কথামতো জিপোও মরগ্যানকে অনুসরণ করে লিংকন নিয়ে যথাসময়ে হাজির হয়েছে। তারপরে, জিনি ও কিটসন যখন মরগ্যানের বুইকে চড়ে রওনা দিলো, তখন কোন অজ্ঞাত কারণে জিপো হঠাৎই ভাবপ্রবণ হয়ে পড়লো।

দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া বুইকের দিকে তাকিয়ে সে মরগ্যানকে বললো, ওদের দুটিতে ভারি সুন্দর মানিয়েছে, তাই না? আসলে জিনিকে আমরা যতোটা কঠিন ভাবি ততোটা ও নয়। ওর মতো চেহারার মেয়ে ভালোবাসা ছাড়া থাকতে পারে না... ওদের ঠিক নতুন বিয়ে করা বর-বউয়ের মতোই দেখাবে। তাই না ফ্র্যাঙ্ক!

তুমি যে দেখছি বুড়ী বিধবার মতো উল্টোপাল্টা ভাবতে শুরু করেছে, আঁ? তোমার হলো কি জিপো? হঠাৎ কি মাথা খারাপ হলো না-কি?

ঠিক আছে, আমার না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, প্রলাপ বকছি কিন্তু বলতে পারো ফ্র্যাঙ্ক, ভালোবাসা ছাড়া এই দুনিয়ায় সুখটা কোথায়?

মরগ্যান প্রায় ধমকালো, ওঃ–হো–ওসব রাখো এখন। আমাদের অনেক কাজ সময় নষ্ট কোরো না। চলো, এডের ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে চলল।

মরগ্যান ভাবলো জিপোর এ ধরণের মেয়েলি ভাব ভালো কথা নয়। আমাদের সামনে দুরুহ, দুঃসাহসিক কাজ। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ভাবাবেগে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

নদীর খুব কাছে পাথরের তৈরী বিশাল বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে এড ব্লেক থাকে।

মরগ্যান লিফটে করে পাঁচতলায় পৌঁছলো। নির্জন বারান্দায় জুতোর মস্মস্ শব্দ তুলে মরগ্যান এগিয়ে চললো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের বোতাম টিপলো।

এড ব্লেক দরজা খুললো। ব্লেকের পরনে কালো পাজামা, কালো শার্ট। তার বুকের কাছটায় সাদা সুতোয় লেখা; এ বি–এড ব্লেক। এডের মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখের পাতা ভারী ও আচ্ছন্ন।

আরে, কি ব্যাপার? তোমরা এতো সকাল সকাল? কটা বাজে এখন?

মরগ্যান ব্লেককে ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বসবার ঘরটা ছোট হলেও আধুনিকভাবে সাজানো গোছানো। কিন্তু ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা জিন এবং হুইস্কির খালি বোতল ঘরের চেহারা পালটে দিয়েছে।

সিগারেটের ধোঁয়া ও সেন্টের গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়েছে। সেটা টের পেতেই মরগ্যান নাক কোচকালো ওঃ, ঘর তো নয়, যেন বেশ্যাবাড়িতে ঢুকেছি। এটা জানলা খুলে রাখলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

তা কেন? বলে ব্লেক একটা জানলা খুলে দিলো। দেয়াল ঘড়িতে দেখলো এগারোটা কুড়ি। তোমরা দেখছি অনেক আগেই এসেছ। ......তা কিটসন কি রওনা হয়ে গেছে?

মরগ্যান শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বেরিয়ে পড়েছে। শোবার ঘরে কে আছে?

ব্লেক চতুর হাসি হেসে, ওর জন্যে ভেবো না–মেয়েটা এখন ঘুমে অচেতন।

ব্লেকের জামা ধরে মরগ্যান এক হ্যাঁচকায় টেনে আনলো, শোনো এড, আমাদের সামনে এক বিরাট কাজের দায়িত্ব। তাছাড়া, কাল রাতে তুমি খুব একটা ভাল ফল দেখাতে পার নি। আসল কাজের জন্যে তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে, নইলে তোমার সাহায্য আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। যদ্দিন পর্যন্ত না আমরা এই ট্রাকের ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করছি, তদ্দিন মদ খাওয়া আর মাগী চরানো ছাড়ো। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

ঝটকা মেরে ব্লেক নিজেকে ছাড়াল। ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। –মুখ সামলে কথা বলো, ফ্র্যাঙ্ক!

তাই নাকি? যদি মিষ্টি কথায় চিড়ে না ভেজে তবে অন্য রাস্তা নিতে হবে দেখছি, ...মিঃ এডওয়ার্ড ব্লেক। আমার বক্তব্য তোমার মগজে ঢুকলে ভালো, নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে দল থেকে মেরে তাড়াবো মনে রেখো। ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান কারো চোখ রাঙানিকে ভয় করে না।

মরগ্যানের স্থির, উজ্জ্বল কালো চোখ ব্লেকের সমস্ত সত্তাকে বরফ করে দিলো। সে তাড়াতাড়ি বললো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

থাকলেই ভালো।

ব্লেক বললো, খবরের কাগজে গত রাতের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু লিখেছে নাকি?

সাধারণতঃ যা লেখে তাই। কাফের প্রত্যেকে এতো ভয় পেয়েছিলো যে পুলিশের কাছে আমাদের চেহারার কোনো সঠিক বর্ণনাই দিতে পারে নি। মনে হয় পুলিশ আমাদের খোঁজ পাবে না। এবার কাজের কথায় আসা যাক। তুমি এখন সোজা জিপোর ওখানে চলে যাও। ওকে কাজে সাহায্য করা গিয়ে। আমাকে একটু ডুকাসে যেতে হবে।

ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে মুখভাবে বোঝা গেল তার আজ কাজ করার মেজাজ নেই।

মরগ্যান খেঁকিয়ে উঠলো, নাও। চটপট করো। ফালতু দেরী করো না। আমি চললাম আর্নির সঙ্গে দেখা করতে। ওর কাছে একটা অটোমেটিক রাইফেল আছে। ও সেটা বেচবে। দেখি যদি পোষায় কিনে নেবো।

আমি তৈরী হয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়ছি।

মরগ্যান চলে যেতেই ব্লেক একটা অশ্রাব্য খিস্তি দিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার কাছে একটা জানলা খুলে দিতেই রোদের উষ্ণ ঝলক শুয়ে থাকা মেয়েটির মুখে পড়লো।

মেয়েটি বিরক্তিভরে বললো। ওঃ–হো...এড, জানালাটা বন্ধ করো। মেয়েটি বিছানায় বসে ব্লেকের দিকে তাকালো। মেয়েটির গায়ের রং বাদামী, মাথায় কালো চুলের গুচ্ছ। আয়ত চোখের তারা ঘন নীল। পরনে হলদে রাত্রিবাস। তবে ফিকে আচ্ছাদনের আড়ালে ওর সুঠাম তনুর ইঙ্গিত।

রাত্রিবাস ছেড়ে পোষাক পরতে পরতে ব্লেক বললো, চটপট লম্বা দাও, সোনা। এখুনি আমাকে কাজে বেরোতে হবে। নাও, পা দুটোকে একটু কাজে লাগাও।

কিন্তু এড, আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। তোমার কাজ থাকলে তুমি যাও না। আমি একটু না হয় ঘুমিয়েই নিলাম। কি, আপত্তি আছে?

পুরোপুরি। তোমাকে এখানে একা থাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। এসো, জলদি উঠে পড়ো।

বিরক্তিসূচক শব্দ করে মেয়েটা টলতে টলতে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো। হাত টান টান করে আড়মোড়া ভেঙ্গে বাথরুমের দিকে এগোলো।

কিন্তু হঠাৎ এতো তাড়াহুড়ো কেন, এড? তোমাকে কে ডাকতে এসেছিলো?

বৈদ্যুতিক ক্ষুর দিয়ে এখন ব্লেক, দাড়ি কামাচ্ছিল, উষ্ণস্বরে বললো, যত তাড়াতাড়ি পারো জামাকাপড় পরে কেটে, পড়ো, সোনা। কতবার বলবো। আমাকে এখুনি কাজে বেরোতে হবে।

মেয়েটি রাত্রিবাস ছেড়ে ঝাঁঝরির নীচে দাঁড়িয়ে কল খুলে দিলো।

মাঝে মাঝে ভাবি, সব জেনেশুনেও কেন যে বার বার তোমার কাছে আসি। সেই বহু প্রচলিত ছকে বাঁধা রাস্তায় তোমার নাটক শুরু। যন্ত্র সঙ্গীতের হালকা সুর, নরম আবছা আলো, কানের কাছে ফিসফিস করে কতো কথা...তারপর হঠাৎ জামাকাপড় পরে রাস্তা দেখো। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কি ছিরি। অথচ এড, তুমিই আবার আমার স্বপ্নের রাজপুত্র! হৃদয়ের নায়ক।

বিরক্তভরে ব্লেক বললো, ছেনালী রাখো গ্লোরি। যা করছে জলদি করো। ফালতু সময় নষ্ট করো না।

ব্লেক দাড়ি কামিয়ে কফি তৈরী করতে রান্নাঘরে গেলো। তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা মুখ শুকিয়ে কাঠ–যেন মুখে এক মুঠো তুলো গোঁজা। কাল রাতে অতো মদ না গিললেই পারতাম–কিন্তু না গিলেও উপায় ছিলো না। কারণ গত রাতের ব্যর্থতা তার আত্মবিশ্বাসকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ..নাঃ গ্লোরিকে কাল রাতে না ডাকলেই ভালো হতো। ...

মরগ্যান এসব ব্যাপার স্যাপার দেখে খুব একটা খুশী হয় নি।

ব্লেক একটা কাপে কফি ঢাললো। অ্যাসপোর শিশি বের করে তিনটে ট্যাবলেট খেয়ে নিলো। সে অস্বস্তির সঙ্গে দেখলো, তার হাত কাঁপছে। ব্লেক কফির কাপে শেষ চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্লোরি এলো।

পোশাক থেকে সাজসজ্জা–সবই ওর সম্পূর্ণ।

গ্লোরি আবদারের সুরে বললো, উমম...কফি। আমার জন্য এক কাপ ঢালো, এড।

উহু–এখন আর সময় নেই। যাবার পথে কোনো রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে নিও। চলো যাওয়া যাক।

এক মিনিট এড। গ্লোরির স্বরের তীক্ষ্ণতায় ব্লেক ফিরে তাকালো, একটু আগে মরগ্যান এসেছিলো, তাই না? কি যেন সে বলছিলো কিসব বিরাট কাজের দায়িত্ব...ব্যাপার কি এড? খারাপ কিছু নয় তো?

ব্লেক দাঁত খিঁচিয়ে বললো, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, গ্লোরি। নিজের চরকায় তেল দাও। এ সম্পর্কে দ্বিতীয়বার কৌতূহল দেখালে ফল ভালো হবে না।

ব্লেকের হাত গ্লোরি আঁকড়ে ধরলো–এড, লক্ষ্মীটি–আমার কথা শোনো। মরগ্যান অত্যন্ত সাংঘাতিক চরিত্রের লোক। তার সম্বন্ধে নানা কথাই আমার কানে এসেছে। সারাটা জীবন সে পুলিশের ভয়ে ভয়েই কাটিয়েছে। মানুষ খুন ছাড়া এমন কাজ নেই যা মরগ্যান করে নি। তবে সে যেভাবে এগোচ্ছে তাতে খুনও হবে। এড আমার একটা কথা রাখো। তুমি মরগ্যানের সঙ্গ ছেড়ে দাও। নইলে নিজের বিপদ ডেকে আনবে

গত তিনমাস ধরে এই গ্লোরি ডসন ব্লেকের একমাত্র নৈশসঙ্গিনী। ও যে ব্লেকের অপছন্দ তা নয়। তাছাড়া গ্লোরিই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ। –যে মানুষ ব্লেকের মঙ্গল কামনা করে, ওর ভালো মন্দের চিন্তা করে নিছক ব্লেককে ভালোবাসে বলেই–অন্য কোনো কারণে নয়। কিন্তু তবুও এই গায়ে পড়া উপদেশ ব্লেকের একেবারেই অপছন্দ। সে খেঁকিয়ে উঠলো, যাক, আর লম্বা চওড়া উপদেশ দিতে হবে না। আমার ভালোমন্দ আমিই বুঝবো। নাও, চলো–।

ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। অনুরোধ করা ছাড়া আর কি–ই বা আমি করতে পারি? কিন্তু আবার বলছি এড, মরগ্যান মোটেই ভাল লোকনয়। ওর দলে যোগ দিলে তুমি নিজের বিপদই ডেকে আনবে।

অধৈর্যভরে ব্লেক বলল, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা–এবার থামো দেখি। দোহাই তোমার, এবারে চলো। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আজ রাতে, কি তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

না। এই কটা দিন আমি ব্যস্ত থাকবে। কাজ মিটে গেলে তোমাকে ডাকবো। হয়তো সামনের সপ্তাহেই সব চুকে যাবে তার আগে নয়।

সংশয়, ও সন্দেহ ভরা চোখে মেয়েটি তাকালো, তুমি আর মরগ্যান মিলে কোনো বদ মতলব আঁটছে না তো? ওঃ, এড, ভগবানের দোহাই...।

ব্রেক গ্লোরির হাত চেপে ধরে টানতে টানতে ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে গেলো। চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে পকেটে চাবি রেখে বললো, তুমি একটু থামবে? বার বার এক কথা আমি পছন্দ করি না। ভেবো না, তুমি না হলে আমার চলবে না। এই বাজারে ঘাস ছড়ালে গরুর অভাব হয় না। কথাটা মনে রেখো...

ঠিক আছে, এড। তোমার ভালোর জন্যেই আমি তোমাকে সাবধান করতে চাইছিলাম। কিন্তু তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহলে...।

ব্লেক ভেংচে উঠলোহা । আমি অসন্তুষ্টই হচ্ছি। এখন দয়া করে একটু থামবে?

গ্লোরি সদর দরজায় পৌঁছে বললো, তোমার জন্য আমি কিন্তু অপেক্ষা করে থাকবে। বেশিদিন দেরী করো না–লক্ষ্মীটি।

আচ্ছা, আচ্ছা–বলে দ্রুতপায়ে বাসস্টপের দিকে গেলো।

ব্লেকের জিনির কথা মনে হলো বাসে বসে। জিনি ও গ্লোরির মধ্যে বিশাল পার্থক্য তার মনে হলো। জিনির চেহারা আর সাহসের কথা ভেবে সে আবার অবাক হলো। ওকে পাশে নিয়ে পথচলার স্বপ্ন দেখলো। এই মুহূর্তে গ্লোরিকে তার ঘৃণা হলো।

ব্লেক মনে মনে কিটসনের অবস্থাটা কল্পনা করলো। জিনির পাশে একা বসেনববিবাহিত স্বামীর ভূমিকায় সে কিরকম অভিনয় করছে–সেটা দেখতে তার ভীষণ ইচ্ছে হলো। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ঘুষি খাওয়া থ্যাবড়ামুখো ছোঁড়াটাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। নিছক কৌতূহল মাত্র।

ব্লেক আনমনা ভাবেই আহত চোয়ালে হাত বোলালো। অনুভূত যন্ত্রণা তাকে মনে করিয়ে দিলো গতরাতে কিটসনের সঙ্গে তার মারামারির কথা। ব্লেকের চোখজোড়া প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলে উঠলো। দৃষ্টি হলো ক্রুর। না, ঐ অপমানের কথা সে কোনদিনই ভুলবেনা। এর শোধ সে নেবেই। যখন জিপোর কারখানার কাছে বাস থামলো, তখনও ব্লেক জিনির ভাবনায় মগ্ন। কারখানায় যাবার উঁচুনীচু কাঁচা রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাবলো জিনির পাশে বসে কিটসন কি নিয়ে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে?

কিটসন জিনির সঙ্গে কথাবার্তা খুব কমই বলছিলো। ষাট মাইল রাস্তা এভাবে চুপচাপ পাড়ি দিতে হবে ভেবে সে হতাশ হলো। সাধারণতঃ মেয়েদের সামনে কিটসন একেবারেই চুপচাপ থাকে না। বরং প্রগলভতার চূড়ান্তই হয়ে যায়। কিন্তু জিনির পাশে বসে এই অভাবনীয় নিজের পরিবর্তনে নিজেই অবাক হলো। সম্ভবতঃ জিনির তেজস্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের কাছে সে হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছে। তাই তার জিভ আড়ষ্ট। অথচ জিনিরমতোকরে আর কোনো মেয়ের সঙ্গ সে কোনদিন কামনা করেনি।

জিনি কিন্তু একনাগাড়ে বকবক করেই চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ এক–একটা প্রশ্ন করে কিটসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। বেশির ভাগ প্রশ্নই কিটসনের মুষ্টিযুদ্ধ অধ্যায় সংক্রান্ত। বিভিন্ন মুষ্টিযোদ্ধা সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত এবং তাদের সম্ভাবনাময় জীবনে হঠাৎইতি পড়ার কারণ–এইসব জানতে চেয়ে ও কিটসনকে বিব্রত করে তুললো। কিটসন ইতস্ততঃ করে বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার চোখজোড়া গভীর একাগ্রভাবে সামনের দিকে নিবদ্ধ।

একসময় জিনি আচমকা বলল, দু লাখ ডলার পেলে সেটা নিয়ে তুমি কি করবে ভাবছো?

কিটসনের মুখের দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে ও পায়ের ওপর পা তুলে বসলো। জিনির সুঠাম উরু মুহূর্তের জন্য দেখা গেলো। ব্যাপারটা কিটসনের চোখ এড়ালো না। মন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দিগভ্রান্ত বুইককে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার আয়ত্তে আনলো।

এখনো তো টাকাটা পাই নি। সুতরাং এতো আগে স্বপ্ন দেখার কোনো মানেই হয় না।

জিনি একটু অবাক হলো, তার মানে আমাদের এই প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে তোমার এখনও সন্দেহ আছে?

ইতস্ততঃ করে সে রাস্তার দিকে নজর রেখে ধীর স্বরে বললো, যদি সত্যিই আমরা টাকাটা পাই, তবে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবো। কারণ টমাস এবং ডাকসনের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, আমি ওদের ভালো করে চিনি। ওরা আমাদের সহজে রেহাই দেবে না।

সেটা পুরোপুরি আমাদের ওপর নির্ভর করছে, শান্ত স্বরে বললো জিনি। টমাস ও ডার্ককে যদি ঠিকমত সমঝে দেওয়া যায় যে আমরা নেহাত ছেলেখেলা করতে আসিনি, তবে ওরা আর বাধা দেবে বলে মনে হয় না। ...তাছাড়া, ওদের জন্য এতোটুকু চিন্তিত নই। পরিকল্পনামাফিক কাজ হলে আর কোনো ভয় নেই। টাকা আমরা পাবোই–অন্ততঃ আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

বললাম তো, সে ক্ষেত্রে ভাগ্য ছাড়া উপায় নেই–কিটসন একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো, পরিকল্পনাটা যে খারাপ তা আমিবলছিনা। বিশেষ করে একটা ট্রাককে ক্যারাভ্যানের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার বুদ্ধিটা তো অপূর্ব! কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে ট্রাকের তালাটা খুলে ফেলতে পারবো–। ধরে নেওয়া যাক, ট্রাকটা আমরা খুললাম এবং সব টাকা ভাগ করে নিলাম। তারপর? দুলাখ ডলার নেহাত চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! অত টাকা ব্যাঙ্কে রাখা যাবেনা। কারণ পুলিশ সর্বক্ষণ তক্কেতক্কে থাকবে। সুতরাং ঐ এক বস্তা টাকা নিয়ে আমরা করবোটা কি?

কেন? টাকাটা সেফ ডিপোজিট ভল্টে রেখে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! তাতে পুলিশের ভয় নেই!

নেই যে তা বলি কেমন করে? গত বছর ব্যাঙ্ক লুঠের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে? তারাও তোমার কথামতো লুঠের টাকাটা সেফ ডিপোজিট ভল্টে লুকিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু পুলিশ তো আর ঘাস খায় না! ওরা শহরের ভল্ট একে–একে খুলতে লাগলো; বরং পেয়েও গেল ব্যাঙ্ক লুঠের সমস্ত টাকা। কিটসনের আঙুল চেপে বসলো স্টিয়ারিং হুইলের ওপর চোখের দৃষ্টি স্থির।

যদি তাই হয়, তবে টাকাটা নিয়ে চলে যাবোন ইয়র্ক অথবা স্যানফ্রানসিসকোয়–অথবা আরও দূরে ছোট্ট কোনো শহরে। তখন পুলিশ আর খুঁজে পাবেনা। তাছাড়া পুলিশের অ্যামেরিকার প্রতিটি ভল্ট খুলে দেখা সম্ভব নয়।

পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করবে ঐ দশ লক্ষ ডলার উদ্ধার করতে। সুতরাং...



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ওঃ, তুমি দেখছি ভীষণ ভীতু। জিনির কথায় সহানুভূতির আভাস পেয়ে কিটসন অবাক হলো। অতোই যদি ভয় থাকে, তাহলে এ কাজের সমর্থনে ভোট দিলে কেন?

কিটসন এ আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানলো, যাকগে ওসব কথা বাদ দাও। ফ্র্যাঙ্ক আমার কথা শুনলে হয়তো বলে বসতো, প্রলাপ বকছি। তাছাড়া মনে হয় এ কাজে আমরা সফল হবে। এবার তুমি বলো, তোমার টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

জিনি সীটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো। উইন্ডস্ক্রিনের গায়ে জিনির সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব কিটসনকে আরো মুগ্ধ করলো।

ও–সে সব আমার অনেক আগেই ঠিক করা আছে। টাকা থাকলে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। গত বছর আমার বাবা মারা গেছেন। যদি বাবার কিছু টাকা থাকতো, তাহলে বোধহয় তিনি আজ বেঁচে থাকতেন। বাবা মারা যাবার সময় আমি একটা সিনেমা হলে কাজ করতাম–অতি সাধারণ চাকরি। সুতরাং দামী ওষুধপত্রের সংস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বাবা মারা যাওয়ার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, টাকার অভাবের জন্য এ পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে আমি রাজী নই। বাবার মতো শুয়ে থেকে, নির্জীবের মতো হার স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক মাথা খাটিয়ে এই ট্রাক লোপাটের পরিকল্পনাটা আবিষ্কার করলাম।

কিটসন বিচলিত হলো জিনির এই অপ্রত্যাশিত আত্ম উন্মোচনে। এবং ট্রাক লোপাটের ব্যাপারে জিনির মন যে স্থির প্রতিজ্ঞ, তা জেনে স্বস্তি হলো। কিটসন বুঝলো, জিনি ক্রমশঃই তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

কিন্তু এই ট্রাক ও তার দশ লক্ষ ডলারের খবর তুমি পেলে কেমন করে?

জিনি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলো। কিটসন দেখলো ওর মুখে আগের সেই বরফ কঠিন নির্বিকার অভিব্যক্তি ফিরে এসেছে। কিটসন বললো, ভেবোনা আমি তোমার হাঁড়ির খবর জানতে চাইছি। এমনি কৌতূহল হলো তাই বললাম। যাকগে, কিছু মনে করো না– ভুল হলে মাপ চাইছি।

কিটসনের দিকে জিনি তাকালো। তারপর রেডিওর সুইচ অন করে নবগুলো নাড়াচাড়া করে আধুনিক যন্ত্র সঙ্গীতের সুর বাজালো। জিনি সীটে পা এলিয়ে বাজনার তালে তালে পা নাচাতে লাগলো।

ওর ইঙ্গিত বুঝে কিটসন নিজের ওপর বিরক্ত হলো। অ্যাকসিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

মিনিট কুড়ি পর ক্যারভান মর্ট–এর সামনে কিটসনের বুইক এসে থামলো। দোকানের নাম দি কোয়ালিটি কার অ্যান্ড ক্যারাভান সেন্টার। মার্লো থেকে মাইলখানেক দুরে দোকানটা বড় রাস্তার ওপরেই।

একটা সবুজ সাদা রঙের কাঠের ঘর কিটসন দেখলো–সম্ভবতঃ অফিস ঘর। তার পাশেই গ্যারেজ–পুরনো গাড়ি, লরি, ক্যারাভান সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড় করানো। ওদের গাড়ি দোকানের কাছে থামামাত্রই অফিস ঘর থেকে পড়িমড়ি করে এক অল্পবয়েসী যুবক দৌড়ে এলো। তাকে দেখেই বিরক্তি বেড়ে গেলে কিটসনের। যে ধরনের ছেলেদের সে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে, লোকটা দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দলের।

তার মুখশ্রী সাধারণের তুলনায় সুন্দর, গায়ের রঙ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, গভীর নীল চোখের তারা সজীব, প্রাণবন্ত। লোকটার পরনে সাদা গরম স্যুট। একটা ঘিয়ে রঙের শার্ট আর একটা রক্ত লাল টাই। ডান হাতের শক্ত কব্জিতে একটা দামী ওমেগা ঘড়ি সোনার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো।

উদগ্রীবভাবে লোকটা কিটসনের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। একটা মোটা দাও মারার প্রত্যাশায় তার চোখেমুখে আশার আলো জ্বলজ্বল করছে।

সে চট করে এসে গাড়ির ওপাশের দরজার কাছে–যেখানে জিনি বসেছিল থমকে দাঁড়ালো। লোকটা দরজা খুলে ধরতেই জিনি নামলো। তার একগাল হাসিভরা প্রিয়জন সুলভ অভ্যর্থনার বহর দেখে আক্রোশে কিটসনের মুষ্টিবদ্ধ হতে নিসপিস করলো।

লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, ক্যারাভান সেন্টারে এসেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ম্যাডম। এখানে এসে ভালোই করেছেন। আপনাদের একটা ক্যারাভ্যান চাই, এই তো? আমাদের চেয়ে ভালো ক্যারাভান এ চত্বরে কোথাও পাবেননা। আসুন–দেখবেন আসুন

ইতিমধ্যে কিটসন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে লোকটার গায়ে–পড়া স্বভাব দেখে অস্বস্তি বোধ করলো।

আমার নাম হ্যারি কার্টার। বুইকের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে কিটসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো লোকটা হাত ঝাঁকালো।

আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ কার্টার, আমরা একটা জুতসই ক্যারাভানের খোঁজ করছি–তাই না, অ্যালেক্স, জিনির স্বর কিশোরীর মতো খুশী খুশী শোনালো।

আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে হ্যারি কার্টার বললো, তাহলে বলতে হবে, আপনারা ঠিক উপযুক্ত জায়গাতেই এসেছেন। আপনাদের জীবনে এ এক স্মরণীয় অধ্যায়–এর গুরুত্ব অনেক..কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন। ক্যারাভান নিয়ে আপনাদের এতোটুকু অসুবিধেয় পড়তে হবেনা। যেটা পছন্দ হয় সেটাই বেছে নিন–সবরকমক্যারাভানই আমাদের দোকানে আছে। আপনাদের কিরকম চাই সেটা শুধু বলুন।

কিটসন গম্ভীরভাবে বললো, একটু কমদামের মধ্যে চাই।

দাম নিয়ে বিন্দুমাত্রও ভাববেন না, কমদামের ক্যারাভানও এখানে অনেক আছে। আসুন না। ঘুরে ফিরে দেখবেন। যেটা পছন্দ হয় বলুন, দামের জন্য ভাববেন না।

ওরা ক্যারাভানগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো।

কিটসনের বেশ কিছু সময় লাগলো মনমতো ক্যারাভান পেতে। কারণ জিপোর নির্দেশমতো ক্যারাভানটা কম করে ষোলো ফুট লম্বা দরকার। তাতে অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম না থাকাই ভালো। বেশ কিছুটা ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারাভানটাকে দেখে ওটা পরীক্ষা করার জন্যে থমকে দাঁড়ালো।

ক্যারাভানটা সাদা রঙের কিন্তু ছাদের রঙ আকাশ নীল। দু পাশে এবং সামনে পেছনে দুটো করে জানলা।

কিটসন জিনিকে বললো, এটায় কাজ চলতে পারে। জিনি মাথা দুলিয়ে বলল, মিঃ কার্টার, এটার মাপ কত?

কার্টার যেন অবাক হলো। কোনটা? এই সাদাটা? আমার মনে হয় এটা আপনাদের পক্ষে জুতসই হবে না...কার্টার কিটসনকে বললো, আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানি না। মিঃ...

হ্যারিসন। মাপ কত ক্যারাভানটার?

সাড়ে ষোলো বাই ন–ফুট। সত্যি বলতে কি মিঃ হ্যারিস এই ক্যারাভানটা আসলে লিকার টিকার করার জন্য তৈরী–এবং সেই কারণেই বেশ শক্তপোক্ত। তাছাড়া ভেতরে সেরকম কোনো সুব্যবস্থাও নেই। বুঝতেই তো পারছেন। আপনার স্ত্রী সম্ভবতঃ এটা একেবারেই পছন্দ করবেন না তাই না মিসেস হ্যারিসন? –কার্টারের চোখজোড়া আবার গিয়ে থামলো জিনির সুগঠিত পায়ের ওপর। –অবশ্য এটার মতো অন্য ক্যারাভানও আছে–তাতে সবরকমই বন্দোবস্ত রয়েছে–দেখবেন আসুন, একেবারে এ ক্লাস জিনিস।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিটসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যারাভানের চাকা দেখতে লাগলো, স্বয়ংক্রিয় ব্রেক...বুঝলো ক্যারাভানটার বইবার ক্ষমতা। তাছাড়া, জিপো বারবার বলে দিয়েছে স্বয়ংক্রিয় ব্রেকের কথা। নাঃ, এ জিনিসই তাদের চাই।

জিনি ঠাট্টার সুরে বললো, আমার স্বামীদেবতা হাতের কাজে ওস্তাদ। আমাদের আসল মতলবটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি, মিঃ কাটার। আমরা ঠিক করেছি, একটা

ক্যারাভান কিনে সেটাকে নিজেদের মনমতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবো। একবার এর ভেতরটা দেখতে পারি?

ও নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে এটা দেখা হয়ে গেলে আরো একটা ক্যারাভান আপনাদের কষ্ট করে দেখতে হবে। তাহলেই বুঝবেন আমি এ ক্লাস বলতে কি বোঝাতে চাইছি। এটা নিছকই একটা বাক্য নয় বুঝলেন?

কাটার ক্যারাভানটার দরজা খুলতেই জিনি ও কিটসন ভেতরে উঁকি মারলো।

কিটসন তার ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো। ক্যারাভানের ভেতরটা দু একটা হালকা সেল র‍্যাক দিয়ে সাজানো। ওগুলোকে খুলে সাফকরে দেওয়া যায়। কিটসন এবার ক্যারাভানের ভেতরে ঢুকলোনাঃ, মেঝেটা ভীষণ মজবুত, তাছাড়া দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কিটসনের মাথার ওপরে প্রায় ইঞ্চি খানেক জায়গা রয়েছে।

হ্যারি কার্টারের অনুরোধে এরা দ্বিতীয় ক্যারাভানটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে জানাল প্রথমটাই ভালো।

কিটসন নীল সাদা ক্যারাভ্যানটির দিকে যেতে যেতে–মিঃ কার্টার, প্রথমটাই পছন্দ হয়েছে। কতো দাম পড়বে ওটার?

কার্টার ক্যারাভানটার পাশে দাঁড়িয়ে ওটার ওপর চোখ বোলাতে শুরু করলো–এই ক্যারাভানটা বেশ মজবুত–মানে টেকসই, বুঝলেনমিঃহ্যারিসন। বহুবছর পর্যন্ত এটা আপনাদের কাজে আসবে। না, এটা নিয়ে আপনারা ঠকবেন না। এটার নতুন দাম হচ্ছে

তিন হাজার আটশো ডলার। তবে এটা তো নতুননয়। তাই দামটানা হয় কিছু কমানো যাবে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন এর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই। মানে, যারা নতুন কিনেছিল তারা পুরো ছমাসও ব্যবহার করে নি। আর আপনাদের মধুচন্দ্রিমার ব্যাপারে যখন পছন্দ হয়েছে–তখন আর বেশি বলি কি করে? নিন, মাত্র আড়াই হাজারেই ক্যারাভ্যানটা দিচ্ছি। একেবারে জলের দর মশাই।

জিনি বললো, উহু, অতো দাম তো আমরা দিতে পারবো না। তাহলে এটা আর আমরা নিতে পারলাম না, মিঃ কার্টার। চলো আলেক্স, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

আমি এমন কিছু দাম বলিনি, মিসেস হ্যারিসন। তাহলে আসুন, একটু কম দামের মধ্যে অন্য ক্যারাভ্যান দেখাই। ঐ তো, ওটা দেখছেন–ওটার দাম মাত্র পনেরোশো ডলার– অবশ্য এটার মতো তেমন মজবুত নয়। কিন্তু খুব সৌখীনভাবে সাজানো।

নির্বিকারভাবে কিটসন বললো, আঠারো শ পর্যন্ত উঠতে পারি। মিঃ কাটায়, তার বেশি দেওয়ার আমার ক্ষমতা নেই।

অনুকম্পার হাসি হেসে কার্টার বললো, আপনার শর্তে রাজি হতে পারলে খুশি হতাম, মিঃ হ্যারিসন। কিন্তু আমি নিরুপায়। বিশ্বাস করুন। আঠারো শ ডলারে একদম পোষায় না। জিনিসটা আপনার পছন্দ হয়েছেবলেই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে খারাপ লাগছে–ঠিক আছে, নিন। পুরোপুরি তেইশ শ ডলারই দেবেন। আর কম বলবেন না।

ক্রমশঃ কিটসনের মেজাজ তিরিক্ষি হতে লাগলো। কার্টারের মোলায়েম ভদ্র কথাবার্তা, সুন্দর ব্যবহার, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ কিটসনকে ঈর্ষান্বিত করলো।

জিনি বললো, কিন্তু অত টাকা দিয়ে ক্যারাভান কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই, মিঃ কার্টার। ওর সবুজ চোখ এক বিশেষ মাদকতা নিয়ে কার্টারের চোখে চাইলো। কিটসনের চোখে খেললে ক্রোধের বিদ্যুৎ। জিনির এই মোহিনী ভঙ্গিমায় যেন রয়েছে যৌন আবেদন, আর কার্টার সেটা ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো চোখ দিয়ে চাটছে। –ওটাকে দু হাজারই করুন না। বিশ্বাস করুন, ওর চেয়ে বেশি টাকা আমাদের সঙ্গেই নেই।

চিন্তিতভাবে কার্টার গোঁফে হাত বোলালো। অসীম কৌতূহলে জিনির দেহের প্রতিটি বাঁক জরীপ করলো। ইতস্ততঃ করে কাঁধ ঝাঁকালো। আপনার অনুরোধকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই, মিসেস হ্যারিসন। অন্য কেউ হলে এ প্রস্তাবে কখনই রাজী হতাম না। সত্যি বলতে কি, দু হাজারে ক্যারাভ্যান বেচলে আমার অন্ততপক্ষে একশো ডলার লোকসান যাবে কিন্তু টাকাই তো বড় কথা নয়। ঠিক আছে। এটাকে আপনাদের বিয়ের উপহার হিসেবে ধরে নিন। আপনাদের জন্য ওটার দাম আমি দু হাজারেই নামিয়ে দিলাম মিসেস হ্যারিসন। সম্পর্কটাই আসল। সেখানে, টাকা পয়সার কোনো দাম নেই।

রাগে কিটসনের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল। উত্তেজনায় তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

জিনি কিটসনের উত্তেজিত স্বরকে বাধা দিয়ে–শুনুন মশায় ধন্যবাদ, আপনার সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। দু–হাজারে আমরা রাজি। জিনির মন কেড়ে নেওয়া, ইঙ্গিতের হাসি ব্যর্থ হলো না।

কার্টারের দৃষ্টি জিনির দিকে, এতে আর ধন্যবাদের কি আছে মিসেস হ্যারিসন। নেহাত আপনি বললেন তাই খাতির করলাম। আমার লোকদের বলে দিচ্ছি ওরা আপনাদের

গাড়ির সঙ্গে ক্যারাভ্যানটাকে জুড়ে দেবে। আসুন, অফিসে বসে লেনদেনটা সারা যাক। কিটসনের দিকে ফিরে, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, মিঃ হ্যারিসন। দরাদরির ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর জুড়ি নেই। আমার মতো ব্যবসাদারকেও তিনি রাজি করিয়ে ফেললেন। সত্যি, এমন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

ওদের লেনদেন সম্পূর্ণ হলো। বিলটা দু-আঙুলে ধরে সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে জিনির দিকে তাকালো। মধুচন্দ্রিমা কাটাতে কোথায় যাচ্ছেন, মিসেস হ্যারিসন? প্যারিসে?

উঁহু, আমার স্বামী মাছ ধরতে খুব ভালবাসেন। তাই ভাবছি কোন পাহাড়ী এলাকাতেই যাবো। তারপর কি হয় পরে দেখা যাবে।

কার্টারের লোলুপ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে কিটসন হাত বাড়িয়ে বিলটা যেন ছিনিয়ে নিলো। অথচ জিনি যেন নির্বিকার।

কিটসন জিনিকে বললো, চলো, এবার ওঠা যাক। ওদিকে আবার একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে।

কৃপার হাসি হেসে উঠে দাঁড়ালো কার্টার। আপনাদের শুভ মধুচন্দ্রিমা কামনা করি। পরে যদি কোনদিন এই ক্যারাভ্যানটা পালটে নতুন কিছু নিতে চান, লজ্জা করবেন না–সোজা আমার কাছে, চলে আসবেন। বলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে জিনির সঙ্গে হাত ঝকালো কার্টার।

বিরক্ত হয়ে কিটসন পকেটে হাত ভরে রাখলো। কার্টারের সঙ্গে হাত মেলাতে তার গা রি রি করছিলো। দরজার দিকে সে এগোলো।

ততক্ষণে বুইকের সঙ্গে ক্যারাভ্যানটা লাগানো হয়ে গেছে। কার্টার জিনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে গাড়ির দিকে এগোলো–পেছনে কিটসন।

জিনিকে গাড়িতে তুলে দেবার ভঙ্গী দেখে কার্টারের ওপর কিটসনের রাগ যেন দপকরে জ্বলে উঠলো। কার্টার তার পিঠে এক সশব্দ চাপড় মেরে আসন্ন মধুচন্দ্রিমার শুভেচ্ছা জানালো।

গাড়ি ছুটে চলতেই জিনি বললো, যাক। জিনিসটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে–মরগ্যান খুশী হবে।

চাপা স্বরে কিটসন বলল, ওই হতভাগাটাকে কষে ধোলাই দেওয়া উচিত ছিলো। ব্যাটা যেভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছিলো...

জিনি সবুজ চোখে ঘৃণা ও বিরক্তি নিয়ে কিটসনের দিকে তাকালো।

তার মানে?

না, ঐ কার্টারের কথা বলছি। ব্যাটা যেরকম জুলজুল করে তোমাকে দেখছিলো। ইচ্ছে করছিলো ওর নাকে একখানা বসিয়ে দিই।

জিনির স্বর বরফ শীতল–কে আমার দিকে কিভাবে তাকালো, তাতে তোমার কি? আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই, তবে মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছো কেন?

কেউ যেন কিটসনের মুখে সজোরে চড় মারলো। অপমানে তার মুখ রক্তিম। শক্ত মুঠোয়। স্টিয়ারিং চেপে ধরে সে গাড়ি ছোটালো।

জিপোর কারখানায় পৌঁছনো পর্যন্ত একবারও মুখ খুলল না।

জিপো, ব্লেক ও কিটসন সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আসল কাজের জন্য ক্যারাভ্যানটাকে তৈরী করে ফেললো।

ব্লেক ঐ এগারো দিন ধরে জিপোর কাছ থেকে নড়েনি। এমন কি জিপোর ঐ নোংরা আস্তানাতেই সে রাত কাটিয়েছে। ব্লেকের এতোটা কর্মাত্মা প্রাণ হওয়ার কারণ সে জানে। মরগ্যান তার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রাণপণ পরিশ্রম করে সে মরগ্যানকে দেখাতে চাইছে। তার ঐ ব্যর্থতা আকস্মিক ও সাময়িক, সেটা মরগ্যানকে বুঝিয়ে দিতে সে বদ্ধ পরিকর।

জিপোর পাশে শুয়ে রাত কাটানো যে কি দুঃসহ ব্যাপার সেটা ব্লেক বুঝতে পেরেছে। আসলে জিপোর মতো নোংরা এবং কষ্টসহ্য করার ক্ষমতা তার একেবারেই নেই।

প্রতিদিন সকালে ঘড়ি ধরে আটটার সময় কিটসন কারখানায় আসে। আর রাত বারোটায় ফেরে। ওরা তিনজনে সারাদিন ধরে ক্যারাভ্যানটার পেছনে লেগে থাকে যাতে ওটা ট্রাকটাকে বইতে পারে।

এই ক্যারাভ্যান নিয়ে কাজ করার সময়েই ব্লেক ও কিটসন বুঝতে পারলো জিপোর কর্মদক্ষতা। ওর বুদ্ধি ও উদ্ভাবনা ক্ষমতার সাহায্য না পেলে ওরা এগোতে পারতো না।

জিপোকে ব্লেক বিশেষ পাত্তা দিতো না। কিন্তু এখন বুঝলো যন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে জিপোর কাছে তারা নিতান্তই এক-একটি গর্দভ। জিপোর সাহায্য ছাড়া এই ট্রাক লুঠের কথা ভাবাই যায় না। ব্লেকের সেই সঙ্গে ঈর্ষা এবং বিরক্তি হলো।

কিন্তু কিটসন ভীষণ খুশী এই সরল সাদাসিধে ইটালিয়ানের কাজে। সে মনে মনে জিপোকে শ্রদ্ধা করতে লাগলো। তার মনে হলো, জীবনে এই প্রথম একটা কাজের কাজ শিখছে। তাছাড়া জিপোর একাগ্রতা ও ধৈর্য তাকে মুগ্ধ করলো।

ক্যারাভ্যানের কাজ শেষ হলো মঙ্গলবার রাতে। এবং সেই রাতেই জিপোর কারখানায় মরগ্যান এক আলোচনা চক্রের আহ্বান জানালো।

জিনি গত এগারো দিন ধরে একেবারে বেপাত্তা। ও মরগ্যানের কাছে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলো, যদি পরিকল্পনা কোথাও কোনো পরিবর্তন হয় তবে যেন ফোন করে জানায়। কিন্তু ও কোথায় থাকে, কি করে, সে সম্বন্ধে কারোর জানা নেই-এমন কি মরগ্যানেরও না।

কাজে ব্যস্ত থাকলেও কিটসন সর্বদাই জিনির কথা ভেবেছে। নিজের অজান্তেই সে যে জিনিকে ভালবেসেছে, সেটা কিটসন আর অস্বীকার করতে চাইলো না। অবশ্য এই

ভালবাসা নিতান্তই হাস্যকর ও অর্থহীন। যেমন সে জানে, ওয়েলিং কোম্পানীর ট্রাক লুঠের পরিকল্পনা তাদের টেনে নিয়ে যাবে অসাফল্য ও একরাশ বিপর্যয়ের মুখে।

কিন্তু জিনির প্রতি তার আকর্ষণ এতই উদ্দাম যে তাকে রোধ করা কিটসনের অসাধ্য। অসংখ্য বীজাণুর তো সেই অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতিটি শিরা উপশিরায়। মিশে গেছে রক্তের সঙ্গে।

মরগ্যান ক্যারাভ্যান নিয়ে এই কদিন মাথা ঘামায় নি।

কখনো মরগ্যানের চিন্তা ধারা খাপছাড়াভাবে এগোয় না। সে জানে, ট্রাকটাকে দখলে আনার পর পালাবার ব্যাপারটাই হবে প্রধান।

অর্থাৎ পুলিশ খবর পাওয়ার আগেই অকুস্থল থেকে ক্যারাভ্যানের দূরত্ব যততই বাড়ানো যায় ততোই নিশ্চিন্ত। সুতরাং অনিবার্যভাবেই সারা শহরের ভৌগোলিক বিবরণ নিয়ে তাকে প্রাণপণ মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

মরগ্যান রাত প্রায় আটটার সময় জিপোর কারখানায় এলো। এ কাজের সফলতা সম্পর্কে সে বর্তমানে নিশ্চিত। শুধু দু–একটা ছোটখাটো ব্যাপারে একটু চিন্তা। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই যায়। তবে তাকে রোধ করার ক্ষমতা মরগ্যান কেন পৃথিবীর কারোরই নেই।

এই প্রথম বর্ষার শুরু। বৃষ্টির একঘেয়েমি আর সেইসঙ্গে নাকে ভেসে আসছে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। বাঁধানো রাস্তা থেকে যেন অনুভূত হচ্ছে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস–মরগ্যানের এই ভিজে আবহাওয়া ভালো লাগলো।

অদূরে জিপোর কারখানার সমস্ত জানলা দরজা সযত্নে বন্ধ। ভেতরের আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে না। পুরো এলাকাটা যেন জনশূন্য এক পরিত্যক্ত স্থান।

মরগ্যান বুইকের দরজা খুলে বাইরে পা রাখলো। হেডলাইট নেভাতে যাবে, পায়ের শব্দ কানে এলো। কেউ যেন তার দিকে দৌড়ে আসছে। মরগ্যান ৩৮ এর বাঁট আঁকড়ে ধরে অনুসন্ধানী চোখে তাকালো।

মরগ্যান এবার জিনি গর্ডনকে দেখতে পেলো। ওর পরনে একটা নীল বর্ষাতি। মাথায় নীল টুপি।

মরগ্যান বললো, বহুদিন পর বৃষ্টি হলো। তোমার ঠিকানা জানা থাকলে আসার পথে তোমাকে তুলে নিতাম।

জিনি বললো, তাতে কি হয়েছে?

মরগ্যান কাছে গিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তুমি থাকো কোথায়, জিনি?

জিনি থমকে দাঁড়িয়ে মরগ্যানের চোখে চোখ রেখে–সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরে মরগ্যান সামনের দিকে ওকে টেনে আমার সঙ্গে কথা বলতে সমঝে বলবে, খুকী! তোমার ব্যবহার চালচলন প্রথম থেকেই আমাদের একটু ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে। আমি এখনও জানি না, তুমি কে, তোমার আসল পরিচয় কি? কোথায় থাকো, এই ট্রাক লুঠ করার দুর্বুদ্ধি কি করে তোমার মাথায় এলো–মানে তুমি এক রহস্যময়ী। তবে তোমার উদ্দেশ্য আমার অজানা নয়। তুমি ভাবছো, যদি এই ট্রাক লুঠের ব্যাপারটা আমরা কেঁচিয়ে ফেলি তাহলে তুমি ভেস্তাল–চাল পাল্টে, টুক করে হাপিশ হয়ে যাবে। জিনি গর্ডন নামে যে কেউ ছিলো, সেটা পুলিশ ধরতেই পারবে না, প্রমাণ তো দূরের কথা।

জিনি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো–সেটা করা কি খুব অন্যায় হবে? মরগ্যানের পাশ কাটিয়ে ও এগিয়ে গেলো কারখানার দরজার দিকে। বারকয়েক টোকা মারলো।

মরগ্যান নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। তার অভিব্যক্তিহীন কালো চোখ সংশয়ে কুটিল। কিটসন কারখানার দরজা খুলতেই সে জিনির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ওরা একইসঙ্গে কারখানায় ঢুকলো।

মরগ্যান বর্ষাতি থেকে বৃষ্টির জল ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, এই যে আলেক্স, এদিকের খবর কি?

কিটসন বললো, এ দিকের কাজ সব শেষ। জিনি ওর ভিজে বর্ষাতি টেবিলের ওপর রাখলো। ওর পরনে একটা ধূসর কোট স্কার্ট–আর সবুজ ব্লাউজ। এই পোষাকে ওকে

দেখে কিটসনের বুকে যেন ধাক্কা লাগলো। আশান্বিত উৎসুক চোখে সে জিনির দিকে চেয়ে রইলো।

জিনি একবার কিটসনকে দেখলো কিন্তু তেমন আমল দিলো না। বর্ষাতির পকেট থেকে ও একটা বাদামী কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করলো। সেটা হাতে নিয়ে ক্যারাভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিপোর কাছে গিয়ে বললো, এই যে পর্দাগুলো নিয়ে এসেছি।

মরগ্যান বললো, কি খবর, জিপো? মরগ্যানের প্রত্যুত্তরে স্বভাবসিদ্ধ একগাল হেসে জিপো তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তার মুখমণ্ডলে আত্মপ্রসাদের ছাপ স্পষ্ট।

জিপো পর্দার প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বললো, কাজ সব শেষ এবং কাজ দেখলে তুমি খুশীই হবে, ফ্র্যাঙ্ক। দাঁড়াও, পর্দাগুলো আগে লাগিয়ে দিই। তারপর দেখোশালার ক্যারাভ্যানের চেহারা–একেবারে যন্তর।

ব্লেক একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে ছায়ার আওতা থেকে বেরিয়ে জিনিকে দেখেই তার দৃষ্টি ওর শরীরে বাঁধা পড়লো–কিটসনের অবস্থাও তথৈবচ।

এগারো দিন বলতে গেলে ব্লেক কোনো মেয়ের মুখই দেখেনি। তাই আজ জিনিকে সামনে পেয়ে ওর মনের ইচ্ছেটা অদম্য হলো। কিটসনকে জিনির দিকে মোহগ্রস্তের মতো তাকিয়ে থাকতে। দেখে ব্লেক ভীষণ মজা পেলো। থ্যাবড়া মুখো ছোঁড়াটা ভাবছে কি? ও কি সত্যি সত্যিই জিনিকে কজা করতে পারবে? ইং, বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ।

ব্লেক জিনির সামনে গিয়ে, কি ব্যাপার। কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? একেবারে এগোরো দিন বেপাত্তা। তা, এই লুকোচুরির কারণটা কি?

উত্তরে জিনির সহজ মিষ্টি হাসি ব্লেককে খুশী করলো।

হালকা স্বরে জিনি বললো, ছিলাম কাছাকাছিই, তবে মোটেই লুকোচুরি খেলছিলাম না।

ব্লেক সিগারেট কে এগিয়ে দিয়ে বললো, তাহলে তো মাঝে মাঝে এলেই পারতে? আমরা কাজে নতুন করে উৎসাহ পেতাম।

ব্লেক লাইটার জ্বালিয়ে জিনির সিগারেট ধরিয়ে দিলো।

আসতে আমার আপত্তি ছিলো না, তবে ঐ যে উৎসাহ-টুৎসাহ কি সব বললে, ওতে আমার একটু অনিচ্ছা আছে।

কিটসন চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো আর অস্বস্তি অনুভব করছিলো, ওদের সহজ, ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তায় তার বিরক্তি লাগলো। আর ব্লেকের কথায় জিনিকে খুশী হতে দেখে সে আরও দুঃখ পেলো।

তাহলেও অন্ততঃ একবার এসে দেখা করতে পারতে। আমি এখানে একা একা চুপচাপ দিনের পর দিন কাজ করে চলেছি...ওঃ। ভেবে দেখো দশ দশটা রাত জিপোর মতো জলহস্তীর সঙ্গে কাটাতে হয়েছে..বাপরে বাপ।

সশব্দে হেসে জিনি–ভালোই হয়েছে। অভিজ্ঞতার একটু আধটু পরিবর্তন দরকার। বলেই জিনি ক্যারাভ্যানের দিকে গেলো। মরগ্যান তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্যারাভ্যানটাকে দেখছে।

জিপো পর্দাগুলো লাগিয়ে গলদঘর্ম অবস্থায় বেরিয়ে, এসো, ফ্র্যাঙ্ক–ভেতরটা দেখবে এসো।

মরগ্যান একইভাবে ক্যারাভ্যানের দিকে চেয়ে, দরজাটার কি করেছে জিপো?

জিপো হেসে কিটসনকে চেঁচিয়ে ডাকলো, আলেক্স, এদিকে এসো একবার ফ্র্যাঙ্ককে কলকজা নেড়ে দরজার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও।

কিটসন ক্যারাভ্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মরগ্যান দরজাটা বার দুয়েক নেড়ে চেড়ে দেখলো তার কাছে ওটা বেশ মজবুত বলেই মনে হলো।

সাফল্যের উত্তেজনায় জিপোর স্বর আগ্রহে ফেটে পড়ছে–কি হে। কিরকম বুঝছো?

দেখে তো মন্দ লাগছে না।

আসল কাজটা এখুনি দেখতে পাবে। আলেক্স, যন্তর চালু করো।

কিটসন একটা হাতলে চাপ দিতেই ক্যারাভ্যানের পেছনটা একটা বাক্সের ঢাকনার মতো উঠে গেলো। একই সঙ্গে মেঝের কিছু অংশ পাটাতনের মতো বেরিয়ে এলো। সেটা মাটিতে ঠেকতেই, ক্যারাভ্যান থেকে কারখানার মেঝে পর্যন্ত তৈরী হলো একটা ঢালু মজবুত রাস্তা।

জিপো হাত ঘষতে ঘষতে বললো, দেখেছো এবার আসল কায়দাটা? তুমি যেমনটি বলেছিলে ঠিক তেমনটি হয়েছে। পেছনের ঢাকনা আর ক্যারাভ্যানের মেঝে দুটোকে একসঙ্গে কাজ করাতে গিয়ে কি কম অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে?

মরগ্যান ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো। নাঃ, তোমার সামর্থ্য আছে–সত্যিই একটা যন্তর তৈরী করেছে। তবে এই কলকজার ব্যাপারটা আরো কয়েকবার চালাও, দেখি?

কিটসনকে কম করেও বার দশেক হাতল টিপতে হলো। মরগ্যান অবশেষে ক্ষান্ত দিলো। –হুঁ, ভালোই হয়েছে কায়দাটা। সে ঢালু পাটাতন বেয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকলো।

জিপো চটপট মরগ্যানকে অনুসরণ করলো। পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যারাভ্যানের যে সব পরিবর্তন সে করেছে সেগুলো দেখালো, যেন পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকে এনে সে নিজের বাড়ি দেখাচ্ছে।

হাইড্রোজেন আর অ্যাসিটিলিনের সিলিন্ডাউগুলো রাখবার জন্য ওপর দিকে এই কাঠের বাক্সগুলো লাগিয়েছি। যন্ত্রপাতির জন্য ঐ কাবার্ডটা। আর মালপত্র রাখবার জন্য দুধারে কাঠের টানা তাক রয়েছে। মেঝেটাকে যথাসম্ভব মজবুত করেছি। যাতে চট করে ভেঙে না যায়।

মরগ্যান বিশেষ করে নজর দিলো ক্যারাভ্যানের মেঝের দিকে। তারপর ক্যারাভ্যান থেকে নেমে, চিত হয়ে শুয়ে ওটার তলায় মরগ্যান ঢুকলো। টর্চলাইট জ্বেলে পরীক্ষা করতে

লাগলো। ক্যারাভ্যানের মেঝের তলায় আড়াআড়িভাবে বল্টু দিয়ে আটকানো ইস্পাতের চওড়া পাতগুলো তার চোখ এড়ালো না।

একসময় মরগ্যান বেরিয়ে এলো ক্যারাভ্যানের নীচ থেকে। সে হাত দুটো ঝেড়ে জিপোর দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট স্বরে বললো। সাবাস জিপো! আমার কথার এতটুকু নড়চড় হয়নি দেখছি। কিন্তু ট্রাকটা ক্যারাভ্যানে ঢোকাবার পর বুইকটা কি ঠিকমতো টানতে পারবে?

কেন পারবে না। আমি বলছি না যে ওজন খুব কম হবে। তবে, যদি আমাদের পাহাড়ী রাস্তায় না উঠতে হয়, তাহলে ঐ ট্রাকসমেত ক্যারাভ্যানটাকে তোমার বুইক অতি সহজেই টেনে নিয়ে যাবে।

হু–পাহাড়ের দিকে না এগোলে আর চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে...সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে তোমার ওপর জিপো–কত তাড়াতাড়ি তুমি তালা খুলতে পারো তার ওপর। যদি তোমার সময় খুব বেশি লাগে তাহলে হয়তো বাধ্য হয়েই পাহাড়ী এলাকায় ছুটতে হবে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তা আমি চাইনা। কারণ পাহাড়ী এলাকার রাস্তাগুলো একেই বিপজ্জনক, তার ওপর অসম্ভব খাড়া। আমার মনে হয়, বুইকটা অতো ওজন পেছনে নিয়ে ঐ খাড়া পাহাড়ী রাস্তায় উঠতে পারবে না।

জিপো অস্বস্তিভরে বললো, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুমি বলেছিলে ট্রাকের তালা খোলার জন্য আমি অফুরন্ত সময় পাবো? না কি ট্রাকের তালা ফুসমন্তরে পাঁচ মিনিটে খুলে যাবে বলে মনে করছে?

মরগ্যান জিপোকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলো। জিনি, কিটসন, ব্লেক চমকে জিপোর দিকে ফিরে তাকালো। ঠিক আছে, ঠিক আছে–এতে উত্তেজিত হচ্ছে কেন? তোমাকে আমি বলছি না যে ট্রাকটা পাঁচ মিনিটে খুলতে হবে। হয়তো দু–তিন সপ্তাহ সময় পাবে–তবে তারপরে আমাদের পাহাড়ে গিয়ে হয়তো লুকোতে হতে পারে।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুমি বলেছিলে আমাকে একমাস সময় দেওয়া হবে তালা খোলার জন্য, আর এখন তুমি দুতিন হপ্তার কথা বলছো? ওয়েলিং কোম্পানির ট্রাকটা আমি দেখেছি। ওর তালা খোলা, নেহাত ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। তাড়াহুড়ো করে ঐ তালা খোলা অসম্ভব।

মরগ্যান ভাবলো ট্রাক উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক-শ লোক যে তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। তার ওপর রয়েছে মিলিটারী হেলিকপ্টার–প্রতিটি রাস্তা ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজবে। দ্রুতগামী পুলিশের দল মোটর বাইকে চড়ে প্রত্যেকটি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সত্যিই . তাদের দু লক্ষ ডলার করে পেতে হয়, তবে জিপোকে একটু তাড়াহুড়ো করতেই হবে। মরগ্যান জানে, আগে থাকতে জিপোকে এসব কথা জানালে ও ভয় পেয়ে যাবে। হয়তো একেবারে বেঁকে বসবে। তার চেয়ে বরং ট্রাকটা আগে ক্যারাভ্যানে চড়ুক তখন জিপোকে তাড়াহুড়ো করার জন্যে চাপ দেওয়া যাবে। তখন আর রাজি না হয়ে পারবে না।

মরগ্যান জিপোকে সমর্থন জানিয়ে বলল, আমারও তাই মনে হয়–তাড়াহুড়ো করে ঐ তালা খোলা যাবে না। দেখা যাক, যদি ভাগ্য সহায় থাকে, তবে হয়তো একমাস সময় পেলেও পেতে পার। কে বলতে পারে, হয়তো প্রথম চেষ্টাতেই তুমি ট্রাকের তালা খুলতে পারবে।

জিপো গম্ভীরভাবে বললো, ওদের ট্রাকটা খুব মজবুত। ওটা খুলতে গেলে কম সময়ে হবে না।

একটা সিগারেট ধরালো মরগ্যান, তাহলে আসল কাজের জন্য আমরা প্রস্তুত?

তার মুখোমুখি দাঁড়ানো তিনজনের চোয়াল কঠিন হলো–মুখে একটা বিচলিত ভাব।

জিনি ক্যারাভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। ও সতর্ক হয়ে বললো, আজ মঙ্গলবার। সুতরাং চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য আমরা তিনটে দিন হাতে পাচ্ছি.. মানে আসলে কাজটার জন্যে আমরা শুক্রবারটাই বেছে নিচ্ছি। কারো কোনো আপত্তি আছে?

কুঁকড়ে যেন কিটসনের দম বন্ধ হয়ে এলো। গত এগারোদিন ধরে এতো ব্যস্ত ছিল যে আসল কাজের কথা তার মনেই ছিলোনা। দিব্যি মনের আনন্দে প্রাণ ঢেলে পরিশ্রম করেছে–একমুহূর্তের জন্যেও তার মনে হয়নি, এ সবই আসল কাজের প্রস্তুতি।

কিটসন যেন আকাশ থেকে আছড়ে পড়লো পার্থিব জগতে। আতঙ্কে তার হাত পা পলকের জন্য স্থবির হয়ে পড়লো।

ব্লেক অনুভব করলো তার শিরদাঁড়ায় কোনো সরীসৃপের শীতল উপস্থিতি। কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র ছিলো না। কারণ সে জানে, কপালের জোর থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সে মস্ত বড়লোক হয়ে উঠবে। দু লক্ষ ডলার থাকবে তার হাতের মুঠোয়। ব্লেকের উত্তেজনায় হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো।

জিপোর অস্বস্তি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ট্রাক খোলার সময় সম্পর্কিত ঐ ভাসা ভাসা ধারণাটাই তার মনের জোরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ট্রাক লুঠ করার ব্যাপারে সে জড়িত থাকছে না। অতএব সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্তি। কিন্তু মরগ্যান তার হাত যশ সম্পর্কে একটা বিরাট ভ্রান্ত ধারণা করবে। তা সে চায় না। বলা যায় না, হয়তো ঐ ট্রাকের তালা জিপের পক্ষে খোলাই সম্ভব হবে না। সুতরাং আগে থাকতে ভুল ধারণা করে ফ্র্যাঙ্ক তখন বিপদে পড়বে।

ব্লেক জোরালো স্বরে বললো, ঠিক আছে, শুক্রবারই ঝঞ্ঝাট মিটে যাক।

জিনি বললো, আমি রাজি।

কিটসন আর জিপোর দিকে মরগ্যান তাকালো।

দুজনেই ইতস্ততঃ করছে। কিন্তু কিটসন যেই বুঝলো জিনি তাকে লক্ষ্য করছে, অমনি ভাঙা গলায় বললো, শুক্রবারই হোক, ক্ষতি কি?

তখন জিপোও বললো, আমার কোনো আপত্তি নেই।

# যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলে

০৫.

যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলে মরগ্যান গিয়ে বসলো।

তাহলে এই যদি আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়, তবে অসম্পূর্ণ কাজগুলো এবারে সেরে ফেলা যাক। মরগ্যান সবার মুখের ওপর একে একে চোখ বুলিয়ে নিলো।

কারখানার এখানে সেখানে পড়ে থাকা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে ওরা চারজন একমনে মরগ্যানের কথা শুনতে লাগলো।

মরগ্যান বললো, জিনির ব্যবহারের জন্য আমাদের আরও একটা গাড়ি দরকার। খোলামেলা টু–সীটার স্পোর্টস কার হলেই ভাল হয়। গাড়িটা জোগাড় করার ভার আমি কিটসন ও ব্লেকের ওপরেই দিলাম। গাড়িটা তোমরা কায়দা করামাত্রই সোজা এই কারখানায় নিয়ে আসবে। জিপো গাড়িটার রঙ, নম্বর সব পাল্টে দেবে–কেউ ধরতেই পারবেনা। এই গাড়িটাকে আমরা বিপজ্জনক বাঁকের মুখে উল্টে দেবো। ঐ বাঁকটার কাছাকাছি রাস্তার ধারে একটা বড়সড় গাজ্ঞা আছে। ফুট দশেক লম্বা দুটো শাবল দিয়ে আমরা গাড়িটাকে ওই গর্তে উল্টে দেবো। তোমার ওপরে শাবল দুটো জোগাড় করার ভার, জিপো।

ঠিক আছে। ...আর ফ্র্যাঙ্ক, ঐ পথ নির্দেশ দুটো আমি তৈরি করে ফেলেছি।

দেখি, কোথায়?

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপো পথ নির্দেশ দুটো নিয়ে এলো। মরগ্যান দেখে খুশীই হলো ভালোই হয়েছে। এবার তাহলে পুরো পরিকল্পনাটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তোমরা একজন কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে শুরু করো। কারণ কাকে ঠিক কি কি করতে হবে, সে সম্বন্ধে পরে যেন কোনরকম সংশয় সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। জিনি তুমি লেখো। কেমন?

আমাকে একটা কাগজ আর পেনসিল দাও–আমি লিখে নিচ্ছি।

জিপো কাগজ পেনসিল আনতে গেলে ব্লেক বললো, জিপো মনে হয় ভয় পেয়েছে, ফ্র্যাঙ্ক। আমার তো ওকে নিয়ে রীতিমতো চিন্তা হচ্ছে।

মরগ্যান কঠিন মুখে বললো, জিপোকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই। ট্রাক দখলে আনা পর্যন্ত আমরা ওর সঙ্গে নরম ব্যবহার করবো, কিন্তু তারপরও যদি দেখি ও বেগড়বাই করছে, তাহলে ওকে চাপ দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে–তাছাড়া উপায় নেই। সুতরাং জিপোকে নিয়ে ভয় পাওয়া নিরর্থক।

তুমি ঠিকই বলেছো–ওইভাবেই ওকে দিয়ে কাজ করাতে হবে।

মরগ্যান এবার কিটসনের দিকে তাকিয়ে বললো এবারে বলল, আলেক্স–কিরকম লাগছে তোমার? কিভাবে টাকাটা খরচ করবে কিছু ভেবেছো?

কিটসন ধীরভাবে বললো, এখনও টাকাটা আমাদের হাতে আসেনি। ওটা হাতে আসার পর মতলব ভাজার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

মরগ্যান তারপর জিনির দিকে ফিরলো–কেমন লাগছে, জিনি?

ভাবলেশহীন ভাবে জিনি বললো–কেন খারাপ কি?

জিপো একটা প্যাড আর পেনসিল এনে জিনিকে দিলো।

মরগ্যান বললো, পরিকল্পনাটা আগাপাস্তালা আমি আবার বলছি। কেউ যদি কোনো জায়গায় বুঝতে না পারো, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলবে, কারণ প্রত্যেকেরই নিখুঁতভাবে জানা দরকার তাকে কি করতে হবে। সুতরাং প্রশ্ন করতে দ্বিধা করবেনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে লাগলো, শুক্রবার সকাল ঠিক আটটায় আমরা এখানে জমায়েত হচ্ছি। কিটসন ও জিনির পরনে থাকবে নতুন বর বউ যেন ছুটি কাটাতে যাচ্ছে এরকম পোশাক। কিটসন বুইকটা চালাবে, আর স্পোর্টস কারটা চালাবে জিনি। আমরা থাকবো বুইকের লাগোয়া এই ক্যারাভ্যানটার ভেতরে–সম্পূর্ণ অদৃশ্য। জিনি গাড়ি নিয়ে সোজা যাবে ওয়েলিং এজেন্সির কাছে। সেখানে ও ট্রাকটার জন্যে অপেক্ষা করবে। এদিকে কিটসন বুইক এবং ক্যারাভ্যান নিয়ে সোজা সেই কাঁচা সড়কের মুখে পড়বে। সেইখানে একটা পথ নির্দেশ সমেত জিপোকে আমরা নামিয়ে দেবো। এই খানে লিখে রাখো। পথ নির্দেশ দুটো জায়গামতো লাগানোর জন্য আমাদের দুটো ভারী হাতুড়ি দরকার। শোনো জিপো, কাঁচা সড়কের মুখে তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি। সেখানে লুকোবার জন্যে অনেক ঝোঁপঝাড় আছে। তোমার কাজ হচ্ছে ট্রাকটার জন্য অপেক্ষা করা। যেই

ওটা কাঁচা সড়কে ঢুকবে, অমনি। তুমি পথনির্দেশটা রাস্তার মুখে লাগিয়ে দেবে–যাতে অন্যান্য গাড়ি আর সেই রাস্তায় না ঢোকে। বুঝতেই পারছো এইভাবে আমরা ট্রাকটা একলা পাচ্ছি। ...আচ্ছা–এবার কাজ হয়ে গেলে তুমি কাঁচা সড়ক ধরে হাঁটতে শুরু করবে। যাতে আসল কাজের পর তোমাকে আমরা তুলে নিতে পারিবুঝেছো?

জিপো উত্তেজিতভাবে মাথা ঝাঁকালে, হ্যাঁ–

এরপর কিটসন গাড়ি থামাচ্ছে বিপজ্জনক বাঁকের কাছে। সেখানে এড এবং আমি ক্যারাভ্যান থেকে নেমে পড়বোবলাবাহুল্য আশপাশের ঝোঁপঝাড়ে লুকিয়ে আমরা ট্রাকের আসার অপেক্ষায় থাকবে। কিটসন কিন্তু গাড়ি চালিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করবে। কিটসন, তুমি ক্যারাভ্যানটা কোনো জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে রেখে শুধুবুইকটা নিয়ে কাঁচা সড়কের অন্য মুখটায় পৌঁছবে। সেখানে দ্বিতীয় পথনির্দেশটা লাগিয়ে দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে। ক্যারাভ্যানটা আবার বুইকের পেছনে জুড়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে, যেদিক থেকে ট্রাকটা আসার কথা, অর্থাৎ আমাদের দিকে মুখ করে রাখবে। তারপর সংকেতের জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করবে। রাস্তা বেশ চওড়া আছে। ক্যারাভ্যান শুদ্ধ গাড়ি ঘোরাতে তোমার কোনো অসুবিধেই হবে না। তারপর সংকেত পেলে তুমি গাড়ি ছুটিয়ে আবার আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। গাড়িটাকে আগের মতো ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যানের পেছনটা ট্রাকের সামনের দিকে মুখ করে রাখবে। রাস্তার মাটি যথেষ্ট শক্ত। তবে একটা কথা–সংকেত শোনার পর তুমি একমুহূর্তও দেরী করবে না। বিদ্যুৎ গতিতে গাড়ি ছোটাবে। এ ব্যাপারে যেন কোনরকম ভুলচুক না হয়।

কিটসন বললো, কিন্তু সংকেতটা কি, সেটা তোবললেনা। কি করে বুঝবো কখন গাড়ি ছোটাতে হবে?

চিন্তায় মরগ্যানের ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত হলো, আমার মনে হয় রাইফেল রা রিভলবারের শব্দ তুমি অতি সহজেই শুনতে পাবে। যদি সে ধরনের গুলি গোলার ব্যাপার না ঘটে। তবে আমি বাঁশীবাজিয়ে তোমাকে সংকেত পাঠাবো। বাঁশীর একটানা সংকেত শোনামাত্রই তুমি তোমার কাজ শুরু করবে। কেমন?

গভীরভাবে কিটসন বললো, তোমার কি ধারণা যে রিভলবার বা রাইফেল ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে?

মরগ্যান কাধ ঝাঁকালো। কি জানি! আগে থাকতে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে আমার ধারণা, সেরকম ঘটনা ঘটতেও পারে।

মরগ্যান ব্লেকের দিকে একঝলক দেখে আবার বললো, সে যাই হোক, মোট কথা বাঁশীর শব্দ শুনলেই তুমি চলে আসবে। জিপো, তোমার কাজটা খুবই সহজ মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার শেষের কাজটুকু হয়ে দাঁড়াবে সবচেয়ে কঠিন কথাটা মনে রেখো।

অস্বস্তিভরে জিপো ঘাড় নাড়লো। তবে কোনোরকম মারপিটের ঝামেলায় জড়াতে হবে না দেখে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আর তাছাড়া সে যখন মরগ্যানের প্রধান কারিগর, তখন যন্ত্রপাতির কাজ ছেড়ে সে কেন যাবে সাধারণ হাতাহাতির মধ্যে তার কাজ হচ্ছে ট্রাকের তালা খোলা, ব্যস।

মরগ্যান কিটসনকে বললো, তোমাকে কি করতে হবে–এখন বুঝতে পেরেছ?

কিটসন নিজেকে খুনের দায়ে জড়ানোর ভয় থেকে বাঁচাতে পেরে আশ্বস্ত হলো।

এবার তাহলে জিনির কথায় আসা যাক। ট্রাকটা বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তুমি গাড়ি নিয়ে এজেন্সির দরজার কাছে অপেক্ষা করবে। ট্রাকটা রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলেই তুমি ওটাকে সাবধানে অনুসরণ করবে। ড্রাইভার যেন তোমাকে দেখতে না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। ট্রাকটা যখন মাঝারি রাস্তায় পড়বে, তখন তুমি ওটার ঠিক পেছনে গিয়ে হাজির হবে। ঘন ঘন হর্ন বাজাতে থাকবে। তোমাকে যাবার রাস্তা দিতে ট্রাকটা একপাশে সরে যাবে। এরপর তোমাকে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে। অর্থাৎ ট্রাক ড্রাইভার যেন তোমাকে মনে রাখে। অতএব যখন ট্রাকের পাশ কাটাবে, তখন খুব জোরে হর্ণ বাজাবে। চাই কি ড্রাইভারের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু–চার বার হাতও নাড়বে। তারপর তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দেবে। আমি চাই, ঐ ড্রাইভার যেন মনে করে তোমার ভীষণ তাড়া আছে। তুমি যদি ঠিক সময়মতো ট্রাকের পাশ কাটাতে পারো, তবে সামনে তখনও মাইল খানেক রাস্তা পাবে। যে গাড়িটা তোমাকে এনে দেবো সেটা ঘন্টায়, কমকরে একশো মাইল দৌড়বে–সুতরাং তুমি যতো জোরে পারো গাড়ি ছুটিয়ে যাবে। যাতে টমাস আর ডাকসন বলাবলি করে যে, মেয়েটা একটা দুর্ঘটনা না করে বসে। আশা করি তুমি আমার মতলব বুঝতে পেরেছো?

জিনি সম্মতি জানালো।

কাঁচা সড়কের বাঁক ঘুরতেই ওরা আর তোমাকে দেখতে পাবেনা। কিন্তু তাই বলে তুমি গাড়ির গতি কমাবে না। দুর্ঘটনার কোনো ভয় নেই। কারণ মুখোমুখি আসা কোনো গাড়ির তুমি দেখা পাবেনা। অর্থাৎ কিটসন ততক্ষণে কাঁচা সড়কের অপর প্রান্তে প্রবেশ নিষেধপথ নির্দেশ লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও তুমি সাবধানে থাকবে। যাতে কোনো বিপদ না হয়। আমরা শাবল নিয়ে তোমার জন্য বিপজ্জনক বাঁকের মুখেই অপেক্ষা করবো।

এড ও আমি গাড়িটাকে উলটে ফেলে দেবো রাস্তার ধারের গর্তে। ট্রাকটা এসে পৌঁছবার আগে দৃশ্যসজ্জার জন্য আমরা মোটামুটি পনেরো মিনিট সময় পাবো। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে, কতত জোরে তুমি গাড়ি চালাতে পার তার ওপর। দুর্ঘটনার দৃশ্যটাকে বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তব করে তোলার জন্য তোমার গাড়িতে আমরা আগুন ধরিয়ে দেবো। পেট্রল-ট্র্যাঙ্কে ডোবানোর জন্য একটা লম্বা, ছেঁড়া কাপড় আমাদের দরকার পড়বে। কাগজে কাপড়ের টুকরোর কথা লিখেনাও। মরগ্যান কিটসনের দিকে ঘুরলো– তুমি যাবে ডুকাসের একটা মাংসের দোকানে। সেখান থেকে বোতল দুয়েক শুয়োরের রক্ত নিয়ে আসবে। রক্ত কেনার কারণ বলে দিও তোমার বাগানের কাজে লাগবে। জিনি, তুমি সঙ্গে করে আর এক প্রস্থ পোশাক নিও। কারণ তোমার পরনের পোশাক রক্তে একেবারে ভর্তি করে দেওয়া হবে। আমি চাই ট্রাক থামিয়ে টমাস ও ডার্কসন মনে করুক, তুমি অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তোমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে ওরা ট্রাক ছেড়ে নামতে আর দেরী করবে না। একটু হেসে মরগ্যান প্রশ্ন করলো, কোনো প্রশ্ন আছে?

জিনি বললো, না। এখন পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।

আচ্ছা, তাহলে রক্ত সমুদ্রের মাঝে অচেতন হয়ে তুমি পড়ে রয়েছে। গাড়িটা রাস্তার ধারে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এড ও আমি ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে–এডের হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। ট্রাকটা এসে এই দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে থামলো। এইখানে কিছুটা আমাদের আন্দাজের ওপর চলতে হবে। এবং এর পরবর্তী কাজগুলো অবস্থা বুঝে করতে হবে। কারণ জিনিকে পড়ে থাকতে দেখে টমাস এবং ডার্কসন ঠিক কি করবে বলা মুশকিল। তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে জিনির ওপর দিয়ে তারা ট্রাক চালিয়ে যাবেনা। সুতরাং ওরা থামবে। হয়তো দুজনে নেমে অবস্থাটা ভালো করে বুঝতে চাইবে। আমার ধারণা প্রহরীটা এগিয়ে যাবে জিনির দিকে। আর ড্রাইভার ট্রাকেই বসে থাকবে। তাহলে ডার্কসন যেই জিনির ফুট খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে। অমনি ট্রাকের পেছন দিক থেকে আমি এগিয়ে আসবো। এড তখন তার লুকোবার জায়গা থেকে ডার্কসনকে লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করে রাখবে। ডাকসন যেই জিনির ওপর ঝুঁকে পড়বে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হবো ট্রাকের জানলার কাছে ড্রাইভারের মুখে রিভলবার ঠেসে ধরবো। এবং একই সঙ্গে জিনি ডার্কসনের পেটে বন্দুক চেপে ধরবে।

মরগ্যানের দিকে ওরা চারজন একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

এরপর কি ঘটবে, সে সম্বন্ধে আমার ধারণাও তোমাদেরই মতো। হয় টমাস ও ডার্কসন আত্মসমর্পণ করবে, নয় তো গোলমাল বাধাতে চাইবে। সুতরাং আমাদের সবরকম পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। ডার্কসনের কোনোরকম বেচাল দেখলেই এড ওকে গুলি করবে। টমাসের ক্ষেত্রে আমাকেও ঐ একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মানে, পুরো ব্যাপারটাই একটা সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করছে। তবে যাই ঘটুক না কেন,

টমাসকে আমি বোতাম টিপৰার সময় দিচ্ছি না। তোমরা প্রত্যেকে যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারো তবে বিপদের কোনো কারণ নেই। মরগ্যান ব্লেকের দিকে তাকালো।

যদি একান্তই তোমাকে রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ ডার্কসন খুব বেশি হলে তোমার থেকে মাত্র বিশ ফুট দূরে থাকবে, আর তোমার হাতে থাকবে, স্বয়ংক্রিয় রাইফেলতা দিয়ে একশো গজ দূরের একটা মানুষকেও মেরে ফেলা যায়। তবে মনে রাখবে রাইফেল যেন একবারের বেশি ব্যবহার করতে না হয়। স্থির এবং নিশ্চিত গুলি করবে।

সে বিষয়ে আমার কোনো ভুল হবে না।

আচ্ছা, তাহলে টমাস, ডার্কসনকে কুপোকাত করে আমি বাঁশীতে ফুঁ দেব। তুমি আমাদের থেকে শপাঁচেক গজ দূরে থাকবে। কিটসন, বাঁশীর শব্দের জন্য একমনে কান পেতে অপেক্ষা করবে। সংকেত শোনামাত্রই ঝড়ের গতিতে গাড়ি নিয়ে ছুটে আসবে।

কিটসন ঘাড় নাড়লো। এরপর আমাদের খুব.তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। কিটসন গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যারাভানটাকে ট্রাকের সামনের দিকে মুখ করে রাখবে। আমি ট্রাকটা চালিয়ে ঢালু পাটাতন বেয়ে ক্যারাভানে ঢুকিয়ে দেবো। জিনি, তুমি ঐ সময়ের মধ্যে তোমার পোষাক চটপট পাল্টে নেবে। এড শাবল দুটো এবং রাইফেলটা নিয়ে ক্যারাভানে ঢুকিয়ে রাখবে। তারপর ট্রাকে আমার পাশে এসে বসবে। আর জিনি ও কিটসন বসবে বুইকে–পাশাপাশি। কিটসন আবার ঘুরিয়ে যেদিক থেকে ট্রাকটা এসেছে সেদিকে ছুটবে।

ততক্ষণে জিপো রাস্তা ধরে আমাদের দিকে হেঁটে আসছে। অতএব অতি সহজেই আমরা ওকে ক্যারাভ্যান খুলে ট্রাকের ভেতর তুলে নেবো।

তাহলে কিটসন আর জিনিরইলোবুইকে। আর আমরা তিনজন রইলাম ক্যারাভ্যানের ভেতরে দাঁড়ানো ট্রাকের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্তরালে। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বড় রাস্তার দিকে ছুটবো। তা বলে কিটসনকে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হবেনা। ভাগ্য সহায় থাকলে আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যেই বড় রাস্তায় গিয়ে পড়বো। ঐ সময়ের মধ্যে এজেন্সিজানতে পারবে তাদের ট্রাক মাঝ রাস্তায় গায়েব হয়ে গেছে। প্রথমে হয়তো ওরা ভাববে ট্রাকের ট্রান্সমিটার কোনো অজ্ঞাত কারণে খারাপ হয়ে গেছে। তাই হয়তো রিসার্চ স্টেশনে খোঁজ করবে। আমার অনুমান, এই ট্রাক উধাও হওয়ার ব্যাপারে বিস্ফোরণ ঘটতে সময় লাগবে মোটামুটি আধঘণ্টা। বড় রাস্তায় পড়ে কিটসন তিরিশ মাইলের বেশি জোরে গাড়ি ছোটাবেনা। আর ঐ সময়ে রাস্তায় গাড়ি–টাড়ির ভিড়ও। থাকবে প্রচুর সুতরাং এই ক্যারাভ্যানটার কথা কারো মনেও আসবে না। বিশেষ করে লোকে যখন দেখবে নববিবাহিতা স্বামী–স্ত্রী ছুটি কাটাতে চলেছে। এ পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

কিটসন হাতে হাত ঘষে বললো, কিন্তু ড্রাইভার এবং রক্ষীর কি হবে? ওদের কী আমরা ঐ বাঁকের কাছেই রেখে আসবো?

মরগ্যান বিব্রতভাবে বললো, ও নিয়ে শুধু শুধু তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এড এবং আমি ওদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো।

কিটসন ঘামতে লাগলো। টমাস ও ডার্কসনকে যে নৃশংসভাবে খুন করা হবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ওরা তো ক্যারাভ্যানটা দেখবে। এমন কি আমাদের চেহারার বর্ণনাও পুলিশের কাছে দেবে–বলবে ট্রাকটা আমরা ক্যারাভ্যানে লুকিয়ে রেখেছি। কিটসন টমাস ও ডার্কসনের ব্যবস্থার ব্যাপারটা খোলাখুলি ভাবে মরগ্যানের মুখ থেকে শুনতে চায়।

মরগ্যান বিরক্ত হয়ে বললো, সেটা যাতে না হয় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে, তাই না? অতএব তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি আর এড এদিকে খেয়াল রাখবো। ঠিক আছে?

কিটসন জিনির দিকে তাকিয়ে ওর নির্বিকার মুখভাব দেখে তার আতঙ্ককে আরো বাড়িয়ে তুললো। তার মনের ভেতরে চিৎকার করে কে যেন বললো, সাবধান আলেক্স, ভালো চাও তো এখনো এসব ছেড়ে সরে এসো। কিটসন বুঝল, এই ট্রাক লুঠের চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু। এর শেষ অধ্যায় রক্তিম অধ্যায়। একজন অন্ধও এটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। কারণ টমাস ও ডার্কসনকে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে আসার সাহস তাদের নেই। ...হঠাৎমরগ্যানের কণ্ঠস্বরে, কিটসনের সম্বিত এলো—

তোমাদের যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি আবার শুরু করছি।

কাঁপা স্বরে জিপো বললো, দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক। ব্যাপারটা যেন আমার কাছে কেমন কেমন ঠেকছে। আমি তোমার কাছে সোজাসুজি জানতে চাই : টমাস ও ডার্কসনের তোমরা কি ব্যবস্থা করবে? কি করে তোমরা নিশ্চিত হবে যে ওরা পুলিশের কাছে মুখ খুলবে না?

মরগ্যানের চোয়ালের রেখা কঠিন হলো দাঁত খিঁচিয়ে বললো, তোমাকে কি জিনিসটা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে? কি করে লোকের মুখ বন্ধ করতে হয় তা তুমি জানোনা, ন্যাকা? শোনো জিপো, তুমি আর আলেক্স সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছেয় আমার স্বপক্ষে ভোট দিয়েছে। তবে আগে আমি তোমাদের বারবার সাবধান করে দিয়েছিলাম বলেছিলাম এ কাজে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে। চাই কি গরম চেয়ার পর্যন্তও ব্যাপার গড়াতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তেই তোমরা এ কাজে সম্মত হয়ে আমার পক্ষে ভোট দিয়েছিলে। অতএব কি পন্থায় টমাস ও ডাকসনের মুখ বন্ধ করবো সে নিয়ে এখন আর ন্যাকামী কোরো না। তুমিও যেমন জানো, তেমনি আমিও জানি কিভাবে মানুষের মুখ বন্ধ করতে হয়। কিন্তু তোমাকে তো আমি সে কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি না। আমি আর এড যেচে সে ঝুঁকি নিচ্ছি। সুতরাং তুমি যদি এখন দলছুট হরার মতলবে থাকো, তো ভীষণ ভুল করবে। আমরা সবাই একসঙ্গে জলে নেমেছি। ডুবলে সবাই একসঙ্গেই ডুববো। তোমার আর কিটসনের হঠাৎ ধম্মোভাব জেগেছে বলে কাজ ভেস্তে দেবো, অতো বোকা আমি নই। বুঝেছো?

কয়েকবার ঢোক গিললো জিপো। মরগ্যানের নৃশংসতার ভাব দেখে তার মনে হলো, দ্বিতীয়বার যদি প্রতিবাদ করা হয় মরগ্যান তাকে কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলতে একটুও দ্বিধা করবে না।

জিপো মৃদুস্বরে বললো, ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে।

আলবাৎ তাই হবে। বলেই মরগ্যান এক ঝটকায় কিটসনের দিকে ঘুরে, তুমি কি বলল?

মরগ্যানের চেয়ে কিটসন জিনিকে বেশি ভয় করে। কারণ এই চরম মুহূর্তে পরাজয় স্বীকার করলে জিনির কাছেহবে উপহাস্যাস্পদ। তাছাড়া একটা মেয়ের কাছে সেহার স্বীকার করতে পারবে না।

কিটসন বললো, আমি এমনিই একটা প্রশ্ন করেছি। তার জন্যও কি আবার জবাবদিহি করতে হবে না কি?

আশা করি তোমার প্রশ্নে উত্তর তুমি পেয়ে গেছে? যদি আর সময় নষ্ট করতে না চাও, তাহলে আবার বলতে শুরু করি?

উত্তেজনায় কিটসনের মুখ লাল, বলল।

বড় রাস্তায় পড়ে আমরা সোজা ছুটবো ফন–হ্রদের দিকে। কারণ, সেখানে একটা ক্যারাভ্যানের ঘাঁটি আছে। আমরা সেখানেই আমাদের ক্যারাভ্যানটা রাখবো। দুশো ক্যারাভ্যানের মধ্যে ওটাকে খুঁজে বের করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়–সন্দেহ করা তো দূরের কথা দুপুরের মধ্যেই আমরা ফন হ্রদে পৌঁছে যাবো। সেখানেদের চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর রয়েছে–কিটসন সেরকম একটা ঘর ভাড়া করবে। ভাড়া নেওয়া ঘরটার কাছেই তুমি ক্যারাভ্যানটা রাখবে। এবং তুমি আর জিনি নতুন বিয়ে করা বর বউয়ের অভিনয় করবে। সাঁতার কাটবে, মাছ ধরবে। ঘুরে বেড়াবে–অর্থাৎ চুটিয়ে আনন্দ করবে। অন্যান্য লোকেরা যেন বুঝতে পারে তুমি মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এখানে এসেছে। এবং তোমরা নিজেদের মধ্যেই সর্বক্ষণ থাকতে চাও। তুমি যখন এই ধরণের পরিবেশ তৈরী করেছে, তখন আমি, জিপো ও এড ট্রাকটা নিয়ে পড়বো–

ব্লেক উত্তেজিত স্বরে, চেঁচিয়ে উঠলো, আশ্চর্য ফ্র্যাঙ্ক! কিটসন শালা দেখছি দিব্যি আরামের কাজ নিয়েছে! খালি ফুর্তি আর ফুর্তি!

উত্তেজিত রক্তিম মুখে কিটসন হাত মুঠো করে এগিয়ে এলোরাগে চোখ জোড়ায় যেন আগুন জ্বলছে।

মরগ্যান রুক্ষস্বরে, থামোমরগ্যানের রুষ্ট আদেশে কিটসন থামলো। –শোনো এড, তোমাকে আবারও বলছি। আমরা এই কাজটা দলগতভাবে করছি। কিটসনের কাজ গাড়ি চালানো এবং যৎসামান্য অভিনয় করাও দুটো কাজ ও আমাদের চেয়ে ভালোই পারে। অতএব তুমি কথায় কথায় ওকে নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা করা ছাড়ো। নয়তো শেষে আমরাই বিপদে পড়বো। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এই খেয়োখেয়ি দেখতে দেখতে আমার ঘেন্না ধরে গেলো। এক জিনিই যা চুপচাপ থাকে। এ কাজটা যদি আমাদের সত্যিই মতলব মাফিক হাসিল করতে হয়, তাহলে এই ছেলে মানুষিগুলো পকেটে পুরে রাখো। এ কথা আমি আর বলবো না–সেটা বুঝে চুপচাপ থাকো।

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকালো–আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। ওঃ, একটা সামান্য মন্তব্য করলেও দেখছি বিপদ।

মরগ্যান আবার বলতে শুরু করলো, ক্যারাভ্যান ফন হ্রদে গিয়ে থামামাত্রই জিপো ওর কাজ শুরু করবে। অবশ্য ক্যারাভ্যানের ভেতর ঐ অল্প জায়গায় এবং ভ্যাপসা গরমে ট্রাকের তালা খোলা সহজ হবে না, কিন্তু আমরা নিরুপায় জিপো, ওটুকু কষ্ট তোমাকে করতেই হবে। আমি আর এড ট্রাকের ভেতরে থাকবোতোমারই সুবিধের জন্য।

আমাদের তিনজনকেই একটু বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে, কারণ অন্ধকার নেমে আসার আগে আমরা ক্যারাভ্যান থেকে বেরোতে পারছি না। রাত হলেই আমরা ক্যারাভ্যান ছেড়ে ঘরে ঢুকবো, কিন্তু সকাল হওয়া মাত্রই সকলের অলক্ষ্যে আবার ক্যারাভ্যানে ফিরে আসবো। কেউ যাতে আমাদের দেখতে না পায়। জিপো যদি মনে করে তালা খোলার কাজ অল্প সময়ে হবে না তাহলে হয়তো আমাদের ফন হ্রদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে সম্ভবতঃ পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে। কিন্তু সেটা এড়াতে পারলেই খুশী হবো। কারণ পাহাড়ী রাস্তায় বুইকের পক্ষে বোধহয় ক্যারাভ্যানটিকে টেনে তোলা সম্ভব হবে না...তার ওপর গাড়ি যদি বিগড়ে যায় তাহলেই তো চিত্তির। জিপোর দিকে তাকিয়ে মরগ্যান, কোনো প্রশ্ন আছে?

জিপো বললো, তার মানে ট্রাকের ভেতরে বসেই আমাকে ক্যারাভ্যানের ওপর কাজ চালাতে হবে। তাহলে তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করা মুশকিল হবে। প্রথমতঃক্যারাভ্যানের পর্দার ভেতর দিয়ে সেই আগুন কেউ দেখে ফেলতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ, ক্যারাভ্যানে আগুন লেগে যাবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

হয়তো তোমাকে ঐ অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে নাও হতে পারে। সময়-নির্ভর তালাটা যে ঐ সময়ের মধ্যে খুলে যাবেনা তাই বা কে বলতে পারে? অথবা কম্বিনেশন নম্বরটাও হয়তো অতি সহজেই তুমি বের করে ফেললে, তখন?

মরগ্যানের কথার সমর্থনে জিপো ঘাড় নাড়লো।

মরগ্যান টেবিল থেকে নেমে হাত পা ছাড়িয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সজীব করতে চাইলো, তাহলে এই হলো আমাদের মোটামুটি পরিকল্পনা। এতে কোনোরকম সম্ভাবনাকেই আমরা বাদ দিইনি, কিন্তু তবুও এটা নিখুঁত হয় নি। কোনদিন কোনো পরিকল্পনা নিখুঁত হয় না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত–ট্রাকটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে আমরা অতি সহজেই দিনের পর দিন লুকিয়ে রাখতে পারবো। ক্যারাভ্যানের সমুদ্রে কোনো একটা বিশেষ ক্যারাভ্যানের ভেতর ট্রাকটার অবস্থিতির কথা কেউ ধারণাতেই আনতে পারবেনা। আমাদের প্ল্যানের এটাই হলো সবচেয়ে মার কাটারি অংশ। জিনি, এর জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার এই মতলবটা এককথায় অপূর্ব।

যার যা কাজ সে তা ঠিকমতো করলেই আমাদের কাজ চোখ বুঝে হাসিল হবে–জিনির অকম্পিত কণ্ঠস্বরে নেই কোনো উচ্ছলতা।

মরগ্যান ঘড়ি দেখে বললো, আমার তাই মনে হয়। এড, তুমি আর কিটসন জিপোর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো–গাড়ি রাখবার জায়গাগুলো একবার চক্কর মেরে এসো। একটা স্পোর্টসকার আমার আজ রাতেই চাই। গাড়িটা পেলেই জিপোর এখানে নিয়ে আসবে। জিপো ওটার রং পাল্টে নতুন রং করে দেবে। যাও, বেরিয়ে পড়ো।

কিটসন বিরক্তির সঙ্গেই রাজি হলো। বলাবাহুল্য ব্লেকের সঙ্গই তার যতো বিরক্তির কারণ। কিন্তু তবু সে রাজি হলো। মাথা নীচু করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

ব্লেক শিস দিতে দিতে ওকে অনুসরণ করলো। জিনিকে পাশ কাটাবার সময় অর্থবহ ভাবে সে চোখ টিপলো। জিনি শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

লিংকনে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ ওরা পেলো।

মরগ্যান জিনিকে বললো। জিনি, তোমাকে যা করতে হবে তা হলো খাবারের ব্যবস্থা। গোটা দুয়েক বাক্স কিনে তাতে টিনে ভরা খাবার কিনে নিও। কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে, যা যা দরকার মনেকরো, বুঝে শুনে কিনে রেখো–আর হ্যাঁ, দু বোতল স্কচ কিনতে ভুলোনা যেন। যাও, তোমার আর কোনো কাজ নেই। শুক্রবার সকাল আটটার সময় আবার দেখা হবে–কেমন?

ঠিক আটটার সময়। প্যাড থেকে লেখা দুটো পৃষ্ঠা ছিঁড়ে মরগ্যানকে দিলো। সে কাগজ দুটো এক পলক দেখে পকেটে রাখলো।

বাইরে তো এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। বলো তো তোমাকে আমার গাড়িতে পৌঁছে দিই? মরগ্যান বললো।

জিনি প্লাস্টিকের বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে–না তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বাসেই যেতে পারবো। হঠাৎই মরগ্যানের চোখে চোখ রেখে–তোমার ধারণা একাজে আমরা জিতবোই, তাই না?

হা, কিন্তু তোমারও তো ঐ একই বিশ্বাস?

ইতস্ততঃ করে জিনি মাথা নাড়লো, হুঁ। আচ্ছা, তাহলে চলি–দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছে জিপো। শুধু দু লক্ষ ডলারের লোভ এবং মরগ্যানের নীরব শাসানি তার মুখ বন্ধ করেছে। এখন তার ভয় হচ্ছে, যদি তাদের কোথাও ভুল হয়ে যায়? যদি সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে? ওঃ ভগবান। তার মা শুনলে কি ভাববে?

জিপোর কাঁধে মরগ্যান আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত রাখলো–ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জিপো। আর মাত্র এক সপ্তাহ–তারপরই তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। দু লক্ষ ডলারের জন্য এর চেয়েও বিরাট ঝুঁকি নেওয়া যায়, তাই না? যাকগে, কাল সকালে আমি আবার আসবো। ক্যারাভ্যানের ওপর তোমার কাজ দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। যাও, একটু গলা ভিজিয়ে নাও–এতো মুষড়ে পড়ার কি আছে? ...আচ্ছা, তাহলে চলি–জিপোর পিঠে বার দুয়েক মৃদু চাপড় মেরে মরগ্যান চলে গেলো।

গমন্ট সিনেমার কাছাকাছি বিশাল গাড়ি রাখার জায়গা লক্ষ্য করে গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের মনের ভেতর একসুপ্ত দ্বন্দ্বের আভাস পেলো কিটসন। এই বিপজ্জনক কাজে সাফল্য লাভের আশা সে করছে না। বরং সে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়তে চলেছে। এ কাজ থেকে সে পেছিয়ে আসতো, যদি না মরগ্যান তার ভূমিকা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করতো। জিনি ও সে স্বামী–স্ত্রীর অভিনয় করবে। তাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। ঘুরতে হবে...তারা সাঁতার কাটবে, মাছ ধরবে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে দেবে। আর জিনি অভিনয়ের ব্যাপারে যেমন বাস্তবঘেঁষা, তাতে ঐকটা দিন ও এড়িয়ে চলবেনা কিটসনকে। তাছাড়া জিনি নিখুঁত অভিনয় করতে ভালবাসে।

সুতরাং জিনির সঙ্গলাভ তার মনের আশঙ্কাকে একেবারে মুছে দিলো। নাঃ, জিনির সঙ্গলাভের সুযোগ সে ছাড়তে পারবে না।

ব্লেক লিংকনে কিটসনের পাশাপাশি বসেছিল। হঠাৎবললো, শোনো আলেক্স, তোমাকে আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা ভাল–জিনিকে নিয়ে যেন বেশি স্বপ্ন দেখোনা। ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এই কাজের ঝামেলা মিটে গেলে আমরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বো–ঘুরে আসবো প্যারিস, লন্ডন–নানান দেশ। তাই তোমাকে আগেই বলে রাখলাম।

কিটসন আরেকটু হলেই একটা ট্রাকের গায়ে ধাক্কা মারছিলো। চৌমাথায় লাল আলোর সংকেত দেখে সে গাড়ি থামালো। সে আগুন ঝরা চোখে ব্লেকের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে গর্জে উঠলো–তুমি মিথ্যে কথা বলছো! তোমার মতো একটা গাড়োলের সঙ্গে জিনি কখনো কোথাও যাবে না। অতএব, ফালতু তাপ্পি দিয়ে লাভ নেই।

তার টোপ ফেলা সফল হয়েছে জেনে ব্লেক হেসে উঠলো–তাই নাকি? তাহলে ঐখানেই তুমি ভুলটা করেছে, জ্ঞানদা সুন্দরী। জ্ঞান দানের অভ্যেসটা তোমার সাধারণ বুদ্ধিকে ভোতা করে দিয়েছে। আমার সঙ্গে না যাওয়ার কোনো কারণ আছে কি? তবু আমি কিছু লেখাপড়া জানি, তোমার তোক অক্ষর গো মাংস। আর...তাছাড়া ঐ পেটেন্ট নাক নিয়ে তুমি জিনির সঙ্গে প্যারিসে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখোজঁ!

ব্লেকের তাচ্ছিল্যের হাসিতে কিটসন উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, নামো বলছি। নইলে এক

ব্লেকের জিভে হঠাৎ জেগে উঠলো ক্ষুরের ধার তোমার জায়গায় আমি হলে মোটেও সে চেষ্টা। করতাম না, সেদিন আচমকা ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আমি ঠিক প্রস্তুত হতে পারি

নি। কিন্তু আলেক্স, সে চেষ্টা এখন কোরো না–একটি ঘুষিতে তোমার দাঁত কটা উপড়ে ফেলে দেবো।

বিদ্যুৎগতিতে কিটসন পাশ ফিরলো...কিন্তু সেই মুহূর্তেই পেছন থেকে ভেসে এলো অধৈর্য হর্নের শব্দ। সামনে চেয়ে দেখে লাল আলো সবুজে পরিণত হয়েছে। কিটসন সম্বিত ফিরে পেলে লিংকন আবার চলতে লাগলো।

ব্লেক কিটসনকে রাগাতে পেরে খুশী হলো। হ্যাঁ–যা বলছিলাম...সেদিন জিনির সঙ্গে গল্প করছিলাম, তা কথায় কথায় প্যারিসের গল্প উঠলো। তুমি তো জানো আমি বছর দুয়েক আগে প্যারিসে গিয়েছিলাম। জিনি বললো, ওর প্যারিসে যাবার খুব শখ। তখন–

দয়া করে চুপ করো। নইলে গাড়ি থামিয়ে তোমাকে চুপ করাতে হবে দেখছি!

ঠিক আছে, ঠিক আছে–তোমাকে শুধুমনে করিয়ে দিতে চাইছি, যে জিনির ওপর প্রথম দাবিটা আমার। তুমি তো আবার ওর স্বামীর অভিনয় করছে। সুতরাং তখন যদি এ কথাটা ভুলে যাও তাহলে গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে।

একটা বিরাট গাড়ি রাখবার জায়গার কাছে এসে হঠাৎই যেন কিটসন মুষড়ে পড়লো। জিনির মতো মেয়ের পক্ষে ব্লেকের মতো বদমাইশ লোকের ফাঁদে পা দেওয়া সহজ। তার ওপর ব্লেক হয়তো প্যারিসের ব্যাপারটা বানিয়ে বলছেনা। এই আকস্মিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়ে কিটসন যেন হোঁচট খেলো।

কিটসন ব্লেকের সঙ্গে মুখোমুখি দ্বৈরথে নিজের জয় সম্পর্কেও তেমন স্থির নিশ্চিত নয়। প্রথমতঃ ব্লেক তার চেয়ে ওজনে চোদ্দ পাউন্ড বেশি এবং তার স্বাস্থ্যও খারাপ নয়। একবার এক ঘরোয়া মারপিটের সময় ব্লেকের লড়াই কিটসন দেখেছিলো। ওর লড়াইয়ের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী কিটসনকে অবাক করেছিলো। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর জন্য যে কোনো কুটিল উপায় অবলম্বন করতে সে দ্বিধা করে না। উপরন্তু তার নৃশংস, নিষ্ঠুর লড়াইয়ের পদ্ধতি তো আছেই।

গাড়ি রাখার জায়গায় কাছে ওরা থেমে দেখলো, গাড়ি পাহারা দেবার কোনো লোকই সেখানে নেই। লম্বা লম্বা দুটো সারিতে গাড়িগুলো পর পর দাঁড়িয়ে আছে।

ব্লেক গাড়ি থেকে নেমে তুমি ও পাশের সারিটা দেখতে থাকো, আমি এ পাশেরটা দেখছি। যদি পছন্দমত মালের সন্ধান পাও, শিস দিয়ে জানাবে।

গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে দুজনে আলাদাভাবে এগিয়ে চললো। কিটসনের চোখ গাড়ির ওপর নিবদ্ধ হলেও মনে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাট।

ব্লেকের কথা মিথ্যে ভাবলেও কিটসনের মনে কোথায় যেন একটা অস্বস্তির কাটা খোঁচাতে লাগলো। সত্যিই কি জিনি ব্লেকের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? বু ভালো, সে যে অন্ততঃ দু তিনটে দিন ওর সঙ্গে একান্তে কাটাতে পারবে–এবং তখনই সে একবার শেষ চেষ্টা করবে। জিনি যদিও বড় কঠিন, তবুও হাল ছাড়তে সে রাজি নয়। মাঝে মাঝে জিনির নির্বিকার, অচঞ্চল অভিব্যক্তি তাকে সন্দেহ গ্রত করে তুলেছে। জিনির মন জয় করা আদৌ কোনো পুরুষের পক্ষে কি সম্ভব?

কিটসন একটা এম. জি. স্পোর্টস কারের সামনে এসে থমকালো। একটা ক্যাডিলাক এবং জাগুয়ারের ফাঁকে ছোট্ট গাড়িটা দাঁড় করানো।

এইরকম একটা গাড়িই তাদের প্রয়োজন। কিটসন আড়চোখে এপাশ ওপাশ দেখে সতর্কভাবে গাড়িটার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

একটা ছোট টর্চ ছিলো কিটসনের। সেটা জ্বালিয়ে সে গাড়িটা ভালো করে পরীক্ষা করলো। একটু খুঁজতেই গাড়ির চাবিটা পেয়ে গেলো। সুতরাং শিস দিয়ে সে ইশারা করে ব্লেককে ডাকলো। কিটসনের ডাকে ব্লেক এলো।

কিটসন বললো, মনে হচ্ছে এই গাড়িটায় কাজ হবে। এই যে গাড়ির চাবি।

ব্লেক গাড়িটা দেখে ঘাড় নাড়লল, , চলবে। তা তুমি দেখছি দিনকে দিন সেয়ানা হচ্ছে, ব্যাপারটা কি? যাও–তাহলে গাড়িটা জিপোর কারখানায় পৌঁছে দাও। কারণ প্রথমতঃ তুমি গাড়ি চালানোয় দিগগজ, তার ওপর খুব একটা ভারী কাজের দায়িত্ব তোমার ওপর পড়েনি। সুতরাং এই যৎকিঞ্চিৎ ঝুঁকির কাজটুকু তোমাকে করতেই হবে। তারপরে না হয় জিনির সঙ্গে ঢলাঢলি কোরো।

কিটসনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। কোনোরকম ভাল মন্দ না ভেবেই ব্লেকের মুখে এক ঘুষি চালালো।

ব্লেক আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলো। পলকের মধ্যে সে মাথা হেলালো বাঁ দিকে। কিটসনের ঘুষি লক্ষ্যহীন অবস্থায় তার কাধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। কিটসন ভারসাম্য

হারিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ব্লেকের ডানহাতি জোরালো ঘুষি আলেক্সের তলপেটে আছড়ে পড়লো। ব্লেক ইচ্ছে করেই সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষি মারলো কিছুটা প্রতিহিংসাবশতঃ কিছুটা আত্মরক্ষার প্রয়োজন। সংঘর্ষের আকস্মিকতায় কিটসন মুহূর্তের জন্যে পঙ্গু হয়ে পড়লো। সে প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো।

কিটসন বহুদিন যাবৎ মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় কিছুটা ধীরগতি হয়ে পড়েছে। শরীরের পেশী শ্লথ হয়ে পড়েছে। তাই ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগলো।

নৃশংস হাসিতে ব্লেক–এক মাঘে শীত যায় না চাঁদু। তাই আজ সুদে আসলে তোমার সেদিনকার বেইজ্জতি ওয়াপস করলাম। এরপর আর বেশি পায়তারা করলে নিজেই বিপদে পড়বে। যাও, চটপট গাড়িটা নিয়ে কেটে পড়ো। জিপো হয়তো অপেক্ষা করছে।

কথাটা শেষ করেই ব্লেক লিংকন চালালো। কিটসন তখনও একইভাবে বসে তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট ফুসফুসে হাওয়া টানার চেষ্টা করছে।

অবশেষে সে কোনরকমে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। টলায়মান পদক্ষেপে সে এম. জি স্পোর্টস কারে গিয়ে উঠলো। পরাজয়ের গ্লানি তার সারা শরীরে একটা বিজাতীয় রাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। ইঞ্জিন চালু করে কিটসন বেরিয়ে পড়লো।

ব্লেকের চড় খেয়েছে বলতে গেলে গাল বাড়িয়ে–কিটসন নিজেকে ধিক্কার দিলো। তবে পরের বার আর সে সুযোগ দিচ্ছে না। লড়াই করার শখ চিরকালের জন্য মিটিয়ে দেবে।

কিটসন জিপোর কারখানা অভিমুখে গাড়ি ছুটিয়ে চলল।

দিনের পর দিন ব্লেক তাকে উপহাস করে এসেছে কিন্তু কিটসন জবাব দেয়নি।

কিটসন যখন এলোমেলোভাবে ভাবতে ভাবতে জিপোর কারখানার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন দলপতি ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান তার বুইক নিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে চলেছে।

আসল কাজের ভাবনায় মরগ্যান মগ্ন। এই কাজটাকে সে অন্য তিনজনের চেয়েও গভীরভাবে নিয়েছে–যেন এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তার জীবন–মরণের প্রশ্ন। অবশ্য কথাটা মিথ্যে নয়। তাই মরগ্যান তাদের পরিকল্পনাকে বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখেছে। বড় রাস্তায় গাড়ির সমুদ্রে গা ভাসিয়ে সে ভাবলো–এই আমাদের জীবনের শেষ কাজ।

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তায় এখনো জলের আস্তরণ। বুইকের হেডলাইটের আলো ভিজে রাস্তাকে যেন আয়না করে তুলেছে। সতর্ক হাতে গাড়ি ছুটিয়ে চললো মরগ্যান।

ঐ দশ লাখ ডলার হাতে পাওয়ামাত্রই তারা পাঁচজন যার যার ভাগের টাকা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরবে। নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা মরগ্যান আগেই করে রেখেছে। এই মুহূর্তে তার পকেটে মেক্সিকো যাওয়ার টিকিট রয়েছে। এই টিকিটের বিশেষত্ব হলো যে কোনোদিন, যে কোনো সময়ে, যে কোনো প্লেনে মরগ্যান মেক্সিকো যেতে পারবে। সেজন্য কিছু বেশি টাকা লেগেছে। মেক্সিকোর এক আধা গ্রাম, আধা শহরে সে একটা ভল্ট ভাড়া করে রেখেছে। তাতেই সে লুঠের টাকা রাখবে, তারপর শুরু হবে প্রতীক্ষা। যখন মরগ্যান বুঝবে ট্রাক লুঠের চাঞ্চল্য কমে এসেছে তখন দু লক্ষ ডলার দিয়ে ধীরে

ধীরে বন্ড কিনবে। সমস্ত টাকা যখন তমসুকে পরিণত হবে, তখন তাকে আর দেখে কে? এই পৃথিবীটাকে সে শুধু যে হাতের মুঠোয় পাবে তা নয়, পৃথিবী তখন থাকবে তার পায়ের তলায়।

মরগ্যান ভালোভাবেই জানে, এ কাজে সাফল্য ও অসাফল্যের সম্ভাবনা সমান–সমান–অর্থাৎ পঞ্চাশ–পঞ্চাশ।

মরগ্যানের চিন্তাধারা জিনির দিকে বাঁক নিলো। মেয়েটা তার সঙ্গে এক হয়ে মাথা খাটাচ্ছে ঠিক। কিন্তু একই সঙ্গে ও মরগ্যানের ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জিনি ট্রাকটাকে ফাঁদে ফেলা থেকে শুরু করে লুঠ করা পর্যন্ত যে পরিকল্পনা দাখিল করেছে তা অপূর্ব। কিন্তু জিনিরই যে সে মতলবটা, সেটা মরগ্যান কিছুতেই মানতে রাজি নয়। তাহলে, জিনির পেছনে কেউ কি আছে? নাকি কাউকে বৈঠকী চাল দিচ্ছে মেয়েটা?

মরগ্যান অবান্তর ভাবনাকে সরিয়ে রাখলো। কারণ পরিপাটি করা মতলবটা জিনিই তার হাতে তুলে দিয়েছে। তাতে মরগ্যান য়ে লাভবান হয় নি তা নয়। তাছাড়া এই কাজের সবচেয়ে কঠিন অংশের দায়িত্ব জিনি নিজে নিয়েছে। সুতরাং ওকে সন্দেহ করে লাভ কি?

মরগ্যান জিনিকে মন থেকে সরিয়ে, চিন্তিত মুখে আরো একবার পরিকল্পনার ছকে মন দিলো...

.

০৬.

জিপোর ঘুম ভাঙলো শুক্রবার ভোর ছটায়। গতরাতে সে ভালোভাবে ঘুমোতে পারে নি। সম্ভবতঃ অসহ্য মানসিক উৎকণ্ঠাই এই অনিদ্রার কারণ। সে বিছানা ছেড়ে ভোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দূরে ধূসর পাহাড়ের অন্তরাল থেকে ক্রমশঃ ভোরের সূর্য আত্মপ্রকাশ করছে।

দু ঘণ্টার মধ্যেই সেই কাজ শুরু হবে–যা নিয়ে একদিন তারা সর্বক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, আলোচনা করেছে–আজ থেকেই শুরু হবে পৃথিবীর চতুরতম এবং কঠিনতম তালার সঙ্গে জিপোর বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জিপে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলো। যদি সে পরাজিত হয়, তাহলে? মরগ্যানের ক্রোধোন্মত্ত রূপের কথা মনে পড়ায় সে শিউরে উঠলো।

উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে একটা টিনের গামলার দিকে এগিয়ে গেলো। গামলা থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলো। তারপর দাড়ি কামাতে গিয়েই সে বুঝলো তার হাত বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। গালে দু–এক জায়গায় রক্তও বেরিয়ে পড়লো। ট্রাকের সময়–নির্ভর তালা খোলার সময় তাকে ভীষণ সতর্ক হতে হবে।

কম্বিনেশন চক্রটাকে ঘোরাতে হবে এক চুল, এক চুল করে। কারণ কখন যে নম্বর মিলবে কেউ বলতে পারে না। সেই সময় যদি এভাবে তার হাত কাঁপে, তাহলে তো বিপদের কথা।

জিপো গভীর শ্বাস নিলো। নাঃ, এই উৎকণ্ঠা, উত্তেজনাকে যে করে হোক রুখতেই হবে। বরাবর সে তার অচঞ্চল, স্থির, দক্ষ হাতের জন্য গর্ব অনুভব করেছে। কিন্তু আজ তার শিল্পীসুলভ আঙুল, আস্থা এবং আশ্বসময় হাত–সব কি ম্যালেরিয়ার শিকার হয়েছে? আসল কাজের আগে থেকেই সে যদি সাহস হারিয়ে ফেলে তবে তো পরাজয় সুনিশ্চিত।

জিপো দেয়ালে ঝোলানো কাঠের ক্রুশটার দিকে ফিরে তাকালো। এই সুন্দর কাজ করা জিনিসটা তাকে তার মা দেশ ছাড়ার সময়ে দিয়েছিলো। হঠাৎই তার মনে হলো, এই মুহূর্তে তার প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু হাঁটু গেড়ে ক্রুশের নীচে বসে, বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে সে যখন প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হলো তখন সবিস্ময়ে দেখলো তার প্রার্থনার একটি শব্দও মনে নেই। জিপো উপলব্ধি করলো, এ কাজে ঈশ্বরের সাহায্য চাইবার ক্ষমতা তার নেই। জিপো অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে একই কথা বলল, ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।

কিটসন বিছানা ছেড়ে উঠে কফি গরম করছিলো। একটা শীতল আতঙ্কের নাগপাশ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

গতরাতে তার শুধু উসখুস করেই সময় কেটেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, পিছিয়ে আসার আর সময় নেই। ঠিক আটটার সময়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী একের পর এক কাজ শুরু হবে। নিয়তির লিখন স্পষ্ট অক্ষরে তার ললাটে আঁকা হয়ে গেছে। শুধু যদি জিনি না থাকতো, তাহলে কিটসন কিছুতেই এ কাজে সায় দিতো না। এতক্ষণে সে দূরে বহুদূরে চলে যেতো–যেখানে মরগ্যান তার খোঁজ পাবে না। কিন্তু...

সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে, এ কাজে তারা বিফল হবেই হবে। কিন্তু জিনির আকর্ষণ অপরিণত ভালোবাসার নেশা তাকে রাজি করতে বাধ্য করেছে।

কফি চুমুক দিতে গিয়েই তার গা গুলিয়ে উঠলো। কাপটা সে বেসিনের ওপর উপুড় করে দিলো!

অন্য এক রাস্তার অন্য এক ঘরে জানালার কাছে মরগ্যান। ঠোঁটে একটা সিগারেট, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রক্তিম আকাশে। গত রাতের চরম প্রস্তুতির কথাই তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান যেন কোনো যুদ্ধে সেনাপতির ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। তাই আক্রমণ পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ সে কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করছে, কোথাও গলদ আছে কিনা। এখন নিয়তিকে মেনে নিতে মরগ্যান প্রস্তুত–তাতে যদি পরাজয় আসে তবুও তার দুঃখ নেই। কারণ সে জানে তার তরফ থেকে কোন ভুল নেই, এর চেয়ে নিখুঁত পরিকল্পনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এখন সাফল্য অসাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছে নিজেদের দক্ষতার ওপর। জিনি যদি হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়, ব্লেক যদি ঠিকমতো গুলি চালাতে না পারে। কিটসন তার গাড়ি ও ক্যারাভ্যান নিয়ে যদি বিপদে পড়ে অথবা যদি জিপো তালা খুলতে সক্ষম না হয়...কিছুই করার নেই। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে মরগ্যান স্থির নিশ্চিত। মাথা নীচু করে স্থির অনড় হাতের দিকে দেখলো। নিজের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় সে সন্তুষ্ট হলো। না, কোনরকম ভুলকে সে অন্ততঃ প্রশ্রয় দেবে না :

ব্লেক শহরের অন্যপ্রান্তে নিজের ফ্ল্যাটে তখনও শুয়ে। চিত হয়ে শুয়ে সে দেওয়ালের একটুকরো রোদের দিকে তাকিয়ে। সে জানে, যখন ঐ আলোর টুকরোটা ঘরের ছাদ স্পর্শ করবে তখনই তার বিছানা ছাড়ার সময় হবে।

কাল রাতে গ্লোরিকে ডেকে পাঠাতে খুব ইচ্ছে করাছলো কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা জেনে সে ইচ্ছে ত্যাগ করেছে। তার দরকারী জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে।

ব্লেক ভাবলো, আচ্ছা ডার্কসনকে খুন করার পর তার কি রকম লাগবে? কারণ অপরাধ জীবনে সেটাই হবে তার চরম পদক্ষেপ। এর আগে কোনদিন সে খুন করে নি। বরাবরই লুঠপাটের মতলবগুলো এমন ভাবে হয়েছে যাতে হতাহত না হয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

না, ডার্কসনকে খুন করাটাকে ব্লেক তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেনা। কারণ যা বাস্তব, তা স্বীকার করতেই হবে। কাজেই সাফল্যের প্রয়োজনে ডাকসনের মৃত্যুর প্রয়োজন আছে। তাকে না মারলে গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে। কিন্তু তবুও ব্লেকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য–ডাকসনের কপালের লাল ফুটোটার দিকে। সে জানে তার হাত কাঁপবেনা খুন করতে, তবু শিউরে উঠলো। জেলে থাকতে অনেক খুনীর সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। তারা গর্বসহকারে নিজেদের পাপের কাহিনী বললেও একটা অস্বস্তি আতঙ্কের ছায়া ব্লেক দেখতে পেয়েছে। কোথায় যেন ওদের ঘিরে গড়ে উঠেছে এক অদৃশ্য কাঁচের দেওয়াল। তাদের চোখের যে অভিব্যক্তি, তা একবারেই আলাদা। এই কি

তাহলে খুনীর চোখ? ডার্কসনকে খুন করার পর তার চোখেও কি ফুটে উঠবে একই দৃষ্টি? আমৃত্যু তাকে আতঙ্কের শিকার হয়ে কাটাতে হবে?

না, এ ঘটনার পর ব্লেক আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবেনা। দরজায় কড়া নাড়ার আকস্মিক শব্দেও তাকে চমকে উঠতে হবে। কোনো পুলিশি পোষাক তার মনে তুলবে শঙ্কার আলোড়ন। রাতের ঘুম হবে দুঃস্বপ্ন কণ্টকিত।

রোদের টুকরোটা ঘরের ছাদ স্পর্শ করতেই গায়ের চাদরটা ছুঁড়ে ব্লেক উঠে পড়লো।

খাট থেকে নেমে একটা স্কচের বোতলের দিকে এগিয়ে গেলোবোতলে তখনো কিছুটা তরল অবশিষ্ট। ব্লেক বোতলটা উপুড় করে গলায় ঢাললো।

তারপর সে কলঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। ঝাঁঝরিটা খুলে ঝর্ণার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

শহরের অপর প্রান্তে, ওপর তলায় একটা অপরিষ্কার ছোট ঘরে জিনি গর্ডন কাজে ব্যস্ত। নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করে স্যুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করতে করতে হাত ঘড়িতে দেখলো–সাতটা বাজতে কুড়ি।

জিনি ভাবলো জিপোর কারখানায় রওনা হতে এখনও তার আধঘণ্টার ওপর সময় আছে–জানালার কাছে গিয়ে বসলো। দেখতে লাগলো বাইরের নোংরা, অপরিসর রাস্তা–তার দুধারের জঞ্জাল। এ সবই তার বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক। সুতরাং নোংরা হলেও কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে।

ভাগ্য যদি সহায় থাকে তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই এই দুঃখকষ্টের জীবনের অবসান হবে। নতুন করে জীবনের পথে পা বাড়াতে পারবে। তখন ওর কাছে থাকবে অজস্র টাকা। ও যেতে পারবে ওর স্বপ্ন নগরী নু-ইয়র্কে। দামী দামী সব পোষাক কিনবে। প্রকাণ্ড বাড়ি কিনে সে রানীর হালে থাকবে। এতদিনের স্বপ্ন তার বাস্তবে রূপ নেবে।

যদি ভাগ্য সহায় থাকে... ।

কিন্তু মরগ্যানের ওপর জিনির যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। মরগ্যানের ধারণা অনেকটা তারই মতো। মরগ্যানের একটা কথা ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। হাতের মুঠোয় পৃথিবী এই তিনটি শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জিনির স্বপ্নের আসল রূপ। ওর ইচ্ছেকে এর চেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা আর কেউ করতে পারতো কিনা কে জানে। আর সে ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দিতে চাই প্রচুর টাকা।

নাঃ। ট্রাক লুঠ করা যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে লোক মরগ্যান।

কিন্তু ঐ তিনজন... ।

সংশয়ের ছায়া নেমে এলো জিনির মুখে।

কাজের মূল চাবিকাঠিই জিপোর ওপর নির্ভর করছে। আর সে যেভাবে অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাতে জিনির ভয় হয়। জিপো পারবে তো ট্রাকের তালাটা খুলতে? কিন্তু এখন জিপোর জন্য মরগ্যানের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই।

জিনির ভাবনা কিটসনকে নিয়েও। তার চোখের দৃষ্টি মোটই ভালো লাগে না। আর যেভাবে সর্বক্ষণ ছোঁক ছোঁক করে। নাঃ, ফন হ্রদে গিয়ে কে সতর্ক থাকতে হবে– কোনমতেই যেন ঐ লোকটার সঙ্গে তাকে একা থাকতে না হয়।

জিনির কপালে ভাঁজ পড়লো কিটসনের কথা মনে পড়তেই। ছেলেটা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। জিনির যুক্তি নির্ভর, আঙ্কিক মনের শীতলতা বুঝি কিটসনের চিন্তার উষ্ণতায় কমে এলো। মার্লো যাওয়ার পথে তাকে খুশীকরার জন্য ছেলেটার আপ্রাণ প্রয়াসের কথা মনে পড়ে মুখে ফুটলো মিষ্টি হাসি।

জিনির হাতে টাকা আসামাত্রই নেকড়ের দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে চাইবে। তাই ও ভাবছে, কাজের শেষে কিটসনের সঙ্গে যোগ দিলে কেমন হয়? ওদের দুজনের মিলিয়ে মোট চার লাখ ডলার হবে। তাছাড়া কিটসনের স্বভাব ভালোই। অনায়াসে জিনি ওর ওপর নির্ভর করতে পারে। সবদিক থেকেই ও নিশ্চিন্ত হতে পারবে। নইলে লোকে সন্দেহ করবে। একটা বিশ বছরের ছুড়ি এতো টাকা পেলো কোত্থেকে।

নাঃ, এ ব্যাপারটা নিয়ে জিনিকে আরো গভীরভাবে ভাবতে হবে।

সবার আগে মরগ্যানই এসে পৌঁছলো।

সে যখন জিপোর কারখানার সামনে বুইক থামালো তখন ড্যাশ বোর্ডের ঘড়িতে আটটা বাজতে দশ মিনিট।

গতরাতে সে, ব্লেক ও জিপো–তিনজনে বুইক গাড়িটার ওপর প্রচুর খেটেছে। বার বার দেখেছে কতোটা ধকল গাড়িটা সইতে পারে। মরগ্যান গাড়িটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তার ফ্ল্যাটে–চালিয়ে দেখেছে গাড়িটার অবস্থা।

মরগ্যান কারখানায় ঢুকতেই দেখলো, জিপো ক্যারাভ্যানের কাবার্ডে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়াকরছে। জিপোর মুখমণ্ডল বিবর্ণ। শ্বাস–প্রশ্বাস হাঁপানী রুগীর মতো যন্ত্রণা ক্লিষ্ট। যন্ত্রপাতি ধরা হাতদুটো কাঁপছে।

মরগ্যান ভাবলো প্রথম প্রথম তো, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তা যদি না হয় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর।

জিপো তো জিপো, এই মুহূর্তে মরগ্যান নিজেও কি সুস্থির থাকতে পারছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্বে পৌঁছে সে নিজেও হয়েছে উৎকণ্ঠা কবলিত–জিভ শুকনো, বিস্বাদ। সুতরাং জিপো যে একটু বিচলিত হবে, তাতে আশ্চর্যের আর কি আছে!

কিন্তু জিপোর এই অনিশ্চিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। নইলে এই সামান্য দুর্বলতা থেকে রূপ নেবে বিরাট ফাটল–সেটা মরগ্যান কিছুতেই হতে দেবে না।

মরগ্যান এগিয়ে বললো, এই যে, জিপো, –ঠিক আছো তো?

মরগ্যানের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে জিপো বললো। হা, হা, ঠিক আছি। মনে হচ্ছে আজ আর বৃষ্টি হবে না। ইঃ, প্যাঁচপেচে বর্ষার চেয়ে রোদ্দুর অনেক ভালো।

এমন সময় একটা স্যুটকেস ও একটা পিকনিক বাস্কেট নিয়ে জিনি এলো। ওকে দেখে মনে হলো, গত রাতে ওর ভালো ঘুম হয় নি। ওর চোখের কোনে কালি, মুখে বিবর্ণতা।

মরগ্যান হালকা সুরে বললো। কি খবর, জিনি? ভয় করছে না কি?

ও মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে, তোমার মতোই তার বেশি নয়।

মরগ্যান হাসলো, তাহলে তো ভয় করছে বলতে হয়। কারণ আমিও যে একেবারে নিশ্চিন্ত তা নই।

এবার কিটসন কারখানায় উপস্থিত হলো–তার পেছনে ব্লেক।

মরগ্যান ব্লেককে দেখেই বুঝল, ও নেশা করেছে। ব্লেকের মুখে লালচে আভা, চলাফেরার মধ্যে কেমন যেন একটা আলস্য অবসাদ। মরগ্যানের মনে অস্বস্তি হলো।

কিটসনকে কিছুটা নার্ভাস মনে হলেও জিপো বা ব্লেকের তুলনায় আজ সে নিজের ওপর অনেক বেশি আস্থাশীল। মরগ্যানকে এই ব্যাপারটাই অবাক করলো।

আটটা বাজতে দু মিনিট বাকি। সুতরাং শুধু শুধু মরগ্যান আর সময় নষ্ট করতে চাইলো না। সে বললো, ঠিক আছে, তাহলে এবার বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হও। তোমরা তিনজন ক্যারাভ্যানটাকে বাইরে বের করো। আর জিনি, তুমি এম. জি টা নিয়ে সোজা এজেন্সিতে চলে যাও।

মরগ্যান জিনিকে অনুসরণ করে ছোট এম. জি. গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো।

চালকের আসনে জিনি উঠে বসলো। মরগ্যান ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। তুমি তো জানোই কি করতে হবে। দেখো, যেন কোনো ভুল না হয়। গুড লাক।

জিনির কাছে কিটসন গিয়ে বললো, গাড়ি চালাবার সময় সাবধানে থেকো। এম. জি. টা দারুণ জোরে ছোটে। গুড লাক।

জিনি কিটসনের চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়লো, ধন্যবাদ! তুমিও সাবধানে থেকো। ক্লাচ টিপে, গীয়ার দিয়ে এম. জি. টা ছুটলো।

মিনিট পাঁচেক পরে ক্যারাভ্যানটাকে সঙ্গী করে বুইকটা আস্তে আস্তে কারখানা ছেড়ে বেরোলো।

মরগ্যান ও ব্লেক ক্যারাভ্যানের মেঝেতে বসে–আর গাড়ির চালক কিটসন।

জিপো বাইরে এসে কারখানার দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর তালার ওপরে ঝুলিয়ে দিলে একটা কাঠের ফলক। তাতে লেখা : গরমের ছুটিতে কারখানা বন্ধ থাকবে।

জিপোর কেন জানিনা মনে হলো, তার এই সাধের জীর্ণ কারখানাকে সে কোনোদিনই দেখতে পাবে না। এই কারখানা থেকে তার খুব একটা লাভ হয় নি ঠিকই। কিন্তু পনেরো বছর এটাকে সুখদুঃখের সঙ্গী করার ফলে আজ কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। ক্যারাভ্যানে ওঠার সময়ে জিপোর দৃঢ়তার প্রতিরোধ ভেঙে তার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠলো। একজন ভাবপ্রবণ ইটালিয়ানের মতোই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ন্যাকামো? আবার কি হলো? ব্লেক খেঁকিয়ে উঠলো।

কি হলো ছিচকাঁদুনির?

এড থামো। দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো মরগ্যান। সরে জায়গা করে দিলো জিপো। তার বিপজ্জনক শীতল দৃষ্টি ব্লেকের মুখে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলো–সে মুখ ফিরিয়ে নিলো। মরগ্যান জিপোর পাঁজরে খোঁচা মারলো, জিপো, কারখানার জন্য কাঁদছো? তোমার হাতে আসবে নিজের বাংলো জমিজমা গাড়ি কতো কি? ভেবে দেখো তো, মেয়েরা তোমার চারিদিকে কেমন ভিড় করবে! তোমার পকেট দু লাখ ডলারে ঠাসা।

ঘাড় নাড়লো জিপো, বিষণ্ণমুখে হাসির রেখা।

তাই যেন হয়। সত্যি সত্যিই পারবো তো, ফ্র্যাঙ্ক?

নিশ্চয়ই। সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। প্রত্যেক কাজে আমার নির্দেশে চলেছে–তাতে বিপদ হয়েছে কি?

কিটসন জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিলো, কিন্তু ক্যারাভ্যানের চাকায় প্রিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় এবড়ো–খেবড়ো রাস্তায় দোলানির পরিণাম হয়ে উঠলো সাংঘাতিক।

একটা পথ নির্দেশ ও একটা হাতুড়ি দিয়ে রাস্তার মুখেই জিপোকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্যারাভ্যানটাকে নিয়ে বুইকটা রাস্তায় ঢুকে পড়তেই চাপা স্বরে ব্লেক, শালা, একেবারে অপদার্থ। যদি ঐ ট্রাকের তালা হারামজাদাটা না ভাঙতে পারে, তবে আমিই ওকে ভেঙ্গে তক্তা বানিয়ে দেবো।

মরগ্যানের স্বর যেন বরফে ডোবানো। জিপোর চিন্তা ছেড়ে এবার এদিকে মন দাও। তোমার কাজটুকু ঠিকমতো করে তারপর বোতলের কথা ভাবা যাবে।

গাড়ির গতি আস্তে আস্তে কমে একসময়ে ক্যারাভ্যানটা থামলো। পেছনের দরজাটা কিটসন খুললো।

বিপজ্জনক বাঁকের কাছে ওরা এসে দাঁড়িয়েছে।

ব্লেক ও মরগ্যান রাস্তায় নেমে পড়লো। ব্লেকের হাতে রাইফেল। মরগ্যানের হাতে ৪৫। ওরা কয়েক সেকেন্ড থমকেরইলো। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যেরপঅনুভবকরলো ওরা।

কিটসনকে বললো মরগ্যান, তোমার কাজ তুমি জানো। অতএববাঁশীরসংকেতের জন্য প্রস্তুত থেকো। একমুহূর্তও যেন দেরী হয় না আসতে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কিটসন প্রথমে ব্লেকের দিকে তারপর মরগ্যানের দিকে, গুড লাক।

বিদ্রূপ মাখানো স্বরে ব্লেক বললো, শালা এমনভাবে বলছে যেন ভাগ্য টাগ্যর ব্যাপারটা ওর দরকারই নেই। তোমারও বেশ খানিকটা ভাগ্যের দরকার, আলেক্স! শুধু শুধু আমাদের জন্য তুমি দুঃখ করছো।

কিটসন কাঁধ ঝাঁকালো, গীয়ার দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললো। হঠাৎ মরগ্যানের মনে পড়লো ক্যারাভ্যান থেকে শাবল দুটো নামাতে ওরা ভুলে গেছে।

মরগ্যান হেঁড়ে গলায় চিৎকার করলো। এই! এই! আলেক্স–থামো।

গাড়ি থামিয়ে কিটসন জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো, কি ব্যাপার?

প্রত্যেকটা জিনিসই কি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে, এড? ওঃ, গাধার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? যাও, শাবল দুটো গাড়ি থেকে নামাও।

গাড়ি থেকে নেমে কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজাটা খুললো। শাবল দুটো ব্লেকের হাতে তুলে দিলো। মরগ্যানের চোখ জোড়া রাগে জ্বলছে। সে কিটসনকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। বুইক ও ক্যারাভ্যানটা চলতে শুরু করলেই মরগ্যান রাস্তার ধার রেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ব্লেক তাকে অনুসরণ করলো।

মরগ্যান এই জায়গাটা এতোবার ঘুরে দেখেছে যে এর প্রতিটি ঝোঁপঝাড় তার নখদর্পণে। ব্লেকের হাত থেকে একটা শাবল নিয়ে মরগ্যান ওকে লুকোবার জায়গায় দেখিয়ে দিলো। ব্লেকের থেকে গজ ছয়েক দূরে সে তার লুকোবার জায়গা বেছে নিলো।

ওরা দুজনেই রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে প্রতীক্ষায় রইলো।

নাঃ, লুকোবার জায়গাটা ভালই হয়েছে–ভাবলো ব্লেক। রাইফেলটা রাস্তার দিকে তাক করলো সে। না, রাইফেলের নিশানার বাধাই পড়ছে না; তাছাড়া কারো পক্ষে দেখে ফেলা সম্ভব নয়। ব্লেকের অস্বস্তি কমে এলো কিন্তু এক চুমুক স্কচের অভাবে ফুসফুসটা আনচান করতে লাগলো। ফ্ল্যাট ছাড়ার আগে স্কচ যেটুকু খেয়েছে তার আমেজটা এখন যাই–যাই করছে। বেলা বেশি না। হলেও সূর্যের তাপ প্রচণ্ড।

কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? মরগ্যান আড়াল থেকেই প্রশ্ন করলো।

নাঃ, দারুণ আছি! রাইফেল ঠিক করতে করতে বলে উঠলো ব্লেক।

মরগ্যান একবার তাকালো হাতঘড়ির দিকে। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। টমাস ঠিক ঠিক চালালে, তবে এগারোটা নাগাদ বাঁকের কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত। তাহলে জিনি মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়বে মরগ্যান ভাবলো,

হাতে সময় আছে দেখে মরগ্যান একটা সিগারেট ধরালো।

এই সুযোগে ব্লেকও একটা সিগারেট ধরালো! রাইফেলের ওপর রাখা তার বাঁ হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল–তার হাত কাঁপছে। শত চেষ্টাতেও ব্লেক হাতটাকে স্থির রাখতে পারছে না। নিজের ওপর বিরক্ত হলো। উত্তাল হৃদপিণ্ডের উন্মত্ততা তার বুকে। এই দুঃসহ প্রতীক্ষা ব্লেকের স্নায়ুর ওপর জেঁকে বসলো।

পাঁচ মিনিট পর মরগ্যান আচমকা মাথা তুললো। যেন কিছু শোনবার চেষ্টা করছে।

মনে হচ্ছে একটা গাড়ি আসছে।

ব্লেক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই মরগ্যান চাপা স্বরে, বসে পড়ো, বোকা কোথাকার! এটা, জিনির গাড়ি নয়–শীগগির লুকিয়ে পড়ো।

ব্লেক বসে পড়ে ঝোঁপের আড়াল থেকে দেখবার চেষ্টা করলো।

গাড়িটা কাছে আসতেই ওরা দেখলো গাড়িটা একটা সৈন্যবাহিনীর ট্রাক। ড্রাইভারের পাশে তিনজন সৈনিক বসে। ট্রাকটা ওদের সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো।

মরগ্যান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ও–আজকের ডাক গেলো। আজ ওদের অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা দেরী হয়ে গেছে।

এগারোটা কুড়ির সময় মরগ্যান এই প্রথম দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাহলে কি জিনি কেনা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে? না কি ভয় পেয়ে মেয়েটা তাদের দল ছেড়েই পালালো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্লেক বললো, ও আর পারছি না। মেয়েটা এতোক্ষণ ধরে করছে কি?

মরগ্যান চিন্তান্বিত মুখে, বোধহয় গাড়ি টাড়ির ভিড়ে রাস্তায় আটকা পড়েছে।

ব্রেক উৎকণ্ঠায় বললো, টমাস যদি জিনিকে আগে যেতে না দেয়, তাহলে? ঐ শালারা যদি ট্রাক নিয়ে মেয়েটার আগেই চলে আসে। তখন আমরা কি করবো?

কিছুই করব না। আগামীকাল আবার নতুন করে চেষ্টা করবো।

কিন্তু জিনিকে যদি ওরা কাল একই সময়ে আবার দেখতে পায়। তাহলে নির্ঘাৎ সন্দেহ করে বসবে। তখন পুরো কল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।

মরগ্যান ধমকে উঠলল, থামো, যত সব আজগুবি চিন্তা। সে সব ভাববার জন্য যথেষ্ট সময়...। মরগ্যান গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে থেমে, এইবার ও আসছে।

বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে আসা এম. জি. গাড়িটাকে দেখতে পেলো এরা। তখনও তার দূরত্ব বাঁকের কাছ থেকে প্রায় এক মাইল।

ব্লেক তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বললোও দেখি পাগলের মতো ছুটে আসছে, দেখো, কি সাংঘাতিক জোরে ছুটছে।

মরগ্যানও ওঠে আগ্রহভরে। হয়তো ট্রাকটা ওর গাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নেই। শীগগির এসো, শাবল দুটো চটপট তুলে নাও।

পকেট থেকে এক ফালি বড় ন্যাকড়া বের করে রাস্তার ওপর মরগ্যান গিয়ে দাঁড়ালো। ন্যাকড়াটা পাকিয়ে দড়ির মত করে, বাঁ পকেট থেকে একটা বেনজিনের শিশি বের করলো।

বিপজ্জনক বাঁকের কাছে এসে গাড়ির গতিবেগ কমে এলো। গাড়িটা বাঁক ঘুরেই মরগ্যানের দৃষ্টির আওতায় হাজির হলো। হাত নেড়ে সে জিনিকে উপযুক্ত জায়গায় গাড়িটা থামাতে নির্দেশ দিলো।

জিনি গাড়ি থামিয়েই লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলো। মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ, চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ ও উত্তেজনার ছোঁয়া।

ওঃ, ওরা কিছুতেই আমাকে আগে যেতে দিচ্ছিলো না। শেষে অতিকষ্টে পাশ কাটিয়ে এসেছি। আরেকটু হলেই রাস্তা থেকে ছিটকে নালার মধ্যে যাচ্ছিলাম আর কি। শীগগির করো ফ্র্যাঙ্ক। জিনির মুখ রক্তশূন্য, কাগজের মতো ফ্যাকাসে। স্বর উৎকণ্ঠায় অস্থির। ওরা ঠিক আমার পেছন পেছনেই আছে।

জিনি গাড়ির যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স থেকে একটা রিভলবার বের করে আনলো, তারপর গাড়ির মেঝে থেকে শুয়োরের রক্ত ভরা বোতলটা তুলে নিলো।

আমাকে কোন জায়গায় শুতে হবে?

মরগ্যান আঙুল উঁচিয়ে জায়গাটা দেখালো।

বোতলের ঢাকনা খুলে জিনি যখন রাস্তায় রক্ত ঢালছে, মরগ্যান ও ব্লেক তখন জিনির গাড়িটাকে শাবলের চাড় দিয়ে ওলটাতে ব্যস্ত।

ওদের দুজনের একত্রিত শক্তিতে গাড়িটা শূন্যে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দ করে নালার মধ্যে আছড়ে পড়লো।

যাও, শাবল দুটো নিয়ে লুকিয়ে পড়ো। বলেই মরগ্যান পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ব্লেক শাবল দুটো নিয়ে নিজের জায়গায় লুকিয়ে পড়লো। ওদিকে জিনি রক্ত ঢেলে চলেছে। ওর হাতে, গায়ে, জামায়–ঘেন্নায় মুখ বিকৃত।

মরগ্যান ন্যাকড়ার দড়িটার ওপর বেনজিন ঢেলে শিশি ঝোঁপের আড়ালে ছুঁড়ে দিয়ে ভেজা দড়ির একমাথা ঢুকিয়ে দিলো পেট্রোল ট্যাঙ্কের ভেতরে। অন্য মাথাটা পড়ে রইলো রাস্তার দিকে।

ব্লেক চেঁচিয়ে উঠলো। ঐ যে ওরা আসছে। ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। জলদি, ফ্রাঙ্ক!

মরগ্যান ফিরে জিনিকে দেখলো। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ও মুখ তুলে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালো–বর্ণহীন মুখে উৎকণ্ঠায় ভরা বিস্ফারিত সবুজ চোখজোড়া কেমন বেমানান লাগছে।

মরগ্যান বললো। জিনি। রিভলবার নিয়েছো?

হ্যাঁ।

ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা তো আছি।

মরগ্যান দেশলাই জ্বালতেই আচমকা দ্বিধায় পড়লো। ওলটানো গাড়িটা জিনির বড়ো বেশি কাছে রয়েছে না? যদি সে এখুনি গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে জিনির গায়ে আঁচ লাগবে না তো। কিন্তু সে সব চিন্তা করার আর সময় নেই।

ব্লেক আতঙ্কিত স্বরে। জলদি করো ফ্র্যাঙ্ক!

জ্বলন্ত কাঠিটা ন্যাকড়ার একপ্রান্তে স্পর্শ করালো মরগ্যান। তারপরেই তার বেগে জিনিকে অতিক্রম করে ঝোঁপের আড়ালে ছুটলো।

আগুনের শিখা বেনজিন ভেজা নেকড়া বেয়ে পলকের মধ্যে পেট্রোল ট্যাঙ্কে প্রবেশ করলো। এক কান ফাটানো বিস্ফোরণ। গরম হাওয়ার হলকা এসে ঝাপটা মারলো মরগ্যানের মুখে–যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে এলো।

ঘন কালো ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা আবহাওয়াকে আচ্ছন্ন করে তুললো। বাঁকের সামনের রাস্তাটা ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেলো।

ব্লেক মুখ আড়াল করে চেঁচিয়ে বললো, জিনি নির্ঘাত পুড়ে মরবে।

এখন আর কিছু করার নেই। জিনির কথা না ভেবে সামনে দেখলো, ওয়েলিং এজেন্সির ট্রাক সামনের বাঁক মোড় নিয়ে এগিয়ে আসছে।

ওরা এসে পড়েছে।

ব্লেক রাইফেল তুলে নিয়ে বাঁটটা কাঁধে চেপে ধরলো। নিশানা স্থির করতে আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু সামনের পটভূমি ওর চোখের সামনে স্তরে স্তরে কাঁপতে লাগলো।

এখন আগুনের শিখা অনেকটা কমে এসেছে–ধোঁয়াও অনেকটা কেটে গেছে। তখনও গাড়িটা ভীষণভাবে জ্বলছে–আবহাওয়ার উত্তাপে যেন চামড়া ঝলসে যাচ্ছে।

জিনি রাস্তার মাঝখানে স্থির পাথরের মতো পড়ে রয়েছে।

ব্লেকের মনে হলো, এর চেয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনার বাস্তব চিত্র কারো পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভবনয়।

নিশ্চলভাবে পড়ে থাকা মেয়েটা, ওর জামা কাপড়ের রক্ত, জ্বলন্ত গাড়িটা–সব মিলিয়ে যেন, চূড়ান্ত দুর্ঘটনার এক বিশ্বাসযোগ্য নিখুঁত ছবি রূপ নিয়েছে। জিনিকে দেখে বোঝা শক্ত, ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

ইস, গাড়িটাকে আর একটু দূরে রাখলেই ভালো হতো। আফসোসের ধিক্কারে মরগ্যান মনে মনে ফেটে পড়লো।

সে যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানেই তাপের প্রচণ্ডতা অসহ্য। তার ওপর জিনি রয়েছে। মরগ্যানের চেয়ে জ্বলন্ত গাড়িটার অন্ততঃকুড়ি ফুট কাছে। ওর জীবন্ত দগ্ধ হবার সম্ভাবনাকে মরগ্যান হেসে উড়িয়ে দিতে পারলো না। সত্যিই যদি? কিন্তু জিনির নিথর

হয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গী দেখে ওর যন্ত্রণার কোনোরকম আভাসই বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিপজ্জনক বাঁকের মুখে ট্রাকটা এসে ঢুকলো।

মরগ্যানের সর্পিল আঙুল চেপে বসলো ৪৫–এর বাঁটের ওপর। সে এখান থেকে ড্রাইভার এবং রক্ষীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা জ্বলন্ত গাড়িটা ও রক্তাক্ত জিনিকে দেখেই ওদের মুখে ভাবান্তর ঘটলো। ট্রাক ড্রাইভার টমাস গাড়ি থামালো। জিনির থেকে প্রায় পনেরো ফুট দূরে ট্রাকটা থামলো।

মরগ্যানের মনে ঝড় বইলো। এরপর ওরা কি করবে? ওরা কি গাড়ি ছেড়ে নামবে? না কি...? মরগ্যানের মতলব, আশা ভরসা, সবকিছুই এখন তুলাদণ্ডে দুলছে।

সামনে ঝুঁকে ডার্কসন ব্যাপারটা ভালোভাবে দেখতে চেষ্টা করছে। আর টমাস ট্রাকের গীয়ারকে ঠেলে দিলো নিরপেক্ষ অবস্থানে।

মরগ্যান দেখলো, ট্রাকের দুধারের জানালাই খোলা। যাক, এখনো সবকিছু তার মতলব মাফিকই ঘটছে।

ট্রাকের ড্রাইভার এবং রক্ষী উইন্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝতে চাইলো। মরগ্যান যখন অধৈর্য হয়ে পড়েছে তখন ডাকসন টমাসকে কি যেন বললো। জবাবে টমাস ঘাড় নাড়লো।

মরগ্যান ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলো। সামনের এই নৃশংস দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখেও ওরা বরফের মতো ঠাণ্ডা মাথায় বসে ওদের কর্তব্য ভাবছে।

মরগ্যান দেখলো, টমাস হাত বাড়িয়ে একটা ছোট কথা বলার যন্ত্র তুলে নিলো।

মরগ্যান ভাবলো, সর্বনাশ। ও কি নির্দেশ চেয়ে এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে?

মরগ্যানের ইচ্ছে হলো আড়াল ছেড়ে রিভলবার নিয়ে ওদের দিকে ছুটে যেতে। টমাসকে বাধা দিতে হলে এখুনি একটা কিছু করা দরকার। সে যদি আগে থেকে এটা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতো, তাহলে ব্লেককে সে কখনোই রাস্তার এ পাশে রাখতো না। কারণ ব্লেক আর সে রাস্তার দুপাশে থাকলে এই মুহূর্তেই টমাস ও ডার্কসনকে আক্রমণ করতে পারতো। কিন্তু ওদের দুজনের সামনে একা একা ঝুঁকি নেওয়া নেহাতই অপরিণামদর্শিতা।

মরগ্যান এবার জিনির কথা ভাবলো। মেয়েটা ধীরে ধীরে আগুনের আঁচে পুড়ছে। ও কি বুঝতে পারছে না, ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরেই ট্রাকটা দাঁড়িয়েছে। ও নিশ্চয়ই শুয়ে শুয়ে ডার্কসনের আগমনের প্রতীক্ষা করছে।

এই সংকটময় মুহূর্তে জিনির সাহসের প্রশংসা না করে পারলো না। ঐ অবস্থায় একরাশ উৎকণ্ঠিত অনুভূতি নিয়ে অন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়।

মরগ্যান দেখলো, টমাসের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে ডার্কসন তাতে কথা বলছে। তার বক্তব্য অনুমান করা সম্ভব হলো না।

মরগ্যান ভাবলো তাহলে তাদের পালাবার সময় ধীরে ধীরে কমে আসছে। যেই ট্রাকটা রাস্তা থেকে হাপিস হবে, সঙ্গে সঙ্গেই এজেন্সি বেতার তরঙ্গে সতর্কবাণী ছড়িয়ে দেবে।

ডার্কসন কথা শেষ করে যন্ত্রটা নামিয়ে টমাসকে কি যেন বলে দরজা খুলে ট্রাকের বাইরে নামলো।

টমাস একইভাবে ট্রাকের ভেতর বসে উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলো।

মরগ্যান যেখানে লুকিয়ে সেখান থেকে এখন ব্লেককে দেখা যাচ্ছে না। ব্লেক কি করছে ভেবে সে অবাক হলো।

ব্লেক জিনির দিকে এগিয়ে যাওয়া ডার্কসনকে নিশানা করে রাইফেল তুলে ধরলো। কিন্তু তার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চাপা স্বরে সে একটা খিস্তি দিয়ে হাত স্থির করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। আতঙ্কের হিমেল হাওয়া ব্লেকের ফুসফুসে ঝাপটা মারলো।

রক্ষীটি ততক্ষণে জিনির দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে। ব্লেক জানে, এবার যে কোনো মুহূর্তে মরগ্যান রিভলবার নিয়ে ঝোঁপ ছাড়বে।

অনিশ্চিতভাবে ব্লেকের রাইফেলের নিশানা কাঁপতে লাগলো। একবার ডার্কসনের ওপর, পরে আবার তার বাইরে।

ঝোঁপঝাড়ের খসখস শব্দে চোখ ফেরাতেই সে দেখলো মরগ্যান রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। এবং এইখানেই ব্লেক করলো চরম ভুল। ডাকসনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সে তাকালো মরগ্যানের দিকে।

ওদিকে ডার্কসন জিনির শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে কিন্তু স্পর্শ করেনি। হয়তো তার মনের কোণায় সামান্যতম ক্ষীণ সন্দেহ ছিলো, যে এই দুর্ঘটনায় কোথাও একটা গোঁজা মিল আছে। হয়তো তার সন্দেহ হলে যে কেউ তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। ডার্কসন হঠাৎই মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো।

ইতিমধ্যে মরগ্যান ট্রাকের জানলায় উঠে পড়েছে। ওর হাতের রিভলবার বিচলিত, হতবুদ্ধি টমাসের মাথা লক্ষ্য করে স্থির।

জিনি আচমকা উঠে বসলো।

বিদ্যুতের মতো ডাকসন ঘুরে দাঁড়ালো। ওর ডান হাত কাটারির মতো আছড়ে পড়লো জিনির রিভলবারের হাতে, কিছু বোঝার আগেই জিনির হাত থেকে রিভলবার রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। প্রায় একই সঙ্গে ডার্কসনের বাঁ হাতের প্রচণ্ড আঘাতে ও মুখ থুবড়ে পড়লো। ডার্কসন কোমরের খাপ থেকে ডান হাতে রিভলবার বের করলো। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল।

ব্লেক উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে রাইফেলের ট্রিগার টিপলো। ব্লেক তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ট্রিগারে চাপ দেবার পরিবর্তে হ্যাঁচকা টান মারলোঝাঁকুনির ফলে রাইফেলেরনল

হয়ে পড়লো ঈষৎ ঊর্ধ্বমুখী–সুতরাং কোনো ক্ষতি না করেই ডার্কসনের মাথার ওপর দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেলো।

ব্লেকের গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকা টমাস পাশে ঝাঁপ দিলো। ওর হাত ছোবল মারলো ড্যাশবোর্ডের বোম তিনটের দিকে।

সরাসরি মরগ্যান ওর মুখ টিপ করে গুলি করলো।

একই সঙ্গে ডার্কসন মরগ্যানের দিকে তাক করে গুলি চালালো। সেই মুহূর্তে জিনি আঘাত করলো ডার্কসনের রিভলবার ধরা হাতে। ডার্কসনের হাত সামান্য বিচলিত হলেও বিফল হলো না। কারণ তার আঘাতে আচ্ছন্ন জিনির শক্তি তখন প্রায় নিঃশেষিত।

মরগ্যান তার পাঁজরে এক বিরাট ধাক্কা অনুভব করলো। সঙ্গে এক বুক–খাক করে দেওয়া জ্বলন্ত যন্ত্রণা গুলির আচমকা সংঘর্ষে সে রাস্তায় পড়ে গেলো। কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে ডার্কসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। জিনি তখন কোনোরকমে ডার্কসনের রিভলবার ধরা হাত আঁকড়ে ঝুলছে।

মরগ্যানের গুলি প্রহরীর কপালে গিয়ে আঘাত করলো। এবং মুহূর্তে মৃত ডার্কসনের নিপ্রাণ দেহটা জিনিকে নিয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়লো।

যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে ট্রাকের গা ধরে আস্তে আস্তে মরগ্যান উঠে দাঁড়ালো। উঠে দেখলো, আহত, অবসন্ন টমাসের ডান হাত অতিকষ্টে এগিয়ে চলেছে একটা বোতামের

দিকে। মরগ্যান কিছু করার আগেই টমাসের আঙ্গুল খুঁজে পেলো বোতামটা এবং বোতামে চাপ দিলো।

মুহূর্তে ইস্পাতের চাদরে গোটা ট্রাকটা ঢাকা পড়ে গেলো। কেউ কিছু বোঝার আগেই ট্রাকটা একটা নিচ্ছিদ্র ইস্পাতের বাক্সে পরিণত হলো।

মরগ্যান খিস্তি দিয়ে টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, আক্রোশ হতাশায় ৪৫ এর বাট দিয়ে সজোরে ইস্পাতের পর্দায় আঘাত করলো। ধাতব শব্দ মরগ্যানকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠলো। এমন সময় ট্রাকের ভেতরে, শোনা গেলো গুরুভার কিছু পতনের শব্দ–সেই সঙ্গে একটা চাপা, অস্ফুট আর্তনাদ। সম্ভবতঃ নিজের আসন থেকে ট্রাকের মেঝেতে টমাস গড়িয়ে পড়েছে।

ব্লেক ঝোঁপের আড়াল থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো। দু হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা ধরে আছে–মুখে একরাশ অন্ধকার।

পায়ের শব্দে মরগ্যান তার দিকে ঘুরে তাকালোমরগ্যানের চোখে চোখ পড়তেই ব্লেক আতঙ্কে থমকে দাঁড়ালো।

মরগ্যান হিংস্রস্বরে খেঁকিয়ে উঠলো, শালা কুত্তীর বাচ্চা! তোকে আমি খুন করে ফেলবো।

অনুনয়ের ভঙ্গীতে, প্রাণভয়ে ব্রেক চিৎকার করে উঠলো, ফ্র্যাঙ্ক বিশ্বাস করো। আমি ওকে মারতে চেয়েছি। কিন্তু মাছিটা গোলমাল করতে থাকায় ফস্কে গেছে। তারপর তোট্রিগারটাই বিগড়ে গেলো।

মরগ্যান হঠাৎ অনুভব করলো অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোটের বোম খুলতেই রক্তাক্ত জামাটা চোখে পড়লো।

জিনি বেতালা পা ফেলে দৌড়ে এলো। জ্বলন্ত গাড়ির আঁচে ওর মুখ টকটক করছে। বাদামী চুলের কয়েক গুচ্ছ পুড়ে জড়িয়ে গেছে।

জিনি চিন্তিতভাবে বললো। খুব বেশি লেগেছে?

ও কিছু নয়, তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর দিলেও মরগ্যানের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। একটা শীতার্ত অনুভূতি তাকে আঁকড়ে ধরলো। পকেট থেকে বাঁশীটা বের করে জিনির হাতে দিয়ে, শীগগির কিটসনকে ডাকো।

জিনি বাঁশীতে ফুঁ দিলোঃ লম্বা, একটানা কর্কশ সুরে বাঁশীটা বাজালো।

মরগ্যান ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই, জিনি বললো, টমাস? টমাসের কি হলো?

টমাসকে আমি শেষ করে দিয়েছি। একটা বোম ও টিপেছে বটে, কিন্তু অন্য দুটোর নাগাল পায়নি–তার আগেই ওর গড়িয়ে পড়ার শব্দ আমার কানে এসেছে। ইতিমধ্যে ব্লেক মরগ্যানের কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎই যেন সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললো, ফ্র্যাঙ্ক। তোমার বুক থেকে যে রক্ত ঝরছে।

মরগ্যান দাঁত খিঁচিয়ে, সরে যা আমার সামনে থেকে–শালা ভেড়ুয়া কোথাকার। তোর জন্যেই আমাদের সমস্ত মতলব ফেঁসে গেলো। এখন আমরা ডুবতে বসেছি।

জিনি তীক্ষ্নস্বরে বলল না। এখনও একটা উপায় আছে। এদিকে এসো ফ্র্যাঙ্ক। বোসো। আগে তোমার রক্তটা বন্ধ করি।

মরগ্যান বসতেই জিনি টান মেরে তার শার্ট, কোট খুলে ফেললো।

প্রথমে জিনি ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখলো–প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা চেরা দাগ! অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। চটপট স্কার্ট তুলে পেটিকোটের সেলাই বরাবর লম্বা একফালি কাপড় ছিঁড়ে নিলো জিনি। তারপর মরগ্যানের শার্টটা নিয়ে রক্ত ভেজা অংশটা বাদ দিলো ছিঁড়ে, বাকি কাপড়টা নিয়ে ভাজ করে একটা নরম প্যাডের মতো করে মরগ্যানের ক্ষতস্থানে চাপা দিয়ে। কাপড়ের ফালিটা দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো।

যাক, এতেই এখন মোটামুটি কাজ হবে। তবে ফন হ্রদে পৌঁছানো মাত্রই উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে হবে। কেমন লাগছে এখন?

আস্তে আস্তে মরগ্যান দাঁড়ালো। কোটটা গায়ে দিতে গিয়ে, যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে, আমি ঠিক আছি। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করা বন্ধ কর। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো। এখন আর ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানে ঢোকানো সম্ভব নয়–এদিকে সময়ও চলে যাচ্ছে। চলো, পালাতে হলে আর দেরী নয়–শীগগির।

কিটসন ঠিক সেই সময়ে ক্যারাভান ও বুইক নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির। বিবর্ণ, উৎকণ্ঠা ভরা মুখে সে বুইক থেকে নামলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার ট্রাকের দিকে তাকালো। তারপর মরগ্যানের দিকে।

ডার্কসনের মৃতদেহটা ব্লেক একটা ঝোঁপের পেছনে লুকিয়ে ফিরে এলো। কিটসন উত্তেজিত ভাবে, কি হয়েছে? যেন গুলির শব্দ শুনলাম।

মরগ্যান বললো, সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখুনি আমাদের পালাতে হবে।

জিনি ওদের বাধা দিয়ে বললো, দাঁড়াও। এখনও একটা উপায় আছে। বুইকটা চেষ্টা করলে ট্রাকটাকে ঠেলে ক্যারাভ্যানে তুলতে পারে। আমার মনে হয় তা অসম্ভবনয়। আমরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো। বিনা চেষ্টায় দশ লাখ ডলারের ট্রাকটাকে হাতছাড়া করতে আমি রাজি নই।

মরগ্যান জিনির দিকে তাকিয়ে, হু, তাইতো? ...শালা, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই পারা যাবে। আলেক্স, চটপট ক্যারাভ্যানটাকে বুইকের ল্যাজ থেকে ছাড়িয়ে নাও।

মরগ্যানের স্বরের তীক্ষ্নতা কিটসনের কান এড়ালো না। হতভম্ব হয়ে সে ক্যারাভ্যানের দিকে ছুটে গেলো। বুইক থেকে ওটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

মরগ্যান ব্লেককে বললো যাও, ওকে সাহায্য করো। চটপট, চটপট! আগে ক্যারাভ্যানটাকে ঘুরিয়ে নাও। জিনি, তুমি বুইকটাকে নিয়ে এসো ট্রাকের পেছনে।

কিটসন ও ব্লেক ক্যারাভ্যানকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন জিনি বুইকটাকে চালিয়ে ট্রাক ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো। তারপর পেছন গীয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িটাকে পিছিয়ে এনে ট্রাকের

গায়ে স্পর্শ করলো। অর্থাৎবুইকের পেছনের বাম্পার ও ট্রাকের পেছনের বাম্পার পরস্পরকে স্পর্শ করলো।

কিটসন ও ব্লেক ক্যারাভানটাকে টানতে টানতে ট্রাকের সামনের দিকে নিয়ে এলো।

এক কাজ করো এড, ক্যারাভ্যানের চাকার সামনে কয়েকটা আধলা ইট বসিয়ে দাও, যাতে এটা নড়তে না পারে। আর শাবল দুটো বের করে আনো। ও দুটো দিয়ে ক্যারাভ্যানের সামনেটা ঠেকা দাও যাতে ট্রাকটা ঠেলে তোলার সময় ওটা উলটে না যায়।

কিটসন ঝড়ের বেগেকাজ করে চলল। মুহূর্তের মধ্যে কতকগুলো বড় পাথরের টুকরো তুলে ক্যারাভ্যানের চাকা ও রাস্তার ফাঁকে গুঁজে দিলো। ওদিকে শাবল দুটো দিয়ে ব্লেক ক্যারাভ্যানের সামনেটায় জোরালো ঠেকা দিয়েছে–যাতে ওটা উলটে না যায়।

মরগ্যান, জিনিকে ইশারা করলো, ঠিক আছে।

কিটসন ট্রাকের সামনের দিকে এসে দাঁড়াতেই মরগ্যান ক্যারাভ্যানের পেছনের দরজা খুলে। দিলো।

সাবধান! ধীরে ধীরে জোর বাড়াবে, জিনিকে বললো মরগ্যান। বুইকের ইঞ্জিন চালু করে ট্রাকটাকে জিনি ঠেলতে শুরু করলো। ট্রাকের হাত–ব্রেক দেওয়া থাকলেও বুইকের ক্রমবর্ধমান চাপে ট্রাকটা নড়তে লাগলো।

কিটসন ও ব্লেক ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের পাটাতন বেয়ে ভোলার জন্য ওটার সামনের চাকা জোড়ায় মুহুর্মুহু লাথি মেরে ট্রাকের গতিপথ ঠিক রাখলো। ধীরে ধীরে ট্রাকটা ক্যারাভ্যানে ঢুকে পড়লো।

মরগ্যান জিনিকে ডেকে বললো, থামো! কাজ হয়ে গেছে, এড, শীগগির শাবল দুটো আর রাইফেলটা গুছিয়ে নাও। কিটসন, চটপট বুইকের সঙ্গে ক্যারাভ্যানটাকে জুড়ে দাও! জলদি। আর সময় নেই।

জিনি বুইকটা চালিয়ে ক্যারাভ্যানের সামনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। তারপর গাড়িটা পিছিয়ে ক্যারাভ্যানের কাছ ঘেঁষে থামতেই কিটসন দুটোকে আবার শেকল দিয়ে আগের মতো জুড়ে দিলো।

জিনি চালকের আসন থেকে সরে বসতেই কিটসন বুইকে উঠে বসলো। স্টিয়ারিং ধরলো। গাড়ি ও ক্যারাভ্যানকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে যেদিক থেকে জিপোর আসার কথা সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

মরগ্যান ও ব্লেক লাফিয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকলো।

কিন্তু ট্রাকটা যে এতো জায়গা নেবে ওরা ভাবতেই পারে নি। কারণ ট্রাকও ক্যারাভ্যানের মাঝে দেড় ফুট এবং পেছনে ফুট দুয়েক জায়গা রয়েছে। এতে ওদের আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইলো।

ঠিক ছিলো আগে থেকেই মরগ্যানও ব্লেক ড্রাইভারের কেবিনে বসবে। সুতরাং ওদের যেতে হবে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ও ট্রাকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এতে বিপদ আর প্রচণ্ড ঝুঁকি। কিন্তু নিরুপায়। কিটসন যদি কোনো বাঁক নেয় তাহলে ট্রাকটা ছিটকে আসতে পারে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালের দিকে, হয়তো থেঁতলে দেবে ওদের দেহকে।

কিটসন গাড়ি ছেড়ে ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করতে গেল ওমরগ্যানের কথায় ঘাড় নাড়লো, ঠিক আছে, লক্ষ্য রাখবো

এক কাজ করলে কেমন হয়? ব্লেক বলল চাকাগুলোকে পাথরের টুকরো দিয়ে আটকে দিলে কেমন হয়?

না, না, ওসব শুনে খেঁকিয়ে উঠলো মরগ্যান

কিটসন ছুটে গিয়ে বসলো বুইকের চালকের আসনে।

ততোক্ষণে জিনি রক্তমাখা স্কার্ট, ব্লাউজ খুলে ফেলে একটা ধূসর পোষাক পরে নিয়েছে।

ওকে দেখলো কিটসন, জিনির মুখমণ্ডলে মৃতের ছায়া। গীয়ার দিয়ে গাড়ি ছোটালো কিটসন। অনুভব করলো, বুইকের ক্ষমতা কমে আসতে চাইছে।

ব্লাউজ পরে স্কার্টের চেনটা টেনে বন্ধ করতেই জিনিকে শুধালো কিটসন, কি হয়েছিলো?

শঙ্কিতস্বরে ব্যাপারটা কিটসনকে জানালো ও।

কিটসন ভীষণ ভয় পেলো, তার মানে ট্রাকের ভেতরে একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে?

যদি সে মরে না থাকে, তাহলে এতক্ষণে বেতারে সংকেত পাঠিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতো। মরগ্যান তো বলছে যে ও টমাসকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। কি জানি!

তাহলে একটা মড়াকে সঙ্গে বয়ে আমরা ঐ ক্যারাভ্যানের ঘাঁটিতে যাচ্ছি?

জিনি ভাঙা উত্তেজিত স্বরে ওকে বাধা দিলো, ও, তুমি থামবে? তারপর পাশ ফিরে দুহাতে মুখ ঢাকলো।

ওদিকে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান ক্যারাভ্যানের ভেতরে শ্রান্তভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে নিরাপত্তার প্রয়োজনে পা দুটো ঠেসে ধরেছে ট্রাকের পেছনের চাকায়। তার মনের ভেতরে বয়ে চলেছে চিন্তার অশান্ত ঢেউ। ...।

শেষ পর্যন্ত তাহলে কাজটা হলো। এখন বাকীটা ঠিকমতো সারতে পারলেই হয়। এর জন্য দু দুজন লোককে আমি খুন করেছি। অবশ্য সেটা তাদের নিয়তি। নাঃ, টমাস ডার্কসনের সাহস আছে। বিশেষ করে ড্রাইভারটার। কারণ সে জানতো যে আমার রিভলবারের সামনে সামান্যতম বেচাল মানেই মৃত্যু। তবুও সে বোতাম টেপার চেষ্টা করেছে। নাঃ, আমি হলে অন্ততঃ সে চেষ্টা করতাম না। অথচ টমাস তাই করেছে এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছে। এই ইস্পাতের চাদর নিয়ে আমাদের এখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। তাছাড়া ট্রাকের ভেতরে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। বাইরের পাটাতন ভেঙ্গে ওর দেহটাকে উদ্ধার করতে হবে। মনে হয় টমাস মারাই গেছে! কিন্তু তা যদি না

হয় তাহলে? হয়তো জ্ঞান ফিরে এলে ও বেতারে সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করবে এবং আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে!

মরগ্যান মজবুত ইস্পাতের ট্রাকটার দিকে চোখ রাখলো। ভাবলা, সামান্য ইস্পাত প্রাচীরের ও পিঠেই রয়েছে তার এতদিনকার স্বপ্ন দশ লক্ষ ডলার। তার হাতের এতো কাছে স্বর্ণমৃগের মাদকতাময় নেশা ধরানো উপস্থিতি মরগ্যানকে ভুলিয়ে দিলো তার বুকের ক্রম বর্ধমান অসহ্য যন্ত্রণার কথা।

ব্লেক মরগ্যানের চোখের আড়ালে, ট্রাকের অপর দিকে নীচু হয়ে বসে আছে। ওর চোখ রয়েছে। ট্রাকের গায়ে। অধীর সংশয়ে তার চোখেমুখে দুঃস্বপ্নের ছায়া–এই বুঝি ট্রাকটা তার দিকে ছিটকে এলো।

ব্লেক এখন তার সাহস ফিরে পেয়েছে কিন্তু দুবার ব্যর্থতার কথা কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না।

ট্রাকটা ওরা হাতিয়েছে:অথচ পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্লেককে কোনো খুন করতে হয়নি। ব্লেক স্বস্তির শ্বাস নিলো। ওঃ, একটুর জন্য সে চরম অপরাধ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন সে যে কোন পরিস্থিতির জন্যই সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এমনিতে সে ভীরু বা কাপুরুষ নয়। অথচ ব্লেক জানে এ ঘটনার পর মরগ্যান তাকে আর বিশ্বাস করবে না। সুতরাং ব্লেককে ফ্রাঙ্কের ওপর নজর রাখতে হবে। বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত সে হয়তো তাকে আঁটি চোষাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ব্লেক অতত সস্তায় নিজের দু লাখ ছাড়তে রাজি নয়।

গাড়ি মাইল ছয়েক যাবার পর কিটসন দেখলো জিপো দ্রুতপায়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

গাড়ি থামাতেই সে বুইকের কাছে ছুটে এসে, কি হলো? সব ঠিক আছে তো? কোনো গোলমাল হয়নি তো?

কিটসন বললো, না, সব ঠিক আছে। যাও, ক্যারাভ্যানে ঢুকে পড়ো।

কিটসন বুইক থেকে নেমে ক্যারাভ্যানের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। এসো জিপো, এদিকে এসো।

ক্যারাভ্যানের ভেতরে উঁকি মারতেই জিপো মরগ্যানকে দেখে বললো, সব ঠিক আছে তো ফ্র্যাঙ্ক? মরগ্যান যন্ত্রণায় কাতর–মুখে ধূসর, মৃত্যুর প্রলেপ। কোনোমতে অস্ফুটস্বরে বললো, হা...এখন চলল। এসো, চটপট ভেতরে, ঢুকে পড়ো।

জিপো হঠাৎ থমকে স্থির অবাক চোখে মরগ্যানকে দেখে। তুমি এখানে কি করছো, ফ্র্যাঙ্ক? তোমার তত ট্রাকের ভেতরে বসার কথা।

মরগ্যান গর্জে উঠলো, ভেতরে এসো। নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই।

জিপো আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। কয়েক পা পিছিয়ে, না। ওভাবে আমি ক্যারাভ্যানে চড়তে পারবো না। ট্রাকটা যদি সামান্য নড়ে তাহলেই তোমরা মাছির মতো থেতলে মারা যাবে।

মরগ্যান তার কাঁধে ঝোলানো খাপ থেকে ৪৫টা বের করলো। রিভলবার বের করবার সময় তার কোট খানিকটা সরে যেতেই জিপো দেখলো মরগ্যানের বুকে বাঁধা রক্ত ভেজা পট্টিটা।

মরগ্যান রিভলবার উঁচিয়ে, এসো ভেতরে।

কিটসন জিপোকে ধরে এক ধাক্কা মারলো। ক্যারাভ্যানের ভেতর জিপো ছিটকে গিয়ে পড়লো। ক্যারাভ্যানের দরজা কিটসন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিলো।

কিটসন চালকের আসনে বসে গাড়ি ও ক্যারাভ্যান হাওয়ার বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলল প্রধান সড়কের দিকে।

# ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ঘেঁষে

০৭.

জিপো যথাসম্ভব নিজেকে সঙ্কুচিত করে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যারাভ্যান দোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে উলঙ্গ আতঙ্কের ছায়া কেঁপে উঠছে। ওর শরীর থেকে ইঞ্চি খানেক দূরে একই ছন্দে দুলছে ট্রাকের ইস্পাত আবরণ।

ব্লেক এখন ট্রাকের পাশ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে পেছনের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে ও মরগ্যান ও জিপোকে লক্ষ্য করছে।

বুইকের প্রচণ্ড গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে ভারসাম্য বজায় রাখতে ওরা তিনজন কিছু একটা আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ক্রমাগত ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে তিনটে শরীর দুলছে।

জিপো আশ্চর্য হয়ে বললো, তাহলে এখনও একটা লোক ট্রাকের ভেতরে রয়েছে।

হ্যাঁ, রয়েছে কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই। লোকটা মারা গেছে। যাকগে, শোনো জিপো, তোমাকে এই ইস্পাতের চাদরটা যে করে থোক খুলতে হবে। কারণ টমাস যে বেতার সংকেত চালু করেনি সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ব্লেক কাজের শুরু থেকে এই প্রথম একটা প্রস্তাবের মতো প্রস্তাব করলো, আচ্ছা, বেতার সংকেত পাঠানোর যন্ত্র তো ট্রাকের ব্যাটারিতেই চলে। তা এক কাজ করলে হয় না? ট্রাকের তলায় ঢুকে ব্যাটারির তার দুটো কেটে দিলে হয় না?

মরগ্যান যেন হাতে চাঁদ পেলো, ঠিক বলেছ! জিপো, তুমি তাহলে চটপট ট্রাকের নীচে ঢুকে পড়ো, ব্যাটাবির তার কেটে দাও, তাড়াতাড়ি করো।

গম্ভীর মুখে জিপো, ট্রাকের নীচে কাজ করা সম্ভব নয় ফ্র্যাঙ্ক। যে কোন মুহূর্তে ট্রাকটা দুলে উঠতে পারে তাহলে আমাকে চাপা পড়তে হবে।

মরগ্যান হায়েনার স্বরে গর্জে উঠলো, আশা করি আমার কথা তোমার সনে গেছে। জলদি কাজ শুরু করো।

জিপো গজগজ করতে করতে যন্ত্রপাতির ঢাকনাটা খুললো। একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এবং একটা তার কাটার কাঁচি বাক্স থেকে বের করলো।

মরগ্যান পাশের জানলার পর্দা সরিয়ে সতর্কভাবে বাইরে দেখলো।

ওরা এখন মাঝারি রাস্তায় এসে পড়েছে। কিটসন গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্যারাভ্যানটা বিপজ্জনকভাবে এপাশ ওপাশ দুলছে। রাস্তায় যদি কোনো দ্রুতগামী পুলিশ উপস্থিত থাকতো তাহলে সে নির্ঘাত তার মোটরবাইক নিয়ে ওদের তাড়া করতো। কিন্তু কিটসনকে আস্তে চালানোর জন্য অনুরোধ করার কোনো উপায় নেই। থাকলে মরগ্যান

তাকে সাবধান করে দিতে। সুতরাং প্রধান সড়কে পৌঁছে বুইকের গতিবেগ যে কমাতে হবে, তাতেও কিটসনের বিচার বুদ্ধির ওপরেই তাদের নির্ভর করতে হবে।

তখন জিপো মেঝেতে উপুড় হয়ে ট্রাকের নীচে ঢোকার চেষ্টা করছে। প্রথমতঃ স্বল্প পরিসরের জন্য সে অসুবিধেয় পড়েছে। তার ওপর মস্তিষ্কে চেপেবসা ভয়টা তো আছেই। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর সে ট্রাকের তলায় নিজের শরীরটাকে প্রবেশ করালো। তখন মরগ্যান একটা টর্চ এগিয়ে জিপোর হাতে দিলো।

জিপো চিত হয়ে ট্রাকের তলায় পৌঁছতেই পাটাতনের গায়ে একটা বিশ্রী লাল দাগ দেখতে পেলো। ওর মুখ থেকে ইঞ্চিকয়েক ওপরেই যে রক্তের দাগ সেটা ভালো করে বুঝবার আগেই কয়েকটা আঠালো, উত্তপ্ত রক্তের ফোঁটা জিপোর মুখের ওপর এসে পড়লো।

সে শিউরে উঠে মুখ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ট্রাকের মেঝের ওপিঠেই পড়ে থাকা টমাসের রক্তাক্ত দেহের সান্নিধ্য তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললো।

জিপো কাঁপা হাতে অন্ধের মতো ব্যাটারির তার দুটো খুজতে লাগলো।

অবশেষে একটা তারের সন্ধান পেলো, কিন্তু সেটা আবার নাগালের বাইরে। তাই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। আমি হাত পাচ্ছি না, ফ্র্যাঙ্ক। আমাদের ওপর থেকে চেষ্টা করতে হবে।

ওপর থেকে দেখবে কোন দিক দিয়ে? সব বন্ধ। ঠিক আছে এক মিনিট অপেক্ষা করো। মরগ্যান যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স থেকে ধাতু কাটার একটা লম্বা হাতলওলা কচি বের করলোকঁচিটা ট্রাকের তলায় ঠেলে দিয়ে। এই নাও, এটা দিয়ে কাটো।

হয়ে গেছে। এবার আমাকে বেরোতে দাও।

হামাগুড়ি দিয়ে জিপো বেরিয়ে আসছিলো, হঠাৎই একটা অস্ফুট শব্দে তার হাত–পা যেন বরফ হয়ে এলো, ঘাড়ের ওপর সজারুর কাঁটার মতো চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠলো।

ট্রাকের পাটাতনের ওপিঠ থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এলো সেই সঙ্গে এক অস্ফুট গোঙানি–তারপরই কিছু একটানড়ার শব্দ। পার্থিব আতঙ্কে জিপো কুঁকড়ে গেলোযেন কোনো অশরীরীর হাত তাকে স্পর্শ করতে আসছে।

উন্মাদের মতো জিপো চিৎকার করে উঠলো, সরে যাও–যেতে দাও আমাকে! সরে যাও! সে পায়ের এলোপাথাড়ি ধাক্কায় ব্লেককে সরাতে চাইলো। অন্ধ আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে।

ব্লেক খেঁকিয়ে উঠে ওর পাঁজরে একটা ঘুষি মারলো থাম, শালা! আচমকা আঘাতে জিপোর দম বন্ধ হয়ে এলো। বুকে হেঁটে ব্লেক ট্রাকের তলা থেকে বেরিয়ে এলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোট ঝাড়তে লাগলো।

মরগ্যান ব্লেকের ছাই রঙা মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো, কি হয়েছে?

এমন সময় জিপো হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়েই ট্রাকের গায়ে লেগে জামাটা ফেঁসে গেলো। জিপোর মুখ ফ্যাকাসে, আঠালো রক্তের ফোঁটাগুলো হাতের ঘষায় ওর গালে গলায় বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ও–ও বেঁচে আছে। সে মৃদুস্বরে বললো, আমি স্পষ্ট শুনেছি। ও নড়ছে ট্রাকের ভেতরে।

মরগ্যানের মুখভাব কঠিন হলো।

তাহলে টমাস এখন আর ট্রান্সমিটার ব্যবহার করতে পারছেনা। তালাও বিকল করতে পারছে না। মনে হয়, ঐ তালা বা ট্রান্সমিটার চালু করার বোতামগুলো ট্রাকের ব্যাটারিতেই চলে। আপাততঃ ব্যাটারিই যখন অকেজো, তখন আর ভয় কি? যাকগে, এসো জিপো, এই ইস্পাতের চাদরটা এবার ভাঙা যাক। তা না হলে টমাসকে শেষ করা যাবে না।

জিপো শিউরে উঠলো না–না–আমি না। টমাসের কাছে রিভলবার আছে। আছে না? ইস্পাতের ঢাকনা ভাঙলেই ও আমাকে গুলি করবে।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো মরন। সে জানালা দিয়ে আবার বাইরে চোখ রাখলো। প্রধান সড়ক ও মাঝারি রাস্তার চৌমাথায় এসে ওদের গাড়ি পৌঁছেছে। ধীরে ধীরে কিটসন বুইকের গতি, কমিয়ে আনলো...একসময় একেবারে থেমে গেলো। মরগ্যান দেখলো, তাদের সামনে প্রধান সড়কের ওপর গাড়ি, রাস্তা আর আগের মতো নির্জন নয়।

এখন যদি টমাস রিভলবার চালিয়ে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করে, তাহলে রাস্তার লোকে নির্ঘাৎ সেই শব্দ শুনতে পাবে–এবং বিপদে পড়বে।

এ সমস্যার উত্তর মরগ্যানের জানা নেই। ব্লেক বললো, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, ফ্র্যাঙ্ক। পুলিশ এই বড় রাস্তায় সবসময়েই টহল দেয়। যদি গুলির শব্দ হয়। তাহলে ওরা শুনতে পাবে...

হা–অপেক্ষাই করতে হবে।

জিপো স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের রক্ত মুছলো। ঘেন্নায় তার গা গুলিয়ে উঠছে।

মরগ্যান ট্রাকের সামনে গিয়ে ইস্পাত আবরণীর ওপর কান চেপে ধরে কোনো শব্দ শুনতে চাইলো।

উঁহু–কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না? তোমরা কি ঠিক শুনেছো?

হা–টমাসের নড়াচড়ার শব্দও পরিষ্কার শুনেছি।

মরগ্যান ঘুরে দাঁড়ালো। জিপো, শুধু শুধু বসে থেকো না। ট্রাকের তালাটা একটু নেড়েচেড়ে দেখো। যত তাড়াতাড়ি তুমি কাজ শুরু করবে, টাকাটা ততো তাড়াতাড়িই আমাদের হাতে আসবে।

জিপো উঠে ট্রাকের পেছনের দিকে গেলো।

বুইক আবার চলতে লাগলো। মরগ্যান পর্দা সরিয়ে দেখলো অন্যান্য দ্রুতগামী গাড়িগুলো একের পর এক তাদের বুইক ও ক্যারাভ্যানকে অতিক্রম করে চলেছে। কিটসন গাড়ির গতি ঘণ্টায় তিরিশ মাইল রেখেছে দেখে মরগ্যান স্বস্তি পেলো।

জিপো ট্রাকের পেছনটা পরীক্ষা করেই হতাশ হয়ে পড়লো। ট্রাকের তালা খোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মরগ্যান ট্রাকের পিছন দিক থেকে এসে জিপোকে বললো। কি, দেখে কিরকম মনে হচ্ছে?

তালাটা যে মজবুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক ঠিক কম্বিনেশন বের করতে গেলে প্রচুর সময়ের দরকার।

দরজা ভাঙার কোনো পথ আছে?

উঁহু–তা সম্ভব নয়। দেখেছো, কি জিনিষ দিয়ে এটা তৈরী? অত সহজে ভাঙা যাবে না। হয়তো প্রচুর সময় পেলে দরজা কেটে সেটা খোলা সম্ভব হতে পারে।

তুমি বরং কম্বিনেশন নম্বরটাই চেষ্টা করে দেখো–যদি বের করতে পারো। ক্যারাভ্যানের ছাউনিতে পৌঁছতে এখনও চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। শুধু শুধু সময়টা বসে বসেনষ্ট করবে কেন? এখন থেকেই কাজ শুরু করে দাও।

মরগ্যানের দিকে জিপো এমনভাবে তাকালো–যেন তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সে সন্দিহান।

জিপোর স্বরে আকুতি, এখন? এখন কি করে হবে? এই গোলমাল, গাড়ির দোলানির মধ্যে কাজ করা সম্ভবনয়। তুমি বুঝতে পারছে না, ফ্র্যাঙ্ক, চাকতি ঘোরানোর সময় আমাকে একমনে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কিন্তু এই গাড়ি–ঘোড়ার গোলমালের মধ্যে, তা কি সম্ভব–তুমিই বলো?

মরগ্যান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার বুকের যন্ত্রণা ক্রমশঃই বাড়ছে। সে জানে এখন জিপোকে চাপ দিলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না। তাই আহত টমাসের কথা ভাবলো সত্যিই কি লোকটা বেঁচে আছে? নাঃ...একের পর এক দুর্ঘটনা পরিস্থিতিকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে। বলা যায় না, সে কাজটাকে প্রথমে যতোটা কঠিন মনে করেছিলো, হয়তো কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে কাজটা তার চেয়েও অনেক বেশি জটিল।

মরগ্যান আচমকা উন্মাদের মতো ইস্পাতের প্রাচীরে ঘুষি মেরে অসহায়ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, এর মধ্যে রয়েছে দশ লক্ষ ডলার। ভেবে দেখো একবার। ঠিক এই দেওয়ালের ও পিঠেই রয়েছে কুবেরের সম্পদ। দশ লাখ ডলার। যে করে তোক টাকাটা আমরা নেবোই। তার জন্যে জাহান্নামে যেতেও আমি প্রস্তুত।

ওদিকে কিটসন তখন অন্যান্য গাড়ির গতিপথ বাঁচিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে সে গাড়ি চালাচ্ছে–জিনির দিকে নজর দেবার তার সময় ছিলো না। কিন্তু প্রধান সড়কে পৌঁছেই

সে দেখলো, তার সামনে টানা নির্জন রাস্তা। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে–গতিপথ ঠিক করে নিয়ে তারপর সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

সীটের মধ্যে গা এলিয়ে জিনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। মুখের বিবর্ণতা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। শরীরের কাপুনিকে গোপন করতে ও হাত দুটোকে হাঁটুর ফাঁকে আড়াল করেছে।

কিটসন ট্রাকের ভেতরে পড়ে থাকা লোকটার কথা ভাবলো, ঐ দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে বের করবার কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠলো। একটা মিশ্র অনুভূতির ঢেউ খেলে গেলো তার শরীরে। কিন্তু লোকটা কি বেতারে সাহায্য চেয়ে সংকেত পাঠিয়েছে? ...হয়তো ওরা এখন সরাসরি এগিয়ে চলেছে পুলিশের পাতা ফাঁদে ধরা দিতে।

কিটসন বললো, টমাস যদি ইতিমধ্যে বেতারে খবর পাঠিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো আমরা পুলিশের জালে ধরা দিতেই এগিয়ে চলেছি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট উলটে জিনি, জবাব দিলো, কিন্তু আমাদের কি করবার আছে বলো?

কিছুই নেই। যাকগে। ক্যারাভ্যানে চড়তে হয়নি দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। ওর ভেতরে ওদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

জিনি আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে, শুনতে পাচ্ছো?

কিটসনের হৃদপিণ্ডটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সত্যিই দ্রুতবেগে ধেয়ে আসা পুলিশ সাইরেনের কান ফাটানো আর্তনাদ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সমস্ত গাড়িই তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে ধীরগামী যানবাহনের জন্য নির্দিষ্ট পথের দিকে এগিয়ে চললো। পলকের মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেলো।

এবার আরও জোরে শোনা গেল সাইরেনের আর্তনাদ। তারপরেই কিটসনের চোখে পড়লো দ্রুতবেগে এগিয়ে আসা পুলিশের গাড়িটার ওপর। তার পেছনে সার বেঁধে ছুটে আসছে চার চারটে মোটরবাইক চড়া দ্রুতগামী পুলিশ। তাদের পেছনে আরও দুটো পুলিশের গাড়ি। ঘণ্টায় আশী মাইলেরও বেশী বেগে গাড়িগুলো তাদের অতিক্রম করে ছুটে গেলো মাঝারি সড়কের দিকে।

কিটসন ও জিনি তারা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো।

কিটসন ভাঙা গলায় বললো, একটুর জন্য আমরা ঐ রাস্তাটা পার হয়ে এসেছি। আর সামান্য দেরী হলেই পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হতো।

তার বক্তব্যকে ঘাড় নেড়ে জিনি সম্মতি জানালো।

ওরা আরও মাইলখানেক যাওয়ার পর হঠাৎই লক্ষ্য করলো, ওদের সামনের গাড়িগুলো ক্রমশঃ তাদের গতিবেগ কমিয়ে আনছে। আরো দূরে নজর চালাতেই ওরা দেখলো গাড়ির এক লম্বা সারি ধীরে ধীরে নিজেদের গতি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে।

কিটসন অশান্ত ও উত্তেজিতভাবে বললো, সামনে রাস্তা বন্ধ। নিশ্চয়ই পুলিশ রাস্তা আটকেছে। তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি নেই দেখছি।

জিনি ভরসা দিলো, চুপচাপ বোসো। এখন সাহস হারালে চলবে না।

বহু সময় অপেক্ষা করার পর গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করলো। কিটসনও ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। দূরে রাস্তার অবরোধটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দুদুটো পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ফাঁক দিয়ে একটি একটি করে গাড়ি শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছে। গাড়ি দুটোর কাছাকাছি দুজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি গাড়ি থামতেই ওদের মধ্যে একজন অফিসার গাড়ির ভেতর ঝুঁকে চালকের সঙ্গে দু একটা কথা বলেই তাকে এগোতে নির্দেশ করছে।

জিনি বললো, সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমিই ওর সঙ্গে কথা বলবো।

কিটসন জিনির সাহসে অবাক হলো। ক্যারাভ্যানের ভেতরে ওরা তিনজন কি ভাবছে। সেটা সে আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো। ওরা এই রাস্তা অবরোধটা দেখতেই পাবে না, তাই বুইকের এই শম্বুক গতিতে হয়ে পড়বে সংশয়াচ্ছন্ন। মনে মনে প্রার্থনা করলো, ক্যারাভ্যানের ভেতরে ওরা যেন কোনরকম গোলমাল বাঁধিয়ে না বসে।

দশ মিনিট বাদে ওরা অবরোধের সামনে এসে পড়লো।

নির্বিকার মুখে, নিছক উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্কার্টটাকে জিনি হাঁটুর ওপরে তুলে ধরলো। পায়ের ওপর পা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারটি জিনির দিকে এগিয়ে এলো। প্রথমে ওর মুখে... তারপর ওর নগ্ন হাঁটুর দিকে চোখ রাখলো। তার রোদে পোড়া তামাটে মুখে প্রশংসার হাসি ফুটলো। কিটসনের দিকে তাকাবার প্রয়োজনই মনে করলো না।

বুইকের গায়ে হেলান দিয়ে সে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে জিনিকে বললো, আপনারা কোত্থেকে আসছেন জানতে পারি কি?

জিনি বললো, ডুকাস থেকে। আমরা মধুচন্দ্রিমা কাটাতে বেরিয়েছি। তা ব্যাপার কি, অফিসার? এতো হৈ চৈ কিসের জন্য?

অফিসার প্রশ্ন করলো, আপনারা কি ওয়েলিং কোম্পানীর একটা ট্রাককে রাস্তায় দেখেছেন? ট্রাকটাকে দেখলে ভোলার কথা নয়। কারণ ওটার গায়ে বড় বড় হরফে ওয়েলিং কোম্পানির নাম লেখা আছে।

কই, না তো। কোনো ট্রাকই আমাদের চোখে পড়েনি, তাই না আলেক্স?

কিটসন মাথা নাড়লো।

জিনি হাস্যতরল কণ্ঠে বললো, কেন, আপনারা ট্রাকটা হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি? কি কারণেই খুশী খুশী স্বরে হেসে উঠলো।

জিনির হাঁটু থেকে চোখ না সরিয়েই অফিসারটি হাসলো।

যাকগে, ছেড়ে দিন ওসব কথা। এবার আপনারা যেতে পারেন। আশা করি আপনাদের মধুচন্দ্রিমা শুভ হোক। কিটসনের দিকে চেয়ে, শুভ হওয়া সম্পর্কে আমার অন্ততঃ কোনো সন্দেহই নেই, মশায়–জানি না আপনার আছে কিনা! আচ্ছা, এবার তাহলে এখোন।

কিটসন গাড়ি নিয়ে সামনে এগোলো। একটু পরেই ওরা পুলিশের অবরোধ পার হয়ে রাস্তায় এসে পড়লো।

কিটসন হাঁফ ছেড়ে শক্ত মুঠোয় বুইকের স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরলো, ও খুব জোর বেঁচে গেছি। লোকটাকে তুমি দারুণ ঘোল খাইয়েছ।

জিনি স্কার্ট ঠিক করে হাঁটু ঢাকলো, এসব লোককে বোকা বানানো খুব সহজ। দেখবার মত কিছু একটা পেলেই হলো। কাজ টাজ ভুলে শুধু সেদিকে চেয়ে থাকবে। হাতব্যাগ খুলে সিগারেট বের করে কিটসনকে বললো, চলবে নাকি?

দাও একটা।

জিনি সিগারেট ধরিয়ে কিটসনের ঠোঁটে দিলো। সিগারেটে জিনির নরম ঠোঁটের লিপস্টিকের ছোঁয়া আছে দেখে কিটসন আমেজ ভরে এক গভীর টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো।

জিনি এবার নিজের জন্যে আর একটা সিগারেট ধরালো।

পরবর্তী দশ মাইল নীরবতার পর জিনিই বললো, সামনের চৌমাথায় ডানদিকে ঘুরবে। সেই রাস্তাটাই ফন হ্রদের রাস্তা।

সামনের রাস্তায় নজর রাখতেই আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। কিটসন দেখলে একটা হোডার প্লেন তাদের লক্ষ্য করে উড়ে আসছে। রাস্তা থেকে বড়জোর শ–তিনেক ফুট ওপর দিয়ে প্লেনটা উড়ে আসছে।

ঐ দেখো।

হাওয়ায় চড়া শিসের ঝাপটা তুলে হোডার প্লেনটা বুইক ও ক্যারাভ্যানের ঠিক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

জিনি বললো, হুঁ, তাহলে ওরা দেখছি কাজ শুরু করতে খুব একটা দেরী করেনি। জিনি হাতঘড়িতে দেখলো বারোটা দশ–মানে ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাক থামানোর পর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়েছে। অথচ সেই সামান্য পঁয়তাল্লিশ মিনিট জিনির কাছে মনে হলো পঁয়তাল্লিশ বছর।

ক্যারাভ্যানের ভেতরে তিনজনেই হোডার প্লেনের শব্দ শুতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত জিপো হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে উপুড় হলো, আতঙ্কে যেন কুঁকড়ে গেলো। শব্দ শোনামাত্রই সে বুঝেছে প্লেনটা তাদেরই খোঁজ করছে।

পুলিশী অবরোধের কাছে পৌঁছানো মাত্রই তিনজনেই মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। মরগ্যা দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় ওর ৪৫বের করেছে। বিনা যুদ্ধে ধরা দিতে সে রাজি নয়।

বুইক আবার যখন তার গতিতে ফিরে এলো তিনজনে তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মরগ্যান একবার কোট খুলে তার ক্ষতস্থানটা দেখাল জিনির বেঁধে দেওয়া ব্যান্ডেজটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। ক্ষতস্থানে আবার রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

প্রথম থেকেই ব্লেক মরগ্যানের সুনজরে পড়ার চেষ্টায় ছিল। এখন সুযোগ পেয়েই সে উঠে দাঁড়ালো। জিপোকে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেলো ক্যারাভ্যানের তাকে রাখা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটার দিকে।

ব্লেক বাক্সটা খুলতে খুলতে ব্যস্তস্বরে বললো, দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক, আমি এখুনি ব্যান্ডেজটা ঠিক করে দিচ্ছি।

মরগ্যানের মাথা তখন ঝিমঝিম করছে, চারিদিক অন্ধকার লাগছে। রক্তপাতের পরিমাণ দেখে সে মনে মনে শঙ্কিত হলো। ব্লেবের কথায় মাথা হেলিয়ে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসতে চেষ্টা করলো।

অস্বস্তি ও আশঙ্কা ভরা চোখে জিপো মরগ্যানকে দেখে ভাবলো, ফ্র্যাঙ্ক যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আমরা কি করবো? যে কোন জটিল পরিস্থিতিতেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমাধান করার ব্যাপারে মরগ্যানের জুড়ি নেই। ফ্র্যাঙ্ক মারা গেলে আমরা গিয়ে পড়বো অথৈ জলে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে ব্লেক নতুন একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে রক্ত বন্ধ করতে সক্ষম হলো।

এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এক গ্লাস চলবে নাকি?

মরগ্যান তিক্তস্বরে বললো, চলুক, ক্ষতি কি? এখন তো মজা লুটবার সময়। অতএব খোলে বোতল...।

তিন গ্লাসে বেশ খানিকটা করে নির্জলা হুইস্কি ঢেলে জিপো ও মরগ্যানের দিকে দুটো গ্লাস এগিয়ে দিলো ব্লেক।

ওরা সবেমাত্র গ্লাসে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় হঠাৎই ওরা অনুভব করলো ওদের বুইক বড় রাস্তা ছেড়ে আচমকা বাঁক নিলো। পর মুহূর্তেই রাস্তার প্রতিক্রিয়াবশতঃ ক্যারাভ্যানটা প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি তুলে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চললো।

তিনজনে চটপট নিজেদের গ্লাস শেষ করে ফেললো। মরগ্যান দাঁতে দাঁত চেপে ক্যারাভ্যানের জ্বালানি ও বুকের জমাট তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সহ্য করে চললো।

মিনিটখানেকের মধ্যে গাড়ির গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে গেলো। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে জিনি ও কিটসন।

মরগ্যানের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখে কিটসন দুশ্চিন্তায় প্রশ্ন করলো, কোনো রকম অসুবিধে হয় নি তো?

মরগ্যান বাইরে তাকালো। ওরা এখন রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়েছে এক ফার বনের শীতল ছায়া রাজত্বে। পাহাড়কে পাকে পাকে জড়িয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ফন হ্রদের দিকে। এখান থেকে ফন হ্রদের দূরত্ব, ছ মাইল।

মাথার ওপরে উড়োজাহাজের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

মরগ্যান ট্রাকের দিকে দেখিয়ে, টমাস এখনও বেঁচে আছে। ওকে যে করে থোক একেবারে শেষ করতে হবে।

ব্লেক নির্বিকার মুখে খাবারের বাক্সটা জিনির হাতে তুলে দিলো।

এতক্ষণে কিটসন প্রতিবাদ করলো। টমাসকে নিয়ে কি করবে তোমরা? খুন করবে ওকে?

নিষ্ঠুর বাঁকা হাসি ফুটলো মরগ্যানের মুখে। নয়তো কি জামাই আদর করবো? ক্যারাভ্যান বন্ধ করে যা বলছি তাই করো।

জিপো তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে, থামো। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। টমাসকে খুন করার মধ্যে আমি নেই। আমার কাজ ট্রাকের তালা খোেলা–তাই খুলবো, ব্যস্। অন্য কিছুর মধ্যে থাকতে আমি রাজী নই...।

মরগ্যান খিঁচিয়ে উঠলো চুপ করো। ৪৫ পলকে তার হাতে উঠে এলো। ইস্পাতের চাদরটা আমাকেই খুলতে হবে, জিপো; ভালো চাও তো যা বলছি তাই করো! নইলে তোমার ঐ ভুড়িকে ঝাঁঝরা করে দেবো।

মরগ্যানের মুখের নৃশংস কুটিল অভিব্যক্তি জিপোকে ঠাণ্ডা করে দিলো, ঝাঁকিয়ে উঠলো। আমাকে ছেড়ে দাও ফ্র্যাঙ্ক। আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও।

মরগ্যান কিটসনের দিকে ফিরে, আমার কথা তোমার কানে যায় নি? ক্যারাভ্যান বন্ধ করে চাকা খুলতে শুরু করো।

ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে কিটসন ফিরে চললো। মানসিক উত্তেজনায় বুইকের পেছনের ঢাকনা তুলে ও একটা স্ক্রু–জ্যাক বের করে আনলো। আসন্ন নৃশংস অধ্যায়ের কথা ভেবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো। কিটসন জ্যাক ঘুরিয়ে বুইকের সামনের চাকা মাটি থেকে তুলতে লাগলো...

তখন মরগ্যান জিপোকে সাবধান করে দিচ্ছে, শোনো জিপো। এখন থেকে তুমি তোমার টাকার যশ উপার্জন করার চেষ্টা করো। এ পর্যন্ত তো শুধু হাওয়ায় গা লাগিয়ে ঘুরেছে। এবার কঠিন সমাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নাও। ইস্পাতের এই হতচ্ছাড়া ঢাকনাটা তোমার খুলতেই হবে।

জিপো ইস্পাত আবরণীর কাছে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। ব্লেক একবার জিপোর দিকে, একবার মরগ্যানের দিকে অস্বস্তিতে দেখতে লাগলো।

জিপো দেখলো ইস্পাতের চাদরটা তেমন মজবুত নয়। ট্রাকের দরজার মতো এটার পেছনে তেমন যত্ন নেয় নি ওয়েলিং এজেন্সী।

মরগ্যানও সেটা বুঝতে পারলো।

যাও, ছোট শাবল আর হাতুড়িটা নিয়ে এসো, এটাকে ভাঙতে বেশি সময় লাগবে না।

ইস্পাতের ঢাকনা ভাঙার পরের কথা মনে করে, জিপো কর্কশ স্বরে বললো, টমাস ভেতরে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমাকে দেখামাত্রই ও সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।

যা বলছি, চটপট করো।

জিপো যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে হাতুড়ি আর একটা ছোট শাবল নিয়ে এগিয়ে এলো। ওর হাত এত কাঁপছে যেন এখুনি শাবল আর হাতুড়িটা ওর হাত থেকে খসে পড়বে।

মরগ্যান অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, শীগগির করো! জলদি! এতে ভয় পাওয়ার কি আছে তা বুঝতে পারছি না।

টমাস যদি আমাকে গুলি করে তাহলে ট্রাকের তালা খুলবে কে? জিপো শেষ অস্ত্র হিসেবে মরগ্যানের নাকের ডগায় ওর তুরুপের তাস ছুঁড়ে মারলো। কাজ হলো।

মরগ্যান ক্রোধভরে, দাও, ও দুটো আমার হাতেইদাও! ..শালা, ভীতুর ডিম। দাঁড়াও। তোমাকে আর তোমার ঐ নদের চাঁদ ইয়ারকে আমি শায়েস্তা করছি। তোমরা যদি ভাবো পায়ের ওপর পা তুলে দু লাখ ডলার পাবে, তবে ভীষণ ভুল করবে।

মরগ্যান হাতুড়ি আর শাবলটা জিপোর হাত থেকে হ্যাঁচকা মেরে কেড়ে নিলো। শাবলটাকে ইস্পাতের ঢাকনা ও জানলার জোড়ের মুখে ঠেকিয়ে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করলে শাবলটা ইস্পাতের চাদরকে সামান্য ঠেলে ঢুকে গেলো ভেতরে।

ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা মেরে শাবলটা যখন ইঞ্চি ছয়েক ভেতরে ঢুকে গেলো মরগ্যান তখন থামলো। হাতুড়ি ফেলে ব্রেকের দিকে ঘুরে। জিপোর মতো তুমিও কি ভয়ে কেলিয়ে পড়ল।

কাঁধের খাপ থেকে ৩৮রিভলবারটা হাতে নিয়ে ব্লেক বললো, তুমি প্রস্তুত হলেই আমি প্রস্তুত

মরগ্যান বাঁকাভাবে হাসলো। কি ব্যাপার? তুমি কি এখন নিজের দু লাখ ডলারকে বাঁচাতে চাইছো?

বাজে কথা ছাড়া ফ্র্যাঙ্ক। কাজ শুরু করো। টমাসের মোকাবিলা করার জন্য আমি প্রস্তুত

মরগ্যান শাবলের প্রান্তে সবলে চাপ দিতে যাবে। ক্যারাভ্যানের গায়ে তিনবার টোকা দেবার শব্দ এলো। মরগ্যান চাপা স্বরে, সাবধান! কেউ আসছে।

ব্লেক জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলো।

জিনি রাস্তার ধারে গুছিয়েই বসেছিলো, ওর কাছ থেকে গজ কয়েক দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে তার পেছনে একটা ক্যারাভ্যান। সম্ভবতঃ, তাদের মতোই আরো কেউ ক্যারাভ্যান নিয়ে ফন হ্রদের দিকে চলেছে।

একটা রোদে পোড়া লালমুখো মধ্যবয়স্ক লোক খুশী খুশী মুখে গাড়ি থেকে নামলো। তার সঙ্গিনী একজন সুশ্রী মহিলা ও একটি দশ বারো বছরের ছেলে। ওরা গাড়িতে বসেই বুইক ও ক্যারাভ্যানটাকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলো।

মধ্যবয়স্ক লোকটার হেঁড়ে গলা কানে এলো, কি ব্যাপার? চাকা বিগড়েছে মনে হচ্ছে? জিনিকে লক্ষ্য করে বললো, বলেন তো সাহায্য করি

জিনি মিষ্টি হেসে না, না–তার কোনো দরকার নেই। আমার স্বামী একাই পারবেন। ধন্যবাদ।

লোকটা বললো, আপনারা কি ফন হ্রদের দিকেই যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমরাও সেখানেই যাচ্ছি। গত গ্রীষ্মের ছুটিতেও গিয়েছিলাম। আপনারা আগে কোনদিন ওখানে গেছেন নাকি?

উঁহু।

দেখবেন। জায়গাটা খুব ভালো লাগবে। এক কথায় চমৎকার। তার ওপর সুব্যবস্থা তো আছেই ওহ, –হহ, আমার নামটাই বলিনি–আমার নাম ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড। ঐ যে গাড়িতে আমার স্ত্রী–মিলি আর ওর পাশেই আমার ছেলে। আপনাদের ছেলেমেয়েদের দেখছি না!

জিনি ওর কথায় খোলা হাসিতে ফেটে পড়লো। ওর হাসি ব্লেককে অবাক করলো। সত্যি মেয়েটা অভিনয় জানে বটে।

ব্র্যাডফোর্ড অপ্রস্তুতে পড়তেই জিনি তাড়াতাড়ি বলল, না, এখনও পর্যন্ত নেই। আমরা মধুচন্দ্রিমা কাটাতে ফন হ্রদে যাচ্ছি।

এবার ব্র্যাডফোর্ড হো হো করে হেসে উঠলো। হাসির দমকে তার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠলো।

ওঃ দারুণ দিয়েছেন। আরে শুনেছো, মিলি! ওরা কোথায় মধুচন্দ্রিমা কাটাতে যাচ্ছে, আর আমি বোকার মত জিজ্ঞেস করছি ওদের ছেলেমেয়ে আছে কিনা! হোহোহোঃ ...!

মহিলাটি গাড়ি থেকেই বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুঁচকে বললো, তোমার সব সময়েই ঐ রকম। চলে এসো। ফ্রেড–ওদের শুধু শুধু বিরক্ত করছে।

হা–ঠিক বলেছো। আমারও তাই মনে হয়...আচ্ছা তাহলে চলি মিসেস...এই দেখুন কাণ্ড, আপনার নামটাই জানা হয় নি।

হ্যারিসন। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

তাতে কি হয়েছে? হয়তো ফন হ্রদে গিয়ে আমাদের আবার দেখা হবে। তখনই বকেয়া আলাপের পালাটা সেরে নেওয়া যাবে। আর নিতান্তই যদি দেখা না হয়, তাহলে আপনাদের শুভ মধুচন্দ্রিমা কামনা করি।

ধন্যবাদ।

গাড়িতে উঠে ব্যাডফোর্ড হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো পাহাড়ী রাস্তা ধরে।

মরগ্যান ও ব্লেক অস্বস্তিভরে পরস্পরের দিকে তাকালো।

ব্লেক চিন্তিতভাবে বললো, এখন যদি টমাস রিভলবার চালাতে শুরু করে তাহলে ওরা গুলির শব্দ শুনতে পাবে।

মরগ্যান মরিয়া হয়ে পেলে পাক। এই বনে কি কেউ শিকার করে না? ওরা ভাববে কোনো শিকারী শিকারের পেছনে ছুটছে। এসো, কাজ শুরু করা যাক।

কিটসন এমন সময় জানলা দিয়ে ডেকে বললো, কি ব্যাপার? ভেতরে কি হচ্ছে?

তুমি যেখানে আছে, সেখানেই থাকো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই আমাদের সাবধান করে দেবে। আমরা আর দেরী করতে পারছি না।

শিউরে উঠলো কিটসন, ওর সারা শরীর যেন গুলিয়ে উঠলো।

ক্যারাভ্যানের জানালা বন্ধ করে দিলো মরগ্যান, ব্লেকের দিকে ফিরে ঘাড় নাড়ালো, এসো, এড তাহলে শুরু করা যাক।

চলো।

মরগ্যান শাবলটা নীচের দিকে হ্যাঁচকা মারতেই জিপো ভয়ে মুখ ঢাকলো দু-হাতে।

ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাকচালক ডেভ টমাস পড়ে ছিলো ট্রাকের মেঝেতে। চৌচির, রক্তাক্ত চোয়ালের যন্ত্রণায় সব অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছে। শুধু সাহসকে সম্বল করে সে কোনোরকমে বেঁচে আছে।

মরগ্যানের রিভলবারের গুলি তার মুখের নিম্নাংশকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। যাবার পথে টমাসের চোয়ালের হাড় চুরমার করে জিভকে দু ফালি করে সরাসরি গুলিটা বেরিয়ে গেছে।

এই আকস্মিক আঘাত ও যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া টমাসের মস্তিষ্ককে দীর্ঘ সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তার জ্ঞান ফিরেছে। সঙ্গে সঙ্গেই টমাস অনুভব করেছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

টমাস ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করলো। চালকহীন ট্রাকটা কি করে ছুটছে, ভেবে সে অবাক হলো!

এভাবে এক নাগাড়ে রক্তপাত হওয়ার পরে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম তা টমাস জানে। তবে মরতে সে ভয় পায় না। এখন যদি কোনো এক বিচিত্র মন্ত্রবলে সে বেঁচেও ওঠে তবুও খুব একটা লাভবান হবে বলে মনে হয় না, কারণ একটা ফাটা চৌচির চোয়াল ও আধখানা জিভ নিয়ে সে কি করে লোকসমাজে থাকবে? তাছাড়া বোবা হয়ে বাকি জীবনটা কাটানোর যন্ত্রণা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

এবার ট্রাকের এপাশ ওপাশ টলমল দোলানির দিকে মন সংযোগ হলো। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে সিদ্ধান্ত নিলো, ট্রাকটাকে কোনো গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নাঃ। মতলবটা মন্দ নয়। কিন্তু এরা কি শেষ রক্ষা করতে পারবে? আপাততঃ তার কর্তব্য হলো এই মুহূর্তেই বেতার যন্ত্র চালু করে বিপদ সংকেত পাঠানো, পুলিশকে জানানো ট্রাকের অবস্থিতির কথা। যেখানেই ওটা লুকানো থাকুক না কেন, পুলিশ ঠিক খুঁজে বের করবেই।

এখুনি এই কাজটা করা তার উচিত। কিন্তু বেতার যন্ত্রটা ঠিক তার পেছনেওপর দিকে। তাকে একপাশে কাত হয়ে ওপরে হাত বাড়াতে হবে। পাশ ফেরামাত্রই অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হবে ভেবে টমাস চোখ বুজে একইভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো। নেকড়ের হিংস্রতায় ভরা মুখটার কথা, সাপ কালো শীতল চোখ জোড়ার কথা–যে লোকটা তাকে গুলি করেছিল তার কথা ভাবতে লাগলো। টমাস লোকটার পরিচয় পেয়ে অবাক হলো। আর ঐ মেয়েটা, যে স্পোর্টস কারটা চালাচ্ছিলো সেও নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে। ওদের পুরো মতলবটা প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ করে ঐ দুর্ঘটনার দৃশ্যটা। কিন্তু তবুও ডাকসন সোজাসুজি বেতারে খবর দিয়েছিলো এজেন্সীকে। জানতে চেয়েছিলো তাদের কর্তব্য।

টমাস তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে ভাবলো, ঐ ফুলের মতো কচি মেয়েটা কি করে এই নৃশংস ভয়ঙ্কর কাজে জড়িয়ে পড়লো।

মেয়েটার কথায় টমাসের মনে পড়লো ক্যারির কথা–তার তেরো বছরের ছোট্ট মেয়েটার কথা।

ক্যারীর মাথার চুল অনেকটা ঐ মেয়েটার মতোই, তামাটে। কিন্তু ওর মতো ক্যারী অতোটা সুন্দরী নয়। অবশ্য ক্যারির বয়স এখনো অনেক কম–বড় হলে হয়তো আরও সুন্দরী হবে।

ক্যারী তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, বলে, ওর বাবার মতো সাহসী তোক আর নেই। নইলে দশ লক্ষ ডলার ভর্তি একটা ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

টমাস ভাবলো, ক্যারি যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখতো, তাহলে ওর সমস্ত স্বপ্নই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। সামান্য একটু ব্যথার ভয়ে, যন্ত্রণার ভয়ে আমি পাশ ফিরে বেতারে খবর দিতে পারছি না দেখলে ও লজ্জা পেতো।

ট্রাকের টাকা রক্ষা করার জন্য টমাস যদি নিজের জীবনও দিয়ে দেয়, তবুও ক্যারী এতোটুকু দুঃখ পাবে না। বরং বন্ধুদের বলবে তার বাবা কিভাবে বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে। না, টমাস ওর কাছে ছোট হতে পারবে না।

এখন তার করণীয় কাজ দুটি, প্রথমতঃ বেতারে বিপদ সংকেত ছড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ বোতাম টিপে সময় নির্ভর তালাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অকেজো করে দেওয়া।

তালাকে অকেজো করার বোতামটা স্টিয়ারিং হুইলের ঠিক পাশে রয়েছে। ওটাকে নাগালে পেতে টমাসকে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে পড়তে হবে। কিন্তু এই নড়াচড়ায় তার ভাঙা চোয়ালের হাল যে কি হবে ভেবে সে ঘামতে লাগলো।

ক্যারী ট্রাক রক্ষা করার ব্যাপারে টমাসকে সমর্থন করলেও, হ্যারিয়েট–তার স্ত্রী যে করবে না, সেটা টমাস ভালোই জানে। হ্যারিয়েট টমাসের অবস্থাটা বুঝবে, কিন্তু ক্যারী যে ছোট, অবুঝ।

মিনিট পাঁচেক লাগলো সাহস করে প্রস্তুত হতে তারপর সে যখন পাশ ফিরতে চেষ্টা করলো, সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার তীব্র ছুরি কেটে বসলো তার হৃদপিণ্ডে। টমাস মুহূর্তে আবার জ্ঞান হারালো।

টমাসের ঘুম ভাঙলো হাতুড়ি পেটার অপ্রত্যাশিত বিকট শব্দে। চোখ মেলেই দেখলো জানলা ও ইস্পাতের পাতের ফঁক দিয়ে এসে পড়া এক চিলতে মধ্যাহ্নের আলো। দৃষ্টি ক্রমশঃ স্বচ্ছ হতেই দেখলো, একটা শাবল আংশিক ঢুকে রয়েছে ইস্পাত আবরণী ও জানলার ফাঁকে।

টমাস ভাবলো, তাহলে ওরা আমাকে শেষ করতে আসছে। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

দুর্বল হাতে রিভলবার বের করার চেষ্টা করলো। মরগ্যান গুলি করার সময়, টমাস রিভলবার ছোঁড়ার সুযোগ পায়নি। তাই সে আগে থেকেই প্রস্তুত হতে চায়।

টমাসের রিভলবার ৪৫ স্বয়ংক্রিয় কোল্ট। তাই একটু ভারী। রিভলবারটা হাতে নিতেই মনে হলো খুব ভারি, আরেকটু হলেই পড়েও যাচ্ছিলো বন্দুকটা। অতিকষ্টে নামিয়ে আনলো তার ডান পাশে। আর বন্দুকের নলটা তাক করে রাখলো ট্রাকের জানলার দিকে।

ঠিক আছে শালা, এসো এবার! ভাবলো টমাসআমার একদিন কি তোমার একদিন! ক্রমশঃ চমক দেবো, জীবনভর ইয়াদ রাখবে! আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তাড়াতাড়ি করো। মরার আগে জীবনের শেষ যুদ্ধে জিততে চাই।

এমন সময় তার কানে এলো কারো চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, সাবধান। কেউ আসছে!

এরপর দীর্ঘ নীরবতা। টমাস অনুভব করলো, অনুভূতিকে স্থাবর করে দিতে চাইছে। সে মনের জোরকে সম্বল করে লড়ে চললো, কোনোরকমে জাগিয়ে রাখলো তার মনের চেতনা।

নিজের মনেই উচ্চারণ করলো টমাস, তাড়াতাড়ি করো! এ অবস্থা আমি আর সইতে পারছি না! ....

হঠাৎই শুনতে পেলো কারো উত্তেজিত স্বর, এখন যদি টমাস রিভলভার চালাতে শুরু করে তাহলে ওরা শব্দ শুনতে পাবে।

টমাসের রিভলবার ক্রমশঃ ভারী ঠেকছে। সে বুঝলো, জানালা লক্ষ্য করে তাকিয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দরজা খুললেই টমাস গুলি চালাবে। তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

টমাস প্রতীক্ষায় রইলো। যন্ত্রণায় তার শ্বাস–প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবুও অপেক্ষা করে চললো।

জানলায় শাবলের চার দিতেই সড়াৎ করে ওপরে উঠে গেলো ইস্পাতের চাদর। টমাসের চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ হলো ট্রাকের খোলা জানলায়।

ব্লেক ও মরগ্যান সরে দাঁড়ালো জানালার কাছে থেকে। দরজার দু–পাশে ওরা কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কোনো শব্দই কানে এলো না। ওরা মুখ চাওয়া–চাওয়ি করলো।

শালা, চালাকি করছে না তো? প্রশ্ন করলো ব্লেক।

হতে পারে।

জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে দিলো মরগ্যান, আর খুঁজে চললো দরজা খোলার হাতলটা।

টমাস লক্ষ্য করতে লাগলো মরগ্যানের কার্যকলাপ। তার চোখ আধবোজা; তর্জনী চেপে বসেছে রিভলবারের ট্রিগারে সাফল্যের অনিশ্চয়তায় তার মন সামান্য আশঙ্কিত।

অবশেষে দরজাটা খুলে ফেললো মরগ্যান। দরজার পাল্লাটা গিয়ে থামলো ব্লেকের সামনে। সুতরাং ব্লেকের পক্ষে ভেতরে নজর রাখা সম্ভব হলো না। একদিকে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল, অন্যদিকে ট্রাক, এবং সামনে ট্রাকের খোলা দরজার পাল্লা–একরকম বন্দীই হয়ে পড়লো ব্লেক। মরগ্যান বিদ্যুৎগতিতে ট্রাকের ভেতরে উঁকি মেরেই বাইরে শরীরটাকে বের করলো।

সে সেই কয়েক মুহূর্তে দেখলো একটা লোক বিভ্রভাবে ট্রাকের মেঝেতে পড়ে রয়েছে তার চোখ বোজা, মুখের রঙ ফ্যাকাসে।

ব্লেকের দিকে ফিরে মরগ্যান চাপা স্বরে বললো, কোনো ভয় নেই। ও মারা গেছে।

মনে মনে টমাস ভাবলো। পুরোপুরি নয় বন্ধু, একটু পরেই সেটা জানতে পারবে।

টমাস প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে রিভলবার ধরা হাতটা ঈষৎ উঁচিয়ে ধরলো। আ আস্তে মরগ্যান সতর্ক ভঙ্গীতে ট্রাকের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

টমাসের বন্দুক মরগ্যানের দিকে নিশানা করা অতিরিক্ত সাবধানতা বশে। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস টমাস মৃত। ঐ রকম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মুখ। মৃতের মতো রক্তহীন, পাণ্ডুর শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

মরগ্যান ব্লেকের দিকে ফিরে, ওকে এখান থেকে বের করে বাইরে কবর দেওয়া যাক। কি। বলো? ব্লেক তখন কৌতূহলভরে জানলা দিয়ে টমাসকে দেখছে।

টমাস এমন সময় চোখ খুললো।

সাবধান। প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দরজাটা তার শরীরে চেপে বসায় সে অসুবিধেয় পড়লো।

মরগ্যান ওকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই টমাস ট্রিগার টিপলো।

ঠিক একই মুহূর্তে দুটো বন্দুকের শব্দ বিস্ফোরিত হলো।

মরগ্যানের গুলিটা টমাসের গলায় বিঁধে গেল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো।

টমাসও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। মরগ্যানের পেটে তার গুলি লেগেছে। হাঁটু ভেঙে ট্রাকের ভেতর মরগ্যানের মুখটা টমাসের কোলে গিয়ে পড়লো।

জিপো ভাঙা কর্কশ গলায় এক তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো।

ব্লেক ট্রাকের দরজাটা ঠেসে ধরলো মরগ্যানের বেরিয়ে থাকা পায়ে। কোনরকমে একপাশ হয়ে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ও ট্রাকের দরজার ফাঁক দিয়ে সে এদিকে এসে দাঁড়ালো। ব্লেক মরগ্যানের দেহটাকে চিত করে দিলো।

মরগ্যান ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে, শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম, এড। তার স্বর এতই অস্পষ্ট ছিল যে ব্লেকের বুঝতে কষ্ট হলো। তবে টাকাটা তোমাদের কাজে আসবে। তোমাদের প্রত্যেকেরই কাজে লাগবে। এই দশ লাখ ডলার...গুড লাক...

হঠাৎই ব্লেকের খেয়াল হলো। সে এক অদ্ভুত চিন্তা করে চলেছে। যদি শেষ পর্যন্ত ট্রাকের তালা তারা ভাঙতে পারে, তাহলে দুলাখ ডলারের জায়গায় তারা প্রত্যেকে আড়াই লাখ করে পাবে। কারণ তাদের অংশীদারের সংখ্যা এই মুহূর্ত থেকে চারজন।

.

০৮.

একটা বসবার ঘর, একটা শোবার ঘর। একটা ছোট্ট রান্নাঘর এবং তার চেয়েও ছোট্ট একটা স্নানঘর–এই নিয়েই গোটা কেবিনটা।

আধুনিকভাবে সাজানো–গোছানো শোবার ঘরে দুটো বিছানা–তাছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তো আছেই। বসবার ঘরটাও চেয়ার, সোফা ইত্যাদিতে ছিমছামভাবে সাজানো। অর্থাৎ চারজন শোবার পক্ষে কোনরকম অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

এই কেবিনটা হ্রদের এক প্রান্তে। এবং অন্যান্য কেবিনগুলোর থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। কেবিন ভাড়া দেবার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি বেশ সবজান্তার হাসি ফুটিয়ে জিনিকে বলল, এই কেবিনটা বিশেষভাবে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যই তৈরী। এই কেবিনে আগে যারা ছিলো। তারা গতকাল রাতেই ছেড়ে চলে গেছে।

হ্যাডফিল্ড কর্মচারীটির নাম। জিনি আর কিটসন এখানে এসে পৌঁছলে সে তখন ওদের পাশে এসে রাস্তা দেখিয়ে ওদের ইঙ্গিত কেবিনের দিকে নিয়ে গেছে।



www.bengaliebook.com

হ্যাডফিল্ড মাঝে মাঝে অবাক চোখে কিটসনের দিকে দেখছিলো। ভদ্রলোককে কেমন যেন উত্তেজিত দেখাচ্ছে চুপচাপ বসে রয়েছেন ব্যাপার কি? কে জানে, হয়তো আসন্ন ফুলশয্যার রাতের কথা ভেবে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু হ্যাডফিল্ড–এরকম সুন্দরী বউ পেয়ে ভদ্রলোক বিব্রত কেন–কারণ খুঁজে পেলো না।

মেয়েটাও কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেক সুন্দরী মেয়েই মধুচন্দ্রিমার নামে কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। হ্যাডফিল্ড ওদের কথা আবেগভরে ভাবলো। কোথায় ক্যারাভ্যান রাখতে হবে, কোথায় হ্রদে বেড়ানোর জন্য নৌকো ভাড়া পাওয়া যাবে–সবই দেখিয়ে দিলো। আরো বললো, কেউ কখনো তাদের বিরক্ত করবে না। তারা নিজেদের খুশিমতো দিন কাটাতে পারে।

এখানকার লোকেরা বেশ মিশুকে, মিসেস হ্যারিসন। হ্যাডফিল্ড বলতে বলতে ওদের কেবিনটা দেখালো। জিনিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো। তারা সবসময়েই আপনাদের সুখ সুবিধের দিকে নজর রাখবে, গল্প–সল্প করবে। ...আমার মনে হয়, আপনারা বোধহয় নির্জনতাই বেশি পছন্দ করবেন। অন্তত প্রথম কয়েকদিন, কি বলেন? যাক গে–ও নিয়ে ভাববেন না। মিসেস হ্যারিসন, আমি সবাইকে বলে দেবোখন। আপনারা গুছিয়ে না বসা পর্যন্ত কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না।

ওদের চারজনের একমাত্র অন্ধকারের প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিলো না। সারাদিনের ধকলে ওদের কাছে ঐ সময়টুকু অসহ্য ও ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। জিনি কেবিনে ঢুকেই শোবার ঘরে ঢুকে সটান বিছানায় শুয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুমিয়ে পড়লো। কিটসন বাইরে পাহারায় থেকেছে। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করেছে আর ক্যারাভ্যানের

ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ব্লেক ও জিপোকে নিরুপায় হয়েই টমাস ও মরগ্যানের মৃতদেহের সঙ্গে ক্যারাভ্যানের ভেতরে থাকতে হয়েছে। না, ওদের সময়টা খুবই খারাপ কেটেছে।

জিপো আর ব্রেক অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনের ভেতরে চলে এসেছে।

পরিশ্রান্ত জিপোর অবস্থা ব্লেকের চেয়েও খারাপ। সে এসেই একটা চেয়ারে বসে দুহাতে তার মুখ ঢাকলো। তার চোয়ালের পাশে একটা লম্বা কাটা দাগ। ব্লেকের আঘাতের ফলেই ঐ ক্ষত। ফন হ্রদে আসার পথে জিপো হঠাৎ ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সে ক্যারাভ্যানের ধাতব দেওয়ালে পাগলের মতো মাথা খুঁড়ছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো একরোখাভাবে ব্লেকের সঙ্গে সমানে যুঝে গেছে।

অবশেষে ব্লেক তাকে চোয়াল লক্ষ্য করে সজোরে ঘুষি মেরেছে। এছাড়া জিপোকে সামলানোর আর কোনো উপায়ই ছিলো না। তারপরে যখন জ্ঞান ফিরেছে সে চুপচাপ ক্যারাভ্যানের মেঝেতে বসে থেকেছে। অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তাদের আটটি ঘণ্টা ক্যারাভ্যানের ভেতরে কাটাতে হয়েছে। মাছির দৌরাত্ম্যর জন্য জানালাগুলো এটে বসে সময় গুনেছে– এ অভিজ্ঞতার কথা ওরা সহজে ভুলবে না।

ব্লেক আর কিটসন গেছে অন্ধকার ঘন জঙ্গলের ভেতরে টমাস ও মরগ্যানের মৃতদেহ কবর দেবার জন্য। জিপোর নানান যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা বেলচা ছিল। সেটা দিয়েই মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে।

ব্লেক আর কিটসন বিষণ্ণ চাঁদের মরা আলোয় নিঃশব্দে কাজ করে চললো অত্যন্ত সতর্কভাবে। কারণ অদূরেই খোলানীল হ্রদের জলে নৈশবিহারে ব্যস্ত দম্পতিদের কথোপকথন নৌকো থেকেও স্পষ্ট কানে আসছে। তাছাড়া পাড়ে পায়চারিরত অতিথিদেরও তারা দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎই তারা মাথা নীচু করে লুকিয়ে পড়লো–বুকের ধুকপুক শব্দ আচমকা বেড়ে উঠলো। ব্লেক ও কিটসনের ঠিক পাশ ঘেষে একজোড়া তরুণ–তরুণী বেরিয়ে এলো। ওরা এই স্বপ্নিল আঁধারে জঙ্গলের নির্জনতাকেই বেছে নিয়েছে। ওরা চলে যেতেই কিটসন আবার কাজ শুরু করলো।

মাঝরাতে ওদের কাজ শেষ হলো। ওপরের মাটি সমান করে তার ওপর ভাঙা ডালপালা ও শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিলো ব্লেক। ওরা শ্রান্ত দেহে কেবিনের দিকে ফিরে চললো।

জিনি ৩৮ রিভলবারটা কোলের ওপর রেখে গা এলিয়ে অপেক্ষা করছিলো। আর জিপোর দিকে লক্ষ্য রাখছিলো।

ব্লেক কেবিনে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর ব্লেক ও কিটসন চেয়ারে বসলো। কিটসনের মুখের রঙ ফ্যাকাশে রক্তহীন। তার গালের একটা ছোট পেশী, থেকে থেকেই কেঁপে উঠছে। মুখে ঘামের ফোঁটা চকচক করছে।

ব্লেক জিনিকে বললো, কোনো গোলমাল করে নি তো?

জিনির মুখমণ্ডল পান্ডুর। চোখের নীচে কালি। দেখে মনে হচ্ছে ওর বয়েস যেন অনেক বেড়ে গেছে। শরীরের জৌলুষও অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু বরাবরের মতোই শীতল

ও নির্বিকার ভাবে। না। ...তবে বরাবরই বলছিলো। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাবো।

ব্লেক কঠিন স্বরে বললো, ট্রাকের তালা খোলার পর বাড়ি কেন। ও নরকে গেলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।

জিপো ওদের কথাবার্তায় পাশ ফিরে তাকালো। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে চারপাশে দেখলো। তারপর ওদের তিনজনকে দেখেই সোফার ওপর উঠে বসলো। উত্তেজনায় জিপোর হাত কাঁপতে লাগলো, মুখ সংকুচিত হলো।

এড, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও...। আমার ভাগের টাকার দরকার নেই। ওটা তোমরাই নিয়ে নিও। ঐ হতচ্ছাড়া ট্রাকের সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্কই রাখতে চাই না। তাই বলছি, আমার প্রাপ্য দু লক্ষ ডলার নিয়ে তোমরা আমাকে রেহাই দাও। ফ্র্যাঙ্ক যদি অতো করেনা বলতো, তাহলে আমি এ কাজে হাত দিতাম না। এখনও যদি তোমাদের রাজা হবার সাধ থাকে তো লেগে থাকো–আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সোজা আমার কারখানায় ফিরে যাচ্ছি।

ব্লেক কিছুক্ষণ ধরে জিপোর আপাদমস্তক জরীপ করলো, কিন্তু আমার তা মনে হয় না, জিপো।

শোনো–এড একটু ভালো করে ভেবে দেখো। আমার অংশের সমস্ত টাকাই আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। দু লাখ ডলার নেহাত কম নয়। কিন্তু তার বদলে আমি শুধু বাড়ি যেতে চাইছি।

ব্লেক নির্লিপ্তভাবে, উঁহু–আমার ধারণা, সেরকম ছেলেমানুষী তুমি করবে না।

এবার জিপো কিটসনের দিকে ফিরে করুণ সুরে, আলেক্স। তুমি তো জানেনা, এই কাজটা কি রকম বিপজ্জনক। আমরা প্রথমে কেউ রাজি হইনি, মনে আছে? কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক আমাদের এ কথা সেকথা বলে ঠিক রাজি করেছিলো। চলো, আমরা চলে যাই। এড আর জিনিই ট্রাকের সমস্ত টাকা ভাগ করে নিক। ও টাকায় আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি আর আমি একসঙ্গে কাজ করবো। আমাদের দিন স্বচ্ছলভাবেই কেটে যাবে...বিশ্বাস করো, আলেক্স, বাকি জীবনটা আমরা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবো।

ব্লেক নরমস্বরে বললো। ন্যাকামো ছাড়ো, জিপো। তুমি এখানেই থাকছে। এবং ট্রাকের তালা খুলছে–এই আমার শেষ কথা।

পাগলের মতো করে জিপো বললো, না, না–এড, আমাকে যেতেই হবে। এই কাজের শেষ দেখার মতো সাহস আমার নেই। তবে কি করে ট্রাকের তালা খুলতে হয় সেটা তোমাদের বলে দিয়ে যাবো। তখন তুমি আর জিনি সহজেই তালা খুলতে পারবে কিন্তু আমাকে আর থাকতে বোলো না। আমাদের ভাগের পাঁচ লাখ ডলার তোমরা এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছে। কারণ আমার টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আর আলেক্স ওর অংশটা জিনিকে দিয়ে যাবে...

আমাদের তুমি ছেড়ে দাও, এড। আমরা চলে যাচ্ছি...।

ব্লেক কিটসনকে বললো, তুমিও কি চলে যেতে চাও?

কিটসন মরগ্যানের আকস্মিক ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে সাময়িকভাবে স্থবির হলেও ধীরে ধীরে হারানো সাহস ফিরে পাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে দু-দুটো মৃতদেহকে কবর দেওয়ার দুঃস্বপ্নের প্রভাবকে সে ক্রমশঃ কাটিয়ে উঠেছে। সে বেশ বুঝতে পারছে, এখন তারা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখান থেকে ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একমুখী রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এখন কিটসনের নিজের প্রাণ ছাড়া আর কিছুই হারাবার ভয় নেই, কিন্তু লাভের দিকে রয়েছে আড়াই লাখ ডলার, সোনালী ভবিষ্যৎ আর জিনির সঙ্গ। না। সে এখন চাক বা না চাক, ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন এখন অবান্তর।

কিটসন ব্লেকের চোখে চোখ রেখে নিষ্কম্প স্বরে বললো, না।

জিপো মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলো। শোনো, আলেক্স–তুমি কি বলছো, তা তুমি নিজেই জানো না। তুমি এই বিপদের মধ্যে এদের সঙ্গে থেকে কি করবে? তার চেয়ে আমার কারখানায় চলো। মনে কোরো না এ কাজ করে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে! শেষ পর্যন্ত তোমরা বিপদে পড়বেই। তার চেয়ে এখনই এসবের সংস্রব ত্যাগ করা ভালো। আলেক্স, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে।

কিটসন জিনির দিকে আড়চোখে তাকালো, না জিপো, তা হয় না।

জিপো গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে, তাহলে আমি চললাম। কিন্তু মনে রেখো এখানে থেকে তোমার ভালো কোনদিনই হবে না। তিন তিনটে লোক এই ট্রাকের কারণেই মারা গেছে। তাদের রক্তের দাম কোনদিনই তোমরা দিতে পারবেনা। –পারবে? ফ্র্যাঙ্ক

বলেছিলো, পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় ধরবে। ...ওর অন্তিম পরিণতির কথা কি মনে করিয়ে দিতে হবে? একরাশ ভিজে মাটির নীচে স্যাঁতসেঁতে একটা গর্তে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওর রাজা হবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। তুমি কি এখনো বুঝতে পারছে না, আলেক্স? তোমরা কেউই কি বুঝতে পারছে না, যে এসবের শেয় কোনদিনই ভালো হয় না, হতে পারে না? ঠিক আছে, তাহলে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও–আমি চললাম।

ব্লেক চট করে হাত বাড়িয়ে জিনির কোলে পড়ে থাকা ৩৮ টা তুলে নিলো। জিপোর বুক– লক্ষ্য করে নিষ্ঠুরভাবে উঁচিয়ে ধরলো।

ট্রাকটা তোমাকে খুলতেই হবে, জিপো। নইলে ফ্র্যাঙ্কের পাশে তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।

জিপো বুঝল, ব্লেক ঠাট্টা করছেনা। সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ৩৮—এর কালো নলটার দিকে তাকিয়ে রইলো জিপোর মুখে অপ্রসন্নতার স্পষ্ট ছায়া। আচ্ছ তাহলে তাই হোক। তুমি আমাকে গায়ের জোরে আটকে রাখতে চাইছে, কিন্তু এতে কিছু লাভ হবেনা। কারণ–এ কাজের শেষ পরিণতি ভালো হবে না–হতে পারে না।

ব্লেক বন্দুকটা নামিয়ে রাখলো।

সে বিরক্ত হয়ে, তোমার বকবকানি শেষ হয়েছে?

জিপো মাথা ঝাঁকিয়ে, আমার আর কিছুবলার নেই। কিন্তু তোমাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছি এড। সেটা মনে রেখো।

ব্লেক অন্য দুজনের দিকে। তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। তাহলে জিপোযখনরাজি হয়েছে, এবারে আমরা আলোচনায় বসতে পারি। এখন আমরা চারজন। তার মানে আমরা প্রত্যেকে আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার করে বেশি পাবো। আর পরিকল্পনা যা ছিলো সেই মতোই কাজ চলবে। কিটসন–তুমি আর জিনিনতুন বিয়ে করা স্বামী–স্ত্রীর মতোই অভিনয় চালিয়ে যাও। আমিআর জিপোক্যারাভ্যানের ভেতরে ট্রাক নিয়ে পড়ে থাকবো। টাকাটা হাতে আসামাত্রই আমরা চারজন চারদিকে কেটে পড়বো–রাজি?

ঘাড় নেড়ে সবাই সম্মতি জানালো। ঠিক আছে, তাহলে এই কথাই রইলো। ব্লেক দরজার দিকে এগিয়ে তালা থেকে চাবিটা বের করে পকেটে রাখলো। আচ্ছা আমি তাহলে শুতে চললাম, আজকে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে। ব্লেক জিপোর পেটেএকটা খোঁচা মেরে, ওঠো, মোটুরাম—চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমাকে সোফাটা ছেড়ে দাও। মনেহয় সোফাতে শোবার অধিকার বর্তমানে একমাত্র আমারই আছে।

জিপো উঠে চেয়ারের দিকে এগিয়ে চললো। ব্লেক সোফায় বসেজুতো খুলতে খুলতে কিটসনকে লক্ষ্য করে বললো, পাশের ঘরে তোমার জন্য আর একটা খাট পাতা আছে আলেক্স। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো–স্বামীর কর্তব্য পালনে মন দাও।

কিটসন পরিশ্রান্ত ভাবেই একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো হাই তুলে ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

জিনি পাশের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল।

ব্লেক ব্যঙ্গের সুরে বললো, তোমার দুর্ভাগ্য আলেক্স। মনে হচ্ছে তোমার মতো স্বামীকে জিনির ঠিক পছন্দ হয় নি।

কিটসন বিরক্তিভরে বললো, ওঃ–তুমি থামবে!

জিনির পরদিন সকাল সাতটার কিছুপরেই ঘুমভা ঙলো। বসবার ঘরে এসে ও জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলো। বাইরের আলো আসতেই তিনজনে জেগে উঠলো।

ব্লেক বিরক্তিসূচক শব্দ করে উঠে রিভলবারের খোঁজে পকেট হাতড়াতে লাগলো।

তখনো কিটসনের ঘুমের আমেজ কাটেনি। সে মাথা তুলে পিটপিট করে জিনির দিকে তাকালো। জিনি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

জিপো শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাবটা কাটিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। আহত চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো যন্ত্রণায়।

রান্নাঘর থেকে জিনি বললো, তোমরা তাড়াতাড়ি ক্যারাভ্যানে যাবার তোড়জোড় করো, এরমধ্যেই কিন্তু হ্রদের ধারে লোকজনের ভিড় শুরু হয়েছে।

ব্রেক কলঘরের দিকে গেলো। মিনিট দশেক পরেই সে দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে বেরিয়ে এলো। জিপোকে বললো, যাও, চান–টান সেরে নাও। তোমার গা থেকে মোষের মত বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে।

স্নান সেরে জিপো ঘরে ঢুকতেই দেখলো, জিনি একটা ট্রেতে প্রাতঃরাশ সাজিয়ে সবার ঘরে নিয়ে এসেছে।

জিনি ট্রেটা ব্লেকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, এগুলো নিয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরেই, তোমরা খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলল।

ট্রেতে রাখা কফি, ডিম সেদ্ধ, কমলালেবুর রসও স্যান্ডউইচের দিকে তাকিয়ে ব্রেক ট্রেটা জিনির হাত থেকে নিলোশোনো সুন্দরী, এখন থেকে তোমরা আমার কথামতো চলবে। কারণ এ দলের পরিচালনার ভার এখন আমার।

জিনি তাচ্ছিল্যভাবে, পরিচালনার ভার? তার মানে? এ দলের পরিচালনার দায়িত্ব কারোরই নেই–মরগ্যানেরও ছিলো না। আমরা শুধু পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করে যাব। প্রথম থেকেই ঠিক ছিলো তুমি আর জিপো কেবলমাত্র রাত্রিবেলাতেই কেবিনে আসবে। আর সারাটা দিন তোমাদের ক্যারাভ্যানের ভেতরেই আত্মগোপন করে থাকতে হবে। এখন যদি তুমি তোমার মত বদলে থাকো, তো সে কথা বলো।

ব্লেক ব্যঙ্গভরে বললো, আচ্ছা–খুব কথা শিখেছো দেখছি। তার মানে, ক্যারাভ্যানে বসেই আমাদের খানাপিনা সারতে হচ্ছে? ব্যাপার কি। তোমাদের দাম্পত্য জীবনযাত্রায় অসুবিধে ঘটাচ্ছি বলেই কি আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছো?

কোনো জবাব না দিয়ে জিনি রান্নাঘরের দিকে ফিরে চললো।

কিটসন উঠে দাঁড়িয়ে, এড, সব সময়ে জিনির পেছনে লাগাটা আমি পছন্দ করি না।

ব্লেক খিঁচিয়ে উঠলো, থামো! আর সাফাই গাইতে হবেনা। যাও, বাইরে গিয়ে দেখো, আশেপাশে লোকজন আছে কিনা। না থাকলে ক্যারাভ্যানের দরজাটা চটপট খুলে দেবে।

কিটসন বাইরে গিয়ে চারপাশে কাউকে দেখলো না। সে ব্লেককে ডেকেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যারাভ্যানের দরজাটা খুলে দিলো।

ক্ষিপ্রগতিতে ব্লেক আর জিপো ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকলো।

ব্লেকের চোখ চকচক করলো, যাও, এবার মৌজ করা গিয়ে। তুমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

হাতলে চাপ দিয়ে কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিলো। কিটস কেবিনে ফিরে এলো।

তখন জিনি আরও কয়েকটা স্যান্ডউইচ তৈরী করছে।

কিটসন এসে কলঘরে ঢুকে, স্নান সেরে, দাড়ি কামিয়ে, নতুন পোষাক পরে বেরিয়ে এলো।

বসবার ঘরে এসে দেখলো, জিনি টেবিলের ওপর ডিম সেদ্ধ ও স্যান্ডউইচ সাজিয়ে রেখেছে।

ওঃ–চমৎকার হয়েছে। কিন্তু কার জন্য তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার না আমার?

সকালে, আমার কিছু খাওয়ার অভ্যেস নেই। বলে একটা কাপ নিয়ে জিনি কিটসনের দিকে আংশিক পেছন ফিরে অদূরেই একটা আরাম কেদারায় বসলো।

কিটসন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। এমনিতেই সে ক্ষুধার্ত ছিলো, তার ওপর স্যান্ডউইচের সুবাস তাকে যেন পাগল করে তুললো, মনে মনে জিনির রান্নার প্রচুর তারিফও করলো।

খাওয়া–দাওয়ার পরে ভাবছি, একটু বেরোবো। কিটসন বললো, নৌকায় হ্রদটাচক্কর দেওয়া যাবে কি বলো?

হুঁ।

কিটসন জিনির সংক্ষিপ্ত উত্তরে হতাশ হলো।

ক্যারাভ্যানে ওদের খুব কষ্ট হবে। জিনির সঙ্গে কথা বলার প্রয়াস পেলো কিটসন, বাইরে তেমন ছায়াও নেই। দুপুরে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা গরম হয়ে পড়বে।

সে ওরা বুঝবে। নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিলো জিনি।

হ্যাঁ–তা ঠিক। ...আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? জিপো ট্রাকের তালা খুলতে পারবে?

জিনি অধৈর্য ভঙ্গী করলো, আমি কি করে জানবো?

না মানে, জিপো যদি না পারে তবে কি করবো?

সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন? নিজে না পারো তবে ব্লেককে জিজ্ঞেস কর।

আচমকা উঠে পড়লো জিনি। কফির কাপ নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

কিটসন অনুভব করলো, তার চিন্তার ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎই খাওয়ার ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেলো, কয়েক চুমুকে কফিটা শেষ করে সে কাপ-প্লেট নিয়ে এগোলো রান্নাঘরের দিকে।

কাপ-প্লেট রেখে কিটসন বলে জিনি, আমি বিরক্ত করতে চাইনি। তবে ভেবে দেখো, আমাদের একটু ঘোরাফেরা করা দরকার। কারণ বোঝাতে হবে, আমরা হনিমুনে এসেছি। আমাদের সম্পর্কটাকে কয়েকদিনের জন্য ভুলে থাকা যায় না? বুঝতেই তো পারছো শুধু... আচমকা থেমে গেলো কিটসন।

জিনি কিটসনের দিকে পেছনফিরে কেমন যেন কাঁপা গলায়, দোহাই তোমার। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। দয়া করে পাশের ঘরে যাও।

কিটসন জিনির কথায় দুঃখ পেয়ে ঘুরে এসে জিনির মুখোমুখি দাঁড়ালো। তখনই নজরে পড়লো জিনির পরিবর্তনটা। সজীবতার রেশটুকু মিলিয়ে মুখে ফুটে উঠেছে গ্রীষ্মের আকাশের বির্ণতা। কিটসন ভাবলো নাঃ। মেয়েটা নিজেকে যতোটা সমর্থ মনে করে

ততোটা নয়। গতদিনের বীভৎস ঘটনাগুলো কিটসনকে যেমন করেছে ওর মনেও তেমনি বীভৎসভাবে আঘাত করেছে।

ঠিক আছে। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। বলে কিটসন বসবার ঘরে চলে গেলো।

কিটসন জিনির কান্না শুনতে পেলো। এ কাজের হতাশ পরিণতির ইঙ্গিতই যেন বয়ে নিয়ে এলো সেই হালকা, অস্ফুট কান্নার সুর। শেষ পর্যন্ত জিনিও তাহলে কাঁদছে? তাদের সাফল্যের আশা এখন সুদূরপরাহত।

নীরবে কিটসন ধূমপান করে চললো অস্বস্তিকর প্রতীক্ষায়। হঠাৎ একসময় জিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকলো শোবার ঘরে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর জিনি এসে বললো, চলো, যাওয়া যাক।

কিটসন দেখলো জিনির সাজসজ্জায় কোথাও খুঁত নেই কিন্তু চোখের অস্বাভাবিকতা ওর অস্থির মানসিক অবস্থার কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

কিটসন উঠে দাঁড়িয়ে, একটা খবরের কাগজ পেলে মন্দ হতো না।

হ্যাঁ, মনে হয় বাইরেই পাওয়া যাবে।

জিনি দরজায় দিকে এগিয়ে গেলো। ওর পরনে একটা হাল্কা সোয়েটার এবং শ্যাওলা সবুজ স্ল্যাক্স। এই পোশাক ওর কমনীয় দেহ সৌন্দর্য যেন আরো ফুটে বেরোচ্ছে। কিটসনের এই মুহূর্তে জিনিকে আরো বেশি ভালো লাগলো।

কেবিনের বাইরে আসতেই সূর্যের প্রখর তাপ ওদের শরীরে যেন আছড়ে পড়লো। ওরা ক্যারাভ্যানটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে অনুমান করার চেষ্টা করলো ক্যারাভ্যানের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ।

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো।

সামনেরজঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা সোজা হ্যাডফিল্ডের অফিসের দিকে চলে গেছে। তার অফিসের পাশেই আছে একটা মুদিখানার দোকান। জঙ্গলের ছায়াঘেরা অঞ্চল পার হয়ে ওরা যখন কাঠের অফিস বাড়িটার সামনে এলো, তখন জিনি কিটসনের হাত আঁকড়ে ধরলো। ওর ঠাণ্ডা স্পর্শে কিটসন চমকে জিনির দিকে তাকালো।

বিষণ্ণভাবে জিনি হাসতে চেষ্টা করলো, আমার ব্যবহারের জন্য কিছু মনে করো না। মাঝে মাঝে আমার অমনি হয়। এখন বেশ আছি।

কিটসন জিনির নরম হাতে চাপ দিয়ে, না, না ঠিক আছে। সত্যিই তো, কাল সারাটা দিন ধরে কম ধকল গেছে।

এমন সময় অফিস থেকে হ্যাডফিল্ড বেরিয়ে এলো। ওদের দেখেই আকর্ণ বিস্তৃত হেসে, এই যে মিঃ হ্যারিসন, কিটসনের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলো হ্যাডফিল্ড, কেমন লাগছে জায়গাটা, বলুন...আমি বেশ বুঝতে পারছি মশায়, আপনি দারুণ সুখে আছে। আপনি না বলতেই কি রকম ধরে ফেলেছি দেখলেন? আরে মশায়, আপনার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জায়গাটা আপনার খুব ভালো লেগেছে, আর তাছাড়া মিসেস্যারিসনের মতো

সুন্দরী স্ত্রী পেলে আপনি কেন, যে কোনো স্বামীই সারাটা জীবন সুখে কাটিয়ে দেবে–কি বললেন মিসেস হ্যারিসন?

প্রাণ খুলে হেসে উঠলো জিনি। কিটসন অস্বস্তিভরে হ্যাডফিল্ডের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত রাখলো।

জিনি হাসতে হাসতেই বললো, আপনাকে ধন্যবাদ, মিঃ হ্যাডফিল্ড। এতো প্রশংসাও করতে পারেন আপনি... যাকগে, আমরা কিন্তু খবরের কাগজের খোঁজে এসেছিলাম। আছে নাকি?

ভুরুজোড়া ঊর্ধ্বমুখী হলো হ্যাডফিল্ডের, খবরের কাগজ? বলেন কি মিসেস? আজ পর্যন্ত কোন খদ্দেরকে আমি খবরের কাগজ খোঁজ করতে শুনিনি। কারণ মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এসে কেউ বাইরের খবরে নজর দেয়না। তবে খবরের কাগজ আছে। আর আজকের সবচেয়ে জোর খবর ওই ট্রাক লুঠের ব্যাপারটা।

হ্যাডফিল্ড খবরের কাগজ আনতে গেলে জিনি ও কিটসন পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকালো।

হ্যাডফিল্ড চারটে খবরের কাগজ নিয়ে এসে বলল, ভাবলাম, আপনারা হয়তো সবকটা কাগজই দেখতে চাইবেন–তাই নিয়ে এলাম। তবে হেরাল্ড–এ পাবেন সাচ্চা খবর।

রুদ্ধশ্বাসে কিটসন বললো। না, আমি সবকটা কাগজই নেবো। মানেখবরগুলো। একটু যাচাই করে দেখবো আর কি।

সে হ্যাডফিল্ডকে কাগজের দাম মিটিয়ে দিলো।

জিনির শরীরের বিশেষ অংশের দিকে তাকিয়ে, আপনাদের কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছেনা তো, মিসেস হ্যারিসন? কিছু করার থাকলে বলুন, আমি এখুনি

না, তার কোনো প্রয়োজন নেই, মিঃ হ্যাডফিল্ড। আমাদের কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না।

কথা শেষ করে জিনি সামনের মুদী দোকানে গিয়ে ঢুকলো; আর কিটসন কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার খবরগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলো।

বড় বড় হরফে প্রতিটি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই ট্রাক লুঠের খবর ছাপানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ট্রাকটারছবিও ছাপানোরয়েছে। এমনকি ডার্কসনওটমাসেরছবিও। সৈন্যবাহিনীরতরফ থেকে ট্রাক উদ্ধার সম্পর্কিত খবরের জন্য এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিসের তরফ থেকে ট্রাকের ড্রাইভার টমাসকে লুঠেরাদের একজন বলে সন্দেহ করেছে। আর এই সন্দেহের কারণ টমাসের নিরুদ্দেশ হওয়া।

একমনে কিটসন কাগজ পড়ছিলো আর বুকের ভেতর দ্রিমি দ্রিমি শব্দ হচ্ছে–হঠাৎ ফ্রেডব্র্যাড ফোর্ডের ডাকে তার চমক ভাঙলল। গতকাল এই ভদ্রলোকই তাকে চাকা পাল্টানোর কাজে সাহায্যে করতে চেয়েছিলো। সম্ভবতঃ সেও এসময়ে খবরেরকাগজেরজন্যেইহ্যাডফিল্ডেরঅফিসে এসেছে।

এই যে–মিঃ হ্যারিসন। কেমন লাগছে এখানে? সুন্দর জায়গা। তাই না? ... তা খবরের কাগজ এর মধ্যেও পেয়ে গেছেন দেখছি?

হ্যাঁ, এইমাত্র পেলাম।

আপনি নিশ্চয়ই ট্রাক লুঠের খবরটা পড়ছিলেন? আজ সকালেই আমি রেডিওতে পুরো ঘটনাটা শুনলাম। ওরা সন্দেহ করছেট্রাকটাকে নিশ্চয়ই আশেপাশের কোনো জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই অনুসন্ধানী দল হেলিকপ্টারে করে সব রাস্তার ওপর নজর রাখছে কিন্তু কোথায় কি? ট্রাকের কোন পাত্তাই নেই।

হুঁ, বলে কিটসন কাগজগুলো ভাজ করে ফেললো।

কিন্তু মিঃ হ্যারিসন। এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি করে ওরা ট্রাকটাকে লুকিয়ে রেখেছে? ড্রাইভার ব্যাটা নিশ্চয়ই ওদের লোক? আপনার কি মনে হয়?

হতে পারে।

কিন্তু রক্ষীটার কি দশা হলো দেখুন তো! কিনাম যেন লোকটার? ..ওঃ, হাডার্কসন। ...আমার মতে, ওয়েলিং কোম্পানীর তরফ থেকে ওর পরিবারকে নিয়মিত সাহায্য করা উচিত।

হ্যাডফিল্ড মাথা নাড়লো। উঁহু–ট্রাকটা এখানকার জঙ্গলে লুকিয়ে রাখার মতো বোকামি ওরা করবেনা। কারণ সময়ে অসময়ে, সবসময়েইওইজঙ্গলদিয়ে নোকজন চলাফেরাকরে।

হয়তোএখান থেকে আরো ওপরে ফক্স উডেই লুকিয়ে রেখেছে। ঐ রাস্তায় লোকজনের চলাচল অনেক কম, আর বড় রাস্তা থেকে অনেক দূরেও জায়গাটা।

কিন্তু খবরদার। ভুলেও আমার ছেলেকে এসংবাদ দেবেন না, মশাই, শুনলেই সে হয়তো পাহাড় বেয়ে ফক্স উড পর্যন্তই ছুটবে, কি যে ভূত চেপেছে মাথায়...।

জিনি জিনিসপত্র ভর্তি একটা প্যাকেট নিয়ে মুদী দোকান থেকে এলো।

ব্র্যাডফোর্ড টুপি খুলে জিনিকে অভিবাদন জানিয়ে, সুপ্রভাত, মিসেস হ্যারিসন। পথে আর কোনো অসুবিধে হয় নি তো?

না। হাসলো জিনি। প্যাকেটটা কিটসনের হাতে দিয়ে তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কিটসনের বাহু আঁকড়ে ধরলো। হ্রদে বেড়াবার জন্য নৌকো পাওয়া যাবে, মিঃ হ্যাডফিল্ড?

নিশ্চয়ই, কেন নয়। এই তো বেড়াবার সময়। একটু পরেই রোদের তাপ অসহ্য হয়ে উঠবে। আপনি তো জানেন কোথায় নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে চলে যান, জো আপনাকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।

আচ্ছা, তাহলে আমরা চলি।

ব্র্যাডফোর্ড বললো, দরকার মনে করলেই চলে আসবেন, মিসেস হ্যারিসন। কুড়ি নম্বর কেবিনে আমরা আছি। আপনাদের ঘর থেকে বড় জোর সিকি মাইল দূরে হবে। আপনাদের দেখলে মিলি খুব খুশী হবে।

হ্যাডফিল্ড ব্র্যাডফোর্ডকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে, আরে মশাই। আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো? কোথায় ওনারা এসেছেন মধুচন্দ্রিমা কাটাতে, আর আপনি বলছেন কিনা আপনার ঘরে গিয়ে সময় নষ্ট করতে?

জিনি হেসে কিটসনের হাত ধরে, কাঁধে মাথা রেখে এগিয়ে চললো।

ওদের দিকে একদৃষ্টে ব্র্যাডফোর্ড ও হ্যাডফিল্ড চেয়ে রইলো। না, জিনির মতো সুন্দরী স্ত্রী পেলে হ্যাডফিল্ড এই মুহূর্তেই কিটসনের সঙ্গে জায়গা বদল করতে রাজি।

জিনি ঘরে এসে রান্নাঘরে জিনিষপত্রের প্যাকেট নামিয়ে রাখলো। কিটসন অতি সন্তর্পণে বাইরে এসে ক্যারাভ্যানের পাশে দাঁড়ালো। কেউ তাকে লক্ষ্য করছেনা দেখে জানলায় আস্তে আস্তে টোকা মারলো।

ব্লেক ঘর্মাক্ত মুখে জানলা খুলে, কি চাই? ওঃ, ভেতরে যা গরম, তার ওপর হতচ্ছাড়া মাছিগুলোর জ্বালায় একটু স্থির হয়ে কাজ করার জো নেই! তা-কি চাই তোমার?

কাগজগুলো জানলা দিয়ে ভেতরে গুঁজে কিটসন বললো, তোমাদের জন্য খবরের কাগজ এনেছি। আর কিছু দরকার থাকলে বলল।

না, কিছু দরকার নেই। যাও, কাটো। বলেই ব্লেক সশব্দে জানলা বন্ধ করে দিলো।

সে দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালো-কেবিন থেকে নিয়ে আসা একটা টুলে বসে জিপো কাজ করছে। ট্রাকের দরজায় কান পেতে সে ইপ্সিত শব্দের প্রতীক্ষা করছে।

অসহ্য গরম ক্যারাভ্যানের ভেতরে, ব্রেক বাধ্য হয়েই তার কোট, জামা সব খুলে ফেলেছে। তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যারাভ্যানের মেঝেতে বসে কাগজ পড়তে শুরু করলো।

প্রায় আধঘণ্টা পর কাগজ একপাশে ছুঁড়ে ফেলে উঠে ব্লেক জিপোর কাজ দেখতে লাগলো।

একাগ্র মনে চোখ বুজে জিপো পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে কান খাড়া করে শুনে চলেছে আর ঘুরিয়ে চলেছে কম্বিনেশন চাকতি।

বিরক্তিভরে ব্লেক বললো সেই তখন থেকেকি শুরু করেছে? তুমি কি মনে করেছ, টানা দশ ঘণ্টা ধরে শুধু এই করে যাবে?

জিপো চমকে রাগত কণ্ঠে, থামো। কানের কাছে এমনি বকবক করলে কি করে কাজ করবো বলতে পারো?

ব্লেক ঘাম মুছে, আমি আর এই বন্ধ ক্যারাভ্যানে থাকতে পারছি না। একটু হাওয়া না পেলে আমি মারা যাবো। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয়না ? জানলার পর্দাটাকে ক্যারাভ্যানের গায়ে সেঁটে যদি আমরা জানলাটাকে খুলে দিই? তাহলে হাওয়াও আসবে, আর মাছিও ঢুকতে পারবে না।

যা করবার তুমিই কোরো। আমাকে দিয়ে যদি ট্রাকের তালা খোলাতে চাও, তাহলে আর বিরক্ত কোরো না।

আগুন ঝরা চোখে জিপোর দিকে তাকিয়ে ব্লেক যন্ত্রপাতি রাখার তাক থেকে একটা হাতুড়ি আর কিছু পেরেক বের করে পর্দাটাকে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালে গেঁথে দিলো। হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা খুললো।

অদূরে বিশাল হ্রদ, ব্লেক দেখলো জিনি ও কিটসন একটা নৌকোয় উঠছে। কিটসন বলিষ্ঠ হাতে নৌকা চালিয়ে চললো। ঈর্ষায় ব্রেক চাপা আক্রোশে ফেটে পড়লো। শালা, খুব ফুর্তি লুটছে। ওর জায়গায় আজ আমারই থাকা উচিত ছিলো। ঐ যে, শালা জিনিকে নিয়ে মৌজ করছে।

জিপো কর্কশ স্বরে, তুমি কি দয়া করে একটু চুপ করবে। এভাবে বিরক্ত করলে কাজ করবো। কিভাবে?

আচ্ছা, আচ্ছা বাবা–ঠিক আছে। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ো না।

স্থির চোখে কম্বিনেশন চাকতিটার দিকে চেয়ে, জিপো ভাবলো এতক্ষণ ধরে পরিশ্রমই সার হয়েছে কম্বিনেশনের একটানস্বরও সে মেলাতে পারে নি। হয়তো এইভাবে দিনের পর দিন তাকে কম্বিনেশন চাকতি নিয়েই থাকতে হবে হয়তো কোনদিনই এই ট্রাকের তালা সে খুলতে পারবেনা।

নাঃ, এবারে একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। হাতের আঙুলগুলোয় যেন খিল ধরে গেছে।

জিপো জানালার সামনে এসে বাইরের বাতাসের স্পর্শ পেয়ে বুক ভরে শাস নিলো। বায়ু চলাচলের ফলে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা স্বাভাবিক হয়েছে।

ব্লেক বললো, ঐ তালাটাকে অন্য কোনোভাবে খোলা যায় না?

ফ্র্যাঙ্ককে তো আমি আগেই বলেছিলাম। তালা খোলার কাজটা নেহাত সহজ হবেনা। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমি নাও খুলতে পারি।

ব্রেক জিপোর চোখে চোখ রাখলো। তাই নাকি? তবে আমার মনে হয় তালাটা খুললেইতুমি ভালো করবে। জিপো আমার কথা, তালা তোমাকে খুলতেই হবে।

জিপো যেন কুঁকড়ে গেলো, বিড়বিড় করে, আমি তো আর ম্যাজিক জানিনা! হয়তো এ তালা পৃথিবীর কারো পক্ষেই খোলা সম্ভব নয়।

ব্রেক হিংস্র স্বরে বললো, অন্ততঃ এই একটা ক্ষেত্রে তোমাকে ম্যাজিক দেখাতেই হবে। যাও, কাজ শুরু করো। যত বেশি সময় কাজ করবে ততো তাড়াতাড়ি তালাটা খুলবে।

জিপো আবার গিয়ে ট্রাকের দরজার গায়ে কান চেপে ধরলো। তারপর সেই আগের মতো আবার কম্বিনেশন চাকতি ঘোরাতে লাগলো।

জিপো সন্ধ্যের আগেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো। তালা খোলার আর কোনো চেষ্টাই করলোনা।

জিপোর উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে ব্লেক চুপচাপ ভেতরে ভেতরে কেশ শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

জিপো এই গরমে একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করেছে। মাঝখানে শুধু এক ঘন্টা বিশ্রাম পেয়েছে। এখন পর্যন্ত সে কেবল একটি মাত্র নম্বর মেলাতে সক্ষম হয়েছে। তার অনুমান আরও পাঁচটা নম্বর তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তবু ভাল যে তার বারো ঘন্টা পরিশ্রম একেবারে বৃথা যায় নি। হয়তো আগামীকালই আরো দুটো নম্বর জিপো খুঁজে পাবে। হয়তো এ সপ্তাহেই ট্রাকের তালা খুলে যাবে।

একটু অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই কিটন ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে দিলো। ওরা ক্ষিপ্রগতিতে কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ওদের খাবারের ব্যবস্থা জিনি করেই রেখেছিলো, ওরা খেতে শুরু করলো গোগ্রাসে। ব্লেক মাঝে মাঝে কিটসনের দিকে গভীরভাবে দেখছিলো। সারাদিনের উত্তাপে কিটসনের মুখ তামাটে। তারমানে জিনিকে নিয়ে ও সারাটা দিন বাইরে কাটিয়েছে। ব্লেকের মনে ঈর্ষা ও ক্রোধে ভরে গেলো।

একমনে খেয়ে চললো জিপো। খাওয়ার শেষে ওর ক্লান্তি ও হতাশার ছাপ মিলিয়ে আবার সুস্থ ও সতেজ হয়ে উঠলো।

ব্রেক খাওয়া শেষ করে একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো তিনজনকে, শোনো, আজ সামান্য কাজ এগোনো গেছে। জিপো একটা কম্বিনেশন নম্বর মেলাতে পেরেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন থেকে রাতেও ক্যারাভ্যানে পাহারায় থাকা দরকার। কেউ হয়তো অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে ক্যারাভ্যানের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দরজা খোলার চেষ্টাকরতে পারে, সেটা আমি চাই না। কিটসন,

এই রাতে পাহারা দেবার দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হবে। তোমার সারাদিনে কোনো কাজই থাকে না, সুতরাং রাতে এই সামান্য কষ্টটুকু তুমি সইতে পারবে।

কিটসন উপলব্ধি করলো, ব্লেকের কথায় যুক্তি আছে। রাতে কোনো চোর–ছ্যাচোড়ের মাথায় ক্যারাভ্যান লুঠ করার মতলব গজিয়ে ওঠাটা স্বাভাবিক।

কিটসন উঠে দাঁড়ালো। ঠিক আছে। আমি তাহলে ক্যারাভ্যানেই যাচ্ছি।

ব্লেক ভীষণ অবাক হলো, প্রস্থানরত কিটসনের দিকে চেয়ে রইলো। কিটসন বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আজ সকালটা তার ভালোই কেটেছে। বাইরের লোকের সামনে অভিনয় হলেও সে জিনিকে অন্তরঙ্গভাবে কাছে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মনে ক্ষীণ আশাও জন্মেছে জিনি কি তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে?

কিন্তু একেক সময় জিনির চোখে চেয়ে তার মনে হয়েছে এর সবটাই বুঝি অভিনয়–তার বেশি কিছুনয়। কিন্তু কিটসন তবু হাল ছাড়েনি। তার এখন একমাত্র নেশা জিনি গর্ডন।

জিনির দিকে তাকিয়ে ব্লেক বললো, আজ আমি আর জিপো বিছানায় শোবো, তুমি সোফায় শোবে। সারাদিন আমরা কম পরিশ্রম করি নি। সুতরাং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। তোমার তাতে আপত্তি না কি?

জিনি নির্লিপ্তভাবে, না–আপত্তি থাকবে কেন?

ব্রেক অচঞ্চল চোখে চেয়ে, অবশ্য জিপো যদি সোফায় শুতে চায়, তবে,

ধন্যবাদ–তার কোনো প্রয়োজন হবেনা। আমি সোফাতেই শুতে পারবো। ব্লেকের ইঙ্গিত বুঝতে জিনির অসুবিধে হয় নি।

ব্লেক হেসে ঘরের তাকে রাখা এক প্যাকেট তাসনামিয়ে ভাঁজতে শুরু করলো। তোমারযাইচ্ছে। কি, এক হাত তাস হবেনাকি?

না, আমি এখন একটু বাইরে হাঁটতে যাবো। কিন্তু ফিরে এসে যেন ঘরটা খালি পাই।

ব্লেক তখনও হাসছে। নিশ্চয়ই খালি পাবে। এই, জিপো, চলো আমরা শোবার ঘরে গিয়ে তাস খেলি। বিছানায় বসেই তাস পাতা যাবে।

জিপো শোবার ঘরে চলে গেলো।

যাক, তোমার ঘর তাহলে খালি করে দিলাম, জিনি। কিন্তু আলেক্সের সঙ্গে দিন কিরকমকাটলো। শেষ পর্যন্ত কি ওর গলায় ঝুলেই পড়লে নাকি?

জিনি শান্তস্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আমার সঙ্গে ফ্র্যাঙ্কের কি সেই কথাই ছিলো?

না, তা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না। তোমার কোমল হৃদয়ের মধ্যে কখন কি ঘটে যায়। অবশ্য কিটসনকে পছন্দ করার মেয়ে আমেরিকায় খুব কমই আছে। তবে সে যে তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সদর দরজার দিকে জিনি এগোলো।

ব্লেক বললো, আমরা দুজনে জুটি বাঁধলে কেমন হয়। সুন্দরী? ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখলে হয় না?

তোমার মাথার ঠিক নেই। বলেই জিনি বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেলো। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলো।

ব্লেকের মনে হলো এখুনি জিনির পেছনে ছুটে যায়। তার সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলার পরিণতি যে ভালো নয়, সেটা ওকে সমঝে দেয়–কিন্তু তাহলে কিটসন ক্যারাভ্যান থেকে বেরিয়ে আসবে।

সুতরাং ব্লেক নিজেকে সংযত করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শোবার ঘরে এলো।

বিছানায় জিপো বসেছিলো। তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

ব্লেককে দেখেই সে বললো, এড, তুমি মেয়েটাকে ছেড়ে দাও। একেই আমাদের হাতে সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর মেয়ের ঝামেলা।

ওঃ, থামো দেখি, বলে বিছানায় বসে তাস বাঁটতে লাগলো।

জিনির ফিরে আসার শব্দ পেলো রাত এগারোটা নাগাদ। কলঘরে জল পড়ার শব্দ— সম্ভবতঃ জিনি স্নান করছে।

ব্লেক তাসগুলো প্যাকেটে ভরে ফেললো, এসো জিপো, এবার শোয়া যাক। কাল অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা ক্যারাভ্যানে ঢুকবো।

আলো নিভিয়ে দিতেই ক্লান্ত জিপো নাক ডাকতে শুরু করলো।

ব্লেক অন্ধকারে চোখ মেলে কান খাড়া করে জিনির নড়াচড়ার শব্দ শুনছে। মিনিট কয়েক পরেই  বসবার ঘর থেকে আলো নেভানোর শব্দ পেলো।

নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি পদ্ধতিতেই ব্লেকের বিশ্বাস। তার মতে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা সময়ের অপব্যবহারের নামান্তর। সুতরাং

সুতরাং গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে ব্লেক উঠে বসলো। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে গেলো। অতি সন্তর্পণেদরজা খুলে বসবার ঘরে গিয়ে ব্লেক আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দরজাবন্ধ করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। জিনি সোফায় উঠে বসলো। ওর পরনের ফিকে নীল রাত্রিবাস ব্লেকের কামনাকে আরো দুর্দম করে তুললো। সে একগাল হেসে সোফার কাছে গিয়ে, ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করে, আসি। দেখি–সরে বসো একটু।

জিনি স্থিরভাবে বসে চাপা স্বরে আদেশ করলো বেরিয়ে যাও।

ওহ–হো–তুমি দেখছি এখনো আমার ওপর রেগে আছো? কিন্তু জানো তোমার জন্যে আমি কতো কি ভেবে রেখেছি? লক্ষ্মীটি জিনি, একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো–নিজেদের ভাগের টাকা পেয়ে গেলে আমরা দেশ–বিদেশে ঘুরবো। তোমাকে প্যারিসে, লন্ডনে নিয়ে যাবো। তুমি কি আমার সঙ্গীহতে রাজি নও?

জিনি আবার বললো, আমি তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি।

না, তেমন করে না বললে তুমি শুনবে না দেখছি–ব্লেক জিনিকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানতেই অনুভব করলো, তার বুকে কোনো ধাতব বস্তুর কঠিন পরশ।

পলকের মধ্যেই জিনি তার বুকে একটা ৩৮ চেপে ধরেছে।

জিনি ইস্পাত শীতল স্বরে আদেশ করলো, আস্তে আস্তে তোমার হাত সরিয়ে নাও খুব ধীরে ধীরে হাত সরাবে নয়তো একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবো।

ব্লেক অতি ধীরে জিনির শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিলো। আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। কেন যেন তার মনে হলো জিনি সত্যি সত্যি তাকে নৃশংসভাবে খুন করতে পারে। ব্লেক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত তুললো। চোখের দৃষ্টি ৩৮–এর নলের ওপর।

এবার উঠে দাঁড়াও। আস্তে আস্তে হাত দুটো মাথা থেকে নামাবে না।

ব্লেক পায়ে পায়ে পেছোতে লাগলো।

জিনি রিভলবারটা ব্লেকের বুক লক্ষ্য করে ধরে। বেরোও ঘর থেকে। যদি দ্বিতীয় দিন এরকম সুযোগ নেবার চেষ্টা করো তাহলে তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো। এবার নিজের ঘরে কেটে পড়ো, দরজার বাইরে আর এসো না।

আচ্ছা, সুন্দরী। তোমাকে আমি দেখে নেবো। এখন থেকে সাবধানে থেকো। এডওয়ার্ড ব্লেক কখনো অপমানের বদলা নিতে ছাড়ে না।

জিনি ব্যঙ্গসুরে বললো, থাক, থাক–অনেক হয়েছে। এখন রাস্তা দেখুন, শ্রী যুক্ত বাবু। এরপর থেকে প্রস্তুত হয়ে অভিসারে আসবেন।

ব্লেক শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। রাগে অপমানে তার সর্বশরীর কাঁপছে।

জিনি যদি ভেবে থাকে যে ওর ভাগের দু-লাখ ডলার ওকে দেওয়া হবে, তাহলে ভীষণ ভুল করবে। জিনিকে সে উচিত শিক্ষা দেবে। তাকে বন্দুক দেখানোর যে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম সেটা সে হাড়ে হাড়ে সমঝে দেবে।

ব্লেক কিটসনকেও ছাড়বে না। জিনি আর কিটসনকে সে এমন দাওয়াই দেবে যা ওরা জীবনে ভুলবেনা।

দশ লাখ ডলার যখন হাতে আসবে, তখন সে কিটসনকে গুলি করে শেষ করবে। আর জিনি? জিনির জন্য তার অন্য মতলব আছে।

অন্ধকারের মধ্যে ব্লেক হিংস্রভাবে হেসে উঠলো।

আড়াই লাখ ডলারের চেয়ে সাড়ে সাত লাখ ডলারের আবেদন যে কোনো মানুষেরকাছেই অনেক বেশি, ব্লেকের কাছে তো গোটা সাম্রাজ্য।

ব্লেক শুয়ে শুয়ে ভাবলো টাকাটা নিয়ে সে কিভাবে খরচ করবে।

একসময় আরো একটা অদ্ভুত চিন্তা ব্লেকের মাথায় এলো। জিপোকেও যদি সে সরিয়ে দেয়, তাহলে কেমন হয়? তখন পুরো টাকাটাই সে একা ভোগ করবে।

দশ লাখ সাড়ে সাত লাখের চেয়েও অনেক বেশি। ফ্র্যাঙ্ক বলেছিলো, পৃথিবীকে সে হাতের মুঠোয় রাখবে।

হু দশ লাখ ডলার থাকলে এই পৃথিবীটাকে সে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচতে পারবে। সে সহজেই হতে পারে এই পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট।

# ঘণ্টা কয়েক বিশ্রামের পর

০৯.

একইভাবে পরবর্তী দুটো দিন কেটে গেলো। প্রতিদিন খুব ভোরে ব্লেক আর জিপো ক্যারাভ্যানে চলে যায়। আর কিটসন কেবিনে ফিরে আসে। ঘণ্টা কয়েক বিশ্রামের পর সেআর জিনি কেবিনের বাইরে বেরিয়ে পড়ে–তাদের দৈনন্দিন অভিনয় পর্বকে বাস্তবানুগ করে তুলতে তারা হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়ায় হ্রদের ধারে। নৌকো করে ভেসে বেড়ায় হ্রদের নীল জলে। অথবা সাঁতারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

ট্রাকের দরজার পেছনে জিপো সারাটা দিন লেগে থাকে। আর সেই সময়টা ব্লেক খবরের কাগজ পড়েই কাটিয়ে দেয়।

ব্লেকের মনে দৈনন্দিন খবরগুলো রীতিমত আশার উদ্রেক করলো। কারণ পুলিসও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা উধাও ট্রাকটাকে খুঁজতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অবশ্য তারা অনুসন্ধানে এখনও ক্ষান্তহয় নি। কিন্তু কাগজওয়ালাদের কাছে পুলিসের বক্তব্যে হতাশার সুরটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ট্রাকটাকে অন্য কোনো গাড়িতে উঠিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

দুশো সৈনিক ও পুলিস মিলে ফক্স উডকে চিরুনির মত আঁচড়ে দেখছে ট্রাকের হদিস পাওয়ার আশায়। তাছাড়া রাস্তায় রাস্তায় শ্যেনচক্ষু মেলে উড়ন্ত হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছে।

সৈন্যবাহিনীরা আজ হোক কাল যোক ট্রাকটা খুঁজে বের করবেই। কারণ ট্রাকটা যেভাবে অদৃশ্য হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত হয়ে আছে তা বস্তুগতভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী যে হারে পরিশ্রম করে চলেছে, সেই একইভাবে ব্লেক ও জিপো পরিশ্রম করে চলেছে–ক্যারাভ্যানের ভেতর, লোকচক্ষুর আড়ালে।

জিপোর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে গত দুদিন ধরে।

সে সারাদিন ক্যারাভ্যানের বদ্ধ আবহাওয়ায়, অসহ্য গরমে ধৈর্য ধরে কাজ করেছে। মাঝে মাঝে জিপো বিরক্তিভরে ট্রাকের তালাকে অভিসম্পাত করেছে। কিন্তু কম্বিনেশনের দ্বিতীয় নম্বরটা তার অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

খবরের কাগজ পড়া আর জিপোর কার্যকলাপ লক্ষ্য করা ছাড়া ব্লেকের আর কোনো কাজই ছিলো না। ক্যারাভ্যানের প্রচণ্ড গরম, তালা খোলার সমস্যা ইত্যাদি চিন্তায় ব্লেকের স্নায়ুমণ্ডলী একেবারেই ভারাক্রান্ত, তারওপর জিনি আর কিটসনের কথা মনে হতেই সে ক্রোধে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এখানে তারা গলদঘর্ম হচ্ছে আর কিটসন জিনিকে নিয়ে মজা লুটছে।

এ কদিনে কিটসন জিনির মনের ওপর একটা ছাপ রাখতে পেরেছে বলেই ব্লেকের ধারণা কারণ তিন–তিনটে দিন পেয়ে কোনো মানুষই সুযোগ হাতছাড়া করবে না। ব্লেক বারো ঘণ্টা সময় যদি পেতো, তাহলে ঐসময়ে জিনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। এর মধ্যে জিনি আর কিটসনের ভাবনা তার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুললো।

তৃতীয় দিন ছটা নাগাদ জিপো ভেঙে পড়লো। অপরাহ্নের সূর্য পর্বত শ্রেণীর আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছে। সেই সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো জিপো।

তিনদিন এই পরিবেশে জিপো কাজ করে গেছে। এই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করলো, সে পরাস্ত হয়েছে। অনেক কিছু করেও দ্বিতীয় নম্বরটা মেলেনি। কারণ জিপোর তীক্ষ্ণ কানেনম্বর মেলার ধাতব শব্দটা ধরা পড়ে নি। অর্থাৎ চাকতিটা সতর্ক হাতে ঘোরাতে পারেনি। অর্থাৎ দক্ষ হাতজোড়া গর্বের বস্তু ছিলো, কিন্তু চাকতিকে তেমন ঘোরাতে পারেনি।

না, আমার দ্বারা সম্ভব নয়! হঠাৎই চিৎকার করে উঠেছে জিপো। ট্রাকের দরজার গায়ে অবসন্নভাবে গা এলিয়ে। এ তালা খোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এড! এভাবে বেগার খেটে কোন লাভ নেই। বিশ বছর ধরে চেষ্টা করলেও আমি এ ট্রাকের দরজা খুলতে পারবোনা। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যাবো।

অপ্রকৃতিস্থ কণ্ঠস্বরে জিপোর অবস্থা দেখে ব্লেক চঞ্চল হয়ে রিভলবার নিয়ে জিপোর দিকে এগিয়ে গেলো।

জিপোর পাঁজরে রিভলবারের নলটা চেপে ধরে ব্লেক, থামো। যদি এই ট্রাকের তালা তুমি না খোলো, তাহলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো।

অসহায়ভাবে জিপো কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার স্থূল দেহ কান্নায় কেঁপে উঠতে লাগলো।

তাই করো। আমাকে খুন করো। তুমি কি ভেবেছ মরতে আমি ভয় পাই? কিন্তু এই শালার ট্রাকের তালা তুমি আমাকে খুলতে বোলো না। তার চেয়ে আমাকে মেরেই ফেলল, আমি আর পারছি না।

ব্লেক রিভলবারের নল দিয়ে নৃশংসভাবে জিপোকে আঘাত করলো–সরাসরি মুখের ওপর। জিপো মেঝেতে ছিটকে পড়লো। তার গাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। ট্রাকের পাশেই অবসন্নভাবে সে পড়ে রইলো যন্ত্রণায় চোখ দুটো বোজা।

জিপো রক্তাক্ত বীভৎস মুখে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো আতঙ্কে আর্তনাদ করলো, মেরে ফেলল, শেষ করে দাও আমাকে। আমি এসব আর সহ্য করতে পারছি না।

থাম বলছি, শালা কুত্তীর বাচ্চা। নয়তো গলা টিপে তোকে শেষ করে দেবো। ব্লেক মরিয়া হয়ে চিৎকার করলো। জিপোর অবস্থা দেখে সে চিন্তিত। সত্যিই যদি জিপো শাসনের বাইরে চলে যায়। তাহলে তাদের সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। তাছাড়া চেঁচামেচির শব্দ বাইরে লোকের কানেও যেতে পারে।

জিপো আবার কান্নাভেজা স্বরে আকুতি জানালো, আমি আবারও বলছি, এড, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। এ তালা আমি খুলতে পারবোনা।

ঠিক তখানি ক্যারাভ্যানের দরজায় কে যেন টোকা মারলো, একবার..দুবার। ব্লেকের হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠলো, কে এলো এই অসময়ে?

জিনি আর কিটসনকে সে বুইক নিয়ে শহরের দিকে যেতে দেখেছে কিছু কেনাকাটা করতে। না, বর্তমান আগন্তুক যে ওদের দুজনের কেউ নয়, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাহলে...?

জিপো আবার তার গোঙানি শুরু করতেই ব্রেক হাত চেপে ধরে হিংস্র ফিসফিস স্বরে ধমকে উঠলো। চুপ করো! ক্যারাভ্যানের দরজায় কেউ এসেছে।

আতঙ্কে জিপো কুঁকড়ে চুপ হয়ে গেলো।

দুজন নিশ্চল, শুধু কান খাড়া করে পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায় রইলো।

টোকা মারার শব্দ আবার শোনা গেলো।

ব্লেক হাতের ইশারায় জিপোকে তার জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বললো। তারপর রিভলবার চেপে ধরে পা টিপে টিপে পর্দা ঢাকা জানলায় গিয়ে অতি সন্তর্পণে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো।

ক্যারাভ্যানের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে।

সংশয়াপন্ন দৃষ্টিতে ক্যারাভ্যানের দরজায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝেই টোকা মেরে চলেছে সে। তার হাতে একটা খেলনা পিস্তল, দরজার দিকে তাক করা।

ক্রুরদৃষ্টিতে ব্লেক ছেলেটাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

ছেলেটার পরনে সূতীর প্যান্ট, আর সাদালাল ডোরাকাটা একটা জামা। পায়ে কিছুই নেই। মাথায় একটা ভাঙাচোরা শোলার টুপি। কৌতূহলভরা স্থির চোখে ছেলেটা ক্যারাভ্যানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তারপর ছেলেটা দরজার আরো কাছে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে জানলার চৌকাঠ চেপে ধরলো। সে শরীরটাকে জানলা পর্যন্ত তুলতে চেষ্টা করলো ক্যারাভ্যানের ভেতরটা দেখার আশায়।

ব্লেককে ভয়ার্ত ও হিংস্র দেখে, বিপদের আশংকায় জিপো এগিয়ে এলো। সে ছেলেটাকে দেখেই যেন আঁতকে উঠলো। তার হাত সজোরে আঁকড়ে ধরলো ব্লেকের রিভলবার ধরা হাতটা।

জিপো ফিসফিসিয়ে, না! একটা বাচ্চাকে তুমি গুলি করতে যাচ্ছো? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?

ব্লেক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো। ছেলেটাকে উঠতে না পেরে মাটিতে নেমে পড়তে দেখে সে হাফ ছেড়ে বাঁচলল।

ছেলেটা হঠাৎ ঘুরে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে হ্রদের কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলো।

ব্লেক উদগ্রীব স্বরে, তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কথা শুনতে পেয়েছে?

কি জানি।

ওঃ, আমি তো ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। জিপো তুমি এখানে এসে একটু বিশ্রাম নাও, আমি বরং তালাটা ভোলার চেষ্টা করি।

অবিশ্বাস্য বিরক্তিতে জিপো মুখ বিকৃত করে, তুমি খুলবে তালা? খবরদার ঐ তালায় তুমি হাত দেবেনা। কাজের কাজ কিছুই পারবেনা। উল্টে যে নম্বরটা মিলিয়েছি সেটাকেও নষ্ট করে দেবে।

ব্লেকরাগে চেঁচিয়ে উঠলো, তুমিও খুলবেনা। আমাকেও খুলতে দেবেনা, তাহলে তালাটা খুলবে

তুমি কি এখনও বুঝতে পারছ না, এড? এ তালা আমরা কোনদিনই খুলতে পারবোনা। গত তিন দিন ধরে ঘন্টার পর ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করেছি। কিন্তু তাতে লাভ কি হলো? শুধু একটা নম্বর মিললো এখনও আমাকে পাঁচটা নম্বর খুঁজে বের করতে হবে। আমি ততদিনে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবো।

এই গরমে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভবনয়ই। অতএব আমাকে বিদায় দাও, এড। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। এই অমানুষিক পরিশ্রমের মূল্য, টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।

আঃ, থামো। তুমি কি সব আবোল তাবোল বকছ!

কিন্তু ব্লেক বুঝলো যে জিপোর কথায় যুক্তি আছে। এই উত্তপ্ত পরিবেশে তিন-চার সপ্তাহ কাটানোর কথা চিন্তা করা যায় না।

হতাশ হয়ে জিপো যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে নিরাশ চোখে কম্বিনেশন চাকতিটার দিকে চেয়ে রইলো।

ব্লেক বললো, দরজাটাকে কেটে ফেলা যায় না?

এই ক্যারাভ্যানে বসে? অসম্ভব। লোকেরা বাইরে থেকে অ্যাসিটিলিন টর্চের আলো দেখতে পাবে। তাছাড়া কি রকম গরম হবে একবার ভেবে দেখেছ? আর ক্যারাভ্যানে আগুন লাগবার ভয় তো আছেই।

আচ্ছা, ক্যারাভ্যানটাকে যদি পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাওয়া যায়? ফ্র্যাঙ্ক বলছিলো, প্রয়োজন হলে ক্যারাভ্যানটাকে আমরা পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাবো। মনে হচ্ছে এখন এ ছাড়া আর উপায় নেই। সেখানে তুমি ক্যারাভ্যানের দরজা খোলা রেখেই নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। কি বলল?

জিপো রুমাল বের করে ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। অর্থনয়। এবার আমি বাড়ি ফিরতে চাই। এ হতচ্ছাড়া তালাকে কেউই শায়েস্তা করতে পারবেনা।

ব্রেক শ্লেষের সুরে, ঠিক আছে। ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক। কিন্তু তোমার সাহস গেলো কোথায়? এই ট্রাকের ভেতরে রয়েছে দশ লক্ষ ডলার। একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জিপো।

জিপোর গলা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো, ঢের ভেবে দেখেছি। দশ লাখ কেন, দশ কোটি হলেও এর মধ্যে আমি আর নেই। বার বার তো বলছি, তুমি কি সহজ কথাও বোঝা না?

নামো, অনেক হয়েছে। আগে ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

ওদিকে জিনি আর কিটসন কেনাকাটা করে বুইক চালিয়ে ফিরছে। ওরা জানে না ক্যারাভ্যানের নাটকের কথা।

স্থানীয় দোকান থেকে খাবার জিনিসপত্র কেনায় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা জিনি বুঝতে পেরেছিলো কারণ দোকানদার খাবারের পরিমাণ দেখেই বুঝবে এ খাবার স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তখন হয়তো ব্লেকও জিপোর উপস্থিতি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাই ওরা ঠিক করেছিলো, রোজকার কেনাকাটা ওরা শহরে গিয়েই নিশ্চিন্তে সেরে আসবে।

কিটসন ও জিনি গত দুদিন ধরে পরস্পরকে সঙ্গদান করেছে এবং মনের কাছাকাছি এসেছে।

নিজের অংশের টাকা পাওয়ার পরও কিটসনের সঙ্গিনী হবে কিনা, এ নিয়ে জিনি বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছে। ও জানে কিটসন ওকে ভালবাসে। ক্রমে জিনিও কিটসনকে ভালবাসতে লেগেছে। কারণ ব্লেকের মতো কিটসনের ব্যবহার রুক্ষ বা অভদ্র নয়। বরং কিটসনের সান্নিধ্য ওকে দেয় নিরাপত্তার ইঙ্গিত।

ফন হ্রদ অভিমুখে ওরা গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে। জিনি থেকে থেকেই আড়চোখে কিটসনকে দেখছে। ওর হঠাৎই ভীষণ ইচ্ছে হলো আলেক্সকে সব কথা খুলে বলে, যেকথা সে বারবারই জানতে চেয়েছে, কিন্তু জবাব পায় নি।

আলেক্স... ।

জিনির দিকে এক পলক তাকিয়ে কিটসন সামনের রাস্তায় চোখ রাখলো।

কি ব্যাপার? কিছু বলবে?

হা–একদিন তুমি জানতে চেয়েছিলে কি করে এই ট্রাকের খবর আমি পেলাম, তাইতো?

হা।

তুমি কি এখনও তা জানতে চাও, আলেক্স?

আমতা আমতা করে কিটসন জবাব দিলো, না–মানে আমার এমনিই মনে হয়েছিলো। তাছাড়া তোমারব্যক্তিগতব্যাপারেআমারনাক গলানোউচিত হয়নি। ...কিন্তু এখন আবার তোমার একথা মনে হলো কেন?

তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছে আলেক্স। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে আমার কাছে অসহ্য বিরক্তিকর হয়ে উঠতো। কিন্তু তোমার মার্জিত ভদ্রব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই আমার সবকথাআমি তোমাকে খুলে বলতে চাই। ...আলেক্স, এরআগে আমি অন্য কোনোদলের হয়ে কখনো কাজ করিনি

কিটসন মাথা নাড়লো, আমি তো কখনো তা ভাবিনি।

তুমি ভাবোনি। কিন্তু মরগ্যান ভাবতো। সে ভাবত, আমি অন্য কোনো দলের কাছ থেকে ট্রাক লুঠের মতলবটা চুরি করে বেশি বখরার লোভে তোমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছি। সে মুখে কখনোনা। কিছু প্রকাশ না করলেও আমি জানতাম মরগ্যান আমাকে কি ভাবছে।

কিটসন অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসলো। কারণ সে জানে জিনির ধারণা বর্ণে বর্ণে সত্যি। সত্যিই মরগ্যান তাই ভাবতো।

কি জানি। হতে পারে। তবে আমি কখনো ভাবিনি। তুমি আগে অন্য দলের হয়ে কাজ করেছে?

আমি ঐ ট্রাক এবং দশ লক্ষ ডলারের কথা জানতে পারি আমার বাবার কাছে। আমার বাবা ছিলেন রিসার্চ স্টেশনের প্রহরী।

কিটসন জিনির দিকে ফিরে, তাই না কি? তবে তো সবই তোমার জানা থাকার কথা।

মনে কোরো না আমি নিজেকে সতীসাধ্বী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। আমার মায়ের স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো ছিলো না। তার কিছু কিছু-দোষ আমিও যে পাইনি তা নয়। আমার বয়স দশ বছর যখন, মা তখন বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। মা সর্বদাই আমাকে বলতো, টাকা ছাড়া দুনিয়া ফাঁকা।

কিটসন গাড়ির গতি কমিয়ে একমনে জিনির কথা শুনছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় গোলাকা ররক্তাক্ত সূর্য যেন শেষবারের মতো খুশীর আবীর ওদের মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আগ্রহের সুরে কিটসন, শোনো, জিনি। তুমি আর আমি একাজ ছেড়ে দেবো। কি, রাজি? আমরা .. মেক্সিকোয় চলে যাবো। এখনো বাঁচার সময় আছে, জিনি। একবার ভেবে দেখো

না। এখন আর হয় না। টমাস ও ডার্কসনকে খুন করার আগে একথা ভাবা উচিত ছিলো। ভাবা উচিত ছিলো মরগ্যান মারা যাবার আগে। এখন এর শেষ দেখা ছাড়া আমার উপায় নেই, আলেক্স। কিন্তু ইচ্ছে হলেতুমি ছেড়ে দিতে পারো। তুমি ছেড়ে দিলে আমি অন্তত খুশী হবো। আমার জন্য তুমি ভেবো না। আমার মনে হয় দশ লাখ ডলার পাওয়ার আশা এখনো নিঃশেষিত হয় নি। তাছাড়া, আমি এখন চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি। এর চেয়ে বেশি ক্ষতি আমার আর কিই বা হবে? কিন্তু তুমি ছেড়ে দাও, আলেক্স। তুমি কেন এর মধ্যে এলে? তুমি তো মন থেকে এ কাজে সায় দাও নি। আমি জানি তুমি কেন আমাদের হয়ে ভোট দিলে, আলেক্স?

একমাত্র তোমার জন্য। যবে থেকে তোমাকে দেখেছি, আমি আমার মন-প্রাণ সব হারিয়ে বসে আছি।

আলেক্স। আমি দুঃখিত। ...দুঃখিত।

আচ্ছা জিনি, টাকাটা পাওয়ার পর আমরা পরস্পরের সঙ্গী হলে কেমন হয়? একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো কিটসন, আমি তোমাকে ভালোবাসি, জিনি। তোমার আগে কোনোদিন এমন করে ভালো লাগেনি।

কি জানি...হয়তো তাই। যে কোনো জটিলতাকে আমি ভয় করি। তুমি যদি আমাকে কয়েকদিন সময় দাও, তাহলে ভাল হয়। কিটসনের আনন্দ আর বাঁধ মানতে চাইছে না।

তার মানে তার মানে, তুমি...

হ্যাঁ, আলেক্স কিটসনের হাত হাতে বোলালো জিনি, আমাকে ভাববার সময় দাও।

খুশীতে তার মন ধরে না, জিনি যে তার প্রস্তাবে সম্মত হবে ভাবতে পারেনি।

একেবারে নির্জন হ্রদের কাছটা। সুতরাং ব্লেক ও জিপোর বাইরে আসার কোনো ভয় নেই।

ক্যারাভ্যান থেকে দুজন বেরোলো, কিটসন বুঝলো কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। দেখলো তার ডান গালে লম্বা ক্ষত; এবং অল্প রক্ত বেরোচ্ছে।

কিটসন জানতে চাইলে, জিপো জবাব দিলো না। কেবিনে ঢুকে ধপ করে বসে পড়লো।

বিষণ্নমুখে ব্লেক সোফায় গিয়ে বসলো। চোখে কুৎসিত দ্যুতি। হাত বাড়িয়ে হুইস্কির গেলাসতুলে নিলো সে। কিছুটা খাওয়ার পর গা এলিয়ে দিলো সোফায়।

ক্যারাভ্যানের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে ঘুরঘুর করছিলো, ব্লেক কিটসনকে বললো। কিটসন কেবিনের দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিচ্ছে, ছোঁড়াটা ভেতরটাও দেখবার চেষ্টা করছিলো।

প্রশ্ন করলো জিনি, কিন্তু ট্রাকের তালার কি হলো?

কিছু হয় নি। জিনির দিকে তাকিয়ে বলে চললো সে, দ্বিতীয় কম্বিনেশন নম্বরটা মেলার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া জিপোও প্রকৃতিস্থ নেই।

প্রকৃতিস্থ? জিপো চিৎকার করে উঠলো। আমি এসব ছেড়েছুঁড়ে চলে যাচ্ছি! এতালা খোলা আমার কর্ম নয়! তোমার কানে ঢুকেছে? আমি এর মধ্যে নেই!

জবাব দিলো জিনি, এখন আর তা হয় না, জিপো। ..কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো?

এই প্রচণ্ড গরমে ক্যারাভ্যানের ভেতরে কাজ করা সাধ্যনয়। কি যে গরম তা তুমি বুঝতে পারবে না। তিনদিন ধরে ঐ তালার পেছনে লেগে আছি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। সুতরাং এর পিছনে আমি আর নেই।

ফ্রাঙ্ককে তুমি বলেছিলে তালাটা খুলতে মাসখানেক লাগবে। কিন্তু তিনদিনের চেষ্টায় তুমি হাল ছেড়ে দিতে চাও?

যাকগে, ওকে ঘাঁটিয়ো না। জিনিকে বললো ব্লেক, সকাল থেকে একই কথা নিয়ে বকরবকর করে আমি হন্যে হয়ে গেছি। তবে সত্যি ক্যারাভ্যানের ভেতর বীভৎস গরম–

ঐ গরমে কাজ করা যায় না। মনে হয় শেষ পর্যন্ত হয়তো ফ্র্যাঙ্কের কথামতো আমাদের পাহাড়ের দিকে যেতে হবে। ঐ নির্জন জায়গায় ক্যারাভ্যানের পেছনটা খোলা রেখেই কাজ করতে পারবো। নইলে এভাবে কাজ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

চিন্তিত মনে জিনি বললো, কিন্তু পাহাড়ের ওপরে ওঠাতে বিপদের সম্ভাবনাও প্রচুর। এখানে কয়েক শো ক্যারাভ্যানের মধ্যে অতি সহজেই আমরা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু ঐ নির্জন পাহাড়ী এলাকায় আমাদের সন্দেহ করতে বাধ্য।

অধৈর্যভাবে ব্লেক বললো, কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আমাদের আর তো উপায় নেই। জিপো যদি একান্তই ঐ তালা খুলতে না পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই আমাদের হয়তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হবে এবং সেটা এই ফন হ্রদ এলাকায় বসে করা সম্ভব নয়।

কিটসন অস্বস্তিভরে বললো, পুলিশ এখনো প্রতিটি রাস্তায় টহল দিচ্ছে। রাস্তায় তারা আমাদের বাধাদিতে পারে এড । তাছাড়া আরো একটা অসুবিধে আছে। বুইকটা অলোভরী ক্যারাভ্যানটাকে নিয়ে। পাহাড়ী রাস্তায় উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। ঢালু তো আছেই তার ওপর এবড়ো থেবড়ো–কিছুদিন আগে রাস্তার কিছু অংশ ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে বলে শুনেছি।

আমাদের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই, আলেক্স। এঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। আগামীকাল দুপুরে—যদি আমরা রওনা হই তাহলে সন্ধ্যে নাগাদ আমরা পাহাড়ী রাস্তায় পৌঁছে যাবে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কিন্তু আমাদের একটা তাঁবু ও কিছু খাবারের প্রয়োজন। অর্থাৎ জিপো ট্রাকের তালা না খোলা পর্যন্ত আমাদের বেশ কষ্ট করেই দিন কাটাতে হবে।

জিপো ভয়ঙ্কর স্বরে, আমি থাকছিনা, এড। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো ব্লেক, এমন সময় দরজায় টোকা মারার শব্দ শোনা গেলো।

উৎকণ্ঠাময় নিস্তব্ধতার পর রিভলবার উঁচিয়ে ধরে ব্লেক আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

বিবর্ণমুখে জিপো সামনে ঝুঁকে কিছু দেখতে চেষ্টা করলো।

চাপা উত্তেজিত স্বরে ফিসফিসিয়ে জিনি, লুকিয়ে পড়ো। যাও, শীগগির তোমরা শোবার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো।

জিপোর হাত ধরে টেনে ব্লেক শোবার ঘরে নিয়ে গেল। কিটসন দুরুদুরু বুকে কেবিনের দরজা খুললো।

ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে।

এই যে, মিঃ হ্যারিসন। অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে মাপ চাইছি। মিসেস হ্যারিসন কোথায়? রান্নাঘরে বুঝি?

কিটসন দরজাটা পুরোপুরি আগলে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

সামান্যই। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি। বেশিক্ষণ আপনাকে আটকাবো না।

জিনি কিটসনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে এগিয়ে এসে, আরে মিঃ ব্র্যাডফোর্ড যে! হঠাৎ কি মনে করে? ...আসুন–ভেতরে আসুন। হেসে ব্র্যাডফোর্ডকে অভ্যর্থনা জানালো জিনি।

ঘরে এসে ঢুকলো ব্র্যাডফোর্ড। তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো।

কি খাবেন? হুইস্কি না জিন?

ধন্যবাদ। এখনই ঠিক ভালো লাগছেনা। ব্রাডফোর্ড বসলো। শুধু–শুধু আপনাদের দেরি করাবো না, মিঃ হ্যারিসন। আমার ছেলে বিকেলে হ্রদের কাছে ঘোরাফেরা করছিলো। ও বলছে, আপনাদের ক্যারাভ্যানের ভেতরে নাকি দুজন লোক ছিল। সে তাকালো জিনির দিকে। ব্র্যাডফোর্ডের কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেলোনা।

জিনি জবাব দিলো, হাসলো ব্র্যাডফোর্ডের দিকে চেয়ে, তারা পরিচিত লোক, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড। আমরা বলেছিলাম; ছুটি কাটানোর জন্য ক্যারাভ্যানটা তাদের ব্যবহার করতে দেবো। হয়তো আমরা যখন বাইরে ছিলাম, তখন হয়তো এসেছিলো ক্যারাভ্যানটা ঘুরেফিরে দেখতে।

সংশয়ের ছায়াটা মিলিয়ে গেলো ব্রাডফোর্ডের। আমি তাই বলছিলাম, কিন্তু কে শোনেকার কথা! ও ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে বলছে, লোক দুটো চিৎকার করে বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছিলো। বাচ্চা তো, তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ও ভেবেছে কোনো ডাকাত–টাকাত হবে।

হাসলো জিনি, না, ডাকাত না হলেও ঐ দুজনের স্বভাব–চরিত্র তেমন ভালো নয়। আমি তোওদের একটুও বিশ্বাস করিনা। দিনরাতই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে! ... কিন্তু বেড়াতে যাবার সময় দুজনেই হরিহর আত্মা!

কিন্তু আমার ছেলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তাই ভাবলাম ব্যাপারটা জানিয়েই যাই। বলা যায় না কীহয়ে যায়; জানেন, এই হ্রদে বেশ কয়েকবার ডাকাতি হয়েছে! যখন পরিচিত লোক বলছেন, তখন আর...

চিন্তার কিছু নেই।

না, না, ব্যস্ত হবেন না। ভুরু কোচকালো ব্র্যাডফোর্ড, যাক, আপনাদের সময় নষ্ট করবোনা, মিসেস হ্যারিসন, এখন চলি। বাচ্চা ছেলে তো, সবকিছুতেই রহস্যের গন্ধ পায়। এই যে কাগজে ট্রাক লোপাটের খবর দিয়েছে, সেটা পড়ে কি ভাবছে জানেন? বলছে, ট্রাকটা কোথায় লুকানো আছে তা ও ধরে ফেলেছে। ট্রাকটাকে নাকি লুঠেরা ক্যারাভ্যানে লুকিয়ে রেখেছে..বুঝুন কাণ্ড! হাঃহাঃহাঃ।

এই কথা শুনে কিটসনের মাথায় যেন বাজ পড়লো। সে চটপট টান হয়ে দাঁড়ালো।

সে বলে উঠলো, এমন ধারণা তার কেমন করে হলো? তবে মিঃ ব্র্যাডফোর্ড, আপনার ছেলের কল্পনাশক্তির তুলনা নেই!

তা সত্যি বলেছে। ও আমাকে বলছে, পুলিশের কাছে গিয়ে জানাতে। ও ভাবছে, যদি ট্রাকটাকে কোনো ক্যারাভ্যানের ভেতরে লুকানো অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে

পুরস্কারের টাকাটা সেই পাবে। কাগজে দেখেছেন, পুরস্কারের টাকাটা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করে দেওয়া হয়েছে! নাঃ, টাকার পরিমাণটা নেহাত কম নয়।

জিনি বললো, পুরস্কারের টাকাটা পুলিশ ওকে দেবে বলে তো মনে হয় না। আপনার কি মনেহয়? । শেষে বাচ্চা ছেলে বলে ঠকাবে না তো?

ব্র্যাডফোর্ড ইতস্ততঃ করে বললো হা তা বলতে পারেন। আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশে খবর দেওয়া উচিত হবে কিনা। তবে ছোঁড়াটা কিছু না কিছুর সন্ধান পেয়েছেই। অবশ্য পুলিস এসব কথাকে বিশেষ পাত্তা দেবেনা।

আপনারও তো একটা ক্যারাভ্যান আছে, মিঃব্রা ডফোর্ড, তাইনা? পুলিশ যদি ট্রাক লুটের ব্যাপারে আপনাকেই সন্দেহ করে বসে, তবে আমি কিন্তু অবাক হবো না। শেষে হয়তো আপনার ক্যারাভ্যান নিয়েই ওরা টানাটানি করবে। ...জানেন, একবার আমার বাবারও অমনি হয়েছিলো। তিনি কতগুলো মুক্তো পেয়ে থানায় জমা দিতে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে, কিন্তু পুলিশ। উল্টে তাকেই গ্রেপ্তার করলো। তারপর মাসখানেক কোর্টকাছারি করার পর তিনি ছাড়া পান। তারপর থেকে বাবা ভুলেও কোনদিন পুরস্কারের কথা উচ্চারণও করেন নি।

ব্র্যাডফোর্ড বিস্ফারিত চোখে, বলেন কি? আমি তো এদিকটা একেবারেই ভাবি নি। না ম্যাডাম, আমি আর ওর মধ্যে নেই। ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। শখ করে জেলে যাওয়ার সাধ আমার নেই।

উঠে দাঁড়ালো ব্র্যাডফোর্ড।

জিনি হেসে, এই বোধহয় আমাদের শেষ দেখা, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড। কারণ কালই আমরা চলে যাচ্ছি।

তাই নাকি! কেন, ফন হ্রদ বুঝি আপনাদের ভালো লাগলো না। আমার কিন্তু জায়গাটা বেশ লাগে–খোলামেলা, সুন্দর ।

না, আমাদেরও ভালোই লেগেছে, তবে আরো অনেক জায়গায় তো বেড়াবার কথা আছে, তাই। এবারে আমরা যাবো স্ট্যাগ হ্রদের দিকে। তারপর ডিয়ার হ্রদে বেড়াতে যাবো।

তাহলে তো আপনাদের বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে দেখছি। যা আপনাদের দিনগুলি সুখেকাটুক কামনা করি। জিনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দরজার কাছে গিয়েও কথা বলছে। তখন তো কিটসন অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

ব্র্যাডফোর্ড মিনিটদশেকপরে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো। জিনিদরজাবন্ধকরেতালা এঁটে দিলো। তাহলে আর দ্বিতীয় কোনো চিন্তার অবকাশ নেই। আমাদের চলে যেতেই হবে।

চিন্তিত মুখে কিটসন, হা, তাছাড়া উপায় নেই। কিন্তু তুমি যেভাবে ব্র্যাডফোর্ডকে বোকা বানালে, সত্যি তোমার তুলনা নেই।

ব্লেক শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। থাক, থাক—অনেক হয়েছে। অত বেশি উচ্ছ্বাসের দরকার নেই, আলেক্স। ও বোধ হয় আমাদের গলা শুনতে পেয়েছিলো। তাহলে কালই

আমরা রওনা দিচ্ছি। নইলে ওই ছোঁড়াটা আর কোন গণ্ডগোল বাধিয়ে বসতে পারে। আলেক্স, তুমি বরং ক্যারাভ্যানে গিয়ে থাকো। বলা যায় না, ঐ হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা হয়তো রাতের অন্ধকারে এসে ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে।

সম্মতি জানিয়ে কিটসন দরজা খুলে বাইরে চলে গেলো।

নির্লিপ্তসুরে জিপো বললো, আগামীকাল আমি বাড়ি যাচ্ছি। বুঝেছো? অনেক সহ্য করেছি..আর নয়। আমি শুতে চললাম।

জিপো শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

ব্লেক ক্রোধভরে, কালই শালাকে ঢিট করবো। তখন থেকে ওর বকবকানি শুনে আমি হদ্দ হয়ে গেছি।

রাতের খাবার তৈরীকরতে জিনি রান্নাঘরে চলে গেল।

ব্লেক রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, ব্র্যাডফোর্ডকে তুমি বেশ কায়দা করে বোকা বানিয়েছে। জিনি–তোমার বুদ্ধি আছে। ...কিন্তু আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবেছো? আপত্তির তো কিছু নেই–তুমি রাজি তো?

জিনি ব্লেকের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো, তুমি যদি পৃথিবীর শেষপুরুষও হও, তবুও তোমার সম্পর্কে আমি কৌতূহলী হবো না।

আচ্ছা সময় এলেই দেখা যাবে, হাসতে হাসতে ব্লেক আরামকেদারায় গিয়ে বসলো।

কিটসন পরদিন খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে গেলো। জিনি ক্যারাভ্যানের পাহারায় রইলো। ব্লেক ও জিপো তখন কেবিনে।

জিপোর মানসিক অবস্থা এতোই চরমে পৌঁছেছে যে শেষ পর্যন্ত কিটসন ও ব্লেক তাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিতে বাধ্য হয়েছে।

জিপোকে বাঁধা হয়ে গেলে ব্লেক ইশারা করেছে কিটসনকে, তুমি যাও। ওকে আমি দেখছি। কি করে ওর মত বদলাতে হয় দেখছি। ফিরে এসেই হয়তো শুনবে জিপো রাজী।

জিপোকে ঐ ভাবে ছেড়ে যেতে কিটসনের কষ্ট হলেও জিপোর সাহায্য ছাড়া তো ট্রাকের তালা খোলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর জিপো বেহেড হয়ে পড়ায়, ওকে সামলানোর দায়িত্ব ব্লেকনিয়েছে।

কিটসন শহরে গিয়ে একটা বড়সড় তাবুও প্রচুর খাবার কিনলো। কারণ পাহাড়ী অঞ্চলে গেলে রোজকার কেনাকাটা করা যেমন অসম্ভব তেমনি বিপজ্জনক।

কিটসন ফিরে এলে জিনি তার কাছে এগিয়ে এলো।

কিটসন বললো, কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো?

না। কিন্তু তুমি ফিরে আসাতে আমি খুশী হয়েছি। তখন থেকে ঐ ছেলেটার কথাই ভাবছি। যতো তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারি ততোই ভালো।

দুজনে কেবিনে এসে ঢুকলো।

জিপো আরাম কেদারায় বসে, মুখ শুকনো। কোটরগত চোখে কালি। ব্লেক উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

সব ঠিকমতো হয়েছে?

হা–জিনিষপত্র সবই ঠিকমত কিনেছি।

জিপোর মত বদলেছে?

গম্ভীর ভাবে কিটসনের প্রশ্নের জবাব দিলো ব্লেক, ওর সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথা হয়েছে, ও ট্রাকের তালা খুলতে রাজী হয়েছে।

জিপো প্রতিবাদ করলো, তোমরা আমাকে দিয়ে গায়ের জোরে কাজ করিয়ে নিতে চাইছো। এর ফল ভালো হবে না। একথা আগেও বলেছি–এখনও বলছি। আলেক্স, তুমি আমার বন্ধু ছিলে। হু বন্ধুই বটে। তুমি আমার কাছে আর এসো না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।

কিটসন ব্লেকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, কি হয়েছে? ব্যাপার কি, এড?

ওর সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করতে হয়েছে। ও আমাদের ট্রাকের তালা খোলার ব্যবস্থা না করলে যে ভীষণ বিপদে পড়বে সেটা ওকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি।

জিপো চাপা স্বরে কিটসনকে বোঝাতে চাইলো, এডবলছে ট্রাকের তালা না খুললেও আমার হাত ভেঙ্গে দেবে। হাত ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে?

কিটসন কিছু বলতে যাচ্ছিলো ব্লেক মাথা নেড়ে ইশারা করতেই চুপ হয়ে গেলো।

চলো, যাওয়া যাক। দেখো তো, বাইরে কেউ আছে কি না।

কিটসন ও জিনি বাইরে এসে দেখলো সামনা সামনি কেউ নেই তবে হ্রদে নৌকোর আনাগোনা।

কিটসন ক্যারাভ্যানটা বুইকের সঙ্গে জুড়িয়ে কেবিনের দরজার সামনে চালিয়ে নিয়ে এলো। গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যানের পেছনের দরজা কেবিনের মুখোমুখি রাখলো।

এড, তোমরা প্রস্তুত?

কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজা খুলতেই ব্লেক আর জিপো চটপট ঢুকে পড়লো ভেতরে। কিটসন। দরজা বন্ধ করে দিলো।

কিটসন জিনির হাতে মানিব্যাগটা দিয়ে, আমি এখানেই আছি। তুমি বরং হিসেব পত্তরটা চুকিয়ে এসো।

কিটসন ক্যারাভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে জিনির ফেরার অপেক্ষায় রইলো। কিটসন ভাবছে–এখন তারা যাবে সম্পূর্ণ খোলা জায়গায়–যেখানে নেই অজস্র

ক্যারাভ্যানের আড়াল। এ যেন বিপদকে ডেকে আনা। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায়ও নেই।

এই যে, শুনুন।

কিটসন চমকে দেখলো একটা বাচ্চা ছেলে তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে। পরনে সুতীর প্যান্ট। সাদা ডোরাকাটা জামা। মাথায় একটা শোলার টুপি।

কি ব্যাপার

আমার বাবা আপনাকে চেনে। আমি ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড, জুনিয়র।

তাই নাকি?

ছেলেটা ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে। তারপর ক্যারাভ্যানের দিকে।

এটা আপনার?

হা।

ছেলেটা গম্ভীরভাবে বললো, এটার চেয়ে আমাদেরটা অনেক ভাল।

কিটসন এই সময়ে মনেপ্রাণে জিনিকে চাইলো, কি করছে এতক্ষণ জিনি।

এবার ছেলেটা উবু হয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়লো। ঘাড় কাত করে ক্যারাভ্যানের তলাটা দেখতে চেষ্টা করলো।

ওরেব্বাপ! আপনাদের ক্যারাভ্যানের তলাটা দেখি লোহার চাদরে মোড়া। এত লোহা দিয়েছেন কেন? শুধু শুধু এটার ওজন বাড়ছে, তাই না?

কি জানি, জানি না। যখন এটা কিনেছি, এরকমই ছিলো।

বাবা বলছিলো, গতকাল আপনাদের দুজন বন্ধু এর মধ্যে ছিলো, সত্যি?

হা।

কিন্তু ওদের মধ্যে একটা গোলমাল আছে।

না তো

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছিলো, নয়তো ওরকমভাবে ঝগড়া করছিলো কেন?

ওরা সবসময়ই ওরকম ঝগড়া করে –ও কিছু নয়।

ছেলেটা কয়েক পা পিছিয়ে ক্যারাভ্যানকে ভালো করে দেখতে লাগলো।

এর ভেতরটা আমাকে একবার দেখতে দেবেন?

কিটসনের স্বর ঈষৎ উত্তপ্ত, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কারণ চাবিটা আমার স্ত্রীর কাছে।

আমার বাবা কিন্তু মাকে কখখনো চাবি রাখতে দেয় না। মা সবসময় চাবি হারিয়ে ফেলে।

আমার স্ত্রী চাবি–টাবি খুব সাবধানে রাখে। কখনো হারায় না।

ছেলেটা আবার মাটিতে উবু হয়ে বসে সবুজ ঘাসগুলো দুহাতে ছিঁড়তে লাগলো।

আপনার বন্ধুরা কি এখনো এর মধ্যেই আছে?

না

তাহলে কোথায় আছে?

বাড়িতে।

বাড়ি কোথায়?

সেন্ট লরেন্স

তারা তাহলে একসঙ্গেই থাকে?

হা।

কিন্তু ওরা যেরকম বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছিলো, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম তো, ও কিছুনয়। ওরা সবসময়েই অমনি ঝগড়া করে।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে ছেলেটা হাতে নিলো। তারপর সেটাকে ঘাস দিয়ে ভর্তি করলো।

ওদের একজন আর একজনকে কিছু করতে না পারার জন্য গালাগাল দিচ্ছিলো। কি বলছিলো জানেন?

উঁহু

ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছিলো, এখুনি একটা মারপিট বাধিয়ে বসবে—

ওদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবেনা। ওদের বন্ধুত্ব অনেকদিনের–অতো সহজে ভাঙবার নয়।

টুপিটায় ঘাস ভর্তি হয়ে গেলে সেটা চেপে মাথায় বসিয়ে দিলো।

হু, শোনো খোকা। তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমার বাবা হয়ত তোমাকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

না, আমি বাবাকে বলেই এসেছি। বলেছি, আমি চুরি যাওয়া ট্রাকটা খুঁজতে বেরোচ্ছি–ঐ যে, যেটা প্রচুর টাকাসুদ্ধ উধাও হয়ে গেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাবা আমার খোঁজ করবে না। আপনি কাগজে ঐ ট্রাক লুঠের খবরটা পড়েছেন?

হ্যাঁ, পড়েছি।

জানেন, আমি কি ভাবছি?

হা–তোমার বাবা আমাকে বলেছে।

বাবার বলা উচিত হয়নি। এভাবে শহরসুদ্ধ লোককে বললে আমি পুরস্কারের টাকাটা পাব কি করে?

সামনের রাস্তা ধরে জিনিকে আসতে দেখলে কিটসন।

ছোট ব্র্যাডফোর্ড বলে চললো, যেকরেই হোক পুরস্কারের টাকাটা আমার চাই। পাঁচ হাজার ডলার। টাকাটা পেলে কি করবো জানেন?

কিটসন মাথা নাড়লল, না তো

বাবাকে আমি ওর একটা পয়সাও দিচ্ছি না–আমি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছি।

জিনি এলে কিটসন বললো, এই হচ্ছে ব্র্যাডফোর্ড, জুনিয়র।

হেসে জিনি, কেমন আছো?

ছেলেটা পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনার কাছে কি ক্যারাভ্যানের চাবিটা আছে? ইনি আমাকে বলেছেন, ভেতরটা আমাকে দেখতে দেবেন।

জিনি ও কিটসন পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করলো।

আমি দুঃখিত। চাবিটা আমি স্যুটকেসে ভরে ফেলেছি। এখন বের করা খুব মুশকিল।

আপনি নিশ্চয়ই চাবিটা হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিক আছে, আমি তাহলে চলি। বাবা বলেছিলো, আপনারা নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?

হা।

এখুনি?

হা।

আচ্ছা বিদায়। বলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ছেলেটা শিস দিতে দিতে এগিয়ে চলল।

তোমার কি মনে হয়? ঠিক আছে, চলো। আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাক।

ওরা বুইকে উঠে বসলো।

ওদের গাড়ি ছেড়ে দিতেই ঝোঁপের আড়াল থেকে ছোট ব্র্যাডফোর্ড বেরিয়ে বুইক ও ক্যারাভ্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর পকেট থেকে একটা ময়লা নোটবই বের করে পেন্সিল দিয়ে বুইকের লাইসেন্স নম্বরটা নোটবইয়ের পাতায় লিখে নিলো।

.

১০.

ছটি রাস্তায় ভাগ করা চওড়া বড় সড়কটা এমনিতেই গাড়ির ভিড়ে জমজমাট তার ওপর বেশ কয়েকটা গাড়ি তাদের পেছনে একটা করে ক্যারাভ্যান টেনে নিয়ে চলেছে।

উড়ন্ত হোডার প্লেন থেকে থেকেই মাথার ওপর নেমে আসছে–উড়ে চলেছে প্রধান সড়ক ধরে—যেন চলমান যন্ত্রযানদের প্রত্যেকটিকে সে পরখ করে দেখছে। এবং পরখ করার প্রতিটি মুহূর্তেই কিটসনের বুক দুরুদুরু করে উঠছে।

পুলিশের দল মাঝে মাঝে দু একটা বড়সড় ট্রাকের ঢাকনা খুলে অনুসন্ধান করছে। কিন্তু একটা ক্যারাভ্যানকে ওরা সন্দেহবশে থামালো না হয়তো তাদের ধারণা, অতো ভারী ট্রাকটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া ক্যারাভ্যানের মতো হালকা জিনিসের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবু ঐ পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ঠিক তিরিশ মাইল বেগে গাড়ি চালানো কঠিন বই কি? কিটসন দুঃসাহসের সঙ্গে গাড়ি চালাতে লাগলো।

ওরা দীর্ঘ ছ ঘণ্টা গাড়ি ছুটিয়ে চললো।

রাস্তায় যখনই তাদের কোনো পুলিসের গাড়িবা মোটরবাইক চোখে পড়েছে, তখনই ওরা আতঙ্কে সিঁটিয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ওরা পাহাড়ী রাস্তায় পৌঁছলো।

অন্ধকার নেমে এসেছে, ততক্ষণে কিটসন বিপরীতমুখী বাঁকের প্রথম সারি অনায়াসেই পার হয়ে গেছে।

পথ যতই যেতে লাগলো, গাড়ি চালানো ততই দুরূহ হতে লাগলো। কিটসন জানে, বাঁকের দূরত্ব অনুমানে সামান্যতম ভুলচুক হলেই ক্যারাভ্যান সমেত অতল খাদে গড়িয়ে পড়তে হবে।

কিটসন অনুভব করলো, ক্যারাভ্যানও ট্রাকের পিছুটান বুইকের গতিকে ক্রমশঃ শ্লথ করে তুলছে। অ্যাকসিলারেটরের কাছে তেমন আশা পাচ্ছেনা কিটসন, সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। কারণ কিটসন জানে আরো কুড়ি মাইল সেই রুক্ষ ও খাড়াই রাস্তা আরো বিপজ্জনক।

তাপমাত্রা যন্ত্রের দিকে দেখলো কিটসন। চক্রের নির্দেশক ক্রমশঃ স্বাভাবিক থেকে উত্তপ্ত অংশের দিকে এগোচ্ছে।

কিটসন জিনিকে জানালো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা গরম হয়ে পড়বে। ট্রাক ও ক্যারাভ্যানের ওজনের জন্যেই এই অবস্থা হচ্ছে। আমাদের সামনের কুড়ি মাইল রাস্তা মোটামুটি এইরকম–তারপরেই শুরু হবে আসল বিপদ।

কেন, এর চেয়েও খারাপ রাস্তা?

খারাপ? সেই রাস্তার তুলনায় এ রাস্তা তো বেতপাথরেবাঁধানো। গত সপ্তাহের এক প্রচণ্ড ঝড়ে সেই রাস্তা একরকম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই রাস্তাটা কেউ কখনো ব্যবহার করেনা। সকলেই ডুকার্সের সুড়ঙ্গ পথটা ধরে যাতায়াত করে।

আরো তিনচার মাইল যাবার পর তাপমাত্রা নির্দেশক ফুটনাঙ্কের ঘরে এসে থামলো। অগত্যা বাধ্য হয়েই কিটসন একসময় রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালো।

গাড়িটা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হোক–তারপর আবার চালানো যাবে। কিটসন গাড়ি থেকে নেমে গোটা কয়েকবড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে গাড়ির চাকা আটকে দিলো। জিনি হাতল ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে দিলো।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ব্লেক বললো, কি হলো। থামলে কেন?

ইঞ্জিন ভীষণ গরম হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা না হলে গাড়ি চালানো যাবেনা।

ব্লেক ক্যারাভ্যান থেকে নেমে বুক ভরে শ্বাস নিলো, হু, আমরা তাহলে অনেকটা পথই এসে পড়েছি। ওপরে পৌঁছতে আর কত বাকি?

প্রায় ষোলো মাইল। খারাপ রাস্তা এখনো সবটাই বাকি।

নির্বিঘ্নে শেষটুকু পার হওয়া যাবে তো?

কি জানি। এই ক্যারাভ্যান ও ট্রাকের ওজন নেহাত কম নয়। শুধু ক্যারাভ্যানটাকে টেনে তোলাই সমস্যা তারপর ট্রাক তো রয়েছেই।

জিনি বললো, এক কাজ করা যাক। ট্রাকটা বের করে চালিয়ে নিয়ে চলো। এখন যথেষ্ট রাত হয়েছে। সুতরাং বিপদের ভয় নেই।

কিটসন জিনির প্রস্তাবে সায় দিয়ে, ট্রাকটাকে ওপরে তোলার এটাই একমাত্র পথ। এবং এ কাজটাও যে খুব একটা সহজ হবে তা নয়।

তাই করা যাক তাহলে কিন্তু কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিপো এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলো। এবার বললো, কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? আর কত দূর?

পাহাড়ের একেবারে ওপরে একটা হ্রদ আছে–আর আছে ঘন জঙ্গল। আমরা যদি সেখানে পৌঁছতে পারি, তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কিটসন বললো।

ব্লেক জিপোকে লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে উঠলো, কিন্তু ট্রাকটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে গেলে প্রথমে ব্যাটারির তার দুটোকে আবার লাগিয়ে নাও, জিপো। ভূতের মতো চুপচাপ

দাঁড়িয়ে না থেকে একটু কাজের কাজ করো। চটপট করে ব্যাটারির তার দুটোকে লাগাও।

একটা শাবলের সাহায্যে ট্রাকেরবনেট ভেঙে যখন ওরা ব্যাটারীর তার লাগালো, ততক্ষণে বুইকের ইঞ্জিন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ব্লেক বললো, বুইকের সঙ্গে ট্রাকটাকে আরো কিছুক্ষণ টেনে নিলে কেমন হয়?

কিটসন বললো, সেটা না করলেই ভালো হয়। কারণ রাস্তার খাড়াই ক্রমশঃই বাড়ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর বুইকের ইঞ্জিন আবার গরম হয়ে উঠবে।

ব্লেক কাধ ঝাঁকিয়ে ট্রাকের ভেতরে গিয়ে ইঞ্জিন চালু করে ট্রাকটাকে পেছিয়ে আনতে লাগলো ক্যারাভ্যানের পাটাতন বেয়ে।

সে কিটসনকে বললো, তোমরা আগে আগে বুইক নিয়ে চলো। জিপো আর আমি ট্রাক নিয়ে তোমাদের অনুসরণ করছি। আমি ট্রাকের হেডলাইট জ্বালছি না। তোমাদের গাড়ির পেছনের লাল আলো দেখেই আমি পথ চিনতে পারবো।

কিটসন বুইকে গিয়ে জিনির পাশে বসে ইঞ্জিন চালু করতেই জিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ট্রাকটাকে দেখতে চেষ্টা করলো।

ট্রাকের ওজনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বুইকটা সহজ গতিতে চড়াই রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

কিটসন বললো, ওরা ঠিকমতো অনুসরণ করছে তো?

হ্যাঁ। কিন্তু একটু আস্তে চালাও, বাঁক নেওয়ার সময় ওরা বেশ পিছিয়ে পড়ছে।

মিনিট কুড়ি পর ওরা সেই বিধ্বংস অংশের কাছে পৌঁছলো।

হেডলাইট জ্বালিয়ে কিটসন গাড়ি থামালো, তুমি গাড়িতেই থাকো। আমি সামনে গিয়ে রাস্তার অবস্থাটা দেখছি।

ট্রাকের কাছে গিয়ে কিটসন ব্লেককে জানালো সে সামনের রাস্তাটা পরীক্ষা করতে যাচ্ছে।

ওরা বুইকের হেডলাইটের আলোয় দেখলো রাস্তাটা সোজা হয়ে ওপরে উঠে গেছে প্রায় লম্বভাবে। বড় বড় পাথর নুড়ি সব রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

অবিশ্বাসের সুরে ব্লেক বললো, আরে সর্বনাশ। আমাদের এই রাস্তা বেয়ে উঠতে হবে?

কিটসন মাথা নাড়লো। হ্যাঁ, কাজটা যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই–তবে অসম্ভব নয়। প্রথমে ঐ বড় বড় পাথরগুলো আমাদের সরাতে হবে।

সে গিয়ে ঐ পাথরগুলো ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দিতে লাগলো রাস্তার ধারে। সব পাথরগুলো সরাতে ওদের তিনজনের প্রায় আধঘণ্টা লাগলো।

কিটসন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, যাক, মনে হয় এতেই কাজ হবে। এই পর্যন্ত আসতে পারলেই বাকিটা আমরা সহজেই পার হতে পারবো।

ওরা তিনজনে ঢাল বেয়ে নেমে চললোলা দাঁড়িয়ে থাকা বুইকের কাছে।

খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে। কিটসন বললো ব্লেককে, আর গাড়িকে প্রথম গীয়ারে রাখবে। হেডলাইট জ্বালাতে ভুলো না যেন। আর একমুহূর্তের জন্যও থামাবেনা। যদি থামো, তাহলে চাকায় জোর পাবেনা।

ঠিক আছে বিরক্ত হয়ে উঠলো ব্লেক, কি করে চালাতে হয় তোমায় শেখাতে হবে না, তুমি তোমার খেয়াল রেখো, আমি আমারটা দেখবো।

ঠিক আছে; এখন বকবক না করে কাজ শুরু করো। কিটসনকে চেঁচিয়ে উঠলো ব্লেক।

কিটসন এগিয়ে গেলো বুইকের দিকে। উঠে বসলো গাড়িতে।

প্রয়োজনের তুলনায় বুইকের শক্তির কমতি নেই। কিন্তু পেছনে বাধা ক্যারাভ্যানের খালি হলেও সে শক্তি হ্রাসের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আর পেছনের চাকা দুটো বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে লাগলো। সেইসঙ্গে পাথরের টুকরো, শুকনো মাটি ছিটকে পড়তে লাগলো দু–পাশে।

জিনি ঝুঁকে বসেছিলো–দৃষ্টি রাস্তার দিকে। পথে বড় পাথর পড়লেই জিনি কিটসনকে সাবধান করে দিচ্ছে।

বুইকের গতি কমে গেছে। স্টিয়ারিং শক্ত হাতে চেপে অভিসম্পাত করছে কিটসন। আর অনুভব করছেগাড়ির প্রচণ্ডকাপুনি। এইভাবে সেইসরুরাস্তায় একবার ডানদিকে, একবারবাঁদিককরেদক্ষতার সঙ্গে রাস্তার ধার বাঁচিয়ে বুইক নিয়ে এগিয়ে চললো।

রেডিয়েটররের জল কমায়, গাড়ির ভেতরটাও গরম হয়ে উঠেছে।

হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়লো স্বাভাবিক রাস্তা।

ওঃ, আর একটু! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো জিনি। আমরা প্রায় এসে গেছি!

গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করালো কিটসন।

যাক, আমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত পেরেছি। কিটসন সাফল্যের হাসি হাসলো, ওফ, আমি তো ভাবলাম বোধহয় হয়ে গেলো।

তোমার কৃতিত্ব আছে, আলেক্স। এমনভাবে গাড়ি চালানো সোজা ব্যাপার নয়!

এইভাবে আধ ঘণ্টা ধরে চললো ট্রাক চালানোর কাজ। কিটসনহ্যাঁচকা মেরে একটু একটু করে এগোয় আর ব্লেক ও জিপো এসে পাথরের সাহায্যে ট্রাকের পতন রোধ করে।

অবশেষে ওরা বুইকের পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেলো। কিন্তু সবাই ক্লান্তহয়ে পড়েছে। তাই ব্লেক বিরতির প্রস্তাব করলো।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কিটসনের মনে হলো ট্রাকের ইঞ্জিন যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন ব্লেককে ডাকলো, উঠে বসলো ট্রাকে।

দশ মিনিট পরে ট্রাকটাকে দেখা গেলো বুইকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

এখন এটাকে ক্যারাভ্যানে ভরে ফেলা যেতে পারে। কিটসন বললো, বুইকের যখন টানতে অসুবিধা হবে না তখন ট্রাকটাকে আড়ালে রাখাই ভালো।

সে ট্রাকটাকে চালিয়ে ঢুকিয়ে দিলো ক্যারাভ্যানের ভেতরে। ব্লেক আর জিপোও একই সঙ্গে ক্যারাভ্যানে আশ্রয় নিলো।

ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে কিটসন বুইকের কাছে এগিয়ে গেলো। স্টিয়ারিং ধরে বসলো চালকের আসনে জিনির পাশে।

তোমার দক্ষতায় আমি অবাক আলেক্স। তুমি না থাকলে এ রাস্তা পার হতে পারতাম না।

জিনি ঝুঁকে এলো, ওর উষ্ণ ঠোঁট আলতোভাবে কিটসনের গাল স্পর্শ করলো।

.

ব্লেকের ঘুম ভাঙলো তাবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসা সূর্যের আলোতে। চোখ খুলে ওপরের ঢালু ক্যাম্বিসের ছাদের দিকে তাকিয়েই কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল সে কোথায় আছে ভাবতে।

ব্লেক চোখ বন্ধ করে অনুভব করলো সারা শরীরে ক্লান্তির অবসাদ। ভুরু কুঁচকে সে পরিস্থিতি অনুমান করার চেষ্টা করলো।

অন্ততঃপক্ষে লুকোবার জন্য একটা ভালো জায়গা পেয়েছে ওরা। যদি কপাল ভালো থাকে জিপো ট্রাক না খোলা পর্যন্ত ওরা বেশ নিরাপদেই এখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে।

একটা ঝরনা রয়েছে কাছাকাছি জলের অভাব নেই। তাছাড়া ঘন জঙ্গলে তাদের আড়াল করে রেখেছে। উড়ন্ত কোনো বায়ুযান যে তাদের দেখবে সে সম্ভাবনাও কম। আর প্রায় পাঁচশো গজ দূরে রয়েছে বড় রাস্তা থেকে।

এই বিধ্বস্ত রাস্তা বেয়ে যে ট্রাকটাকে আনা সম্ভব এটা কেউ বিশ্বাসই করবে না। তাই ট্রাকের খোঁজে এখানে কেউ আসার সম্ভাবনা কম।

জিপো যদি এমনিতে তালা খুলতে না পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই তাদের অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হবে।

ব্লেক চোখ খুলে দেখলো ঘড়িতে ছটা পাঁচ বাজে। এবার মাথা তুলে শুয়ে থাকা জিনির দিকে দেখলো। একটা কোটকে ভাজ করে মাথায় দিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছ ও।

জিনি ও ব্লেকের মাঝখানে কিটসন শুয়েছে–গভীর ঘুমে অসাড়।

তাবুর ভেতরে জায়গা কম হলেও ওরা কোনোরকমে শুয়েছে। কারণ বাইরে অসহ্য ঠাণ্ডা।

এবার সে জিপোর দিকে চোখ ফেরালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ব্লেক লাফ দিয়ে উঠে বসলো।

তাবুতে জিপো নেই।

ব্লেক ভাবলো হয়ত জিপো বাইরে প্রাতঃরাশ তৈরী করছে। কিন্তু তাকে নিশ্চিত হতে হবে। তাই কিটসনকে পা দিয়ে এক ধাক্কা দিলো। কিটসনের ঘুম ভাঙতেই, শীগগির ওঠো। জিপো এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের আজ প্রচুর কাজ।

কিটসন হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। তার অবস্থান তাবুর চেয়ে কাছাকাছি হওয়ায় সেই প্রথম হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এলো।

কিটসনের পরেই ব্লেক বাইরে এলো। ইতিমধ্যে জিনির ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসলো।

কিটসন চারপাশে তাকিয়ে, বললো, জিপো কোথায়?

ব্লেক দুহাতে মুখ আড়াল করে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করলো, জিপো–ও–ও

কিটস ও ব্লেক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। ব্লেক বললো, হতভাগাটা আমাদের ছেড়ে সরে পড়েছে। মনে হয় পালিয়েছে। ওর ওপর আমাদের নজর রাখা উচিত ছিলো।

তাবু থেকে জিনি বেরিয়ে, কি হয়েছে?

জিপো পালিয়েছে।

তাহলেও বেশীদূর যেতে পারেনি। কারণ মিনিট কুড়ি আগেও আমি ওকে ঘুমোতে দেখেছি।

ভয়ঙ্কর স্বরে ব্লেক বললো, যে করে হোক ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। জিপোকে ছাড়া আমরা অথৈ জলে পড়বো। ওর মাথার ঠিক নেই। নইলে কুড়ি মাইল পাহাড়ী রাস্তা পায়ে হেঁটে কেউ পালাবার চেষ্টা করে। বড় রাস্তায় পৌঁছতে ওর দশ ঘন্টা লেগে যাবে।

কিটসন ও ব্লেক ছুটতে লাগলো।

ঘাসজমির শেষ প্রান্তে গিয়ে তারা থামলো। নীচের দিকে তাকালো। পাহাড়ে গাঢ় রঙের পটভূমিকায় রাস্তাটাকে সাদা সুতোর মতো দেখাচ্ছে।

কিটসন ব্লেকের হাত ধরে আঙুল তুলে দেখালো, ঐ যে জিপো যাচ্ছে।

ব্লেক নীচের দিকে প্রায় দু মাইল নীচের রাস্তায় একটা ছোট্ট সচল বস্তু দেখলো–জিপো।

ওকে এখনো ধরা যাবে। একবার ধরতে পারলে ওকে পালানোর ঠেলাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবো। চলো, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিটসন বললো, না। রাস্তাটা অসম্ভব সরু। ওকে ধরতে পারলেও গাড়ি ঘুরিয়ে আনা অসম্ভব। তার চেয়ে চলো পাহাড়ের দিক দিয়ে নামতে থাকি। তাহলে দু মাইল রাস্তা আমরা একমাইল হেঁটেই পৌঁছে যাবে।

কিটস নামতে শুরু করলো পাহাড়ের গা বেয়ে। কখনো লাফিয়ে, কখনো বুকে হেঁটে খাড়াই পাহাড় বেয়ে সে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো।

জিপোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ব্লেক কিটসনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

কিটসন আঙুল তুলে জিপোকে দেখালো, ঐ যে যাচ্ছে।

ব্রেক দাঁত খিঁচিয়ে রিভলবার উচিয়ে ধরলো।

কিটসন ব্লেকের কব্জি চেপে ধরলো, কি, করছে কি? এখন জিগোই আমাদের ট্রাক খোলার একমাত্র ভরসা। আর ওকেই তুমি খুন করতে চাইছো?

ব্লেক হিংস্রভাবে এক ঝাঁকুনি দিয়ে রিভলবারটা খাপে খুঁজে আবার খাড়াই বেয়ে নামতে শুরু করলো।

হঠাৎ কিটসনের চোখ পড়লো জিপোর ওপর, ও ধমকে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকালো জিপো। একটু দাঁড়িয়ে তারপর সে ছুটতে লাগলো।

কিটসন ব্লেককে বললো, ও আমাদের দেখে ফেলেছে। তারপর গলা চড়িয়ে চিৎকার করলো, জিপো ফিরে এসো

জিপো কিন্তু মরিয়া হয়ে ছুটে চললো। ওর পা যেন সীসের মতো ভারী লাগছে। তার পালানোর এই প্রয়াস যে নির্বুদ্ধিতারই ফলশ্রুতি তা সে উপলব্ধি করলো এবার।

তাঁবুতে সকালে যখন জিপোর ঘুম ভেঙ্গেছে, তখন ব্লেক, কিটসন, জিনি তিনজনেই গভীর ঘুমে মগ্ন। ওদের ঘুমোতে দেখে পালাবার চিন্তাটা হঠাৎই তার মাথায় চাড়া দিলো।

তিনজনকে না জাগিয়ে অতি সন্তর্পণে গায়ের চাদর সরিয়ে জিপো উঠে বসেছে। হামাগুড়ি দিয়ে অতি কষ্টে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

কুড়ি মাইল পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। তখন ঘড়িতে পৌনে ছটা। সুতরাং জিপোর মনে হয়েছে, কম করে সাতটা আটটার আগে ওদের ঘুম ভাঙবে না। তার মানে সে পালাবার জন্য দেড় দুই ঘণ্টা সময় পাবে।

সুতরাং সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েই জিপো রওনা দিয়েছে। দ্রুতপায়ে ঢালু রাস্তা ধরে চলতে শুরু করেছে।

আধ ঘণ্টায় সে প্রায় দু মাইল পথ এসেছে। হঠাৎ ওপর থেকে ভেসে এসেছে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

চমকে মুখ তুলে তাকাতেই কিটসন ও ব্লেককে দেখেছে।

ওদের দেখেই জিপোর হাত–পা সিটকে গেছে।

সে শুনতে পেলো কিটসনের চিৎকার, জিপো! থামো! ফিরে এসো।

কয়েক শ গজ অন্ধের মতো দৌড়নোর পর জিপো বুঝতে পেরেছে, এভাবে–সে ওদের সঙ্গে পারবে না। তাই পেছন ফিরে দেখলো, ব্লেক তখনও পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে। কিটসন তার পেছনে গোড়ালিতে ভর দিয়ে সরসর করে নেমে আসছে।

ফাঁদে পড়া ভয়ার্ত শিকারের মতো রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে জিপো ছুটে চললো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জিপো মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল। হাত দিয়ে পতনজনিত আঘাত রোধ করলো সে। কিন্তু ওর ভারী শরীরটা পাহাড়ের রুক্ষ, অসমতল গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

জিপোর আহত দেহটা রাস্তায় এসে থামলো। কোনোরকমে সে উঠে দাঁড়ালো। ঘাড় ফিরিয়ে ওপর দিকে তাকালো।

না, এখান থেকে কিটসন বা ব্লেক কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা বড় বড় ঝুলন্ত পাথরগুলোই জিপোও ওদের মাঝে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দেখতে না পেলেও ওদের পায়ের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে।

উন্মত্তের মতো জিপো চারিদিকে তাকালো। একটা আশ্রয় তার দরকার, ওরা এসে পড়বে।

সামনেই ডান দিকে বিস্তৃত ঘন বুনন গাছের ঝোঁপ–ঠিক পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে। ঝোঁপ লক্ষ্য করে জিপো তীরবেগে দৌড়লো। ঝোঁপের উচ্চতা বেশীনয়–জিপোর উরু পর্যন্ত। তারই মধ্যে সে ছুটতে লাগলো। কাটা ঝোপে লেগে তার প্যান্ট ছিঁড়ে গেলোপা কেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। ঝোঁপের মাঝামাঝি গিয়ে জিপো উপুড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝোঁপের ডালপালা আবার তাদের জায়গায়, ফিরে এলো। নিষ্পাপ জিপোকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন নিরাপত্তার চাদরে ভয়ার্ত জিপোকে আগলে রাখতে চাইছে।

কিটসনই প্রথম রাস্তায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু সামনে পেছনে তাকিয়ে জিপোকে না দেখতে পেয়ে সে ভীষণ অবাক হলো।

একটা অশ্রাব্য কটুক্তি করে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্লেক তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় গেলো ও?

মনে হয় কোথায় ও লুকিয়ে পড়েছে।

দুজনেই সামনের ঝোঁপের দিকে তাকালো, ঐ কাটাঝোঁপই একমাত্র লুকোবার জায়গা।

ব্লেক বললো, শালা ওখানেই লুকিয়েছে। চেঁচিয়ে বললো, জিপো, বাইরে বেরিয়ে এসো। আমরা জানি তুমি ওখানেই লুকিয়ে আছে।

জিপো আতঙ্কে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে অনড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ব্লেক বললো, চলো, ওকে ধরে বাইরে টেনে আনি। তুমি ওপাশ দিয়ে ভেতরে ঢোক, আমি সামনে দিয়ে ঢুকছি।

ব্লেক দুহাতে কাটাগাছ সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে লাগলো। এইভাবে গজ দশেক যাওয়ার পর ব্লেক বুঝলো পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করে তার পক্ষে জিপোকে বের করা অসম্ভব। কারণ গোটা এলাকাটাই ঘন ঝোপে ঠাসা। সুতরাং এর মধ্যে জিপোর অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব।

ওদিকে কিটসনও একই সময়ে অবস্থাটা উপলব্ধি করলো এবং একরাশ বুনো ঝোঁপের মধ্যে থমকে দাঁড়ালো।

ওরা দুজন পরস্পরের দিকে তাকালো। ব্লেক চিৎকার করলো জিপো, এই শেষবারের মতো তোমাকে বলছি। যদি এক্ষুনি বেরিয়ে না আসো তাহলে তোমাকে এমন মার মারবো, কোনদিন ভুলবে না, বেরিয়ে এসো বলছি।

জিপো ব্লেকের স্বরে ক্রোধ ও হতাশার আভাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হলে, সে বুঝলো যদি সে সাহস করে নিশ্চলভাবে পড়ে থাকতে পারে, তাহলে তার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট। শুধু একটু সাহস...আর কিছু নয়।

হতাশ হলেও সামনের দিকে আরো কয়েক পা ব্লেক এগিয়ে গেলো। জিপো শুনতে পেলো ঝোঁপঝাড় ঠেলে তার এগিয়ে আসার শব্দ–কিন্তু সে চলেছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দিকে। কিটসনের অবস্থাও তথৈবচ–সেও ব্লেকের মতোই মূল নিশানা এড়িয়ে চলেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে জিপো অপেক্ষা করতে লাগলো।

বেশ কয়েক মিনিট পর কিটসন ও ব্লেকের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলো, তখন জিপো বেবোনো মনস্থ করলো।

কারণ ওরা যদি এইভাবে পুরো এলাকাটা তন্ন তন্ন করে, তাহলে লুকোনো জায়গা ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলাই তার পক্ষে নিরাপদ।

সুতরাং খুব সতর্কভাবে বেলে মাটির ওপর বুক ঘষটে, কাটাগাছগুলো না নড়িয়ে সে তার স্থূল দেহ নিয়ে এগিয়ে চললো। কারণ কাঁটা ঝোঁপের সামান্য আন্দোলনই কিটসন ও ব্লেককে তার অবস্থিতির কথা জানিয়ে দেবে।

এইভাবে তিরিশ চল্লিশ গজ যাওয়ার পর জিপো নিশ্চিন্ত বোধ করলো। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার আগেই সে সাপটাকে দেখতে পেলো।

নিজেকে সামনে এগোবার জন্যে সবে ডান হাতটা সামনে বাড়িয়েছে। এমন সময় দেখে সাপটা তার আঙুল থেকে ইঞ্চি দুয়েক দূরেই কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। চ্যাপ্টা বাঁকানো ফণাটা শুনে স্থির।

জিপোর সারা শরীর যেন পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে পড়লো, সমস্ত চেতনা হয়ে গেলো আচ্ছন্ন। পাথরের মূর্তির মতো অনড় হয়ে পড়ে রইলো সে। হৃদপিণ্ডের দুর্দম গতি বুঝি তার কণ্ঠনালী রোধ করছে।

সাপটাও নিশ্চলভাবে ফণা তুলে প্রতীক্ষায় রইলো।

কয়েকটা যন্ত্রণাময় মুহূর্তের পর জিপো দাঁতে দাঁত চেপে, মরিয়া হয়ে বি ডান হাতটা ফিরিয়ে আনলো।

এবং সেই মুহূর্তেই সাপটা তার হাতে ছোবল মারলো।

জিপো অমানুষিক যন্ত্রণায় উন্মাদের মতো সঙ্গে সঙ্গে অপার্থিব চিৎকার করে উঠে অন্ধের মতো ঝোঁপঝাড় ভেদ করে দৌড়তে লাগলো।

ব্লেকও কিটসন ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার অনুসন্ধান করতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেলো জিপোর আর্তনাদ।

ওরা দেখলো জিপো রক্ত জমানো আর্তনাদে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে

শালা একেবারে পাগল হয়ে গেছে, বলেই ব্লেকও জিপোর পেছন পেছন ছুটতে শুরু করলো ঝোঁপঝাড় ঠেলে কিটসনও তাকে অনুসরণ করলো।

জিপো ঝোঁপঝাড় ছাড়িয়ে পাহাড়ের খাড়াই ঢালের দিকে ছুটে চললো। কিন্তু সেখানে পৌঁছানো মাত্রই জিপো ভারসাম্য হারিয়ে পিছলে পড়লো। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে অসহায়ভাবে নেমে চলল।

ব্লেককে পেছনে ফেলে কিটসনই আগে পৌঁছলে জিপোর কাছে। নিচের রাস্তার কাছে একটা বড় পাথরের গায়ে পিঠ দিয়ে সে পড়েছিল। কিটসন জিপোর ওপর ঝুঁকে, জিপো! কোনো ভয় নেই। ব্লেক তোমাকে কিছু করবে না। কিন্তু তোমার হয়েছে কি?

কিটসন জিপোর কালসিটে পড়া মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

জিপো কোনরকমে বললো, একটা সাপ...

ব্লেক পড়িমড়ি করে এসে পৌঁছলো। জিপোকে দেখেই সে রাগে ফেটে পড়লো, শালা ভীতু কোথাকার। তোকে আমি খুন করে ফেলবো।

ব্লেক এক প্রচণ্ড লাথি চালাতে গেলো কিন্তু কিটসন বাঁ হাতে সে আঘাত রোধ করে, থাক, এসব পরে হবে। দেখতে পাচ্ছে না। জিপোর কি অবস্থা হয়েছে।

জিপো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতটা তুলে কিটসনকে দেখিয়ে, সাপ...একটা সাপ...

কিটসন দেখলো, জিপোররক্তিমহাতটাঅস্বাভাবিকফুলেউঠেছে সমস্তরক্ত এসেজমাহয়েছে তার হাতে। সে জিপোর স্ফীত হাতের ওপর আঙুল ছোঁয়াতেই সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করলো।

কিটসন জিপোর পাশে পা ছড়িয়ে বসে, কি হয়েছে, জিপো?

জিপো শাসকষ্টে হাঁপিয়ে, সাপ...একটা সাপ...আমাকে ছোবল...মেরেছে...।

কিটসন দেখতে পেলো জিপোর হাতের উপর পাশাপাশি দুটো তীক্ষ্ণ দাঁতের দাগ। সুতরাং ওকে আশ্বাস দিয়ে, ভয় নেই, জিপো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।

আমাকে...আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো। আমি আমার ভাইয়ের মতো...সাপের কামড়ে...মারা যেতে চাই না...আলেক্স...।

কিটসন রুমাল বের করে সেটাকে দড়ির মতো পাকিয়ে শক্ত করে জিপোর কব্জিতে বেঁধে দিলো।

ব্লেক উত্তেজিত ভাবে, তার মানে ওকে সাপে কামড়েছে? তাহলে তাহলে আমরা ট্রাকের ডালা খুলবো কি করে?

পকেট থেকে একটা–ছুরি বের করে তার ফলা খুলে ধরলো।

জিপো, এতে তোমার একটু ব্যথা লাগবে কিন্তু কিছুটা আরাম পাবে। এ ছাড়া এখন আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

ছুরির ধারালো অগ্রভাগ জিপোর উত্তপ্ত, স্ফীত হাতে বসিয়ে দিলো সে। খানিকটা লম্বা করে চিরে দিলো।

জিপো চিৎকার করে বাঁ হাতে কিটসনকে আঘাত করলো।

ওর হাতের ক্ষত থেকে ধীরে ধীরে রক্ত বেরোতে লাগলো। একইভাবে শক্ত হাতে কিটসন জিপোর কব্জি ধরে রইলো। হাতে চাপ দিয়ে ক্ষত মুখ দিয়ে বিষটা বের করার চেষ্টা করলো। জিপোর বিবর্ণ মুখ দেখে মনে হলো জিপো যেন আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

আলেক্স–তুমি আমার...সত্যিকারের বন্ধু। তোমার সঙ্গে সেদিন যে দুর্ব্যবহার করেছি, সে সব চলে যেও। আমাকে–আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলল...

ভয় পেয়োনা জিপো। আমি সব ব্যবস্থা করছি। দাঁড়াও, আগে বুইকটা নিয়ে আসি।

ব্লেক খেঁকিয়ে উঠলো। কি–কি বললে?

গাড়িতে করে আমি জিপোকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ওর অবস্থাটা একবার দেখো। বাঁচে কি না বাঁচে ঠিক নেই। বলেই কিটসন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

ব্লেক তীব্রভাবে, কিটসন!

আবার কি হলো?

ফিরে এসো এখানে। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? দেখো উপরে! একটা উড়োজাহাজ চক্রাকারে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি গাড়িটা আড়াল থেকে বাইরে আনলেই ওরা সেটা দেখতে পাবে। তারপর পুলিস এসে এ জায়গাটা গরুখোঁড়া করে আমাদের বের করবে।

তাতে কি হয়েছে? একটা মানুষকে তো আর বসে বসে মরতে দেওয়া যায় না। জিপোকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে না গেলে ওর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেটা বুঝতে পারছে না

গাড়িটা তুমি লুকোনো জায়গা থেকে বাইরে আনতে পারবে না, ব্যস।

হাসপাতাল এখান থেকে কম করে তিরিশ মাইল দূরে। এতোটা রাস্তা আমি জিপোকে কাধে করে নিতে পারবো কি?

ব্লেক খেঁকিয়ে উঠলো, তাতে আমার বয়েই গেলো। মোটমাট গাড়িটা তুমি দিনের আলোয় রাস্তায় বের করবে না। জিপোকে এখন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। উপায় কি?

নিকুচি করেছে তোমার উপদেশের, বলেই কিটসন পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো।

কিটসন।

ব্লেকের শাসানির সুরে কিটসন ঘুরে দেখলে ব্লেকের হাতে তার দিকে লক্ষ্য করে রিভলবার রয়েছে।

ব্লেক নিপ্রাণ স্বরে, এখানে ফিরে এসো।

দেরি হলে জিপো মারা পড়বে এড। তুমি সেটা দেখছো না?

ব্লেক ভয়ঙ্কর স্বরে শাসিয়ে বললো, তুমি আগে এখানে ফিরে এসো। গাড়ি বের করার কথা ভুলে যাও। জলদি এসো, আমি আর দ্বিতীয়বার বলবো না।

কিটসন ধীরে ধীরে নেমে এলো। সে ভাবলো এতোদিনে তাহলে সময় এসেছে। আজই একটা ফয়সালা হয়ে যাক। তবে ওর ডান হাতের দিকে নজর রাখতে হবে। এই আমাদের চুড়ান্ত ফয়সালা। সে কিছুতেই জিপ্পেকে অসহায় ভাবে মরতে দেবে না।

কিটসন সহজভাবে এগিয়ে এলো, কিন্তু আমাদের কিছু একটা করা উচিত। এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিপোকে আমরা মরতে দিতে পারি না। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নেওয়া দরকার।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখো, গর্দভ কোথাকার। যতক্ষণে তুমি গিয়ে গাড়ি এনে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, ততক্ষণে ও মারা যাবে।

কিন্তু তাই বলে, চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। সে আড়চোখে দেখলো, ব্লেক রিভলবারটা সামান্য নামিয়ে নিলো।

পলকের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ব্রেকের কব্জির ওপর কিটসনের হাত নেমে এলো।

ব্রেকের হাত থেকে রিভলবারটা ঝোঁপের মধ্যে ছিটকে পড়লো। এক লাফেপিছিয়ে কিটসনের মুখোমুখি সে দাঁড়ালো।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরদাঁত বের করে নিঃশব্দে ব্লেক হেসে উঠলো।

ব্লেক হালকা স্বরে, তাহলে তাই হোক। তুমিই যখন আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনলে তখন আমি আর কী করতে পারি। তোমাকে ঢিট করার ইচ্ছেটা আমার বরাবরের। সুতরাং সুযোগ যখন পেয়েছি আজ তোমাকে সমঝে দেবো লড়াই কাকে বলে। শালা

কিটসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিটসন মুখ লক্ষ্য করে একটা ঘুষি চালালো। ব্রেক চকিতে মাথা সরিয়ে নিলো আর ঘুষিটা কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। সে চট করে বসে পড়লো। কিটসনের ডান হাতের আড়াল কাটিয়ে তার বজ্রমুষ্টি সশব্দে প্রতিদ্বন্দ্বীর পাজরে আছড়ে পড়লো। আকস্মিক আঘাতে কিটসনের দম যেন বন্ধ হয়ে এলো। সে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো।

ব্লেক এগিয়ে আসতেই কিটসনের বাঁ–হাতি ঘুষি তার মাথায় আঘাত করলো। ব্লেকের শরীর টলে পড়লো।

একই সঙ্গে দুজন এগিয়ে আসতেই ওরা অন্ধ লক্ষ্যে ঘুষি চালাতে লাগলো। কয়েকটা গায়ে মুখে আঘাতও করলো। এইভাবে সাবধানী ভঙ্গিমায় ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চললো।

ব্রেক হিংস্রভাবে কিটসনের বুক লক্ষ্য করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষিটা মারলো।

কিটসন জোরালো ঘুষির নিরেট আঘাত সইতে পারলো না। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

ব্লেক হিংস্রভাবে এগিয়ে এসে আর একখানা ঘুষি কিটসনের ঘাড়ে বসিয়ে দিলো। কিটসন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়লো।

ব্লেক পিছিয়ে দাঁড়ালো।

কিটসন হাতে ও হাঁটুতে ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে বসলো। দেখলো, ব্রেক তার দিকে আবার এগিয়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে সে ব্লেকের হাঁটু লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো। দু হাতে ব্লেকের পা দুটো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো সে।

ব্লেক কিটসনকে নিয়েই মাটিতে আছড়ে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত ওরা দুজনেই শিথিল ভঙ্গিতেহাত–পাএলিয়ে পড়েরইল। তারপর কিটসনআচ্ছন্নভাবে ব্লেকেরগলাটিপতে গেলে ব্লেকের ঘুষিতে কিটসনের হাত আলগা হয়ে গেলো। ব্লেক গড়িয়ে তার আওতার বাইরে চলে এলো।

একমুহূর্ত ধরে ওদের ধস্তাধস্তি চললো। ব্লেক প্রাণপণেকিটসনেরবাঁধন ছাড়াতে চেষ্টা করলো, কিটসনও মরিয়া হয়ে ব্লেকের হাত ধরলো।

ব্লেক নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বাঁ–হাতে ক্ষিপ্র ঘুষি চালালো। কিটসন কোনোরকমে ঘুষিটাকে এড়িয়ে তার পাঁজরে খুঁষি বসিয়ে দিলো, ব্লেক যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলো।

কিটসন সাফল্যের আশায় এগিয়ে এলোপাথাড়ি ঘুষি চালালো ব্লেকের মাথা লক্ষ্য করে।

ব্লেক অস্ফুট শব্দ করে পিছালো।

এবার কিটসনের বাঁ–হাতি ঘঁষি তার মাথায় পড়তেই ব্লেক চোখে অন্ধকার দেখলো। দু হাত শূন্যে তুলে ব্লেক আরো কয়েক পা পিছিয়ে গেলো।

কিটসন তার চোয়ালে সংঘর্ষ অনুভব করলো। তারপরেই তার মস্তিষ্কে খেত তপ্ত কিছুর বিস্ফোরণ ঘটলো। কিটসন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। পাথরের টুকরোর আঘাতে তার মুখ কেটে গেলো, যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করে চিত হয়ে গড়িয়ে পড়লো। তারপর আপ্রাণ চেষ্টার পর মাথা তুলে দেখলল।

ব্লেক জিপোর দেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে।

কিটসন টলতে টলতে উঠে ব্লেকের কাছে এগিয়ে গেলো।

ব্লেকের শীতল নির্বিকার স্বর, ও মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত হতভাগাটা আমাদের এভাবে বোকা বানালো।

জিপোর পাশে কিটসন হাঁটু গেড়ে বসে ওর শীতল হাতটা তুলে নিলো নিজের হাতে।

প্রশান্তির ছাপ জিপোর মুখমণ্ডলে। ক্ষুদে ক্ষুদে কালো চোখ জোড়া পরম নিশ্চিন্ততায় নীলাকাশে নিবদ্ধ।

কিটসন শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে ভাবলো, জিপোর মৃত্যুর পর ট্রাকের তালা খোলার ক্ষীণতম আশাও নেই। দশ লক্ষ ডলার এখন মরীচিকা! হাতের মুঠোয় পৃথিবী। ই, তাই ই বটে। মরগ্যান প্রথমেই করেছে চরম গলদ, আজ যদি ফ্র্যাঙ্ক থাকতো, তবে সে তার ভুলের নিষ্ঠুর পরিণতি দেখতে।

ব্লেক কিটসনকে ডাকলো, চলে এসো, ও মারা গেছে। ওর জন্য আমাদের আর কিছুই করার নেই।

মৃত জিপোর মুখে তাকিয়ে চুপচাপ তার হাত ধরে কিটসন যেন শেষ সান্ত্বনা দিতে চাইলো।

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকিয়ে দীর্ঘ পথ ধরে লুকানো ট্রাকের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলো।

.

১১.

ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড হ্রদের কাছেই বসে ছিলো। একমনে খবরের কাগজ পড়ছিলো। এমন সময় দুজন লোককে সামনের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো।

সবেমাত্র প্রাতঃরাশ সেরে ব্র্যাডফোর্ড একটু বিশ্রাম করছিলো। একটু আগেই তার স্ত্রী ও ছেলে হ্রদের দিকে বেড়াতে গেছে। সে একটু পরে যাবে। এমন সময় আগন্তুক দুজনকে দেখে ব্র্যাডফোর্ড অবাক হলো।

একজনের পরনে সৈন্যবাহিনীর মেজরের পোশাক, দ্বিতীয় জনের পরনে সস্তা ছাই রঙের স্যুট, মাথায় টুপি।

মেজরের চেহারা বেঁটেখাটো। তামাটে, লম্বা মুখ, ঠোঁটের ওপর টানা মিলিটারী মার্কা গোঁফ। নীল চোখে অন্তর্ভেদী কঠিন দৃষ্টি।

মেজরের সঙ্গী যথেষ্ট লম্বা, ভারী রক্তিম মুখমণ্ডল যেন পাথর খোদাই করে বসানো। চোখমুখে তীক্ষ্নতা, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়তো কোনো সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার হবে।

সামনে এসে মেজর ব্র্যাডফোর্ড?

ব্র্যাডফোর্ড উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, কিন্তু...কি ব্যাপার বলুন তো?

ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড, জুনিয়র?

না, সে আমার ছেলে কিন্তু ওর সঙ্গে আপনাদের কি দরকার?

আমি মেজর ডিলেনি, ফিল্ড সিকিউরিটি। আর ইনি হলেন লেফটেন্যান্ট কুপার, সিটি পুলিশ। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম। কিন্তু আপনারা কি আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চান?

হ্যাঁ, কোথায় সে?

ও তার মার সঙ্গে হ্রদের ধারে বেড়াতে গেছে। কিন্তু কি হয়েছে বলুন তো?

ডিলেনি তাকে আশ্বাস দিলো, চিন্তা করার কিছুই নেই; মিঃ ব্র্যাডফোর্ড। আমরা শুধু ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

এমন সময় জুনিয়র ব্র্যাডফোর্ড শিস দিতে দিতে এসে হাজির। কিন্তু বাবার সামনে দুজনকে দেখে শিস দেওয়া বন্ধ করে সতর্ক হয়ে গেল।

ব্র্যাডফোর্ড বললো, ঐ যে, ও এসে গেছে। এই–জুনিয়র, এদিকে এস। তোমার মা কোথায়? তাকে যে দেখছি না।

মা হ্রদের ধারে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

ডিলেনিই প্রথম প্রশ্ন করলো, তুমিই কি ফ্রেড ব্যাডফোর্ড, জুনিয়র?

ঠিকই ধরেছেন।

পকেট থেকে একটা খাম বের করে দেখিয়ে এটা কি তোমার লেখা? এই চিঠিটা? ছেলের আঁকাবাঁকা হাতের লেখা ব্র্যাডফোর্ড চিনতে পারলো কিন্তু কি লিখেছে বুঝতে পারলো না।

হা–আমারই লেখা।

সে মাটিতে উবু হয়ে বসে শতছিন্ন শোলার টুপিতে ঘাস ভরলো।

অবাক হয়ে ব্র্যাডফোর্ড বললো, আমার ছেলে আপনাদের চিঠি দিয়েছে?

হ্যাঁ, সে পুলিশ সদরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, লুকোনো ট্রাকটার হদিশ সে জানে।

জুনিয়র। একি করেছো তুমি! তুমি ভালোভাবেই জানো, লুকোনো ট্রাকের হদিস তুমি জানো না। তবে কেন...

ছেলেটা বাবার দিকে একবার অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে আবার টুপিতে ঘাস ভরার কাজে মন দিলো। এবার ঘাসভর্তি টুপিটা তার মাথায় ভালো করে চেপে বসালো। তারপর গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ালো।

সে নিজের মনে বলে চললো, এভাবে টুপিটা পড়া ছাড়া উপায় নেই। নইলে সব ঘাস পড়ে যেতো। এতে আমার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের আবিষ্কার।

ডিলেনি ও কুপার পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর ডিলেনিই আদর মাখানো সুরে, ট্রাকটা কোথায় আছে, খোকা? ছেলেটা টুপিটা আরো টেনেটুনে শক্ত করে মাথায় বসিয়ে গম্ভীর সুরে বললো, ট্রাকটা কোথায় লুকোনো আছে, আমি জানি।

সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু কোথায় আছে ওটা?

জুনিয়র ব্র্যাডফোর্ড স্থির। অপ্রতিভ চোখে মেজরের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু পুরস্কারের কি হবে?

ব্র্যাডফোর্ড অস্বস্তিভরে, শোনো জুনিয়র, তুমি ট্রাকের কোনো খবরই জানোনা। তাহলে এদের শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো কেন? এতে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে

ছেলেটা শান্তস্বরে জবাব দিলো, ট্রাকটা কোথায় আছে সেটা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু পুরস্কারের টাকাটা হাতে না আসা পর্যন্ত একটা কথাও আমি বলছি না।

ডিলেনির স্বর তীক্ষ্ণ হলো, শোনো খোকা, যদি সত্যি সত্যিই ট্রাকের খবর তোমার জানা থাকে তো চটপট বলে ফেলো। তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন, আমাদের সময় নষ্ট করার মতলব থাকলে তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে।

সরাসরি ছেলেটা জবাব দিলো, ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানের ভেতরে লুকোনো আছে।

ব্র্যাডফোর্ড অধৈর্য হয়ে, ওঃ, আবার সেই একই কথা। ও ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে হাজারবার আলোচনা করেছি। যেমন আমিও জানি, তেমন তুমিও জানো যে....

ডিলোনি বাধা দিলো, একমিনিট মিঃ ব্র্যাডফোর্ড; যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কথা বলার সুযোগটা আমাকেই দিন। খোকা, তুমি বুঝলে কি করে যে ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানের ভেতর লুকোনো আছে?

জুনিয়র বললো, আমি নিজের চোখে দেখেছি। ক্যারাভ্যানটা যাতে ট্রাকের ওজন বইতে পারে, সে জন্যে ওরা ক্যারাভ্যানের তলায় দুটো চওড়া ইস্পাতের পাত লাগিয়েছে।

ওরা? তার মানে কারা?

যারা ট্রাকটা চুরি করেছে। আমি তাদের কথাই বলছি।

তার মানে তুমি ট্রাকটাকে নিজের চোখে দেখেছো?

ছেলেটা মাথা নাড়লো এবং চিন্তিত মুখে টুপিটা খুলে নিলো।

প্রথম প্রথম এটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘাস গুলো গরম হয়ে যায়। নাঃ, আবার নতুন করে ঘাস ভরতে হবে দেখছি।

সুতরাং আবার সে তার স্ব–আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মন দিলো।

ডিলেনির কণ্ঠস্বর উত্তেজিত, ট্রাকটাকে তুমি কোথায় দেখেছো?

মেজরের কথায় কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে ছেলেটা মুঠো মুঠো ঘাস ছিঁড়ে টুপিতে ভরতে লাগলো। আমার কথা তোমার কানে গেছে?

কি বললেন?

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি ট্রাকটা কোথায় রয়েছে?

ঘাস ভরতে ভরতেই ছেলেটা বললো, আমার বাবা বলছিলো, পুলিশ না কি আমাকে পুরস্কারের টাকাটা দেবে না। নিজেরাই ওটা মেরে দেবে।

ব্র্যাডফোর্ডের দিকে কুপার কটমট করে তাকালো। ব্র্যাডফোর্ড অস্বস্তিভরে ছেলেকে তিরস্কার করলো। আমি মোটেই ওকথা তোমাকে বলিনি। এভাবে কথা বলার জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা শিস দেওয়ার মতো বিচিত্র শব্দ করলো। তারপর বললো, কি মিথ্যেবাদী। তুমিই তো বললে ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানে লুকোনো আছে একথা পুলিশকে জানালে ওরা ভাববে আমরাই সেটা চুরি করেছি। তারপর বললে না, সব পুলিশই এক–একনম্বরের চোর

ব্র্যাডফোর্ডের দিকে চেয়ে ডিলেনি একটা অস্পষ্ট শব্দ করলো, হুম–

কুপার গর্জন করে উঠলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার বাবা কি বলেছে না বলেছে বাদ দাও। ট্রাকটা কোথায় দেখেছে সে কথাই আগে বলল।

অত্যন্ত সতর্কভাবে ছেলেটা টুপির ওপর ঝুঁকে মাথাটা ভেতরে গুজে দিয়ে শক্ত করে এঁটে দিলো।

ছেলেটা সরাসরি লেফটেন্যান্টের চোখে তাকিয়ে, পুরস্কারের টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর কিছুই বলবো না।

কুপারের মুখভাব কঠিন হলো। তাই নাকি, আচ্ছা, দেখা যাবে। তোমরা দুজন আগে থানায় চলো। তারপর দেখবো। যদি দেখি যে এতোক্ষণ ধরে তুমি শুধু আমাদের সময় নষ্ট করেছ, তাহলে...

কুপারকে হাত দিয়ে ডিলেনি সরিয়ে, দেখি সরো, আমাকে কথা বলতে দাও। শোনোখোকা, ট্রাকটা খুঁজে বার করার ব্যাপারে যে পুলিশকে খবর দিতে সাহায্য করবে, সেই-ই পাবে পুরস্কারের টাকাটা। এর মধ্যে পক্ষপাতিত্বের কোনো প্রশ্নই নেই। তোমার দেওয়া খবর যদি আমাদের ট্রাকটা খুঁজতে সাহায্য করে তবেই তুমি পুরস্কারের টাকাটা পাবে। এতে অবিশ্বাসের কি আছে?

সত্যি বলছেন?

মেজর ঘাড় নাড়ালো, সত্যি বলছি।

পুরস্কারের টাকাটা আমার বাবাকে দেবেন না তো? আমার হাতেই দেবেন?

হ্যাঁ তোমাকেই দেবো।

পাঁচ হাজার ডলার?

হা-ছেলেটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে।

ঠিক বলছেন তো? ট্রাকের খবর দিলে টাকাটা আপনি আমাকেই দেবেন?

মেজরের মুখে আকর্ণ বিস্তৃত আন্তরিক হাসি, আমি ঠাট্টা করছি না, খোকা। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা কখনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় না। তাদের কথার দাম আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর জুনিয়র ব্র্যাডফোর্ড মনস্থির করে বললো, আচ্ছা, তাহলে বলছি। ওরা মোট চারজন আছে তিনজন পুরুষ, একজন মেয়ে। তিনজনের মধ্যে দুজন সারাদিন ধরে ক্যারাভ্যানের ভেতরেই থাকতো। শুধু রাত্রি হলেই বাইরে বেরোতো। একদিন রাতে আমি ওদের দুজনকে ক্যারাভ্যান ছেড়ে বেরোতে দেখেছি। ওদের গাড়ির নম্বরও আমার কাছে রয়েছে। ওরা বলছিলো, এর পর স্ট্যাগ হ্রদের দিকে বেড়াতে যাবে কিন্তু সব মিথ্যে কথা। আমি দেখেছি ওরা স্ট্যাগ হ্রদে যাবার রাস্তায় না গিয়ে বড় রাস্তার দিকে গেছে। ক্যারাভ্যানটার রঙ সাদা, কিন্তু ছাদটা নীল রঙের! ছেলেটা নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ডিলেনির দিকে এগিয়ে দিলে, ওদের গাড়ির নম্বরটা এই কাগজেই লেখা আছে।

ডিলেনি পাতাটা সযতে পকেটে রাখতে রাখতে, কিন্তু ট্রাকটা যে ক্যারাভ্যানে আছে, সেটা জানলে কি করে?

ওদের দুজন যখন ভোরবেলা ক্যারাভ্যানে ঢুকছিলো, তখনই আমি দেখেছি। ট্রাকটা দেখবার জন্যেই তো আমি অতো ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলাম

কিন্তু ওটাই যে হারানো ট্রাক সেটা তুমি বুঝলে কি করে?

হারানো ট্রাকের বিবরণ আমি খবরের কাগজে পড়েছি। ওই ট্রাকটাই সেই হারানো ট্রাক, স্পষ্ট দেখেছি।

ওরা এ জায়গা ছেড়ে কখন রওনা হয়েছে?

কাল দুপুরে। ওরা যখন যায় তখন আমি ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। স্ট্যাগ হ্রদের রাস্তার দিকে ওরা যায় নি। গেছে পাহাড়ী এলাকার দিকে।

ডিলেনি কঠিন ভাবে, ওঃ, তাহলে তো অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। তুমি তোমার বাবাকে বলে আমাদের সদরে ফোন করতে পারতে!

বলেছিলাম বাবাকে। কিন্তু বাবা নিজেও ফোন করবে না, আমাকেও করতে দেবে না। তাই শেষ পর্যন্ত চিঠিই দিতে হলো। বাবা খালি বলছিলো, সব পুলিশের লোকই এক নম্বরের চোর।

কুপার এবং ডিলেনি একই সঙ্গে ফিরে তাকালোব্র্যাডফোর্ডের দিকে। কটমট করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো।

ব্র্যাডফোর্ড ঢোঁক গিললো। নীচু স্বরে জবাব দিলো, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। ওর ধারণাকে অপরিণত মস্তিষ্কের কল্পনা ভেবে.....

থাক, হয়েছে। রূঢ় স্বরে ব্র্যাডফোর্ডকে থামিয়ে দিলো ডিলেনি। ফিরলো জুনিয়রের দিকে, ওই লোকগুলোর চেহারার বর্ণনা তুমি দিতে পারবে, খোকা?

নিশ্চয়ই বললো সে, এবং কিটসন, জিনি, জিপো ও ব্লেকের নিখুঁত শারীরিক বর্ণনা গড়গড় করে বলে গেলো।

কুপার ওদের চেহারার বর্ণনা টুকে নিলো।

এই তো লক্ষ্মী ছেলে। ডিলেনি উৎসাহভরা সুরে বলে উঠলো, তুমি একটা কাজের মতো কাজ করেছ। যদি ট্রাকটা আমরা খুঁজে পাই, তাহলে তুমি যাতে পুরস্কারের টাকাটা পাও সেজন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

নিশ্চিন্ত থাকুন; ট্রাক আপনারা খুঁজে পাবেনই। মাথা থেকে টুপিটা খুলে ঝেড়ে-ঝেড়ে ঘাসগুলো ফেলে দিলো ছেলেটা, উঁহু, এই কায়দাটা তেমন জুতসই নয়। বড্ড তাড়াতাড়ি এটা গরম হয়ে যাচ্ছে।

কুপার দাঁত বের করে হাসলো, এক কাজ করো, ঘাসের বদলে বরফ দিয়ে দেখো কাজ হবে। জুনিয়রের মুখে হতাশা নেমে এলো।

নিতান্তই অবাস্তব। গভীর স্বরে বললো সে, বরফ গলে যাবে না?

ডিলেনি ওর কাঁধ চাপড়ে দিলো, আমি একটা পথ বাতলাতে পারি, তোমার টুপির ওপরটা কেটে ফেলল। তাহলে স্বাধীনভাবে হাওয়া চলাচল করতে পারবে, মাথাও ঠাণ্ডা থাকবে। তাছাড়া, কে বলতে পারে যে আগামী যুগে এটাই একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াবে না!

ছেলেটা কিছুক্ষণ প্রস্তাবটা ভেবে দেখলো, তারপর মাথা নাড়লল, এটার মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে। দেখি, চেষ্টা করে দেখতে হবে। হয়তো এ থেকে বেশ কিছুটাকাও জমিয়ে ফেলতে পারি

গাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে ডিলেনি বললো, পাহাড়ের ওপরে.... একমাত্র ঐ জায়গাটাই আমরা এখনো খুঁজতে বাকি রেখেছি। ওখানে ওরা থাকলেও থাকতে পারে।

অসম্ভব। কুপার দৃঢ় স্বরে বলে উঠলো, আমার যদি একবারও মনে হতো যে ওরা ওখানে লুকিয়েছে, তাহলে এতোদিনে ও জায়গাটাকে তুলোধোননা করে ছাড়তাম। কারণ ঐ রাস্তা বেয়ে কারো পক্ষেই ওপরে ওঠা সম্ভব নয়–ভারী ট্রাক নিয়ে তো দুরের কথা! কয়েক সপ্তাহ আগে এক প্রচণ্ড ঝড়ে এ রাস্তার কিছুটা অংশ একেবারে ধুয়ে–মুছে গেছে।

.

কিন্তু একমাত্র ঐ পাহাড়ী এলাকা ছাড়া আর কোনো জায়গাই তো আমরা খুঁজতে বাকি রাখিনি। .....হোক অসম্ভব, তবু আমি একবার খুঁজে দেখতে চাই। হয়তো ভাগ্যের জোরে ওরা ট্রাক নিয়েই ও রাস্তাটা উৎরে গেছে।

গাড়িতে উঠে কুপার ইঞ্জিন চালু করলো।

তুমি পুরস্কারের জন্য সত্যি–সত্যিই ঐ বাচ্চাটার নাম সুপারিশ করবে নাকি? সে প্রশ্ন করলো।

কুপারের পাশে ডিলেনি আয়েস করে বসলো। তার চোখে দুরাভিসারী শূন্যদৃষ্টি, একটা দশ বছরের বাচ্চা ছেলে পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে কি করবে বলতে পারো? মাঝখান থেকে ওর গেছে বাপটা ঐ টাকাগুলো পকেটস্থ করবে। কুপারের দিকে ফিরে তাকালো ডিলেনি, মুখে দুয়ে হাসি, পুরস্কারের টাকাটা কে পাবে সেটা আমরা ভালোভাবেই জানি, তাই না? পুরস্কারের শর্তে স্পষ্টই লেখা আছে, যে বা যারা ট্রাকটা খুঁজে বার করবে

টাকাটা তারাই পাবে। আমার ধারণা তুমি আর আমিই সেটা খুঁজে বের করতে চলেছি; অতএব...

কুপার সশব্দে হাঁপ ছাড়লল, ওঃ, তুমি যেভাবে ঐ বাচ্চাটাকে বোঝাচ্ছিলে, আমি তো ভাবলাম বুঝি সত্যি–সত্যি...

ডিলেনি জানালো, বাচ্চাদের পেট থেকে কিভাবে কথা বার করতে হয় তা আমার জানা, ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় একাগ্র এবং আন্তরিক হতে হবে, নইলে ওরা তোমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবে না। ...তাছাড়া, তুমি তো জানো, আমি বরাবরই একাগ্র এবং বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে ভালোবাসি। উঁচু গলায় হেসে উঠলো সে।

.

কিটসন যখন তাঁবুতে ফিরলো তখন নটা বেজে গেছে। জিপোর বেলচাটা কাঁধে ফেলে শ্লথ ভঙ্গীতে এগিয়ে এলো। গায়ের জামা ঘামে ভেজা।

গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর বসে ছিলো জিনি। মুখ ফ্যাকাশে, সবুজ চোখে জল।

ব্লেক ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের বাইরে বের করেছে। ট্রাকের দরজার গায়ে কান পেতে সে ডান হাতে কম্বিনেশন চাকতিটা ঘুরিয়ে চলেছে। অত্যন্ত সর্তক ভঙ্গীতে, ধীরে ধীরে সে চাকতিটা ঘোরাচ্ছে সম্ভবতঃ জিপোর পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাইছে।

কিটসন বেলচাটা লাগিয়ে জিনির দিকে এগিয়ে গেলো। ওর পায়ের কাছে মাটিতে বসলো, কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালো।

জিনি হাত রাখলো কিটসনের কাঁধে।

ওঃ, কি ভাবেই না বেচারা মারা গেলো : জিনির হাতের ওপর হাত রাখলো কিটসন, কিন্তু ওর জন্য আমাদের কিছুই করার ছিলোনা। জিপো যখন মারা যায়, আমি আর ঐ ছুঁচোটা মারামারিতে মত্ত। অবশ্য এমনিতেই ওকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না, তার আগেই ও মারা যেতো।

ওসব নিয়ে আর ভেবো না, আলেক্স।

তারপর ওর দেহটা কবর দেওয়া–জিপো বড় ভালো লোক ছিলো, জিনি। ওর কথা শোনা উচিত ছিলো। এ কাজে জিপো হাত দিতে চায়নি। আমাকেও নিরস্ত করার জন্য কম চেষ্টা ও করেনি। এখন ভাবছি; ওর কথা শুনলেই ভালো হতো।

হা।

ও বলেছিলো, এ কাজের ফল কোনোদিনই ভালো হবে না; সেটা যে কতো বড় সত্যি কথা, তা আজ আমি বুঝতে পারছি। চলো জিনি–আমরা এখান থেকে চলে যাই; তুমি আর আমি। অন্ধকার হলেই আমরা রওনা হবো।

তাই চলো। এ সবই আমার দোষ, আলেক্স, এর জন্য নিজেকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবো না। এতো সবের মূলে একমাত্র আমি। তুমি যখন জিপোকে কবর দিতে গেলে, তখন থেকে খালি ভাবছি। এখন বুঝতে পারছি খুব ভুল করেছি আমি। কতো অন্যায়, এখন ট্রাক যদি খোলাও হয়, তবু একটাও টাকা ছোঁবো না।

তাহলে তুমি আসতে রাজী? জিনির দিকে না তাকিয়ে কিটসন বললো, আমরা নতুন করে জীবন শুরু করবো, জিনি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

তুমি চাইলে আমার আপত্তি নেই! ও জবাব দিলো, কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সত্যিই কি আমরা পালাতে পারবো? আজ না হয় কাল আমাদের ধরে ফেলবেই।

কিটসন সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো।

কে জানে, হয়তো পারতেও পারি। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? আমরা বুইকটা নিয়ে সোজা মেক্সিকো সীমান্তের দিকে রওনা দেবো। পুলিশ আমাদের চেহারার বিবরণ জানে না। যদি আমরা মেক্সিকোয় পৌঁছতে পারি....

এই কিটসন! এদিকে এসো! ব্লেক ডেকে উঠলো, কি হচ্ছে ওখানে বসে? এখানে এসে কাজে হাত লাগাও, আমাকে সাহায্য করো।

কিটসন উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে চললো ট্রাকের দিকে।

তুমি অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে জানো? ব্লেক প্রশ্ন করলো। তার মুখমণ্ডল কঠিন, যেন পাথরে খোদাই করা। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

না, জানি না।

তাহলে এখন থেকেই শিখতে শুরু করো, এই হতচ্ছাড়া বাক্সটা আমাদের তালা গলিয়ে খুলতে হবে। এসো, সিলিণ্ডারগুলো ঠিক করে ধরো।

ও আমার দ্বারা হবে না। কিটসন জবাব দিলো!

ব্লেক তার দিকে তাকালো, তার মানে? এই ট্রাকটা আমাদের যে খুলতেই হবে, তাই না?

ওতে আমার উৎসাহ নেই। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। তোমার দরকার থাকে তুমি ভোলো। যদি খুলতে পার, সমস্ত টাকাই তোমার। কেউই ভাগ বসাতে যাবে না। আমি এই ঝামেলায় আর থাকতে চাই না।

ব্লেক বললো, শালা ভীতুর ডিম। বুঝতে পারছে না, এটা আমার পক্ষে একা সামলানো সম্ভব নয়। ফালতু না বকে এসে আমাকে সাহায্য করো।

অন্ধকার হলেই এখান থেকে আমি ও জিনি চলে যাচ্ছি। তুমি তোমার খুশিমতো পথ বেছে নাও। কিন্তু আমরা চলে যাচ্ছি, নিশ্চিত জেনো।

ব্লেক খেঁকিয়ে উঠলো। ও-তাই বুঝি? তোমরা দুজন...ও শেষ পর্যন্ত জিনিকেও কজা করেছো? কিন্তু তাই বলে দশ লক্ষ ডলারকে পায়ে ঠেলে চলে যাবে এ কেমন কথা।

তোমার নিশ্চয়ই মাথার কোনো ঠিক নেই। তাহলে তোমরা এক দীর্ঘ পদযাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো।

আমরা বুইকটা নিয়ে যাচ্ছি।

সে তো তুমি ভাবছো। কিন্তু বুইকটা আমার কাজে লাগবে। আর আমি যাবার জন্য প্রস্তুতও নই। আর কিছু করি না করি, এই ট্রাকের তালা আমি খুলবোই। ভেবো না, তোমার মতো কোনো ডরপোক ভেড়ুয়া বা তার পেয়ারের তওয়ায়েফ আমাকে রুখতে পারবে। সোজা কেটে পড়ো, আমি বাধা দেবো না। তবে বুইক নয়, শ্রীচরণ ভরসা করেই বিদেয় হও। গাড়ি আমি ছাড়ছি না।

ব্লেক আড়চোখে দেখলো জিনি উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ব্লেক একা–তার প্রতিদ্বন্দ্বী একাধিক। তাছাড়া, জিনির কাছে হয়তো রিভলবারও আছে।

শান্ত স্বরে কিটসন বললো, আজ রাতেই আমরা চলে যাচ্ছি। এবং গাড়ি নিয়েই যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করলে বড় রাস্তা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসতে পারো। কিন্তু তারপরে তোমাকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

ইতস্ততঃ করে ব্লেক জিনির দিকে তাকালো। নিশ্চলভাবে ও দাঁড়িয়ে ডান হাত শরীরের আড়ালে নামালো।

ব্লেক ভাবলো–এখন সে যদি ঠিকমতো প্যাঁচ না কষতে পারে তাহলে ওরা দুজনে তাকে খুন করবে। সে কিটসনকে লক্ষ্য করে বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যা বলছে তাই

হবে। তাহলে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা ট্রাকটা খোলার চেষ্টা করতে পারি হয়তো খুলে যেতেও পারে। এসো, সিলিণ্ডারগুলো ধরো কাজের সাহায্য করে।

ঠিক আছে। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না।

এক পলক জিনিকে দেখলে ব্লেক, দেখাই যাক না। তোমার বড় বেশী উপদেশ দেওয়ার স্বভাব, আলেক্স। এসো, কাজে হাত লাগাও।

কিটসন ক্যারাভ্যানের দিকে পা বাড়াতেই ব্লেক কিটসনের পেটে রিভলবার চেপে ধরলো।

ব্লেক জিনিকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠলো, রিভলবারটা ফেলে দাও নইলে তোমার হবু বরের পেট ফুটো করে ছাড়বো।

জিনির হাত থেকে রিভলবার খসে পড়লো, ব্লেক দুজনকে রিভলবারের আওতায় রেখে পিছিয়ে জিনিকে বললো, সরে যাও রিভলবারের কাছ থেকে।

জিনি কিটসনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ব্লেক জিনির রিভলবারটা তুলে হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

এবারে শোনো। এই ট্রাকটা আমরা খুলবোই। ট্রাক না খোলা পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে আমরা নড়ছি না। তোমরা এ টাকা না চাইতে পারো। কিন্তু আমি চাই। আলেক্স যাও। ভেতরে গিয়ে সিলিণ্ডারগুলো বের করো।

কিটসন ক্যারাভ্যানের দিকে পা বাড়িয়ে বললো, এ কাজ আমার একার সম্ভব নয়। গাড়িতে এগুলো তোলার সময় জিপো আমাকে সাহায্য করেছিলো। তুমি অন্য দিকটা না ধরলে হবে না।

ব্লেক রিভলবার খাপে ঢুকিয়ে, কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করো না, আলেক্স, ফল খারাপই হবে।

কিটসন সিলিণ্ডারের এক প্রান্ত ধরে টানলো। ব্লেক অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজের কাধ পাতলো। তারপর দুজনে অতি সাবধানে এক পা এক পা করে বাইরে এলো।

কিটসন বাইরে এসেই আচমকা সিলিন্ডারের এক প্রান্ত কাঁধ থেকে ফেলে দিলো। সিলিন্ডারের প্রান্তটা সশব্দে মাটিতে আছড়ে পলো। এই অতর্কিত আঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে ব্লেক ছিটকে পড়লো।

কিটসন ডান হাতি ঘুষিতে ব্লেকের ঘাড়ে সজোরে আঘাত করলো–সে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

ব্লেক রিভলবার বের করার চেষ্টা করলো কিন্তু কিটসনের শরীরের তেরো স্টোন ওজন তার ওপর চেপে বসলো।

বন্যজন্তুর মতো ওরা যুঝে গেলো। একসময় ব্লেক হাঁটু ভাজ করে কিটসনের বুকে আঘাত করলো–ছিটকে ফেলে দিয়ে রিভলবার বের করতেই কিটসন ঝাঁপিয়ে পড়লে তার ওপর।

ব্লেকের রিভলবার ধৃত হাত আঁকড়ে ধরে কিটসন সপাটে ব্লেকের মুখে আঘাত করলো। একটা অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা ব্লেকের হাত থেকে খসে পড়লো।

কিটসন রিভলবার কুঁড়িয়ে উঁচিয়ে ধরেছে ব্লেকের দিকে।

ব্লেক নৃশংস স্বরে, এর বদলা আমি নেবোই।

তোমার বদলা নেবার দিন চলে গেছে, এড।

সহসা সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটা ছোট বায়ুন হাওয়ার ঝাপটায় ঘাসের শীষগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে উপত্যকা অভিমুখে উড়ে গেলো।

ব্রেক চাপা স্বরে বললো, ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। এখুনি ওরা উঠে আসবে এই পাহাড়ে, আমাদের পিছু নেবে।

ওরা তিনজন নিশ্চলভাবেদাঁড়িয়ে দেখলো বহুদূরে একটা ছোট বৃত্তাকার পথে বাঁক নিয়ে প্লেনটা আবার তাদের দিকে ফিরে আসছে।

চিৎকার করে বললো ব্লেক, শীগগির লুকিয়ে পড়ো। বলেই অন্ধের মতো সামনের জঙ্গলের দিকে দৌড়লো।



www.bengaliebook.com

কিটসনও জিনিজঙ্গলের অন্য দিকে ছুটলো। ইতিমধ্যেই প্লেনটা তাদের মাথার ওপর এসে গেছে। ওরা স্পষ্ট দেখতে পেলো, খোলা ককপিট দিয়ে দুজন লোক ঝুঁকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

জিনি ও কিটসন পরস্পরের দিকে তাকালো।

ব্লেক চেঁচিয়ে, লুকিয়ে পড়ো, গর্দভ কোথাকার। বোকার মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

কিটসন বললো, জিনি, ওরা আমাদের দেখেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।

হ্যাঁ। আমি তো আগেই বলেছিলাম। ওরা আমাদের ধরে ফেলবেই।

কিটসন শরীরকে যথাসম্ভব মাটিতে মিশিয়ে রাস্তা পার হলো। উপত্যকার কোল ঘেঁষে বেয়ে ওঠা রাস্তায় ক্ষীণ সাদা পটভূমিতে তার নজরে পড়লো বিপদের যান্ত্রিক রূপ।

প্রায় মাইল দশেক নীচে তিনটে গাড়ি আঁকাবাঁকা পথে ছুটে আসছে। কিটসন জিনির কাছে ছুটে এলো, ওরা আসছে।

ব্লেক আড়াল থেকে বেরিয়ে, ওদের দেখা যাচ্ছে?

হা। যেভাবে ওরা গাড়ি ছুটিয়ে আসছে তাতে ওদের পৌঁছতে মিনিট দশেকের বেশী লাগবে না।

ব্লেক কাঁপা স্বরে, এখনো পালাবার সুযোগ আছে। শীগগির বুইকটা নিয়ে এসো। আমরা যদি একেবারে পাহাড়ের মাথায় চড়তে পারি। তাহলে এখনো বাঁচবার উপায় আছে।

কিটসন বললো, এখান থেকে মাইলখানেক ওপরে রাস্তা একেবারে ধসে গেছে। আমাদের হয়তো পাহাড় বেয়েই উঠতে হবে...

ব্রেক ক্যারাভ্যান থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা নিয়ে এলো, আমি প্রাণ থাকতে ওদের হাতে ধরা দিচ্ছি না। কারণ বিদ্যুৎ-চেয়ার আমার পছন্দ না।

কিটসন বুইকের দরজা খুলতেই জিনি তার পাশে উঠে বসলো। জিনির শরীর কাঁপছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

ব্লেক গাড়িতে উঠতেই কিটসন গাড়িটাকে চালিয়ে ঘাস জমি পেরিয়ে রাস্তায় নিয়ে এলো।

তিনজনে একবার দুরে দাঁড়ানো ট্রাকটাকে ফিরে দেখলো।

ব্লেক নৃশংস স্বরে বলল, ওই শালারা বলেছিল এটাই পৃথিবীর নিরাপদতম ট্রাক। এখন দেখছি কথাটা কেবল প্রচারের জন্য নয়।

কিটসন ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে চললো। চোখের দৃষ্টি সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ। প্রচণ্ড গতিবেগের জন্য রাস্তার বাঁকে গাড়ির চাকা পিছলে যেতে লাগলো।

কিন্তু পাহাড়ী রাস্তায় আবার উঠতে শুরু করা মাত্রই সামরিক বাহিনীর উড়োজাহাজটা চঞ্চল হাউন্ডের মতো তাদের মাথার ওপরে ঘুরতে লাগলো।

ব্লেক খিঁচিয়ে উঠলো, ওই ব্যাটাকে যদি একবার নাগালের মধ্যে পাই। বলে ব্লেক শক্ত হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা আঁকড়ে ধরলো।

দুর থেকে ভেসে আসা পুলিশ সাইরেনের একটানা কাতর আর্তনাদ ওরা শুনতে পেলো।

জিনি ভয়ে কেঁপে উঠলো।

গাড়ি সচল রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো কিটসনের। কারণ রাস্তাটা শত গর্ত এবং আলগা পাথরে কন্টকিত।

ওদের বাঁ দিকে খাড়া পাহাড়, যেন একটা গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল। আর ডান পাশে অতল খাদ। নীচের উপত্যকা এখান থেকে একটা বোতামের মতো দেখাচ্ছে।

কিটসন গাড়ির গতিটা কমিয়ে আনলো, এভাবে আমরা আর বেশীদূর যেতে পারবোনা। আর একটু পরেই আমরা সেই বিধ্বস্ত অংশের মুখোমুখি হব।

কিটসন পরের বাঁকে মোড় নিতেই ব্রেক কষলো। বুইক থমকে দাঁড়ালো।

অসংখ্য পাথর, বুনো ঝোঁপরাস্তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে বুইককে নিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

ব্লেক স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা নিয়ে অন্যদিকে না তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে, ছুটে গিয়ে পাথর ঝোপে–ঢাকা ঢিবিটা বেয়ে উঠতে লাগলো।

কিটন তাকিয়ে দেখলো ওপরে অনেক ওপরে পাহাড়ের শুভ্র তুষারাবৃত চূড়া দেখা যাচ্ছে। জিনির হাত ধরে বললো, জিনি, আমরা ওই পথ বেয়ে ওপরে উঠবো। ওখানে হয়তো লুকোবার যথেষ্ট জায়গা থাকতে পারে। তাছাড়া ব্লেকের সঙ্গে গেলে আমাদের বাঁচবার আশাই থাকবে না।

জিনি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেলো, ও আমি পারবোনা, আলেক্স। তুমি একাই যাও।

কিটসন জিনিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো।

গেলে আমরা দুজনে একসঙ্গেই যাবো। বলে সে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে উঠতে লাগলো। প্রথম একশো গজ সহজেই উঠলো, জিনিরও তেমন অসুবিধে হলো না। থেকে থেকেই কিটসন থমকে পেছন ফিরে জিনিকে উঠতে সাহায্য করছে। হাত বাড়িয়ে ওপরে টেনে তুলছে।

ক্রমশঃ ওদের আরোহণের গতি কমে এলো এবং সাইরেনের শব্দও আগের চেয়ে অনেক তীব্র।

পাহাড়ের বন্ধুর তলের পটভূমিতে ওরা নিজেদের বড় অসহায় বোধ করলো। কিন্তু পঞ্চাশ গজ ওপরে গেলেই ওরা বিশাল পাথরের আড়ালে সহজেই আত্মগোপন করতে পারবে। কিটসন জিনিকে বারেবারেই তাড়া দিতে লাগলো।

জিনির ডান হাত একসময় আতঙ্কে পিছলে গেলো। কিন্তু কিটসন ওকে আঁকড়ে ধরে নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে তুললো।

অবশেষে ওরা পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে পৌঁছলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই এসে থামলো কতকগুলো গাড়ি ওদের ঠিক নীচেই।

ওরা নীচের রাস্তায় উঁকি মারলো কিন্তু রাস্তার একটা অংশ সামনের একটা ঝুলন্ত বিশাল পাথর আড়াল করে রেখেছে। কিটসন ডানদিকে দেখলে ব্লেক পাগলের মতো ছুটছে আর পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। সামনের বাঁকে মোড় ঘুরতেই কিটসন তাকে আর দেখতে পেলো না।

কিটসন ওপরে তাকালো, সম্ভবতঃ বাঁচবার আশায়।

তাদের কাছ থেকে আরো অনেকটা ওপরে ছোট ঝোঁপঝাড়ের পর্দায় ঢাকা একটা চওড়া পাথরের আড়াল দেখে কিটসন ভাবলো, যদি ঐ পাথরের আড়ালে পৌঁছতে পারে তাহলে পুলিশের অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ও জিনি পরম নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে।

সে হাত বাড়িয়ে জিনির বাহু স্পর্শ করলো, এখন ওপরে উঠতে পারবে তো?

হ্যাঁ, চলো।

সামান্য কাছে সরে এলো জিনি। কিটসনের দেহে ওর উষ্ণ ঠোঁট জোড়ার মাধ্যমে অনুভূতি সঞ্চালিত হল।

আমি দুঃখিত, আলেক্স। এ সমস্তই আমার দোষে হয়েছে।

উঁহু, আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই ফ্র্যাঙ্কের কথায় রাজী হয়েছিলাম। তবে দুঃখ এই, আমরা শেষ পর্যন্ত জিততে পারলাম না।

নীচে উত্তেজিত লোকজনের কথোপকথন ওদের কানে এলো।

কিটসন ফিসফিসিয়ে, ওরা নিশ্চয়ই বুইকটা খুঁজে পেয়েছে? চলো, এগোনো যাক।

আবার ওরা পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো।

জিনি ভাবলো, কিটসন যদি পদে পদে ওকে সাহায্য না করতো, তাহলে এই খাড়াই পাহাড় বেয়ে ওঠা কোনোমতেই সম্ভব হতো না।

জিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ওপরের একটা ছোট ছুঁচলো পাথরকে দুহাতে আঁকড়ে একটা গাছের শেকড়ে পা রেখে ও হাঁপাতে লাগলো, দু চোখ বোজা।

আমি আর পারছি না, আলেক্স। আর এক পাও ওঠার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি একাই ওপরে উঠে যাও। আমার জন্য সময় নষ্ট কোরো না।

আর মাত্র ফুট খানেক ওপরেই রয়েছে সেই পাথরের আড়ালটা।

তারপর জিনির দিকে চোখ নামাতেই সে দেখলো, দূরে বহুদূরে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অতল গভীরতার হাতছানি।

একটা ছোট্ট কাটাঝোঁপের শেকড়কে অবলম্বন করে কিটসন ঝুলতে লাগলো। ভয়ে সে চোখ বুজলো।

জিনি কিটসনের অবস্থা দেখে চমকে উঠলো।

আলেক্স!

কোনো ভয় নেই। হঠাৎ কিরকম মাথা ঘুরে গেলো। তুমি নীচের দিকে তাকিও না জিনি। এক মিনিট–আমাকে একটু সামলে নেবার সময় দাও।

মসৃণ দেওয়ালের গায়ে লেপটে থাকা দুটো নিঃসঙ্গ মাছির মতো ওরা স্থির হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপরই আবার উঠতে শুরু করলো। পা রাখবার একটা জুতসই প্রশস্ত জায়গা খুঁজে পেতে তার দেরি হলো না।

দেখি, হাত ধরো। ...এবার আস্তে আস্তে ওঠবার চেষ্টা করা। ভয়ের কিছু নেই, আমি তো ধরে আছি।

না, আলেক্স। এতে করেও তুমি আমাকে টেনে তুলতে পারবে না, আমি তার আগেই হয়তো নীচে....

কিটসনের অধৈর্য সুর, যা বলছি করো। হাতটা বাড়িয়ে দাও।

ও আলেক্স। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি আর এভাবে ঝুলে থাকতে পারছি না। আমার হাতের বাঁধন হয়তো খুলে যাবে–

ওর হাতের বাঁধন আলগা হতেই কিটসন জিনির কব্জি চেপে ধরলো। জিনির আর্ত চিৎকার মিলিয়ে গেলো। ওর দু বাহুর শেষ প্রান্তে অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগলো জিনি।

কিটসন জিনির শরীরের সমস্ত ওজন নিজের হাতে নিয়ে ঝুলে রইলো।

কিটসন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, জিনি! সাবধান! আমি পাহাড়ের গা ঘেঁষে তোমাকে ধরে থাকছি, তুমি পাথরের খাঁজে টাজে পা রাখবার চেষ্টা করো। তারপর তোমাকে সহজেই টেনে তুলতে পারবো। কোনো ভয় নেই। শুধু আমাকে একটু সাহায্য করো।

একটু পরেই কিটসন অনুভব করলো জিনির ওজন নেই–অর্থাৎ ও কোনো অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে।

কিটসন জিনির দিকে তাকিয়ে, ঠিক আছে–একটু অপেক্ষা করো।

দীর্ঘ এক মিনিট পর কিটসন বললো, আচ্ছা এবার এসো। বলে সে ওকে টেনে তুলতে শুরু করলো।

চওড়া পাথরটায় পৌঁছেই জিনি অবসন্নভাবে কিটসনের পাশে বসে পড়লো।

ওরা তখন গুলির শব্দ শুনতে পেলো। জিনি ভয়ে কুঁকড়ে গেলো।

গুলির শব্দটা এসেছে নীচের থেকে ওদের ডান পাশ থেকে

কিটসন অতি সাবধানে ঝুঁকে দেখলে বুইকটা এবং তার কাছাকাছি দাঁড়ানো পুলিশের গাড়ি তিনটে নীচের রাস্তায় রয়েছে।

রাস্তার অবরোধের ঠিক পেছনেই অতি সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে দশজন সৈনিক ও তিনজন পুলিশ অফিসার।

সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা বাঁকের আড়ালে রয়েছে ব্লেক। দুটো ছোট ছোট গোলাকার পাথরকে সে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে সামনে রেখেছে। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে ব্লেকের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের নল।

ব্লেকের থেকে আরো পঞ্চাশ গজ দূরে একটা জীপদাঁড়িয়ে পাশেই তিনজন সৈনিক– ব্লেকের আড়ালে।

জীপটা নিশ্চয়ই পাহাড়ের অপর দিক দিয়ে উঠে এসেছে এবং ব্লেককে ফাঁদে ফেলেছে। ব্লেককে অনুসরণ না করে সে মনে স্বস্তি পেলো।

ব্লেকের সোজাসুজি একজন সৈনিক মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার মাথার একটা ক্ষত থেকে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে।

বাঁকটার কাছে এসে সৈনিকের দল থামলো–ব্লেকের দৃষ্টির আড়ালে। ব্লেকের কাছ থেকে ওদের দূরত্ব মাত্র কুড়ি ফুট।

একজন বেঁটে খাটো মেজর তার সোনালী চুলে ঢাকা মাথাটা অতি সাবধানে সামনে উঁকি মারলো। কিন্তু মৃত সৈনিকটাকে দেখামাত্রই ব্যস্তসমস্তভাবে সে মাথাটা ভেতরে টেনে নিলো।

সে চিৎকার করে উঠলো, আমরা জানি, তুমি ওখানেই লুকিয়ে রয়েছে। অতএব মাথার ওপর হাত তুলে বাইরে বেরিয়ে এসো। চুপচাপ বেরিয়ে এসে ধরা দাও।

জিনি আস্তে আস্তে কিটসনের পাশে এসে নীচে তাকালো।

মেজর চিৎকার করলো। তুমি নিজেই বেরিয়ে আসবে, না আমরা গিয়ে তোমাকে টেনে বার করবো?

ব্লেক নৃশংস, আতঙ্কিত স্বরে, আয় শালা, আমাকে ধরবি আয়। আয়–তারপর দেখ, কেমন দাওয়াইটা তোদের দিই।

মেজর একজন পুলিশ অফিসারকে ডেকে কি যেন বলে আর একজন সৈনিকের কাছে এগিয়ে গেলো। তার সঙ্গে আলোচনার পর সৈনিকটি তার রাইফেল আর একজন

সহকর্মীর হাতে তুলে দিলো। তারপর পকেট থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি কি একটা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগলো।

কিটসন রুদ্ধশ্বাসে সব লক্ষ্য করে চললো।

রাস্তার বাঁকের কাছে পৌঁছেই সৈনিকটি থামলো।

মেজর আবার চিৎকার করলো, এই তোমার শেষ সুযোগ। এখনো বাইরে বেরিয়ে এসো।

ব্লেক একটা অশ্রাব্য খিস্তি করে উঠলো।

মেজর বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক।

সৈনিকটি সেই ছোট্ট জিনিসটাকে ছুঁড়ে দিলো। ওটা পাক খেতে খেতে নীচে পড়তে লাগলো।

জিনি কিটসনের কাঁধে মুখ ঢাকলো।

কিটসন চিৎকার করে ব্লেককে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো। তাহলে ওরা আমাদের উপস্থিতি জেনে যাবে।

ব্লেক যে পাথর দুটোর আড়ালে ছিলো, গ্রেনেডটা ঠিক তার সামনে গিয়ে পড়লো।

কিটসন দু হাতে মুখ ঢাকলো। গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দটা অস্বাভাবিক তীব্র শোনালো। ছোট ছোট আলগা পাথরগুলো গড়িয়ে পড়ার শব্দ কিটসনের কানে এলো।

এক হাতে জিনিকে আঁকড়ে ধরে সে আস্তে আস্তে ভেতরে সরে এলো।

কিটসনকে দু হাতে জাপটে ধরে জিনি থর থর করে কাঁপছে।

হঠাৎ একজন চিৎকার করলো, এখানে তো মাত্র একজন। আর দুজন তাহলে গেলো কোথায়? মেয়েটাও তো এখানে নেই!

কিটসনের চঞ্চল আঙুল তখন জিনির চুলে বিলি কেটে, ভয় পেয়ো না। ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না। এই পাথরের আড়ালে আমাদের খোঁজ করার কথা ওদের মাথায় আসবে না।

তখনই শুনতে পেলো কোনো বায়ুযান উড়ে আসার শব্দ।

কিটসন জানতো, ওপর থেকে নজর ফেললে তাদের খুঁজে পেতে সময় লাগবে না। কারণ মসৃণ পর্বতপৃষ্ঠে তাদের শরীর দুটো মিনারের মতোই প্রকট।

জিনি প্রাণপণে চেষ্টা করলো নিজের শরীরটা কিটসনের শরীরে মিশিয়ে ফেলতে। যেন কোনো আতঙ্কিত পশু দিশেহারা হয়ে তার গর্তে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

কিটসন আতঙ্কিত চোখে সম্মোহিতের মতো বায়ুযানটির দিকে চেয়ে রইলো।

প্লেনটা ওদের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে গেলো। ওপরে চোখ রাখতেই কিটসন দেখলো, প্লেন চালক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাদের দিকেই দেখছে।

কিটসন যেন মানসচক্ষে দেখতে পেলো, প্লেনচালক তার বেতারযন্ত্রে খবর পাঠাচ্ছে। নীচের রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলোকে জানিয়ে দিচ্ছে পলাতকদের সন্ধান সে পেয়ে গেছে।

জিনির মুখটা আলতো করে তুলে ধরে কিটসন বললো, জিনি, আমার কথা শোন। ব্লেক ঠিকই বলেছিলো। কারণ এখন দেখছি মরণ কারাগারে যাবার ইচ্ছে আমারও নেই। কিন্তু তোমার এখনো বাঁচবার সুযোগ আছে। তোমাকে ওরা দশ বছরের বেশীকারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেনা। তোমার বয়েস অনেক কম। দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে যাবে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে। তুমি বরং এখানেই থাকো পুলিশের লোক এসে তোমাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

আর তুমি?

আমি এখান থেকে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেবো। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এ পৃথিবী ছেড়ে নিষ্ক্রমণের পথ। আমি কিছুতেই মরণ কামরায় পা রাখতে পারবো না।

আমরা একসঙ্গেই যাবো, আলেক্স। এতে আমি ভয় করি না। কিন্তু দশবছরের নিঃসঙ্গ জীবনকে আমি ভয় পাই। আমরা একসঙ্গেই যাবো।

হঠাৎই কোনো স্বরবর্ধক যন্ত্রে একটা কর্কশ আদেশ ভেসে এলো। এই তোমাদের দুজনকে বলছি। নীচে নেমে এসো। আমরা জানি তোমরা পাথরের ওপরেই লুকিয়ে রয়েছে। আমরা রক্তপাত চাই না বলেই বলছি, চুপচাপ নেমে এসো।

তুমি থাকো, জিনি

না। তা হয় না।

সামনে ঝুঁকে কিটসন জিনিকে সর্বশক্তি দিয়ে জাপটে ধরে আবেগ ভরে চুমু খেলো। জিনি, মনে আছে ফ্র্যাঙ্ক কি বলেছিলো? হাতের মুঠোয় পৃথিবী। কে জানে, আমাদের সেই ইচ্ছার বাস্তব রূপ বোধ হয় এই পরিণতি, হয়তো সে ইচ্ছাপূরণ এই পৃথিবীতে সম্ভব নয়। তার জন্য রয়েছে অন্য পৃথিবী যে পৃথিবীর সন্ধানে আমরা চলেছি।

ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়ালো।

ওরা নীচের রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো পুলিশ ও সৈনিকদের দিকে তাকালো। তাদের রাইফেলের নল ঊর্ধ্বমুখী।

কিটসন চিৎকার করে উঠলো, ঠিক আছে। আমরা আসছি।

সে জিনির দিকে তাকালো, তুমি কি প্রস্তুত?

জিনি আরো শক্ত করে কিটসনকে আঁকড়ে ধরলো, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো, আলেক্স। আমি প্রস্তুত।

নীচের দাঁড়ানো লোকগুলো দেখলো, ওরা মসৃণ পাথরের আশ্রয় ছেড়ে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিলো। পাহাড়ের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে, এলোপাথাড়িভাবে সত্যি সত্যিই ওরা দুশো ফুট নীচের রাস্তায় নেমে আসতে লাগলো।